পবিত্র ত্রিপিটক

(একবিংশ খণ্ড)

ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (একবিংশ খণ্ড)

[অভিধর্মপিটকে **ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু**]

পবিত্র ত্রিপিটক

একবিংশ খণ্ড

[অভিধর্মপিটকে **ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু**]

জ্যোতিপাল মহাথের, জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
ও ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
কর্তৃক অনূদিত

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (একবিংশ খণ্ড)

[অভিধর্মপিটকে **ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু**]

অনুবাদকবৃন্দ : জ্যোতিপাল মহাথের, জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
ও ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-21

(Abhidharma Pitake **Dhatukatha, Paggala-Pannatti & Kathavatthu**)

Translated by Ven. Karunabangsha Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3083-0

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **“পবিত্র ত্রিপিটক”** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : “শুভ কাজে দেরি করতে নেই।” তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

“চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!”

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

অভিধর্মপিটকে

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

কর্তৃক অনূদিত

অভিধর্মপিটকে ধাতুকথা

অনুবাদক : ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এমবিবিএস; এফসিপিএস

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৬, জানুয়ারি ১৯৯০
প্রথম প্রকাশক : শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির

দ্বিতীয় প্রকাশ : ৮ জানুয়ারি ২০১৭
(পূজ্য বনভন্তের ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত)
দ্বিতীয় প্রকাশক : শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্থবির, রাজবন বিহার, রাঙামাটি
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : শ্রীমৎ সুভাবিতো ভিক্ষু
পরিবেশনায় : কল্পতরু, রাঙামাটি ৪৫০০, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশকের কথা

এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে পূজ্য বনভন্তের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এদেশের ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্মকে বলতে গেলে তিনি একাই একদম সেই তলানি থেকে তুলে এনে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন বা করতে পেরেছিলেন, এটা অনস্বীকার্য। বর্তমানে এদেশে বৌদ্ধধর্মের যৌবনকাল চলছে বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অবৌদ্ধপ্রধান দেশেও বৌদ্ধধর্মের এহেন উন্নতি ও জয়জয়কার দেখে বারবার পূজ্য বনভন্তের কথাই খুব বেশি মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব অবদানের কথা!

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পিটকীয় বইসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বইয়ের অনুবাদ, সংকলন, ছাপা, গবেষণা, অধ্যয়ন ও পাঠ এদেশে অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তার পরও বলতে হয়, বিগত ২০০০ সালের দিকে বিশেষত পূজ্য বনভন্তে তাঁর ধর্মদেশনার মাধ্যমে ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদ, প্রকাশ, পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরার পর থেকেই মূলত ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী উভয়ের মাঝে ধর্মীয় বই পড়া ও প্রকাশ করার হিড়িক পড়ে গেছে। এখন তো রাজবন বিহার তথা রাঙামাটি শহরকে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের রাজধানী বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, বাংলাদেশে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে রাঙামাটিতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভিক্ষু বাস করেন। এবং সেই সঙ্গে অষ্ট পরিষ্কার প্রভৃতি উন্নত মানের চীবরসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বৌদ্ধধর্ম-সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে এখন রাঙামাটিতেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মীয় বইপত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় খুব কম বই-ই আছে যেটি এখনো রাঙামাটি রাজবন বিহার বা তাঁর শিষ্য, ভক্ত অনুরাগীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়নি। এখানে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা ত্রিপিটকের অনেক বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো প্রকাশিত হচ্ছে।

আর একটা সুখবর হচ্ছে, পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে উপলক্ষ করে আগামী ২০১৯ সাল নাগাদ পূজ্য বনভন্তের স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে **"ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ"** নামে এক ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। তাদের এই উদ্যোগকে আমি সর্বান্তকরণে সাধুবাদ জানাই।

পূজ্য বনভন্তে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার ও রক্ষাকল্পে ত্রিপিটক গ্রন্থসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বই প্রকাশ, পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছিলেন। আমিও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে তাঁর কথায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অভিধর্মপিটকের **"ধাতুকথা"** নামে বইটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। পূজ্য বনভন্তের কাছে উপসম্পদা নিয়ে এই বছর আমি ভিক্ষুজীবনের দশম বর্ষা পূরণ করেছি। বিশেষ এই বছরটিকে পুণ্যময় করে তুলতেই মূলত এই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নেওয়া এবং সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা।

যাই হোক, এই **"ধাতুকথা"** বইটি অভিধর্মপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ। আজ থেকে বহু বছর আগে বইটি অনুবাদ করেছিলেন ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া। বর্তমানে তিনি প্রয়াত। ১৯৯০ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রকাশের মুখ দেখেনি বইটি। এই দীর্ঘ সময় অপ্রকাশিত থাকায় বইটি এখন যথেষ্ট দুষ্প্রাপ্য। এই দুষ্প্রাপ্যতাও বইটি প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নেওয়ার আরও একটি কারণ। আশা করি, এবার অভিধর্ম অধ্যয়নেচ্ছু সকলেই বইটি সহজেই হাতে পাবেন এবং এর দ্বারা উপকৃত হবেন। তবেই আমার সমস্ত উদ্যোগ ও অর্থসহায়তা দাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

পরিশেষে, যাদের অবদানের কথা না বললেই নয় তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের কথা। তিনিই মূলত বইটির যাবতীয় প্রুফ সংশোধন, পেইজ সেটিংসহ ছাপানোর কাজে সার্বিক তত্ত্বাবধান করে দিয়েছেন। আর স্নেহভাজন বিপুলানন্দ ভিক্ষু বরাবরের মতো এই বইটিও কম্পিউটার কম্পোজের মতো শ্রমসাধ্য কাজটি অসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে করে দিয়েছেন। আর শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে দিয়ে অমিত পুণ্যের ভাগীদার হয়েছেন জিরন কুমার তঞ্চঙ্গ্যাসহ হিমেল মা, চেলসি মা, রিমা, পুন্নী মা, নন্দি চাকমা, মিক্কো মা, রেশমি মা, পল্লল মা, চন্দ্রা বাপ ও শান্তি চাকমা প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। বিশেষত শ্রদ্ধাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন ধর্মপ্রাণ উপাসক জিরন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। আমি তাকে সহ উপরিউক্ত ভিক্ষু-গৃহী সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং পুণ্যরাশি দান করছি। এই গ্রন্থ প্রকাশজনিত পুণ্যের ফলে আমাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এই প্রার্থনা করছি।

ইতি

শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্থবির

১৮ অক্টোবর ২০১৬

সূ চি প ত্র

ভূমিকা

ধাতুকথা (সানুবাদ) গ্রন্থ প্রকাশের পশ্চাতে যাঁদের অবদান অতীব শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন রামু মেরেংলোয়া বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির এবং ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক, বিচিত্র ধর্মকথিক, ধর্মভাণ্ডাগারিক, ত্রিপিটকধর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। বাংলা ভাষায় এবং বাংলা অক্ষরে ত্রিপিটকের অভিধর্ম গ্রন্থসমূহের একান্ত অভাব প্রত্যক্ষ করে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবিরকে ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে অনুমোদিত অভিধর্মপিটকের কয়েক খণ্ড গ্রন্থ বার্মিজ অক্ষর হতে বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমার এই অনুরোধে অভিধর্মপিটকের ধর্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ এবং ধাতুকথা বার্মিজ অক্ষর হতে বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তন করে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।

ইতোমধ্যে ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বৌদ্ধদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু টাকা দান করার প্রস্তাব দিলে আমি তাঁকে এই টাকা দিয়ে একটা বই ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লতার সহিত অভিধর্মপিটকের 'ধাতুকথা' গ্রন্থটি ছাপিয়ে দেয়ার জন্য রাজি হয়ে যান। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে দক্ষিণা বাবদ যাহা টাকা-পয়সা পান, তাহা দিয়ে একটা বই ছাপিয়ে প্রকাশ করার মনোবৃত্তি দেখিয়ে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজের টাকায় অথবা চাঁদা সংগ্রহ করে স্বলিখিত বই ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন এই দৃষ্টান্ত ভুড়ি ভুড়ি আছে। কিন্তু নিজের টাকা দিয়ে ত্রিপিটকের একটা বই ছাপিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন।

'ত্রিপিটক' গ্রন্থ 'বিনয়', 'সুত্ত' এবং 'অভিধর্ম' নামক পিটকত্রয়ের সমষ্টি এবং এই গ্রন্থগুলো পালি ভাষায় লিখিত। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সুন্দর এবং উন্নত জীবন গঠনের জন্য বৌদ্ধসংঘ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ আছে, সুত্তপিটকে ভগবান বুদ্ধপ্রদত্ত ধর্মোপদেশসমূহ সংগৃহীত হয়েছে এবং অভিধর্মপিটকে দার্শনিকভাবে রূপারূপের বিচার-বিশ্লেষণ করে পরমার্থসত্য প্রদর্শিত হয়েছে। অভিধর্মপিটকে বৌদ্ধধর্মের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। তাই অভিধর্মের বিষয়বস্তু বড়ই জটিল, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

প্রথমে বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করে অভিধর্ম-সম্বন্ধে পড়াশুনা করলে ধর্মের অতিরিক্ত বিষয় উপলব্ধি করা যেতে পারে। তাই অভিধর্ম অতি মনোযোগের সহিত ধৈর্যসহকারে বার বার পড়তে হয়। এখানে মানুষের মনোজগতের অতি সূক্ষ্ম শ্রেণিকরণের মাধ্যমে রূপারূপের পরিচয় প্রদর্শন করে বৌদ্ধদের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ সাক্ষাতের প্রধান বিষয়গুলো ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে নীতি ব্যতীত কেউ সম্যক প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে না। নীতিবর্জিত ব্যক্তি পশুর সমান। নীতি বিসর্জন দিয়ে কোনো লক্ষ্যবস্তুর নিকট উপনীত হওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম মূলত নীতিপ্রধান মনোবিজ্ঞান। ধর্মবিনয়ের আদর্শকে সম্মুখে রেখে অভিধর্ম জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃত প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া যায়। তাই বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাকে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

অভিধর্মপিটক সাত খণ্ডে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্মসঙ্গণী, ২. বিভঙ্গ, ৩. ধাতুকথা, ৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ৫. কথাবত্থু, ৬. যমক এবং ৭. পট্ঠান। প্রকৃতপক্ষে ধর্মসঙ্গণী গ্রন্থে অভিধর্মের বিষয়বস্তু উপস্থিত করে উহাকে অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে পট্ঠানে সমাপ্ত কথা হয়েছে। তাই ধর্মসঙ্গণী অভিধর্মপিটকের শুধু প্রথম বই নহে; ইহা অভিধর্ম আলোচনার প্রাথমিক বইও বটে।

মনোজগতের জটিল, দুর্বোধ্য এবং সূক্ষ্ম চিত্ত-চৈতসিক বিষয়কে শ্রেণিকরণ করে ২২টি এবং ১০০টি দুক নামক 'মাতিকা'র সাহায্যে ধর্মসঙ্গণী গ্রন্থে অভিধর্মের প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। অভিধর্ম শিক্ষার 'মাতিকা' সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শন অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মাকে ভিত্তি করে জগতে সত্ত্বগণের উৎপত্তি-বিলয়ের ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যায় রূপারূপের স্বভাব ও আচরণকে বিচার-বিশ্লেষণ করে অভিধর্মপিটকে 'মাতিকা' পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে অভিধর্ম আলোচনা মূলত বিশ্লেষণাত্মক। মাতিকা পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের ধারা নিয়মতান্ত্রিক এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশক। তাই 'মাতিকা'র পূর্ব পরিকল্পনা ও সূত্রের অধীনে অভিধর্ম বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ। মাতিকার মূল পরিকল্পনা বা কাঠামো হতে বর্ধিত হয়ে অভিধর্মের আলোচ্য বিষয়গুলো একটা পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে। ফলত যদিও 'মাতিকা' একটা বিষয়ের সূচি হিসেবে গৃহীত হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে মাতিকা তাহা নহে। মাতিকা অভিধর্ম আলোচনার কেন্দ্রীয় অংশ অথবা বিশ্লেষণাত্মক

অবকাঠামোর ধারা যা হতে পরবর্তী আলোচনা বর্ধিত আকার ধারণ করে। তদুপরি ত্রিপিটকের বিষয় আবৃত্তি করার জন্য প্রাচীন এবং ঐতিহ্যগত মাতিকা শিক্ষার্থীদের উপাদানের স্থিতিশীল উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীদের অভিধর্ম উপলব্ধি করতে এবং অভিধর্ম আলোচনা গবেষণা করতে উপকৃত করে।

সাত খণ্ড অভিধর্মপিটকে প্রত্যেক খণ্ডের নিজস্ব 'মাতিকা' আছে। 'মোহবিচ্ছেদানী' (পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত) নামক অর্থকথায় মাতিকা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। কশ্যপ স্থবির তাঁর শিষ্যদের একান্ত অনুরোধে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। 'মূলপাঠ' ব্রহ্মদেশে 'নয়টা কনিষ্ঠাঙ্গুল হাত বইয়ের' (Nine Little finger's Manuls) একটা বই হিসেবে গণ্য। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যের চোল প্রদেশে 'নাগানণ বিহারে' ইহা খুব সম্ভবত রচিত হয়েছিল। মূলপাঠ ধর্মসঙ্গণী হতে পট্ঠান পর্যন্ত সকল অভিধর্মের অতি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বই।

আমরা এই ধাতুকথা গ্রন্থের প্রথম দিকে ধাতুকথার 'মাতিকা' সমূহের বিশেষ পরিচয় দিয়ে মাতিকার গণনা শ্রেণিকরণ উল্লেখ করেছি। ধাতুকথা পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম এই মাতিকা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তাই মাতিকা বার বার পড়তে হবে এবং প্রয়োজনবোধে মুখস্থ করতে হবে। মাতিকার বিষয়বস্তু এবং গণনা শ্রেণিকরণ আমি মূল পট্ঠান ছেয়াদ-উ-নারদ লিখিত 'Discourse on Elements (Dhatu-Katha)' নামক ইংরেজি গ্রন্থ হতে বাংলায় অনুবাদ করেছি।

ধাতুকথা গ্রন্থ ছাড়া ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে 'ধাতু' সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায়ে এবং মধ্যমনিকায়ে 'সতিপট্ঠান সুত্তে' 'ধাতুমনসিকার' নামক অধ্যায় আছে। তাহা ছাড়া মধ্যমনিকায়ে 'মহাহত্থিপদোপম সুত্তে' 'ধাতু-বিভঙ্গে' এবং 'রাহুলোবাদ সুত্তে' ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সংযুক্তনিকায়ে 'ধাতুসংযুক্ত' বলে একটা অধ্যায় আছে। অভিধর্মপিটকের বিভঙ্গ গ্রন্থে 'ধাতু-বিভঙ্গ' এবং যমক গ্রন্থে 'ধাতু-যমক' নামক অধ্যায়ে ধাতু সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ধাতুকথা গ্রন্থে ১৪টা পরিচ্ছেদে ধর্মসঙ্গণীর ২২টি তিক এবং ১০০টা দুক মাতিকাসহ মোট ৩৭১টা ধর্মস্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং উহাদের সম্প্রযোগ ও বিপ্রযোগ দেখানো হয়েছে।

'ধাতু' বলতে যারা নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে, তাদের বুঝায়

(অত্তনোসভাবং ধারেন্তী'তি ধাতুযো)। ধাতুকে আর ভাঙ্গানো যায় না বা অন্য কোনো পরিবর্তন করা যায় না। ধাতু বলতে কোনো বস্তুর গুণবাচক অর্থ নির্দেশ করে। তাই প্রকৃতপক্ষে ধাতু বস্তুর শূন্যতা নির্দেশ করে। আমাদের দৃশ্যত বস্তু যেহেতু ধাতু নিয়ে গঠিত, পারমার্থিকভাবে আমি, তুমি, সে, পাহাড়, পর্বত, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি শূন্যতায় নির্দেশ করে। কারণ একমাত্র শাশ্বত এবং অসংস্কৃত নির্বাণ ব্যতীত ধাতুসমূহ সকল জড়াজড়ের মৌলিক উপাদান।

ধাতুসমূহ স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে না। কার্যকারণের যথাযথ শর্তগুলো পূর্ণ হলে ধাতুসমূহ ইহাদের নিজস্ব গুণগত স্বভাব প্রদর্শনের জন্য এবং নিজস্ব গুণগত কর্ম সম্পাদনের জন্য উৎপত্তি হয় এবং নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের পর নির্দিষ্ট সময়ে নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং ধাতুসমূহের উৎপত্তি ও বিলয়ের ব্যাপারে কারও কোনো অদৃশ্য হাত নেই এবং উহারা কারও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, সে যতই ক্ষমতাবান বা শক্তিশালী হোক না কেন। অন্য কথায় ধাতুসমূহের উৎপত্তিতে কারও সম্পর্ক নেই; কারও পক্ষপাতিত্ব নেই এবং উহারা কারও অধীন নহে। উহাদের উদয়-বিলয় সম্পূর্ণরূপে কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। যেমন : ১. দৃশ্যমান বস্তু, ২. চক্ষু-ইন্দ্রিয় ৩. আলো এবং ৪. মনস্কার—এই চারটা বিষয় বিদ্যমান থাকলে চক্ষুবিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি হয়। এই চারটা বিষয়ের বিদ্যমানে জগতের এমন কোনো শক্তি নেই যা চক্ষুবিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি নিরোধ করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ধাতুসমূহ জগতের সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান। এক খণ্ড কাঠ জগতের সকল জড়বস্তুর মতো আটটা অবিনিভাজ্য রূপ নিয়ে গঠিত। যথা—পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস এবং আহার (ওজঃ)। প্রত্যেক ধাতু নিজস্ব কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অন্য ধাতুসমূহের কর্ম সম্পাদনে উহা সাহায্য করে না। তবে উহাদের উদ্ভবের জন্য উহারা পরস্পর পট্‌ঠানের ১. সহজাত-প্রত্যয়, ২. অন্যান্য-প্রত্যয়, ৩. নিশ্রয়-প্রত্যয়, ৪. অস্থি-প্রত্যয় এবং ৫. অবিগত-প্রত্যয়ের সহিত নির্ভরশীল। যেমন চার মহাভূতের উদ্ভব পট্‌ঠানের উপরিউক্ত প্রত্যয়ের সহিত ২৪ প্রকার মহাভূতোৎপন্ন রূপের উৎপত্তি নির্ভরশীল।

প্রাণি বলতে অভিধর্মমতে নামরূপের সমন্বয় বুঝায়। নামরূপ ২৮ প্রকার রূপ, ৫২ প্রকার চৈতসিক এবং ৮৯ প্রকার চিত্ত নিয়ে গঠিত। এই নামরূপের যথাযথ ধাতুসমূহ প্রত্যেকবারে একই সাথে উৎপত্তি এবং নিরোধ হয়। যেহেতু ধাতুসমূহ বস্তুনিরপেক্ষ গুণবাচক সংজ্ঞা মাত্র, উহারা বস্তুরহিত

শূন্যতা মাত্র। তাই আমরা শুধু ধাতুসমূহের উপস্থিতি দেখতে পাই। তাহাতে ধাতুর গুণগত কার্য দ্বারা কোনো কঠিন পদার্থ দেখা যায় না। এইরূপ দৃষ্টিপাত করলে জগতে প্রত্যেক জড়াজড় পদার্থের কোনো অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয় না এবং কেবল শূন্যতাই প্রতীয়মান হয়।

কোনো ঘটনা সংঘটন ছাড়াই ধাতুসমূহের উদয়-বিলয় হয়। ধাতুসমূহের জীবন্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামরূপ। উহার কর্ম এবং চিত্তসন্ততির দ্বারা উদ্ভূত তাপ। আগেই বলা হয়েছে যে তাদের উদয়-বিলয় আছে। যখন উহাদের বিলয় হচ্ছে এবং একই পরিস্থিতি আর উদয় হচ্ছে না, তখন উহাদের মৃত্যু হয়েছে বলে বলা হয়। যেহেতু কোনো সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে, বলতে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে বা অন্যান্য শারীরিক কাজ করতে পারি, সেহেতু আমরা ধারণা করি যে জীবন নামক পৃথক বস্তু আছে। সুতরাং প্রচলিত মতে আমরা মনে করি আমরা জীবন ধারণ করি। এতে আমাদের মনে জীবন সম্বন্ধে এক ধারণা জন্মে। তাতে মনে হয় সত্ত্বই জীব অথবা জীবই সত্ত্ব অথবা সত্ত্বই জীব ও শরীর। এভাবে আত্মার অস্তিত্ব ধারণা জন্মে। ভগবান তথাগত বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত করার জন্য ধাতুকথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধাতুসমূহের বস্তুনিরপেক্ষ গুণাবলি ছাড়া বাড়ি, মানুষ, আমি, তুমি, সে বলতে কিছুই নেই। ধাতুকথায় স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু সবই অনাত্ম এ কথা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং আত্মা বলতে কিছু নেই। কেবল স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুসমূহের উৎপত্তি-বিলয় আছে। প্রচলিত ভাষায় আমি, তুমি, ব্যক্তি, স্ত্রী, পুরুষ আছে বলে ধারণা হয় এবং অনেকে এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে মিথ্যাদৃষ্টি পোষণ করে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ধাতুসমূহের উৎপত্তি-বিলয় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যদি এই উদয়-বিলয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করা যায়, জগতে আমাদের অস্তিত্ব দুঃখ বলে প্রতীয়মান হয়। যারা দুঃখমুক্তি লাভের সচেষ্ট হন, তারাই নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারেন।

ধাতুকথা গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম মূল পাঠের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে এবং স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুতে উহাদের শ্রেণিকরণ পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মাতিকায় আমরা ৩৭১টা আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দিয়েছি এবং উহাদের গণনা শ্রেণিকরণও উল্লেখ করেছি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা দেখিয়েছি। আমরা আবারও বলব মাতিকা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে ধাতুকথা পাঠে কিছু উপলব্ধি করা যাবে না।

'ধাতুকথা'র মূলপাঠে আমরা দুটা পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। যথা : ১. মাতিকা বা বিষয়সূচি এবং ২. প্রশ্নোত্তরে বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা। মাতিকায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শুধু পদ্ধতি ও বিষয় দেওয়া হয়েছে, তাহা নহে; মাতিকায় পদ্ধতির ভিত্তিও রয়ে গেছে। এখানে ৫টা ভাগ আছে। যথা : ১. উদ্দেশ বা পদ্ধতি ২. আলোচ্য বিষয়ের অভ্যন্তর মাতিকা ৩. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৪. পদ্ধতির লক্ষণসমূহ ও ৫. আলোচ্য বিষয়ের বাহির মাতিকা। ১. উদ্দেশ বা পদ্ধতি ১৪ প্রকারে উল্লেখ করে প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ২. অভ্যন্তর মাতিকার আলোচ্য বিষয় ১০৫টা। 'বিভঙ্গ' নামক গ্রন্থে এই বিষয়গুলো আলোচনা এলোমেলো এবং বিক্ষিপ্ত। তাই ধাতুকথায় উহাদের একত্রিত করে অভ্যন্তর মাতিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অভ্যন্তর মাতিকায় সর্বচিত্ত-সাধারণ-চৈতসিকের সাতটা স্পর্শগুচ্ছ হতে জীবিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রতাকে বাদ দিয়ে চিত্ত ও অধিমোক্ষকে এই স্পর্শগুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ জীবিতেন্দ্রিয় শুধু রূপীয় জীবনে দরকার এবং একাগ্রতা সকল চিত্তে অন্তর্ভুক্ত নাই। চিত্ত ও অধিমোক্ষ স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু শ্রেণিকরণের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ৩. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : ক. স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর সহিত শ্রেণিকরণ করে আলোচ্য বিষয়গুলো শ্রেণিভুক্ত ও শ্রেণি বহির্ভূত করে দেখানো। আলোচ্য বিষয় অন্য কোনো বিষয়ের সহিত শ্রেণিকরণ করা হয় নাই। খ. আলোচ্য বিষয়গুলো চার প্রকার অরূপী-স্কন্ধের সহিত সম্প্রযোগ ও বিপ্রযোগ বিবেচনা করা হয় নাই। কারণ উহারা পরস্পর সম্প্রযুক্তও নহে এবং বিপ্রযুক্তও নহে এবং চার অরূপীয় স্কন্ধ সব সময় বিপ্রযুক্ত। ৪. পদ্ধতির লক্ষণসমূহ আলোচ্য বিষয়ে স্কন্ধ, আয়তনে ও ধাতুতে শ্রেণিকরণ করা যায় কি না দেখানো হয়েছে। যেমন : চক্ষু-আয়তন এবং শ্রোত্রায়তন রূপস্কন্ধের সহিত শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিকরণে একই লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা বেদনাস্কন্ধের সহিত শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিকরণে একই লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। কিন্তু চক্ষু-আয়তন ও সুখ-বেদনা একই শ্রেণিভুক্ত নহে এবং উহাদের লক্ষণসমূহও একই নহে। তাছাড়া একই সঙ্গে উৎপত্তি, একই সঙ্গে নিরোধ, একই অবলম্বনে স্থিতি এবং একই ভিত্তিতে অবস্থান প্রভৃতি চার লক্ষণে সম্প্রযোগ আছে কি না দেখানো হয়েছে। ৫. বাহির মাতিকায় ধর্মসঙ্গণীর ২২টি তিক এবং ১০০টা দুক ধাতুকথায় আলোচ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে বিশদ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিধর্মে পরমার্থসত্যের দ্বারা

বস্তুনিরপেক্ষ গুণাবলি প্রকাশিত করে উহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা। ধাতুকথায়ও বস্তুর গুণাবলি স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। এখানে সূত্রপিটকের মতো প্রচলিত ভাষায় সত্ত্ব, প্রাণি, পুরুষ, আমি, তুমি, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি বর্ণনাত্মক আলোচনা নেই। অভিধর্মমতে এইগুলো জড়াজড়ের কতগুলো শব্দ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উহাদের কোনো অস্তিত্ব নাই। জড় পদার্থ ৮টা অবিনিভাজ্য রূপ নিয়ে গঠিত এবং অজড় বা প্রাণিসমূহ নামরূপ বা পঞ্চোপাদান স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। জগতের বেশির ভাগের লোকেরা এইরূপ বিকৃত ধারণা বা অন্ধবিশ্বাস বা মত পোষণ করে যে বস্তুর একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে এবং সেইরূপ প্রাণিদেরও একটা পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব আছে। তারা সেভাবে চিন্তা করে, কথা বলে ও কাজ করে। তাই তাদের ধারণা জন্মে যে দেহের ও মনের কার্য করার জন্য একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে এবং সকল কাজের জন্য কারক রয়ে গেছে। তাই তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং তাদের এই পৃথক অস্তিত্বকে আত্মা বলে ভুল করে। ধাতুকথায় মানুষের এই ভুল ধারণাকে দূরীভূত করার জন্য ভগবান তথাগত বুদ্ধ বলেছে যে কেবল স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি বা বস্তু বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

“সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু!”
“জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক!”

তারিখ : ৫/১২/৮৯ খ্রি.
চট্টগ্রাম

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এমবিবিএস; এফসিপিএস

অভিধর্ম শিক্ষার জন্য বার্মায় প্রচলিত অত্যাবশ্যক নয়টা লেটথান বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি হাতবই (Little finger Manuals)

১. অভিধম্মত্থসঙ্গহো —অনুরুদ্ধ
২. পরমত্থ-বিনিচ্ছযো —অনুরুদ্ধ
৩. নামরূপ-পরিচ্ছেদো —অনুরুদ্ধ
৪. অভিধম্মাবতার —বুদ্ধদত্ত (বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক)
৫. রূপারূপ-বিভাগ —বুদ্ধদত্ত
৬. সচ্চসঙ্খেপো —ধম্মপাল (বিসুদ্ধিমগ্‌গ টিকা লেখক)
৭. মোহবিচ্ছেদনী —কস্‌সপ (শ্রীলংকা)
৮. খেম-পকরণ —খেম (খেম টিকা - বাচীস্‌সর মহাসামী)
৯. নামাচার-দীপক —সদ্ধম্ম জ্যোতিপাল (ব্রহ্মদেশ)

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

1. The Dhatu Katha and its Commentary. Edited by Edmund Rowland Gooneratne.
(Published for The Pali Text Society in 1892)
2. Discourse on Elements (Dhatukatha) by U Narada Mal Patthana Sayadaw of Rangoon, Burma.
3. A Buddhist Manual of Psychological Ethics (Dhamma-Sangani) by C A F Rhys Davids.
4. Compendium of Philosophy (Abhidhammattha Sangaha) by Shwe Zan Aun.
5. Conditional Relations (Vol 1 & 2 by U Narada Mul Patthana Sayadaw. (Published by Pali Text Society)
6. Guide to Conditional Relations (Part 1) by U Narada Mul Patthana
(Published by Pali Text Society in 1979)
7. The Book of Analysis (Vibhanga) by Patthana Kyaw Ashin Thittila (Setthil). Aggamahapandita.
(Published by Pali Text Society in 1969)
8. The Buddhist Philosophy of Relation (The Patthanuddesa Dipani) by Mahathero Ledi Sayadaw.
(Published in Rangoon in 1935)
৯. অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ—শ্রীবীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি
১০. প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি—শ্রীবীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি
11. A Manual of Abhidhamma by Narada Mahathera.

১. মাতিকা

(ধাতুকথা গ্রন্থের বিষয়সূচি)

ধাতুকথা গ্রন্থে আলোচিত ৩৭১ বিষয়ের পরিচয় এবং গণনা শ্রেণিকরণ

১. অভ্যন্তর মাতিকা

ক. পঞ্চস্কন্ধ

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১.	রূপস্কন্ধ = ২৮ প্রকার রূপ	১	১১	১১*
২.	বেদনাস্কন্ধ = বেদনা চৈতসিক	১	১	১
৩.	সংজ্ঞাস্কন্ধ = সংজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
৪.	সংস্কারস্কন্ধ = ৫০ বাকি চৈতসিক	১	১	১
৫.	বিজ্ঞানস্কন্ধ = ৮৯ চিত্ত এবং স্কন্ধবিমুক্ত নির্বাণ	১	১	৭

খ. দ্বাদশ আয়তন

১.	চক্ষু-আয়তন = চক্ষু	১	১	১
২.	শ্রোত্রায়তন = বর্ণ	১	১	১
৩.	ঘ্রাণায়তন = নাসিকা	১	১	১
৪.	জিহ্বায়তন = জিহ্বা	১	১	১
৫.	কায়ায়তন = কায়	১	১	১
৬.	রূপায়তন = রূপ	১	১	১
৭.	শব্দায়তন = শব্দ	১	১	১

* রূপস্কন্ধ একস্কন্ধে, এগার আয়তনে এবং এগার ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। অভিধর্মমতে স্কন্ধ পাঁচটা, আয়তন বারটা এবং ধাতু আঠারটা। সুতরাং রূপস্কন্ধ চার স্কন্ধে এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত নহে বা শ্রেণি বহির্ভূত। এইরূপে অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৮. গন্ধায়তন = গন্ধ	১	১	১
৯. রসায়তন = রস	১	১	১
১০. স্প্রষ্টব্যায়তন = স্প্রষ্টব্য	১	১	১
১১. মনায়তন = মন	১	১	১
১২. ধর্মায়তন = ৫২ প্রকার চৈতসিক, ১৬ প্রকার সূক্ষ্মরূপ (আপ, স্ত্রীভাব, পুরুষভাব, হৃদয়বাস্তু, জীবিতেন্দ্রিয়, আহার, আকাশ, পরিচ্ছেদ, কায়বিজ্ঞপ্তি, বাক-বিজ্ঞপ্তি, রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা, রূপের কর্মণ্যতা, উপচয়, সন্ততি, জড়তা, অনিত্যতা) এবং নির্বাণ	৪*	১	১

গ. অষ্টাদশ ধাতু

১. চক্ষুধাতু—চক্ষু	১	১	১
২. শ্রোত্রধাতু—কর্ণ	১	১	১
৩. ঘ্রাণধাতু—নাসিকা	১	১	১
৪. জিহ্বাধাতু—জিহ্বা	১	১	১
৫. কায়ধাতু—কায়	১	১	১
৬. রূপধাতু—রূপ	১	১	১
৭. শব্দধাতু—শব্দ	১	১	১
৮. গন্ধধাতু—গন্ধ	১	১	১
৯. রসধাতু—রস	১	১	১
১০. স্প্রষ্টব্যধাতু—স্প্রষ্টব্য	১	১	১
১১. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু—২ চক্ষুবিজ্ঞান	১	১	১
১২. শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু—২ শ্রোত্রবিজ্ঞান	১	১	১
১৩. ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু—২ ঘ্রাণবিজ্ঞান	১	১	১
১৪. জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু—২ জিহ্বাবিজ্ঞান	১	১	১
১৫. কায়বিজ্ঞানধাতু—২ কায়বিজ্ঞান	১	১	১
১৬. মনোধাতু—পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও ২ সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত	১	১	১

---

* বৌদ্ধধর্মে নির্বাণকে কোনো স্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত করা হয় নাই। (অসঙ্খতং খন্ধতো ঠপেত্বা)। তাই তারকাচিহ্নিত সকল স্কন্ধ এই অর্থ প্রকাশ করে।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১৭. মনোবিজ্ঞানধাতু—৭৬ বাকি চিত্ত	১	১	১
১৮. ধর্মধাতু—৫২ চৈতসিক, ১৬ সূক্ষ্মরূপ ও নির্বাণ	৪	১	১

ঘ. চতুরার্যসত্য

১. দুঃখসত্য—৮১ লোকিয় চিত্ত, লোভ ব্যতীত (৫২-১) = ৫১ চৈতসিক, ২৮ প্রকার রূপ	৫	১২	১৮
২. সমুদয়সত্য—লোভ চৈতসিক	২	১	১
৩. নিরোধসত্য—নির্বাণ	–	১	১
৪. মার্গসত্য—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি)	১	১	১

ঙ. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়

১. চক্ষু-ইন্দ্রিয়—চক্ষু	১	১	১
২. শ্রোত্রেন্দ্রিয়—কর্ণ	১	১	১
৩. ঘ্রাণেন্দ্রিয়—নাসিকা	১	১	১
৪. জিহ্বেন্দ্রিয়—জিহ্বা	১	১	১
৫. কায়েন্দ্রিয়—কায়	১	১	১
৬. স্ত্রী-ইন্দ্রিয়—স্ত্রী-ইন্দ্রিয়	১	১	১
৭. পুরুষেন্দ্রিয়—পুরুষেন্দ্রিয়	১	১	১
৮. জীবিতেন্দ্রিয়—জীবিতেন্দ্রিয়	১	১	১
৯. মনেন্দ্রিয়—৮৯ চিত্ত	১	১	১
১০. সুখেন্দ্রিয়—সুখসহগত কায়বিজ্ঞানে বেদনা চৈতসিক	১	১	১
১১. দুঃখেন্দ্রিয়—দুঃখসহগত কায়বিজ্ঞানে বেদনা চৈতসিক	১	১	১

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১২. সৌমনস্যিন্দ্রিয়—৬২ প্রকার সৌমনস্য-চিত্তের বেদনা চৈতসিক	১	১	১
১৩. দৌর্মনস্যিন্দ্রিয়—২ দ্বেষমূলক চিত্তের বেদনা চৈতসিক	১	১	১
১৪. উপেক্ষিন্দ্রিয়—৫৫ অহেতুক চিত্তের বেদনা চৈতসিক	১	১	১
১৫. শ্রদ্ধেন্দ্রিয়—৫৯ শোভন চিত্তের শ্রদ্ধা চৈতসিক	১	১	১
১৬. বীর্যেন্দ্রিয়—দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান-১০ মনোধাতু-৩ সন্তীরণ-৩ ব্যতীত (৮৯-১৬)=৭৩ চিত্তের বীর্য চৈতসিক	১	১	১
১৭. স্মৃতিন্দ্রিয়—৬৯ শোভন চিত্তে স্মৃতি চৈতসিক	১	১	১
১৮. সমাধিন্দ্রিয়—বিচিকিৎসা-(১) দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান-(১০) মনোধাতু-(৩) সন্তীরণ-(৩) ব্যতীত (৮৯-১৭) = ৭২ চিত্তে একাগ্রতা চৈতসিক	১	১	১
১৯. প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—৩৯ লোকীয় অহেতুক চিত্তে প্রজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
২০. অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়—স্রোতাপত্তি মার্গারোহণে প্রজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
২১. লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়—উচ্চ তিন মার্গ এবং নিম্ন তিন ফলচিত্তে প্রজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
২২. লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়—অর্হৎ ফলচিত্তে প্রজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১

চ. প্রতীত্যসমুৎপাদ

(১২ অঙ্গ, ১৭ ভেদ) (ভবে মোট ১১ এবং জরা-মরণে ৭ সর্বমোট ২৮ নিদান)

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. অবিদ্যা—১২ অকুশল চিত্তে মোহ চৈতসিক	১	১	১
২. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার—১২ অকুশল চিত্তে এবং ১৭ লোকীয় কুশল চিত্তে চেতনা চৈতসিক	১	১	১
৩. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান—৮৯ চিত্ত	১	১	৭
৪. বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ—৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ	৪	১১	১১
৫. নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন—৮৯ চিত্ত ও পাঁচ ইন্দ্রিয়	২	৬	১২
৬. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ—৮৯ চিত্তে স্পর্শ চৈতসিক	১	১	১
৭. স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা—৮৯ চিত্তে বেদনা চৈতসিক	১	১	১
৮. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা—৮ লোভমূলক চিত্তে লোভ চৈতসিক	১	১	১
৯. তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান—৮ লোভমূলক চিত্তে লোভ চৈতসিক এবং ৪ দৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
১০. ক. কর্মভব—১২ অকুশল ও ১৭ লোকীয়-কুশল চিত্তে চেতনা চৈতসিক উৎপত্তিভব-৯	১	১	১
১০. খ. উৎপত্তিভব—৩২ লোকীয় ক্রিয়া চিত্ত, ৩৫ চৈতসিক, ২০ কর্মজ রূপ	৫	১১	১৭
১০. গ. কামভব—২৩ কাম বিপাক চিত্ত, বিরতি চৈতসিক-৩ এবং অপ্রমেয় চৈতসিক-৩ ব্যতীত (৩৮-৫)=৩৩ চৈতসিক এবং কর্মজ চৈতসিক	৫	১১	১৭
১০. ঘ. রূপভব—৫ রূপ বিপাক, ২ চক্ষু-বিজ্ঞান, ২ শ্রোত্রবিজ্ঞান, ২ সম্প্রতীচ্ছ, ৩ সন্তীরণ,			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৩৫ চৈতসিক, স্ত্রীভাব, পুরুষভাব, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় ব্যতীত (২০-৫)=১৫ কর্মজ-রূপ	৫	৫	৮
১০. ঙ. অরূপভব—৪ অরূপ ক্রিয়া চিত্ত ও ৩০ চৈতসিক	৪	২	২
১০. চ. সংজ্ঞাভব—নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা বিপাক চিত্ত ব্যতীত (৩২-১)=৩১ লোকীয় বিপাক, ৩৫ চৈতসিক এবং ২০ কর্মজ-রূপ	৫	১১	১৭
১০. ছ. অসংজ্ঞাভব—জীবিত নবক রূপকলাপ	১	২	২
১০. জ. নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব—১ নৈব-সংজ্ঞা নাসংজ্ঞা বিপাকচিত্ত, ৩০ চৈতসিক	৪	২	২
১০. ঝ. এক স্কন্ধভব—১০. দো এর মতো	১	২	২
১০. ঞ. চারস্কন্ধ ভব—১০। দো এর মতো		৪	২
২			
১০. ট. পাঁচ স্কন্ধ ভব—২৩ কাম বিপাক, ৫ রূপ বিপাক, ৩৫ চৈতসিক, ২০ কর্মজরূপ	৫	১১	১৭
১১. জাতি—১৮ সমুত্থানরূপের উৎপত্তিই রূপের উৎপত্তি এবং অরূপ স্কন্ধের বৃদ্ধিতে নামের উৎপত্তি	২	১	১
১২. ক. জরা—১৮ সমুত্থানে রূপের বার্ধক্য রূপের জরা এবং ৪ অরূপস্কন্ধের বার্ধক্যেই নামের জরা	২	১	১
১২. খ. মৃত্যু—১৮ সমুত্থানরূপের নিঃশেষই রূপের মৃত্যু এবং ৪ অরূপ স্কন্ধের			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
নিঃশেষই নামের মৃত্যু	২	১	১
১২. গ. শোক—২ দ্বেষমূলক চিত্তে দৌর্মনস্য বেদনা	১	১	১
১২. ঘ. বিলাপ—বিকৃত মনের প্রলাপবাক্য	১	১	১
১২. ঙ. দুঃখ—দুঃখসহগত কায়বেদনানুভূতি	১	১	১
১২. চ. দৌর্মনস্য—২ দ্বেষমূলক চিত্তে দৌর্মনস্য বেদনা	১	১	১
১২. ছ. হতাশা—২ দ্বেষমূলক চিত্তে দ্বেষ চৈতসিক	১	১	১

(ছ-ত) স্মৃতি-প্রস্থান ও অন্যান্য ৯ বিষয়

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. চার স্মৃতিপ্রস্থান —৮ লোকোত্তর চিত্তে স্মৃতিপ্রস্থান চৈতসিক	১	১	১
২. চার সম্যকপ্রধান—৮ লোকোত্তর চিত্তে বীর্য চৈতসিক	১	১	১
৩. চার ঋদ্ধিপাদ—৮ লোকোত্তর চিত্ত ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা	২	২	২
৪. চার ধ্যান—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা	২	১	১
৫. চার অপ্রমেয়—মৈত্রী, করুণা, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রূপধ্যানে মুদিতা এবং পঞ্চম ধ্যানে উপেক্ষা	১	১	১
৬. পঞ্চেন্দ্রিয়—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি চৈতসিক ৮ প্রকার লোকোত্তর-চিত্তের উপস্থিতিতে	১	১	১
৭. পঞ্চবল—৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্তে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
৮. সাত বোধ্যঙ্গ—৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্তের উপস্থিতিতে স্মৃতি, ধর্মবিচয় বা প্রজ্ঞা, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি,			

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
	সমাধি ও উপেক্ষা	১	১	১
৯.	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—৪ মার্গচিত্তে প্রজ্ঞা, বিতর্ক, ৩ বিরতি, বীর্য, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিক	১	১	১

স্পর্শ-গুচ্ছ ৭

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১.	স্পর্শ—৮৯ চিত্তে স্পর্শ চৈতসিক	১	১	১
২.	বেদনা—৮৯ চিত্তে বেদনা চৈতসিক	১	১	১
৩.	সংজ্ঞা—৮৯ চিত্তে সংজ্ঞা চৈতসিক	১	১	১
৪.	চেতনা—৮৯ চিত্তে চেতনা চৈতসিক	১	১	১
৫.	চিত্ত—৮৯ চিত্ত	১	১	১
৬.	অধিমোক্ষ—দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান-১০ বিচিকিৎসা ব্যতীত (৮৯-১১) = ৭৮ চিত্ত অধিমোক্ষ চৈতসিক	১	১	১
৭.	মনস্কার—৮৯ চিত্তে মনস্কার চৈতসিক	১	১	১

২. বাহির মাতিকা

(ক) তিক ২২

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১.	১. কুশল ধর্মসমূহ— ২১ কুশল চিত্ত ও ৩৮ চৈতসিক	৪	২	২
	২. অকুশল ধর্মসমূহ— ১২ অকুশল চিত্ত ও ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
	৩. অব্যাকৃত ধর্মসমূহ— ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২০ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২.	১. সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৬৩ সুখসহগত চিত্ত; বেদনা, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা			

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
	ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৩
	২. দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৩ দুঃখসহগত চিত্ত; বেদনা, প্রীতি, লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি, মান ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-৬)=২১ চৈতসিক	৩	২	৩
	৩. অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৫৫ উপেক্ষাসহ গত চিত্ত; বেদনা, প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, কৌকৃত ও মাৎসর্য ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৭
৩.	১. বিপাক ধর্মসমূহ—৩৬ বিপাক চিত্ত, ৮৩ চৈতসিক	৪	২	৮
	২. বিপাকধর্ম ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত ও ৫২ চৈতসিক	৪	২	২
	৩. নৈববিপাক-না-বিপাকধর্ম ধর্মসমূহ— ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৫ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৩
৪.	১. উপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্মসমূহ— ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত ৩৫ চৈতসিক ও ২০ কর্মজ রূপ	৫	১১	১৭
	২. অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্মসমূহ— ১২ অকুশল চিত্ত, ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ১৭ চিত্তজ রূপ, ১৫ ঋতুজ রূপ এবং ১৪ আহারজ রূপ	৫	৭	৮
	৩. অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্মসমূহ— ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৫.	১. সংশ্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্মসমূহ— ১২ অকুশল চিত্ত, ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
	২. অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্মসমূহ— ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয়			

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
	বিপাক চিত্ত, ৩০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
	৩. অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ— ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক, নির্বাণ	৪*	২	২
৬.	১. সবিতর্ক-সবিচার ধর্মসমূহ— ৫৫ সবিতর্ক-সবিচার যুক্ত চিত্ত, বিতর্ক ও বিচার ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক	৪	২	৩
	২. অবিতর্ক কিন্তু বিচারযুক্ত ধর্মসমূহ— ১১ দ্বিতীয় ধ্যানচিত্ত বিতর্ক ও বিচার ব্যতীত (৩৮-২)=৩৬ চৈতসিক ৫৫ বিতর্ক ও বিচার চিত্ত ৫৫ বিতর্ক চৈতসিক	৪	২	২
	৩. অবিতর্ক-অবিচার ধর্মসমূহ— ৫৫ অবিতর্ক অবিচার চিত্ত, বিতর্ক ও বিচার ব্যতীত (৩৮-২)=৩৬ চৈতসিক, দ্বিতীয় ধ্যানে ১১ চিত্তে ১১ বিচার, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৭
৭.	১. প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ— ৫১ প্রীতিসহগত চিত্ত; প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৪	২	২
	২. সুখসহগত ধর্মসমূহ— ৬৩ সুখসহগত চিত্ত; বেদনা, প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও কৌকৃত্য ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৩
	৩. উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ— ৫৫ উপেক্ষাসহগত চিত্ত; বেদনা, প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, কৌকৃত্য ও মাৎসর্য ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৭

		স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৮.	১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত ১ বিচিকিৎসা চিত্ত ও ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
	২. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ—৪ মিথ্যাদৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ১ ঔদ্ধত্য চিত্ত; মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক	৪	২	২
	৩. দর্শনের দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা নহে পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৯.	১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ প্রতিঘ চিত্ত, ১ বিচিকিৎসা চিত্ত; বিচিকিৎসা চিত্তে মোহ ব্যতীত ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
	২. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, ২ প্রতিঘ চিত্ত, ১ ঔদ্ধত্য চিত্ত; ঔদ্ধত্য চিত্তে মোহমাত্র থাকাতে দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক	৪	২	২
	৩. দর্শনের দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা নহে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত; ২ মোহমূলে মোহ থাকাতে ৩৮ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১০.	১. আচয়গামী অর্থাৎ জন্মমৃত্যুতে আবর্তনশীল ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৫২ চৈতসিক	৪	২	২
	২. অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণ পথে			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
প্রবর্তনশীল ধর্মসমূহ—৪ মার্গচিত্ত ও ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
৩. আচয়গামীও নহে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুতে আবর্তনশীলও নহে অথবা অপচয়গামীও নহে অর্থাৎ নির্বাণ পথে প্রবর্তনশীলও নহে ধর্মসমূহ—৩৬ বিপাক চিত্ত; ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১১. ১. শৈক্ষ্য ধর্মসমূহ—অর্হৎ ফলচিত্ত ব্যতীত ৮ লোকোত্তর চিত্ত ও ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. অশৈক্ষ্য ধর্মসমূহ—১ অর্হৎ ফল চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
৩. শৈক্ষ্যও নয় অশৈক্ষ্যও নয় ধর্মসমূহ ৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১২. ১. পরিত্ত বা সীমিত ধর্মসমূহ— ৫৪ কামাবচর চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. মহদগত ধর্মসমূহ—২৭ মহদগত চিত্ত ও ৩৫ চৈতসিক	৪	২	২
৩. অপ্রমাণ ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
১৩. ১. পরিত্তারম্মণ ধর্মসমূহ—৫৪ কামাবচর চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ ও ৫২ চৈতসিক	৪	২	২
২. মহদ্গতারম্মণা ধর্মসমূহ— ১২ অকুশল চিত্ত, ১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ৮ মহদ্গত কুশল চিত্ত, ৮ মহদ্গত ক্রিয়া চিত্ত, ২ বিজ্ঞানান্তায়তন চিত্ত, ৩ নৈবসংজ্ঞা-নাসংত্তান্তায়তন চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ৫২ চৈতসিক হতে বিরতি ও ২ অপ্রমেয় বাদ (৫২-৫)=৪৭	৪	২	২

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৩. অপ্রমানারম্মণ ধর্মসমূহ—১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ৪ মহদ্‌গত কুশল চিত্ত, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহদ্‌গত ক্রিয়া চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৩৮-২)=৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
১৪. ১. হীন ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত ও ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. মধ্যম ধর্মসমূহ—১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়াচিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২৮রূপ	৫	১২	১৮
৩. প্রণীত ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
১৫. ১. মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ—৪ মিথ্যাদৃষ্টি-সম্প্রযুক্ত চিত্তের সপ্তম ক্ষণ, ২ দ্বেষমূলক চিত্তের সপ্তম ক্ষণ, মান ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক	৪	২	২
২. সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ—৪ মার্গ চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
৩. অনিয়ত ধর্মসমূহ—সপ্তম ক্ষণ ব্যতীত (উপরি উল্লিখিত) ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১৬. ১. মার্গারম্মণ ধর্মসমূহ—১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহদ্‌গত কুশল চিত্ত, ৪ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহদ্‌গত ক্রিয়া চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ৩ বিরতি ও ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৩৮-২)=৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. মার্গ-হেতুক ধর্মসমূহ—৪ মার্গ চিত্ত, ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৩৮-২)=			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
৩. মার্গাধিপতি ধর্মসমূহ—৪ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত মহদ্গত চিত্ত, ৪ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত মহদ্গত ক্রিয়া চিত্ত, ৪ মার্গ চিত্ত, ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৩৮-২)= ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
১৭. ১. উৎপন্ন ধর্মসমূহ—৮৯ বর্তমান চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৪	১২	১৮
২. অনুৎপন্ন ধর্মসমূহ—১২ ভবিষ্যৎ অকুশল চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ১৭ চিত্তজ রূপ, ১৫ ঋতুজ রূপ এবং ১৪ আহার রূপ	৫	৭	৮
৩. উৎপাদিন্ন অর্থাৎ উৎপন্ন হবেই ধর্মসমূহ—৩৬ ভবিষ্যৎ বিপাক চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২০ কর্মজরূপ	৫	১২	১৭
১৮. ১. অতীত ধর্মসমূহ—৮৯ অতীত চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. ভবিষ্যৎ বা অনাগত ধর্মসমূহ—৮৯ ভবিষ্যৎ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৩. বর্তমান ধর্মসমূহ—৮৯ বর্তমান চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
১৯. ১. অতীতারম্মণ ধর্মসমূহ—১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ১৯ কামাবচর সাংস্কারিক চিত্ত, ১১ ব্যবস্থাপন চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ৩ বিজ্ঞানানন্তায়তন চিত্ত, ৩ নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞানন্তায়তন চিত্ত, ৩ বিরতি ও ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৫২-৫)=৪৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. অনাগতারম্মণ ধর্মসমূহ—১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ২৯ কামাবচর			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
সাংস্কারিক চিত্ত, ১১ ব্যবস্থাপন চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ ও ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক	৪	২	২
৩. বর্তমান আরম্মণ ধর্মসমূহ—১০ দ্বিপঞ্চ চিত্ত, ৩ মনোধাতু, ১ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক	৪	২	৮
২০. ১. অন্তঃস্থিত ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. বহিঃস্থিত ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৩. অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিত ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২১. ১. অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ—৫৪ কামাবচর চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ৩ বিজ্ঞানানন্তায়তন চিত্ত, ৩ নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন চিত্ত, ঈর্ষা ও ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৫২-৩)=৪৯ চৈতসিক	৪	২	৮
২. বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ—৫৪ কামাবচর চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, ২ ঋদ্ধিপাদ ব্যতীত ১৫ রূপাবচর চিত্ত, ৩ আকাশানন্তায়তন চিত্ত, ৮ লোকোত্তর চিত্ত, মাৎসর্য ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক	৪	২	৮
৩. অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ—৫৪ কামাবচর চিত্ত, ২ ঋদ্ধিপাদ, মাৎসর্য, ঈর্ষা ও ২ অপ্রমেয় ব্যতীত (৫২-৪)=৪৮ চৈতসিক	৪	২	৮
২২. ১. সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ—দৃশ্যমান রূপ	১	১	১

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
২. অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ—দৃশ্যমান রূপ ব্যতীত স্থূল রূপ ১২-১=১১	১	৯	৯
৩. অনিদর্শন-অপ্রতিঘ ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ১৬ সূক্ষ্মরূপ ও নির্বাণ	৫*	২	৪

(২২ তিক সমাপ্ত)

(খ) দুক ১০০

(১) হেতু-গুচ্ছ ৬

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. ১. হেতু ধর্মসমূহ—৬ কুশলাকুশল মূল—লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ	১	১	১
২. হেতুহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৬ কুশলাকুশল ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. সহেতুক ধর্মসমূহ—৭১ হেতু-সম্প্রযুক্ত চিত্ত, দুই মোহচিত্তে মোহ ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক	৪	২	২
২. অহেতুক ধর্মসমূহ—১৮ হেতু ব্যতীত চিত্ত, ছন্দ ব্যতীত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ৭ এবং প্রকীর্ণক চৈতসিক ৬=৭+৬=১৩ চৈতসিক, দুই মোহমূলক চিত্তে মোহ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৩. ১. হেতু-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২ (১) এর মতো	৪	২	২
২. হেতু-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২ (২) এর মতো	৫*	১২	১৮
৪. ১. হেতু অথচ সহেতুক ধর্মসমূহ—দুই মোহমূলক চিত্তে মোহ ব্যতীত ৬ কুশলাকুশল মূল	১	১	১

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
২. সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ—			
৭১ হেতু-সম্প্রযুক্ত চিত্ত, ৬ কুশলাকুশল			
মূল ব্যতীত (৫২-৬)=৪৫ চৈতসিক	৪	২	২
৫. ১. হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—			
৪ (১) এর মতো	১	১	১
২. হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ—			
৪ (২) এর মতো	৪	২	২
৬. ১. হেতুহীন সহেতুক ধর্মসমূহ—			
৪ (২) এর মতো	৪	২	২
২. হেতুহীন অহেতুক ধর্মসমূহ—			
২ (২) এর মতো	৫*	১২	১৮

(২) ক্ষুদ্রান্তর দুক (চুল্‌ন্তর দুকং ৭)

১. ১. সপ্রত্যয় ধর্মসমূহ[১] অর্থাৎ চার প্রত্যন্ত			
উৎপন্ন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত,			
৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অপ্রত্যয় অর্থাৎ চার প্রত্যয় ব্যতীত			
ধর্মসমূহ—নির্বাণ	–	১	১
২. ১. সংস্কৃত অর্থাৎ চার প্রত্যয়ে উৎপন্ন			
ধর্মসমূহ—১ (১) এর মতো	১	১	১
২. অসংস্কৃত ধর্মসমূহ—			
১ (২) এর মতো	–	১	১
৩. ১. সনিদর্শন ধর্মসমূহ—দৃশ্যমান রূপ	১	১	১
২. অনিদর্শন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত			
৫২ চৈতসিক, দৃশ্যমান রূপ ব্যতীত			
(২৮-১)=২৭ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১১	১৭
৪. ১. সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ—১২ স্থূল রূপ	১	১০	১০
২. অপ্রতিঘ ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত,			
৫২ চৈতসিক, ১৬ সূক্ষ্ম রূপ ও নির্বাণ	৫*	১১	১১

১। লোকোৎপত্তিতে 'আলম্বন', 'উপনিশ্রয়', 'কর্ম' ও 'অস্তি' সম্মতি সত্যতে ও পরমার্থিক সত্যতে বিদ্যমান। তাই এই চার প্রত্যয়কে 'সপ্রত্যয়' বলা হয়।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৫. ১. রূপনীয় বা পরিবর্তনীয় ধর্মসমূহ—২৮ রূপ	১	১১	১১
২. অরূপনীয় বা অপরিবর্তনীয় ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	৮
৬. ১. লোকীয় ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. লোকোত্তর ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৭. ১. (চক্ষু বিজ্ঞানাদির) যেকোনো বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞেয় ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. (চক্ষু বিজ্ঞানাদির) যেকোনো বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞেয় নহে ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮

(৩) আসব-গুচ্ছ ৬

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. ১. আসব ধর্মসমূহ—মিথ্যাদৃষ্টি ও মোহ	১	১	১
২. আসবহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, তৃষ্ণায় তিন বিষয় ব্যতীত (৫২-৩) =৪৯ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. সাসব ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অনাসব ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, দুই দ্বেষমূলক চিত্তে এবং দুই মোহমূলক চিত্তে মোহ ব্যতীত ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. আসব-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক দুই দ্বেষমূলক ও দুই			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
মোহমূলক চিত্তে মোহ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. আসব অথচ সাসব ধর্মসমূহ— আসবের তিন অবস্থা—লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি ও মোহ	১	১	১
২. সাসব অথচ আসবহীন ধর্মসমূহ— ৮১ লোকীয় চিত্ত, ৩ আসব ব্যতীত (৫২-৩)=৪৯ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৫. ১. আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৮ লোকোত্তর চিত্তে তিনটা আসব—লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি ও মোহ	১	১	১
২. আসবসম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, তিনটা আসব ব্যতীত ২৭-৩=২৪ চৈতসিক	৪	২	২
৬. ১. আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব ধর্মসমূহ— ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতিসক, দুই দ্বেষমূলক ও দুই মোহমূলক চিত্তে মোহ ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব ধর্মসমূহ— ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

* (৪) সংযোজন-গুচ্ছ ৬

১. ১. সংযোজন ধর্মসমূহ—৮ সংযোজন ধর্ম যথা : লোভ, দ্বেষ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও মোহ	১	১	১
২. সংযোজনহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৮ সংযোজন ব্যতীত (৫২-৮)=৪৪			

* মূল বইতে উহার উল্লেখ মাত্র আছে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাই।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. সংযোজনীয় ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অসংযোজনীয় ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. সংযোজন-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত চিত্তে মোহ ব্যতীত ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. সংযোজন-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত ৩৮ চৈতসিক, ঔদ্ধত্য চিত্তে মোহ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. সংযোজন অথচ সংযোজনীয় ধর্মসমূহ—৮ প্রকার সংযোজন ধর্ম	১	১	১
২. সংযোজনীয় অথচ সংযোজনহীন ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৮ প্রকার সংযোজন ব্যতীত (৫২-৮)=৪৪ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৫. ১. সংযোজন অথচ সংযোজন-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—ঔদ্ধত্য-চিত্তে মোহ ব্যতীত ৮ সংযোজন ধর্ম	১	১	১
২. সংযোজন-সম্প্রযুক্ত অথচ সংযোজনহীন ধর্মসমূহ—১২ কুশলচিত্ত ৮ সংযোজন ব্যতীত (২৭-৮) = ১৯ চৈতসিক	৪	২	২
৬. ১. সংযোজন-বিপ্রযুক্ত সংযোজনীয় ধর্মসমূহ—১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ঔদ্ধত্য চিত্তে মোহ এবং ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. সংযোজন-বিপ্রযুক্ত অসংযোজনীয়			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

*(৫) গ্রন্থি-গুচ্ছ ৬

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. ১. গ্রন্থি ধর্মসমূহ—তিন গ্রন্থিধর্ম যথা : লোভ, দ্বেষ ও মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. গ্রন্থিহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, গ্রন্থি ধর্ম ব্যতীত (৫২-৩)=৪৯ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. গ্রন্থির উপযুক্ত ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. গ্রন্থির অনুপযুক্ত ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত; ৪ মিথ্যাদৃষ্টি -বিপ্রযুক্ত চিত্তে লোভ ও দুই দ্বেষমূলক চিত্তে বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক	৪	২	২
২. গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২ মোহমূল চিত্ত, ২১ কুশলচিত্ত, ৩৬ বিপাকচিত্ত, ২০ ক্রিয়াচিত্ত; লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান ও মিদ্ধ ব্যতীত (৫২-৯)=৪৩ চৈতসিক, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত লোভ এবং দুই দ্বেষমূলক চিত্তে দ্বেষ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. গ্রন্থি অথচ গ্রন্থির উপযুক্ত ধর্মসমূহ—তিন গ্রন্থি	১	১	১

* মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা নাই।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
২. গ্রন্থির উপযুক্ত অথচ গ্রন্থিহীন ধর্মসমূহ—৮ লোকীয় চিত্ত, তিন গ্রন্থি ব্যতীত (৫২-৩)=৪৯ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৫. ১. গ্রন্থি অথচ গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—৪ মিথ্যাদৃষ্টি-সহগত চিত্তে লোভ ও মিথ্যাদৃষ্টি (২ গ্রন্থি)	১	১	১
২. গ্রন্থি-সম্প্রযুক্ত অথচ গ্রন্থিহীন ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ প্রতিঘমূলক চিত্ত, তিন গ্রন্থি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-৪)=২৩ চৈতসিক	৪	২	২
৬. ১. গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থির উপযুক্ত ধর্মসমূহ—২ মোহমূলক চিত্ত, ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত; লোভ মিথ্যাদৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান ও মিদ্ধ ব্যতীত (৫২-৯)=৪৩ চৈতসিক ৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্তে লোভ, ২ প্রতিঘমূলক চিত্তে দ্বেষ, ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. গ্রন্থি-বিপ্রযুক্ত গ্রন্থির অনুপযুক্ত ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

**(৬) ওঘ-গুচ্ছ ৬

** (৭) যোগ-গুচ্ছ ৬

[0](৮) নীবরণ-গুচ্ছ ৬

১. ১. নীবরণ ধর্মসমূহ—৮ প্রকার নীবরণ ধর্ম। যথা : লোভ, দ্বেষ, স্ত্যান,

---

** (৬) ও (৭) গ্রন্থি গুচ্ছের ন্যায়।

[0] মূলগ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হয় নাই।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা ও মোহ	১	১	১
২. নীবরণ নহে ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৮ নীবরণ ব্যতীত (৫২-৮)=৪৪ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. নীবরণযোগ্য ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. নীবরণের অযোগ্য ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. নীবরণ-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. নীবরণ-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২০ ক্রিয়া চিত্ত ৩৮ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. নীবরণ অথচ নীবরণযোগ্য ধর্মসমূহ—৮ প্রকার নীবরণ	১	১	১
২. নীবরণযোগ্য অথচ নীবরণহীন—ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৮ নীবরণ ব্যতীত (৫২-৮)=৪৪ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৫. ১. নীবরণ অথচ নীবরণ-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—৮ প্রকার নীবরণ	১	১	১
২. নীবরণ-সম্প্রযুক্ত অথচ নীবরণহীন ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, ৮ নীবরণ ব্যতীত (২৭-৮)=১৯ চৈতসিক	৪	২	২
৬. ১. নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণযোগ্য ধর্মসমূহ—১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩১ লোকীয় বিপাক, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. নীবরণ-বিপ্রযুক্ত নীবরণযোগ্য নহে			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

(৯) বিকৃতমত-গুচ্ছ ৫

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. ১. বিকৃতমত ধর্মসমূহ— বিকৃতমত হলো মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. বিকৃতমত নহে ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. বিকৃতবিশিষ্ট ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অবিকৃত মতবিশিষ্ট ধর্মসমূহ— ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৪ দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত চিত্ত; মিথ্যাদৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-৭)= ২০ চৈতসিক	৪	২	২
২. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. বিকৃতমত অথচ বিকৃতমত-বিশিষ্ট ধর্মসমূহ—বিকৃতমত হলো মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. বিকৃতমত-বিশিষ্ট অথচ বিকৃতমতহীন ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক এবং ২৮ রূপ	৫	১২	১৮

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৫. ১. বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত বিকৃতমত-বিশিষ্ট ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক চিত্ত, ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়াচিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ব্যতীত (৫২-১) = ৫১ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমত বিশিষ্ট ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	১

(১০) মহদান্তর-গুচ্ছ ১৪

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
১. ১. সারম্মণ ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত ও ৫২ চৈতসিক	৪	২	৮
২. অনারম্মণ ধর্মসমূহ—২৮ রূপ ও নির্বাণ	১*	১১	১১
২. ১. চিত্ত ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত	১	১	৭
২. চিত্ত ব্যতীত ধর্মসমূহ—৫২ চৈতসিক ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৪*	১১	১১
৩. ১. চৈতসিক ধর্মসমূহ—৫২ চৈতসিক	৩	১	১
২. অচৈতসিক ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	২*	১২	১৮
৪. ১. চিত্ত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—৫২ চৈতসিক	৩	১	১
২. চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২৮ রূপ ও নির্বাণ	১*	১১	১১
৫. ১. চিত্ত সংযুক্ত ধর্মসমূহ—৪ (১) এর মতো	৩	১	১
২. চিত্ত সংযুক্ত নহে ধর্মসমূহ—৪ (২) এর মতো	১*	১১	১১
৬. ১. চিত্ত-সমুত্থান ধর্মসমূহ—৫২ চৈতসিক এবং ১৭ চিত্তজরূপ	৪	৬	৬

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
২. চিত্ত-সমুত্থান নহে ধর্মসমূহ— ৮৯ চিত্ত, ২০ কর্মজ রূপ, ১৫ ঋতুজ রূপ, ১৪ আহারজরূপ ও নির্বাণ	২*	১২	১৮
৭. ১. চিত্তসহ-উৎপন্ন ধর্মসমূহ— ৫২ চৈতসিক এবং ২ বিজ্ঞপ্তি	৪	১	১
২. চিত্তসহ-উৎপন্ন নহে ধর্মসমূহ— ৮৯ চিত্ত, দুই বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত (২৮-২)=২৬ রূপ ও নির্বাণ	২*	১২	১৮
৮. ১. চিত্ত-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ— ৭ (১) এর মতো	৪	১	১
২. চিত্ত-অনুপরিবর্তী নহে ধর্মসমূহ— ৭ (২) এর মতো	২*	১২	১৮
৯. ১. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান ধর্মসমূহ— ৩ (১) এর মতো	৩	১	১
২. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান নহে ধর্মসমূহ— ৩ (২) এর মতো	২*	১২	১৮
১০. ১. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থানসহ উৎপন্ন ধর্মসমূহ—৯ (১) এর মতো	৩	১	১
২. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থানসহ উৎপন্ন নহে ধর্মসমূহ—৯ (২) এর মতো	২*	১২	১৮
১১. ১. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ—৯ (১) এর মতো	৩	১	১
২. চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে ধর্মসমূহ—৯ (২) এর মতো	২*	১২	১৮
১২. ১. অন্তঃস্থিত ধর্মসমূহ— ৮৯ চিত্ত, ৫ প্রমাদ রূপ	২	৬	১২
২. বহিঃস্থিত ধর্মসমূহ—৫২ চৈতসিক, পাঁচ প্রসাদ রূপ ব্যতীত (২৮-৫)=২৩ রূপ ও নির্বাণ	৪*	৬	৬
১৩. ১. উপাত্ত ধর্মসমূহ— ২৪ মহাভূতোৎপন্ন রূপ	১	১০	১১

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
২. অনুপাত্ত ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ৪ মহাভূত ও নির্বাণ	৫*	৩	৯
১৪. ১. উপাদিন্ন বা দৃঢ়ভাবে আঁকাড়ায়ে ধরা ধর্মসমূহ—৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ৩৫ চৈতসিক ও ২০ কর্মজরূপ	৫	১১	১৭
২. অনুপাদিন্ন বা দৃঢ়ভাবে আঁকাড়ায়ে ধরা নহে ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৪ ফল চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ১৭ চিত্তজরূপ, ১৫ ঋতুজ রূপ, ১৪ আহারজরূপ ও নির্বাণ	৫*	৭	৮

(১১) উপাদান-গুচছ ৬

১. ১. উপাদান বা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা ধর্মসমূহ—২ উপাদান ধর্ম। যথা : লোভ ও মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. উপাদানহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ২ উপাদান ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. উপাদানযোগ্য ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. উপাদান অযোগ্য ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. উপাদান-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্তে লোভের কারণে দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-৫)=২২ চৈতসিক	১	১	১
২. উপাদান-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ—২ প্রতিঘমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত; লোভ, মিথ্যাদৃষ্টি ও মান ব্যতীত (৫২-৩) = ৪৯ চৈতসিক, ৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্তে লোভ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. উপাদান অথচ উপাদানযোগ্য ধর্মসমূহ—উপাদান ধর্ম লোভ ও মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. উপাদানযোগ্য অথচ উপাদানহীন ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ও লোভ উপাদান ব্যতীত (৫২-২)= ৫০ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৫. ১. উপাদান অথচ উপাদান-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ—মিথ্যাদৃষ্টি-সহগত ৪ চিত্তে দুই উপাদান লোভ ও মিথ্যাদৃষ্টি	১	১	১
২. উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদানহীন ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, দুই উপাদান ব্যতীত (২২-২)=২০ চৈতসিক	৪	২	২
৬. ১. উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদানযোগ্য ধর্মসমূহ—২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ২ মোহমূলক চিত্ত, ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, লোভ; মিথ্যাদৃষ্টি ও মান ব্যতীত (৫২-৩)=৪৯ চৈতসিক, দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত ৪ চিত্তে লোভ ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. উপাদান-বিপ্রযুক্ত উপাদান অযোগ্য ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

(১২) ক্লেশ-গুচ্ছ ৮

১. ১. ক্লেশধর্মসমূহ—১০ ক্লেশধর্ম।
যথা : লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান,
মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান,

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
ঔদ্ধত্য, অহ্রী ও অনপত্রপা	১	১	১
২. ক্লেশহীন ধর্মসমূহ—৮৯ চিত্ত, ক্লেশধর্ম ব্যতীত (৫২-১০)=৪২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. সংক্লেশিক ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
৩. ১. সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ ১২ অকুশল চিত্ত ও ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. অসংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৩ (১) এর মতো	৪	২	২
২. ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ ৩ (২) এর মতো	৫*	১২	১৮
৫. ১. ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্মসমূহ— ১০ ক্লেশধর্ম	১	১	১
২. সংক্লেশিক অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ— ৮১ লোকীয় চিত্ত, ১০ ক্লেশ ব্যতীত (৫২-১০)=৪২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
৬. ১. ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ— ১০ ক্লেশধর্ম	১	১	১
২. সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ— ১২ অকুশল চিত্ত, ক্লেশ ধর্ম ব্যতীত (২৭-১০)=১৭ চৈতসিক	৪	২	২
৭. ১. ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ— ৬ (১) এর মতো	১	১	১
২. ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ—৬ (২) এর মতো	৪	২	২

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৮. ১. ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক ধর্মসমূহ— ১৭ লোকীয় কুশল চিত্ত, ৩২ লোকীয় বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়াচিত্ত, ৩৮ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২

(১৩) পৃষ্ঠ বা শেষ দুক ১৮

১. ১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ— ৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক, ১ বিচিকিৎসা চিত্ত ২৭ চৈতসিক**			
২. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, নিম্নগামী নহে ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ১ ঔদ্ধত্য চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত; মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
২. ১. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ— ৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ১ ঔদ্ধত্য চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক	৪	২	২
২. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, নিম্নগামী ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ৪ দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত চিত্ত, ১ বিচিকিৎসা চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত,			

** ৮ (১) তিকে দ্রষ্টব্য।

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৩. ১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ—৮ লোভমূলক চিত্ত, ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ১ বিচিকিৎসা চিত্ত, বিচিকিৎসা চিত্তে মোহ ব্যতীত (২৭-১)=২৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে-হেতুক ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, নিম্নগামী নহে ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ১ ঔদ্ধত্য চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-২)=৫০ চৈতসিক, বিচিকিৎসা চিত্তে মোহ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৪. ১. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ—তিক ৯ (২) এর মতো	৪	২	২
২. ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে-হেতুক ধর্মসমূহ—৪ দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত চিত্ত, নিম্নগামী নহে ২ দ্বেষমূলক চিত্ত, ৪ দৃষ্টিসহগত চিত্ত, ১ বিচিকিৎসা চিত্ত, ২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ঔদ্ধত্য চিত্তে মোহ, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৫. ১. সবিতর্ক ধর্মসমূহ—৫৫ সবিতর্কযুক্ত চিত্ত, বিতর্ক ব্যতীত (৫২-১)= ৫১ চৈতসিক	৪	২	২
২. অবিতর্ক চিত্ত—৬৬ অবিতর্ক চিত্ত, বিতর্ক ব্যতীত (৩৮-১)=৩৭ চৈতসিক, ৫৪ বিতর্ক চিত্তে ৫৫ বিতর্ক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৭
৬. ১. সবিচার ধর্মসমূহ—৬৬ সবিচার চিত্ত, বিচার ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক	৪	২	৩
২. অবিচার ধর্মসমূহ—৫৫ অবিচার চিত্ত,			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
সবিতর্ক ও বিচার ব্যতীত (৩৮-২)=৩৬ চৈতসিক, ৬৬ বিচার চিত্ত ৬৬ বিচার রূপ ২৮ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৭
৭. ১. সপ্রীতি ধর্মসমূহ—৫১ প্রীতিযুক্ত চিত্ত; প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-৬)= ৪৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. অপ্রীতি ধর্মসমূহ—৭০ প্রীতিবিমুক্ত চিত্ত, প্রীতি ব্যতীত (৫২-১)=৫১ চৈতসিক, ৫১ প্রীতিযুক্ত চিত্তে ৫১ প্রীতি, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
৮. ১. প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ— ৭ (১) এর মতো	৪	২	২
২. প্রীতিসহগত নহে ধর্মসমূহ— ৭ (২) এর মতো	৫*	১২	১৮
৯. ১. সুখসহগত ধর্মসমূহ—৬৩ সুখসহগত চিত্ত; বেদনা, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৩
২. সুখসহগত নহে ধর্মসমূহ— ৩ দুঃখ-সম্প্রযুক্ত চিত্ত, ৫৫ উপেক্ষা সহগত চিত্ত, প্রীতি ও সৌমনস্য বেদনা ব্যতীত ৬৩ প্রীতিসম্প্রযুক্ত চিত্ত, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১০. ১. উপেক্ষা সহগত ধর্মসমূহ— ৫৫ উপেক্ষা সহগত চিত্ত, বেদনা, প্রীতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও কৌকৃত্য ব্যতীত (৫২-৬)=৪৬ চৈতসিক	৩	২	৭
২. উপেক্ষা সহগত নহে ধর্মসমূহ— ৬৩ সুখসম্প্রযুক্ত চিত্ত, ৩ দুঃখ-সম্প্রযুক্ত চিত্ত, বিচিকিৎসা ব্যতীত (৫২-১)=৫১			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
চৈতসিক, ৫৫ উপেক্ষা-সম্প্রযুক্ত চিত্তে			
৫৫ উপেক্ষা, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৩
১১. ১. কামাবচর ধর্মসমূহ—৫৪ কামাবচর			
চিত্ত, ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. কামাবচর নহে ধর্মসমূহ—			
২৭ মহদ্‌গত চিত্ত, ৮ লোকোত্তর চিত্ত			
৩৮ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
১২. ১. রূপাবচর ধর্মসমূহ—			
১৫ রূপাবচর চিত্ত, ৩৫ চৈতসিক	৪	২	২
২. রূপাবচর নহে ধর্মসমূহ—			
৫৪ কামাবচর চিত্ত, ১২ অরূপাবচর			
চিত্ত, ৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৫২ চৈতসিক,			
২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১৩. ১. অরূপাবচর ধর্মসমূহ—			
১২ অরূপাবচর চিত্ত, ৩০ চৈতসিক	৪	২	২
২. অরূপাবচর নহে ধর্মসমূহ—			
৫৪ কামাবচর চিত্ত, ১৫ রূপাবচর চিত্ত,			
৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৫২ চৈতসিক,			
২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১৪. ১. জীবন পর্যায়ব্যাপী ধর্মসমূহ—			
৮১ লোকীয় চিত্ত,			
৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. জীবন পর্যায়ব্যাপী নহে ধর্মসমূহ—			
৮ লোকোত্তর চিত্ত,			
চৈতসিক ৩৬ ও নির্বাণ	৪*	২	২
১৫. ১. নিয্যানিক বা সংসার হতে			
ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন ধর্মসমূহ—			
৪ মার্গচিত্ত ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. অনিয়্যানিক বা সংসার হতে			
ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন নয় ধর্মসমূহ—			
৮১ লোকীয় চিত্ত, ৪ ফলচিত্ত,			

	স্কন্ধ	আয়তন	ধাতু
৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১৬. ১. নিয়ত ধর্মসমূহ—৪ মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত চিত্তের সপ্তম ক্ষণ, ২ দ্বেষমূলক চিত্তের সপ্তম ক্ষণ, মান ও বিচিকিৎসা ব্যতীত (২৭-২)=২৫ চৈতসিক, ৪ মার্গ চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক	৪	২	২
২. অনিয়ত ধর্মসমূহ—৪ মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত চিত্তের সপ্তম ক্ষণ ও ২ দুই দ্বেষমূলক চিত্তের সপ্তম ক্ষণ ব্যতীত ১২ অকুশল চিত্ত, ১৭ লোকীয় চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮
১৭. ১. সউত্তর অর্থাৎ শেষ আছে ধর্মসমূহ—৮১ লোকীয় চিত্ত ৫২ চৈতসিক ও ২৮ রূপ	৫	১২	১৮
২. অনুত্তর বা শেষ নাই ধর্মসমূহ—৮ লোকোত্তর চিত্ত, ৩৬ চৈতসিক ও নির্বাণ	৪*	২	২
১৮. ১. রণযুক্ত বা বিলাপের কারণ ধর্মসমূহ—১২ অকুশল চিত্ত ও ২৭ চৈতসিক	৪	২	২
২. রণহীন বা বিলাপের অকারণ ধর্মসমূহ—২১ কুশল চিত্ত, ৩৬ বিপাক চিত্ত, ২০ ক্রিয়া চিত্ত, ৩৮ চৈতসিক ২৮ রূপ ও নির্বাণ	৫*	১২	১৮

(অভ্যন্তর ও বাহির মাতিকা সমাপ্ত)

অভিধর্মপিটকে

ধাতুকথা

(বঙ্গানুবাদ)

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

উদ্দেশ বা মূল পাঠসূচি

১. নয়মাতিকা বা পদ্ধতি-বিষয়সূচি

১. ক. সংগ্রহ বা শ্রেণিবিভাগ এবং অসংগ্রহ বা শ্রেণিভুক্ত নহে বা শ্রেণিবহির্ভূত।

খ. সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত এবং অসংগৃহীত বা শ্রেণিবহির্ভূত।

গ. অসংগৃহীত বা শ্রেণিবহির্ভূত এবং সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত।

ঘ. সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত এবং সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত।

ঙ. অসংগৃহীত বা শ্রেণিবহির্ভূত এবং অসংগৃহীত বা শ্রেণিবহির্ভূত।

চ. সম্প্রযোগ এবং বিপ্রযোগ।

ছ. সম্প্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত।

জ. বিপ্রযুক্ত এবং সম্প্রযুক্ত।

ঝ. সম্প্রযুক্ত এবং সম্প্রযুক্ত।

ঞ. বিপ্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত।

ট. সম্প্রযুক্তে এবং বিপ্রযুক্ত হতে সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত।

ঠ. সম্প্রযুক্তে শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত।

ড. সম্প্রযুক্তে এবং বিপ্রযুক্ত হতে অসংগৃহীত বা শ্রেণিবহির্ভূত।

ঢ. বিপ্রযুক্তে সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত এবং অসংগৃহীত শ্রেণিবহির্ভূত।

২. অভ্যন্তর মাতিকা বা অভ্যন্তর জ্ঞাতব্য বিষয়*

২. ক. ৫ স্কন্ধ = ৫

খ. ১২ আয়তন = ১২

গ. ১৮ ধাতু = ১৮

ঘ. ৪ সত্য	= ৪
ঙ. ২২ ইন্দ্রিয়	= ২২
চ. প্রতীত্যসমুৎপাদ	= ২৮[১]
ছ. ৪ স্মৃতিপ্রস্থান	= ১
জ. ৪ সম্যক প্রধান	= ১
ঝ. ৪ ঋদ্ধিপাদ	= ১
ঞ. ৪ ধ্যান	= ১
ট. ৪ অপ্রমেয়	= ১
ঠ. ৫ ইন্দ্রিয়	= ১
ড. ৫ বল	= ১
ন. ৭ বোধ্যঙ্গ	= ১
ত. ৮ আর্যমার্গ	= ১
থ. স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, অধিমোক্ষ, মনস্কার	৭
	মোট ১০৫

৩. নয়মুখ মাতিকা বা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

৩. ক. (স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু পর্যায়ে) তিন প্রকার সংগ্রহ বা শ্রেণিকরণ।

খ. (স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু পর্যায়ে) তিন প্রকার অসংগ্রহ বা শ্রেণিবহির্ভূত পদ্ধতি...

গ. চার অরূপী স্কন্ধ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধের সহিত সম্প্রযোগ।

ঘ. চার অরূপী স্কন্ধ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ হতে বিপ্রযোগ।

---

[১]। ভূমিকায় মাতিকা দ্রষ্টব্য।

৪. লক্ষণ মাতিকা বা পদ্ধতির লক্ষণসমূহ

৪. ক. সাধারণ লক্ষণের সহিত শ্রেণিকরণ এবং সংযোজন নীতির সাদৃশ্য।

খ. সাধারণ লক্ষণের সহিত শ্রেণিকরণ এবং সংযোজন নীতির বৈসাদৃশ্য।

৫. বাহির মাতিকা বাহির বা ধর্মসঙ্গণীর জ্ঞাতব্য বিষয়[১]

৫. ধর্মসঙ্গণীর সকল ২২ তিক এবং ১০০ দুক ধাতুকথার আলোচ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

----

[১]। অভ্যন্তর মাতিকা = ১০৫, বাহির মাতিকায় তিক (২২ × ৩) = ৬৬ এবং দুক (১০০ × ২) = ২০০ = ২৬৬। প্রথম পরিচ্ছেদে (১৬৫ + ২৬৬) = ৩৭১ বিষয় সবগুলো আলোচিত হয়েছে।

১. প্রথম পরিচ্ছেদ

১. শ্রেণিবিভাগ এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনির্দেশ

১. স্কন্ধ (একমূলে)

৬. রূপস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত? রূপস্কন্ধ এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে অসংগৃহীত বা শ্রেণিভুক্ত নহে বা শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭. বেদনাস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? বেদনাস্কন্ধ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮. সংজ্ঞাস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সংজ্ঞাস্কন্ধ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯. সংস্কারস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সংস্কারস্কন্ধ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০. বিজ্ঞানস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? বিজ্ঞানস্কন্ধ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দুই মূলে)

১১. রূপস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? রূপস্কন্ধ এবং বেদনাস্কন্ধ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২. রূপস্কন্ধ এবং সংজ্ঞাস্কন্ধ... দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩. রূপস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ... দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪. রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ... দুই স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(তিন মূলে)

১৫. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ এবং সংজ্ঞাস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ এবং সংজ্ঞাস্কন্ধ তিন স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ... তিন স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ... তিন স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(চার মূলে)

১৮. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ... চার স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(পাঁচ মূলে)

২০. রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

২১. পঞ্চস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? পঞ্চস্কন্ধ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

২. আয়তন (এক মূলে)

২২. চক্ষু আয়তন কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? চক্ষু আয়তন এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৩. শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন, রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, স্পষ্টব্যায়তন... এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেকটা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকটা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৪. মনায়তন এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৫. ধর্মায়তন অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে

এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (ইহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (ইহা) এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দুই মূলে)

২৬. চক্ষু আয়তন এক শ্রোত্রায়তন এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৭. চক্ষু আয়তন এবং ঘ্রাণায়তন; চক্ষু আয়তন এবং জিহ্বায়তন; চক্ষু আয়তন এবং কায়ায়তন; চক্ষু আয়তন এবং রূপায়তন; চক্ষু আয়তন এবং শব্দায়তন; চক্ষু আয়তন এবং গন্ধায়তন; চক্ষু আয়তন এবং রসায়তন; চক্ষু আয়তন এবং স্প্রষ্টব্যায়তন;... এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৮. চক্ষু আয়তন এবং মনায়তন দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২৯. চক্ষু আয়তনে এবং ধর্মায়তন অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দ্বাদশ মূলে)

৩০. দ্বাদশ আয়তন কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? দ্বাদশ আয়তন নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৩. ধাতু (এক মূলে)

৩১. চক্ষুধাতু কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? চক্ষুধাতু এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত

প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩২. শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বাধাতু, কায়ধাতু, রূপধাতু, শব্দধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, স্প্রষ্টব্যধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়বিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু, এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (ইহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (ইহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩৩. ধর্মধাতু অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দুই মূলে)

৩৪. চক্ষুধাতু ও শ্রোত্রধাতু এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩৫. চক্ষুধাতু এবং ঘ্রাণধাতু; চক্ষুধাতু এবং জিহ্বাধাতু; চক্ষুধাতু এবং রূপধাতু; চক্ষুধাতু এবং শব্দধাতু; চক্ষুধাতু এবং গন্ধধাতু; চক্ষুধাতু এবং রসধাতু; চক্ষুধাতু এবং স্প্রষ্টব্যধাতু এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩৬. চক্ষুধাতু এবং চক্ষুবিজ্ঞানধাতু দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩৭. চক্ষুধাতু এবং শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু; চক্ষুধাতু এবং ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু; চক্ষুধাতু এবং জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু; চক্ষুধাতু এবং কায়বিজ্ঞানধাতু; চক্ষুধাতু এবং মনোধাতু; চক্ষুধাতু এবং মনোবিজ্ঞানধাতু দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৩৮. চক্ষুধাতু এবং ধর্মধাতু অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (ইহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (ইহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

আঠারো মূলে

৩৯. অষ্টাদশ ধাতু কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? অষ্টাদশ ধাতু অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (ইহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪. সত্য (এক মূলে)

৪০. দুঃখসত্য কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? দুঃখসত্য পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪১. সমুদয় সত্য এবং মার্গসত্য এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২. নিরোধ সত্য কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দুই মূলে)

৪৩. দুঃখসত্য এবং সমুদয় সত্য পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪. দুঃখ সত্য এবং মার্গসত্য পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো

স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৫. দুঃখসত্য এবং নিরোধসত্য নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(তিন মূলে)

৪৬. দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য এবং মার্গসত্য পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭. দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য এবং নিরোধ সত্য অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(চার মূলে)

৪৮. দুঃখসত্য, সমুদয় সত্য, মার্গসত্য এবং নিরোধ সত্য অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯. চার সত্য কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? চার সত্য অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫. ইন্দ্রিয় (এক মূলে)

৫০. চক্ষু-ইন্দ্রিয় কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? চক্ষু-ইন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা)

কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১. শ্রোত্রেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয়, কায়েন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫২. মনেন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৩. জীবিতেন্দ্রিয় দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) তিন স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৪. সুখেন্দ্রিয়, দুঃখেন্দ্রিয়, সৌমনস্যিন্দ্রিয়, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয়, উপেক্ষেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দুই মূলে)

৫৫. চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৬. চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং জিহ্বেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং কায়েন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং স্ত্রী-ইন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং পুরুষেন্দ্রিয় এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৭. চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং মনেন্দ্রিয় দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৮. চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয় দুই স্কন্ধে দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫৯. চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং সুখেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং দুঃখেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং সৌমনস্যিন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং দৌর্মনস্যিন্দ্রিয়ে; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং উপেক্ষেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং বীর্যেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতিন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং সমাধিন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়; চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহাদের প্রত্যেকে জোড়া) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহাদের প্রত্যেক জোড়া) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(দ্বাবিংশ মূলে)

৬০. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় চার স্কন্ধে, সাত আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) এক স্কন্ধে, পাঁচ আয়তনে এবং পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬. প্রতীত্যসমুৎপাদ ও অন্যান্য বিষয়

৬১. অবিদ্যা এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬২. অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৩. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৪. বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) এক

স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৫. নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন দুই স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) তিন স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৬. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, কর্মভব এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৭. উৎপত্তিভব, কামভব, সংজ্ঞাভব, পঞ্চবোকারভব পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৮. রূপভব পাঁচ স্কন্ধে, পাঁচ আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, সাত আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৬৯. অরূপভব, নৈবসংজ্ঞ-না-অসংজ্ঞাভব চার বোকারভব চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭০. অসংজ্ঞাভব, একবোকারভব এক স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭১. জাতি দুই স্কন্ধে, জরা দুই স্কন্ধে এবং মরণ দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) তিন স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭২. শোক, পরিদেব বা বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস বা হতাশা, স্মৃতিপ্রস্থান এবং সম্যক প্রধান এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৩. ঋদ্ধিপাদ দুই স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

(উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) তিন স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৪. ধ্যান দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) তিন স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৫. অপ্রমেয় পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, অধিমোক্ষ এবং মনস্কার এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৬. চিত্ত এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭. তিক

৭৭. কুশল ধর্মসমূহ ও অকুশল ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? কুশল ধর্মসমূহ ও অকুশল ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৮. অব্যাকৃত ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতুত ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৭৯. সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮০. অদুঃখ-অসুখ অনুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮১. বিপাক ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ

আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮২. বিপাকধর্ম ধর্মসমূহ, সংক্লিষ্ট সংক্লেশিক ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৩. নৈববিপাক-নাবিপাকধর্ম ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৪. উপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৫. অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, সাত আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত পাঁচ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৬. অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্মসমূহ, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৭. অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৮. সবিতর্ক-সবিচার ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮৯. অবিতর্ক কিন্তু বিচারযোগ্য ধর্মসমূহ, প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯০. অবিতর্ক-অবিচার ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন

ব্যতীত এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯১. সুখসহগত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯২. উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৩. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য হেতুযুক্ত ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য হেতুযুক্ত ধর্মসমূহ, আচয়গামী অর্থাৎ জন্মমৃত্যুপতে আবর্তনকারী ধর্মসমূহ, অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণপথে প্রবর্তনকারী ধর্মসমূহ, শৈক্ষ্যধর্মসমূহ, অশৈক্ষ্য ধর্মসমূহ এবং মহদগত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৪. দর্শনের দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নহে ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা অথবা ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য নয় হেতুযুক্ত ধর্মসমূহ, আচয়গামীও নহে অপচয়গামীও নহে ধর্মসমূহ শৈক্ষ্যও নহে অশৈক্ষ্যও নহে ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৫. পরিত্ত বা সীমিত ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৬. অপ্রমাণ ধর্মসমূহ, প্রণীত ধর্মসমূহ, নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৭. পরিত্তারম্মণ ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৮. মহদগতারম্মণ ধর্মসমূহ, অপ্রমাণারম্মণ ধর্মসমূহ, হীন ধর্মসমূহ, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ, মার্গারম্মণ ধর্মসমূহ, মার্গহেতুযুক্ত ধর্মসমূহ, মার্গাধিপতি ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৯৯. মধ্যম ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১০০. অনিয়ত ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১০১. উৎপন্ন ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১০২. অনুৎপন্ন ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, সাত আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, পাঁচ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৩. উৎপাদিন্ন অর্থাৎ উৎপন্ন হবেই ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৪. অতীত ধর্মসমূহ, অনাগত ধর্মসমূহ, বর্তমান ধর্মসমূহ, অন্তঃস্থিত ধর্মসমূহ, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিত ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৫. বহিঃস্থিত ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৬. অতীতারম্মণ ধর্মসমূহ, অনাগতারম্মণ ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই

আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৭. বর্তমানারম্মণ ধর্মসমূহ, অন্তঃহিত-আরম্মণ ধর্মসমূহ, বহিঃস্থিত-আরম্মণ ধর্মসমূহ, বহিঃস্থিত-আরম্মণ ধর্মসমূহ, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিত-আরম্মণ ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৮. সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১০৯. অনিদর্শন-সপ্রতিঘ এক স্কন্ধে, নয় আয়তনে এবং নয় ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, তিন আয়তনে এবং নয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১০. অনিদর্শন-অপ্রতিঘ ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৮. দুক

(হেতু-গুচ্ছ ৬)

১১১. হেতু ধর্মসমূহ, হেতু অথচ সহেতুক ধর্মসমূহ এবং হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১২. হেতুহীন ধর্মসমূহ, অহেতুক ধর্মসমূহ, হেতু-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ, হেতুহীন অথচ অহেতুক ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৩. সহেতুক ধর্মসমূহ, হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ এবং হেতুহীন সহেতুক

ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(ক্ষুদ্রান্তরে-গুচ্ছ ৭)

১১৪. সপ্রত্যয় ধর্মসমূহ এবং সংস্কৃত ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৫. অপ্রত্যয় ধর্মসমূহ এবং অসংস্কৃত ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৬. সনিদর্শন ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৭. অনিদর্শন ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৮. সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১১৯. অপ্রতিঘ ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতু শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২০. রূপনীয় বা পরিবর্তনীয় ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২১. অরূপনীয় বা অপরিবর্তনীয় ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

(উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২২. লোকীয় ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৩. লোকোত্তর ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৪. (চক্ষুবিজ্ঞানাদি ছয় প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে) যেকোনো উপায়ে বিজ্ঞেয় ধর্মসমূহ এবং যেকোনো উপায়ে বিজ্ঞেয় নয় ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

(আসব-গুচ্ছ ৬)

১২৫. আসব ধর্মসমূহ, আসব অথচ সাসব ধর্মসমূহ এবং আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৬. আসবহীন ধর্মসমূহ এবং আসব-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৭. সাসব ধর্মসমূহ, সাসব অথচ আসবহীন ধর্মসমূহ, আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৮. অনাসব ধর্মসমূহ, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

(উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১২৯. আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(সংযোজন-গুচ্ছ ৬, গ্রন্থি-গুচ্ছ ৬, ওঘ-গুচ্ছ ৬, যোগ-গুচ্ছ ৬, নীবরণ-গুচ্ছ ৬ এবং পরামাস বা বিকৃতমত-গুচ্ছ ৫)

১৩০. সংযোজন ধর্মসমূহ, গ্রন্থি ধর্মসমূহ, ওঘ ধর্মসমূহ, যোগ ধর্মসমূহ, নীবরণ ধর্মসমূহ, পরামাস বা বিকৃতমত ধর্মসমূহ, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমত-বিশিষ্ট ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩১. বিকৃতমতবর্জিত ধর্মসমূহ, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩২. বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্মসমূহ, বিকৃতমতবিশিষ্ট অথচ অবিকৃতমত ধর্মসমূহ, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৩. অবিকৃতমত ধর্মসমূহ, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমত ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৪. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(মহতাব্ভর দুক ১৪)

১৩৫. সারম্মণ ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৬. অনারম্মণ ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৭. চিত্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৮. চিত্তহীন ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৩৯. চৈতনিক ধর্মসমূহ, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, চিত্তসংশ্লিষ্ট ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪০. অচৈতনিক ধর্মসমূহ, অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে দুই স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪১. চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ এবং চিত্ত-সংবিসংশ্লিষ্ট ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪২. চিত্ত-সমুত্থান ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৩. চিত্ত-সমুত্থান নহে ধর্মসমূহ, চিত্তসহ-অবস্থিতি নহে ধর্মসমূহ, চিত্ত-অনুপরিবর্তী নহে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে দুই

স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৪. চিত্তসহ-অবস্থিতি ধর্মসমূহ এবং চিত্ত-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৫. চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান ধর্মসমূহ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থানসহ অবস্থিতি ধর্মসমূহ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৬. চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান নহে ধর্মসমূহ, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থানসহ অবস্থিতি নহে ধর্মসমূহ এবং চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী নহে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে দুই স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৭. অন্তঃস্থ ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) তিন স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৮. বহিঃস্থ ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, ছয় আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৪৯. উপাত্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫০. উপাত্ত নহে ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, তিন আয়তনে এবং নয় ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত নয় আয়তনে এবং নয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫১. উপাদিন্ন ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫২. অনুপাদিন্ন ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, সাত আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত পাঁচ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(উপাদান-গুচ্ছ ৬ এবং ক্লেশ-গুচ্ছ ৮)

১৫৩. উপাদান ধর্মসমূহ, ক্লেশ ধর্মসমূহ, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্মসমূহ, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ এবং ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫৪. ক্লেশহীন ধর্মসমূহ, অসংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ এবং ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ, অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫৫. সংক্লেশিক ধর্মসমূহ, সংক্লেশিক অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ এবং ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫৬. অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ এবং ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫৭. সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ, ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

(পৃষ্ঠ বা শেষ-গুচ্ছ ১৮)

১৫৮. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৫৯. দর্শনের দ্বারা নহে পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা নহে পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা নহে পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬০. সবিতর্ক ধর্মসমূহ, সবিচার ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬১. অবিতর্ক ধর্মসমূহ, অবিচার ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে বারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬২. সপ্রীতি ধর্মসমূহ, প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৩. অপ্রীতি ধর্মসমূহ, প্রীতিসহগত নহে ধর্মসমূহ, সুখসহগত নহে ধর্মসমূহ নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৪. সুখসহগত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৫. উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৬. উপেক্ষাসহগত নহে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৭. কামাবচর ধর্মসমূহ, জীবনপর্যায়ব্যাপী ধর্মসমূহ, স-উত্তর বা পর-আছে ধর্মসমূহ পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৮. কামাবচর নহে ধর্মসমূহ, জীবনপর্যায়ব্যাপী নহে ধর্মসমূহ, অনুত্তর বা পর-নাই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৬৯. রূপাবচর ধর্মসমূহ, অরূপাবচর ধর্মসমূহ, নিয্যানিক বা জীবনপর্যায়ে সঞ্চালন ধর্মসমূহ, নিয়ত ধর্মসমূহ, রণযুক্ত বা বিলাপযুক্ত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭০. রূপাবচর নহে ধর্মসমূহ, অরূপাবচর নহে ধর্মসমূহ, অনিয্যানিক ধর্মসমূহ, অনিয়ত ধর্মসমূহ এবং রণহীন বা বিলাপহীন ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

শ্রেণিবিভাগ ও শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ* (প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

---

* ধাতুকথা প্রকরণ অর্থকথায় উল্লেখ আছে—‘এরূপে মাতিকায় (উদ্দেশ বিভাগে) পাঁচ প্রকার বিশেষভাগে ভাগ করার পর এখন সংগ্রহাসংগ্রহের মধ্যে প্রথমে সংগ্রহভাগ বা শ্রেণিকরণ ভাগ জাতি-সংজাতি-ক্রিয়া-গণন প্রভৃতি চার প্রকারে বিভক্ত। তথায় ‘সকল ক্ষত্রিয় এসেছিলেন, সকল ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, সকল বৈশ্য এসেছিলেন এবং সকল শূদ্র এসেছিলেন, সেরূপ বিশাখ, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক আজীব এই ধর্মসমূহ শীলস্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত।’ উহা জাতি শ্রেণিকরণ নামে অভিহিত। এই সামাজিক পদ স্থানের মত এক এক জাতির ব্যক্তিগণ এসেছিল বলে এই ব্যক্তিগণ একই জাতির শ্রেণিভুক্ত।

২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২. শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনির্দ্দেশ

(৮টা প্রশ্ন ও উত্তর)

১৭১. চক্ষু-আয়তন যে ধর্মসমূহে... স্প্রষ্টব্যায়তন যে ধর্মসমূহে, চক্ষুধাতু যে ধর্মসমূহে... স্প্রষ্টব্যধাতু যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত? সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭২. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে,

---

'সকল কোশলবাসী এসেছেন, সকল মগধবাসী এসেছেন, সকল ভারুকচ্ছবাসী এসেছেন, সেরূপ হে বিশাখ, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি এই ধর্মসমূহ সমাধি স্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত।' উহা সংজাতি শ্রেণিকরণ নামে অভিহিত। একই উৎপত্তি স্থানের মত এক স্থানে জাত ব্যক্তিগণ সংঘবদ্ধ হয়ে এসেছেন, এইরূপে একই স্থানে অবস্থানরত ব্যক্তিগণ সন্নিভুক্ত বেশে (সংজাতি) শ্রেণিভুক্ত।

'সকল হস্তী আরোহী এসেছে, সকল অশ্বারোহী এসেছে, সকল রথারোহী এসেছে, এইরূপে হে বিশাখ, সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক সংকল্প এই ধর্মসমূহ প্রজ্ঞা স্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত।' এইটা ক্রিয়া শ্রেণিকরণ নামে অভিহিত। সকলের নিজ নিজ কর্মের কারণে এই ব্যক্তিগণ এক শ্রেণিভুক্ত।

চক্ষু-আয়তন কয়টি স্কন্ধ গণনার অনুর্ভূক্ত? চক্ষু-আয়তন রূপ স্কন্ধ গণনার অন্তর্ভূক্ত। যদি চক্ষু-আয়তন রূপ স্কন্ধ গণনার অনুর্ভূক্ত হয়ে থাকে, তবে, চক্ষু-আয়তন রূপ স্কন্ধ শ্রেণিভুক্ত হবে। উহাই গণনা-শ্রেণিকরণ নামে অভিহিত। এইভাবে এখানে জ্ঞাতব্য। উহাদের সকল প্রতি পক্ষ শ্রেণিবহির্ভূত হিসেবে জানা উচিত।

ধাতুকথায় এই প্রকার গণনা শ্রেণিকরণ প্রয়োগ কথা হয়েছে। জ্ঞাতব্য ধর্মসমূহ স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর সংখ্যায় শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। উহাদের বাকি সংখ্যাগুলো গণনার শ্রেণিবহির্ভূত। অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। ধাতুকথায় এইগুলো পৃথক পৃথকভাবে এবং সংযুক্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধাতুকথায় মোট জ্ঞাতব্য বিষয় ৩৭১টি। প্রথম পরিচ্ছেদে এই সব কয়টা ধর্মের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে এবং স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর সংখ্যায় শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত করে দেখানো হয়েছে। অভ্যন্তর মাতিকায় ১০৫টি বিষয় এবং বাহির মাতিকায় ৬৬টি তিক এবং ২০০টি দুক এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে।

কায়বিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে, মনোধাতু যে ধর্মসমূহে, মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত, কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৩. চক্ষু-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, জিহ্বেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, কায়েন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৪. অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ, একবোকারভব যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, তিন আয়তনে এবং নয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৫. পরিদেব বা বিলাপ যে ধর্মসমূহে, সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৬. অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৭. সনিদর্শন ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৭৮. সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাত্তধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধ শ্রেণিভুক্ত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত? সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

স্মারক গাথা

আয়তন দশ, ধাতু সতেরো,
ইন্দ্রিয় সাত, এক সংজ্ঞাভবের।
এক বোকারভব, এককরে পরিদেবন,
সনিদর্শন সপ্রতিঘ, অনিদর্শন।

অনিদর্শন সপ্রতিঘ, সপ্রতিঘ, উপাত্ত,
এই পরিচ্ছেদে সর্বমোট বিয়াল্লিশ ধর্ম।

১২. শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

৩. তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩. শ্রেণিবহির্ভূত এবং শ্রেণিভুক্ত পদনিদ্দেস

(১২টা প্রশ্ন ও উত্তর)

১৭৯. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞা স্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত; সে ধর্মসমূহে কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮০. নিরোধসত্য যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮১. জীবিতেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু

** এই পরিচ্ছেদে সর্বমোট ৪২টা আলোচ্য বিষয়। ১৭১ নম্বরে ২০টা, ১৭২ নম্বরে ৭টা, ১৭৩ নম্বরে ৭টা, ১৭৪ এবং ১৭৫ নম্বরে ২টা করে ৪টা, ১৭৬ এবং ১৭৭ নম্বরে ১ করে ২টা এবং ১৭৮ নম্বরে ২টা মোট ৪২টা আলোচ্য বিষয়। তৎমধ্যে ৩৫টা রূপস্কন্ধের অংশবিশেষ এবং 'যে ধম্মা' বা রূপস্কন্ধের অন্যান্য অংশে একই রূপস্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু একই আয়তন শ্রেণিতে এবং একই ধাতু শ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত। বাকি ৭টা বিজ্ঞান স্কন্ধের অংশবিশেষ এবং 'যে ধম্মা' বা বিজ্ঞান স্কন্ধের অন্যান্য অংশে একই বিজ্ঞান স্কন্ধে শ্রেণিভুক্ত এবং একই মনায়তনে শ্রেণিভুক্ত কিন্তু একই ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত। ধাতুকথার বাকি বিষয়গুলো নামরূপ নিয়ে গঠিত বলে উহাদের আলোচনা এখানে প্রযোজ্য নয়। ৪২টা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ৩৭টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৫টা বাহির মাতিকা।

আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮২. স্ত্রী ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহে, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহে, কর্মভব যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৩. জাতি যে ধর্মসমূহে, জরা যে ধর্মসমূহে, মরণ যে ধর্মসমূহে, ধ্যান যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৪. শোক যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে, উপাযাস বা হতাশা যে ধর্মসমূহে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, বেদনা যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে, হেতুধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৫. অপ্রত্যয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংস্কৃত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে

শ্রেণিভুক্ত।

১৮৬. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৭. সংযোজন, গ্রন্থি, ওঘ, যোগ, নীবরণ, পরামাস বা বিকৃতমত, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৮. চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান ধর্ম, চিত্ত-সংশ্লিষ্টসহ উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংশ্লিষ্ট-সমুত্থান-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৮৯. চিত্তসহ উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৯০. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংশ্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত কিন্তু আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সে ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

স্মারক গাথা

তিন স্কন্ধ, তিন সত্য ইন্দ্রিয় ষোলো,
প্রত্যয়াকারে পদ চৌদ্দ, আরও চৌদ্দ ধরল।

দশ গুচ্ছ হতে ত্রিশ পদই
ক্ষুদ্র দুক দুই বৃহৎ দুক আট, মোট নব্বই।

৩. শ্রেণিবহির্ভূত এবং শ্রেণিভুক্ত পদনিদ্দের্শ[১]
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

৪. চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪. শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিভুক্ত পদনিদ্দেস

(২টা প্রশ্ন এবং উত্তর)

১৯১. সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে, আয়তনশ্রেণিতে এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, সেই ধর্মসমূহের সহিত যে ধর্মসমূহ সে ধর্মসমূহ স্কন্ধশ্রেণিতে, আয়তনশ্রেণিতে এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

১৯২. স্ত্রী ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে;

অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে

---

[১]। এই পরিচ্ছেদে (১৭৯ হতে ১৯০)=১২টা প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমে ৯০টা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো একই আয়তন শ্রেণিতে এবং একই ধাতু শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু একই স্কন্ধ শ্রেণি হতে বহির্ভূত করে আলোচনা করা হয়েছে। ধাতুকথার অন্যান্য বিষয়গুলো স্থূলরূপ এবং চিত্ত হওয়াতে উহাদের আলোচনা এখানে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন নেই। ৯০টা বিষয়ের মধ্যে ৫০টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৪০টা বাহির মাতিকা।

ধর্মসমূহে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহে, কর্মভব যে ধর্মসমূহে, শোক যে ধর্মসমূহে, পরিদেব যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে, উপায়াস বা হতাশা যে ধর্মসমূহে।

স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে;

হেতুধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব, সংযোজন, গ্রন্থি, ওঘ, যোগ, নীবরণ, পরামাস বা বিকৃতমত, উপাদান, ক্লেশধর্ম, যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে, আয়তনশ্রেণিতে এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে, আয়তনশ্রেণিতে এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, যে শ্রেণিভুক্ত, যে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? যে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

স্মারক গাথা

দুই সত্য পনের ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ এগারো,
তৎপর আর এগারো, গুচ্ছ বিশ, মোট উনসত্তর।

৪. শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিভুক্ত পদনিদ্দেস[১]
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

[১]। এই পরিচ্ছেদে ২টা প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমে ৬৯টা বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক বিষয় ‘যে ধম্মা’ এর সহিত অন্যান্য বিষয়ে একই শ্রেণিভুক্ত হওয়াতে উহাদের পরস্পর একই শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে ৬৯ বিষয়ে ৩৯টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৩০টা বাহির মাতিকা।

৫. পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৫. শ্রেণিবহির্ভূত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেস

(৩৫টা প্রশ্ন ও উত্তর)

১৯৩. রূপস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত; সেই ধর্মসমূহে যে ধর্মসমূহ স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত? সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৪. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৫. বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, মনায়তন যে ধর্মসমূহে, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে, মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৬. চক্ষু-আয়তন যে ধর্মসমূহে... স্প্রষ্টব্যায়তন যে ধর্মসমূহে, চক্ষুধাতু যে ধর্মসমূহে... স্প্রষ্টব্যধাতু যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৭. ধর্মায়তন যে ধর্মসমূহে, ধর্মধাতু যে ধর্মসমূহে, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, জীবিতেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৮. সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহে, নিরোধসত্য যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১৯৯. চক্ষু-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে... কায়েন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০০. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০১. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০২. বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৩. নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৪. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহে, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহে, কর্মভব যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত,

আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৫. অরূপভব যে ধর্মসমূহে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহে, চার বোকারভব যে ধর্মসমূহে, ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৬. অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহে, একবোকারভব যে ধর্মসমূহে, জাতি যে ধর্মসমূহে, জরা যে ধর্মসমূহে, মরণ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত যেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৭. পরিদেব যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৮. শোক যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে, উপায়াস (নিরাশা) যে ধর্মসমূহে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে, ধ্যান যে ধর্মসমূহে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সপ্তবোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, বেদনা যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২০৯. চিত্ত যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১. তিক

২১০. কুশলধর্ম যে ধর্মসমূহে, অকুশলধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দুঃখানুভব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিপাক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিপাকধর্ম ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংক্লিষ্ট সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অবিতর্ক কিন্তু বিচার্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আচয়গামী অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু পথে আবর্তননশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণপথে প্রবর্তনকারী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, শৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অশৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মহদ্গত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপ্রমাণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, পরিত্তারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মহদ্গতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপ্রমাণারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হীনধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রণীত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গহেতু ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গাধিপতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অতীতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনাগতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বর্তমানারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... যে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১১. সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২. দুক

২১২. হেতুধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত,

আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৩. সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৪. অপ্রত্যয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংস্কৃত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত যেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৫. সনিদর্শন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৬. রূপী ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৭. অরূপী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৮. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২১৯. অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত

এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২০. সংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, গ্রন্থি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ওঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, যোগধর্ম যে ধর্মসমূহে, নীবরণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, পরামাস বা বিকৃতমত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতালম্বন ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২১. অবিকৃতমতালম্বন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমতাবলম্বন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২২. অনারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত অসংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সমুত্থান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত এক সাথে উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তানুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বহিঃস্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২৩. চিত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২৪. চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত সংযুক্ত এবং সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত সংযুক্ত এক সাথে উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তের সহিত সংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২৫. অন্তঃস্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত,

আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২৬. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২২৭. অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, কামাবচর ব্যতীত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অরূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপয্যায়পন্ন অর্থাৎ জীবন পয্যায়ব্যাপী নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহে, নিয্যানিক বা জীবনব্যাপী আবর্তনশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহে, নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনুত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, রণযুক্ত বা বিলাপযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, যে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত? সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

স্মারক গাথা

রূপ এবং ধর্মায়তন, ধর্মধাতু, স্ত্রী-পুরুষ, জীবিত, নামরূপ,
দুইভব, জাতিজরা মৃত্যু, অনারম্মণ, অচিত্ত, বিপ্রযুক্ত, রূপ।
বিসংযুক্ত, সমুখান, সহ-উৎপন্ন, অনুপরিবর্তী,

বহিঃস্থ, উপাত্ত, দুই বিষয়, জানবার এই পদ্ধতি।[১]

শ্রেণিবহির্ভূত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ[২]
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শেষে এই উদান-গাথা অবিকল উল্লেখ আছে। ধাতুকথা-প্রকরণ অর্থকথামতে এই পরিচ্ছেদের উদ্যান নিম্নে অনুবাদসহ প্রদত্ত হলো :

"সব্বে খন্ধা তথায়তন-ধাতুয়ো সচ্চতো তয়ো,
ইন্দ্রিয়ানি পি সব্বানি তেবীসতি পটিচ্চতো।
পরতো ষোল্‌সপদা তে-চত্তালীস কত্তিকে,
গোচ্ছকে সত্ততি চ' এব সত্ত চূলন্তরে পদা।
মহন্তরে পদা বুত্তা অট্‌ঠারস ততো পরং
অট্‌ঠারসেব ঞাতব্বা সেসা ইধ ন ভাসিতাতি।"

"সত্য হতে তিন স্কন্ধ, আয়তন ধাতু সকল,
তেইশ প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইন্দ্রিয় ও সকল।
তৎপর ষোল, তেতাল্লিশ তিক,
বাহাত্তর দুক, সাত ক্ষুদ্র দুক।
আঠারো বৃহৎ দুক, পৃষ্ঠদুক আঠার,
ব্যাখ্যাত ধর্ম—দু'শত সাতান্ন প্রকার।"

[২]। এখানে স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর শ্রেণিবহির্ভূত ধর্মসমূহ দুই প্রকারে আলোচিত হয়েছে। যথা : ১. পার্থক্য ধর্মের সহিত আলোচ্য ধর্ম এবং ২. পার্থক্য ধর্মের সহিত অন্যান্য সকল সম্ভাব্য ধর্মসমূহ। সুতরাং এখানে আলোচ্য ধর্ম হল স্কন্ধের কয়েকটা বিষয় এবং নির্বাণ। স্কন্ধের মধ্যে সূক্ষ্মরূপ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ। বিজ্ঞানস্কন্ধে ৮৯ প্রকার চিত্ত, ৫২ চৈতসিক, সূক্ষ্মরূপ এবং নির্বাণ অন্তর্ভুক্ত।
আলোচ্য বিষয়গুলোতে ২৫৭টা ধর্ম আছে। বাকি ১১৪টা এখানে আলোচনার বিষয় নহে। ২৫৭টা আলোচ্য ধর্মের মধ্যে ৯৯টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ১৫৮টা বাহির মাতিকা।

৬. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৬. সম্প্রযোগ এবং বিপ্রযোগ পদনিদ্দেস

(৭৮টা প্রশ্ন ও উত্তর)

১. স্কন্ধ

২২৮. রূপস্কন্ধ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২২৯. বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩০. বিজ্ঞানস্কন্ধ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২. আয়তন

২৩১. চক্ষু-আয়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন... সম্প্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩২. মনায়তন তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩. ধাতু

২৩৩. চক্ষুধাতু... স্প্রষ্টব্যধাতু... সম্প্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩৪. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু... মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান-ধাতু তিন স্কন্ধে, সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪. সত্য এবং অন্যান্য

২৩৫. সমুদয় সত্য, মার্গসত্য তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা প্রত্যেকে) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকে) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩৬. নিরোধসত্য, চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়েন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষেন্দ্রিয়, ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহাদের প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩৭. মনেন্দ্রিয় তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩৮. সুখেন্দ্রিয়, দুঃখেন্দ্রিয়, সৌমনস্যিন্দ্রিয়, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহাদের প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৩৯. উপেক্ষেন্দ্রিয় তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে সম্প্রযুক্ত

এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪০. শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয়, অবিদ্যা, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহাদের প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪১. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪২. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৩. স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৪. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, কর্মভব তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহাদের প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন, ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৫. রূপভব... সম্প্রযুক্ত? (উহা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু তিন ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৪৬. অরূপভব, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তনভব, চারবোকারভব...

সম্প্রযুক্ত? (উহাদের কোনোটা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৭. অসংজ্ঞাভব, একবোকারভব, পরিদেব... সম্প্রযুক্ত? (উহাদের কোনোটা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৮. শোক, দুঃখ, দৌর্মনস্য তিন স্কন্ধে এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৪৯. উপার্ষাস (হতাশা), স্মৃতি-প্রস্থান, সম্যক প্রধান তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫০. ঋদ্ধিপাদ দুই স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫১. ধ্যান দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫২. অপ্রমেয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিন স্কন্ধে এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৩. স্পর্শ, চেতনা, মনস্কার তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৪. বেদনা, সংজ্ঞা তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৫. চিত্ত তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ; দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৬. অধিমোক্ষ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং দুই ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৫. তিক

২৫৭. কুশল ধর্মসমূহ, অকুশল ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৮. সুখানুভব সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, দুঃখানুভব সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৫৯. অদুঃখ-অসুখানুভব সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে

বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬০. বিপাক ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬১. বিপাকধর্ম ধর্মসমূহ, সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬২. নৈববিপাক-নাবিপাক ধর্মসমূহ, অনুপাদিন্ন-পাদানীয় ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৬৩. অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্মসমূহ, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে এবং ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৬৪. সবিতর্ক-সবিচার ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬৫. অবিতর্ক কিন্তু বিচারযোগ্য ধর্মসমূহ, প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ, এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬৬. অবিতর্ক-অবিচার ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৬৭. সুখসহগত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত?

(উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬৮. উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৬৯. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ, আচয়গামী অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর পথে আবর্তনকারী ধর্মসমূহ, অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণের পথে প্রবর্তনকারী ধর্মসমূহ, শৈক্ষ্য ধর্মসমূহ, অশৈক্ষ্য ধর্মসমূহ, মহদ্গত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭০. অপ্রমাণ ধর্মসমূহ, প্রণীত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৭১. পরিত্তারম্মণ ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭২. মহদ্গতারম্মণ ধর্মসমূহ, অপ্রমাণারম্মণ ধর্মসমূহ, হীন ধর্মসমূহ, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্মসমূহ, মার্গারম্মণ ধর্মসমূহ, মার্গহেতুক ধর্মসমূহ, মার্গাধিপতি ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭৩. অনুৎপন্ন ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৭৪. অতীতারম্মণ ধর্মসমূহ, অনাগতারম্মণ ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত?

(উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭৫. বর্তমানারম্মণ ধর্মসমূহ, অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ, বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭৬. সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৬. দুক

২৭৭. হেতু ধর্মসমূহ, হেতু অথচ সহেতুক ধর্মসমূহ, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭৮. সহেতুক ধর্মসমূহ, হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৭৯. সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্মসমূহ, হেতুহীন সহেতুক ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮০. অপ্রত্যয় ধর্মসমূহ, অসংস্কৃত ধর্মসমূহ, সনিদর্শন ধর্মসমূহ, সপ্রতিঘ ধর্মসমূহ, রূপনীয় ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ, এক

আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮১. লোকোত্তর ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৮২. আসব ধর্মসমূহ, আসব অথচ সাসব ধর্মসমূহ, আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮৩. অনাসব ধর্মসমূহ, আসব বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৮৪. আসব সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮৫. আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্মসমূহ, এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮৬. সংযোজন ধর্মসমূহ, গ্রন্থি ধর্মসমূহ, ওঘ ধর্মসমূহ, যোগ ধর্মসমূহ, নীবরণ ধর্মসমূহ, পরামাস অথবা বিকৃতমত ধর্মসমূহ, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮৭. অবিকৃতমত-বিশিষ্ট ধর্মসমূহ, বিকৃতমত বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমত-বিশিষ্ট ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা)

কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৮৮. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৮৯. সারম্মণ ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত। (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯০. অনারম্মণ ধর্মসমূহ, চিত্ত বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহ, চিত্ত সংযুক্ত ধর্মসমূহ, উপাত্ত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯১. চিত্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯২. চৈতসিক ধর্মসমূহ, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ, চিত্তসংযুক্ত ধর্মসমূহ, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্মসমূহ, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিতসহ উৎপন্ন ধর্মসমূহ, চিত্তসংযুক্ত সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯৩. অনুপাদিন্ন ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৯৪. উপাদান ধর্মসমূহ, ক্লেশ ধর্মসমূহ, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্মসমূহ, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ, ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন ও ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক

আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯৫. অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ, ক্লেশবিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

২৯৬. সংক্লিষ্ট ধর্মসমূহ, ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯৭. সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯৮. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্মসমূহ, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২৯৯. সবিতর্ক ধর্মসমূহ, সবিচার ধর্মসমূহ, এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন ও পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০০. অবিতর্ক ধর্মসমূহ, অবিচার ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩০১. সপ্রীতি ধর্মসমূহ, প্রীতিসহগত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০২. সুখসহগত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০৩. উপেক্ষা সহগত ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০৪. কামাবচর নহে ধর্মসমূহ, অপয্যায়পন্ন ধর্মসমূহ, অনুত্তর ধর্মসমূহ... সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩০৫. রূপাবচর ধর্মসমূহ, অরূপাবচর ধর্মসমূহ নিয্যানিক ধর্মসমূহ, নিয়ত ধর্মসমূহ, রণযুক্ত ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ, দশ আয়তন এবং ষোলো ধাতুতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

স্মারক গাথা

ধর্মায়তন, ধর্মধাতু, দুঃখসত্য, জীবিতেন্দ্রিয়,
ষড়ায়তন, নামরূপ, চার মহাভব ধরা হয়।
জাতি ও জরামরণ একোন বিশ তিক,
পঞ্চাশ গুচ্ছক, আট ক্ষুদ্র-অন্তর্গত দুক।
পনের মহতের অন্তর্গত, আঠারো পৃষ্ঠ দুক হতে,
একশত তৈইশ ধর্ম বাদ গেল এ গণনাতে।

৬. সম্প্রযোগ এবং বিপ্রযোগ পদনিদ্দেশ[১]
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। ধাতুকথা-প্রকরণ অর্থকথায় উল্লেখ আছে :

'একুপ্পাদ-একনিরোধ-একবত্থুক-একারম্মণ বসেন
সম্পযোগো, তপ্পটিপক্খতো বিপ্পযোগ।'

"১. একই সাথে উৎপত্তি, ২. একই সাথে নিরোধ, ৩. এক বিষয় ভিত্তি এবং ৪. একই অবলম্বনবশত সম্প্রযোগ এবং উহাদের প্রতিপক্ষ বিপ্রযোগ।" ধাতুকথা গ্রন্থে স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর সহিত সম্প্রযুক্ত, এবং বিপ্রযুক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায়

৭. সপ্তম পরিচ্ছেদ

৭. সম্প্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত পদনিদ্দেশ

(১১টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৩০৬. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, মনায়তন যে ধর্মসমূহে, মনায়তন যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধ, কত আয়তন এবং কত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০৭. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে... মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩০৮. মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত

মোট ২৫০টি বিষয় আছে, তন্মধ্যে ৯২টি অভ্যন্তর মাতিকার অন্তর্গত এবং ১৫৮টি বাহির মাতিকার অন্তর্গত।

পট্ঠান গ্রন্থে সম্প্রযোগ প্রত্যয় মতে কেবলমাত্র বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি চার অরূপ স্কন্ধ একই আবর্তনে একই সময়ে পরস্পর সম্প্রযুক্ত। ধাতুকথা গ্রন্থে রূপস্কন্ধ চার অরূপস্কন্ধ হতে বিপ্রযুক্ত এবং নির্বাণ ও চার অরূপস্কন্ধ হতে বিপ্রযুক্ত। সুতরাং চার অরূপস্কন্ধ রূপস্কন্ধ ও নির্বাণ হতে বিপ্রযুক্ত। কিন্তু পট্ঠান হতে রূপস্কন্ধ অরূপস্কন্ধে হতে বিপ্রযুক্ত এবং অরূপস্কন্ধ রূপস্কন্ধ হতে বিপ্রযুক্ত। এই ভিত্তিতে এখানে ২৫০টা বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আংশিক সম্প্রযোগ ও আংশিক বিপ্রযোগ—যখন কোনো অরূপস্কন্ধ আলোচনায় আসে তখন সম্প্রযুক্ত বিষয়সমূহ ধর্মায়তনের চৈতসিক ধর্মে পড়ে। সুতরাং অরূপস্কন্ধটি আয়তনের সহিত আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত হয়। অন্য দিকে, বিপ্রযুক্ত বিষয়সমূহ ধর্মায়তনের রূপস্কন্ধ এবং নির্বাণে পড়ে এবং উহারা এই আয়তন হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত হয়। যদি আলোচ্য বিষয় সংস্কার স্কন্ধের অংশ হয়, উহা ধর্মায়তনের সংস্কার স্কন্ধের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। সুতরাং উহা এই আয়তনে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত হয়। যদি রূপস্কন্ধ এবং নির্বাণ আলোচ্য বিষয় হয়, তবে উহারা সম্প্রযুক্ত হয় না কিন্তু উহারা ধর্মায়তনের চৈতসিক হতে বিপ্রযোগ হয়। সুতরাং উহারা এই আয়তন হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্টে ধাতু-প্রকরণ অর্থকথা দ্রষ্টব্য।

এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩০৯. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩১০. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, মনস্কার, যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩১১. অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩১২. অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩১৩. সবিতর্ক সবিচার ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩১৪. চিত্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চৈতসিক ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিতসহ উৎপন্ন ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ, এক আয়তন এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩১৫. সবিতর্ক ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, সবিচার ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩১৬. উপেক্ষাসহগত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধ, কত আয়তন এবং কত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত

নহে, কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

স্মারক গাথা

স্কন্ধ চার, এক আয়তন নিয়ে,
ধাতু সাত এবং দুই ইন্দ্রিয়ে;
তিন প্রতীত্য আরও পাঁচ স্পর্শ,
তিন তিক, মন আর অধিমোক্ষ।
সাত বৃহতের অন্তর্গত দুক,
সবিতর্ক-সবিচার-সম্প্রযুক্ত;
মনোধাতু-সম্প্রযুক্ত, উপেক্ষা তিন,
এই পরিচ্ছেদে সাঁইত্রিশ ধরে নিন।

৭. সম্প্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত পদনিদ্দেশ[১]
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

[১]। এখানে যে ধর্মসমূহ আলোচ্য ধর্মের সহিত সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহের বিপ্রযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের বিষয়বস্তু হল চৈতসিক ধর্মসমূহের মধ্যে ১. যেগুলো সাত বিজ্ঞান ধাতুর সহিত সম্প্রযুক্ত এবং ২. উভয় মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতুর সহিত সম্প্রযুক্ত অথবা শুদ্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধ। আলোচ্য ধর্মসমূহের সংখ্যা ৩৭টা, তৎমধ্যে ২৪টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ১৩টা বাহির মাতিকা। বাকি ৩৩৪টি বিষয় আলোচ্য বিষয় হতে বাদ গেছে। কারণ আলোচ্য বিষয়ের উহাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন—রূপস্কন্ধের সহিত আলোচ্য বিষয়ে সম্পর্ক নেই।

৮. অষ্টম পরিচ্ছেদ

৮. বিপ্রযুক্ত এবং সম্প্রযুক্ত পদনিদ্দেশ

(২টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৩১৭. রূপস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে।

৩১৮. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে... রণযুক্ত ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে, রণহীন ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে।

স্মারক-গাথা

ধর্মায়তন, ধর্মধাতু, তৎপর নামরূপ জীবিতেন্দ্রিয়,
ষড়ায়তন, জাতিজরামরণ, দুই তিক বাদ দিতে হয়।
ক্ষুদ্র সাত, দশ গুচ্ছ বৃহৎ চৌদ্দ ও সাতচল্লিশ বাদ;
এই নঞর্থক পরিচ্ছেদের মতো চৌদ্দ পরিচ্ছেদ।

৮. বিপ্রযুক্ত ও সম্প্রযুক্ত পদনিদ্দেশ[১]
অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

[১]। এখানে যে ধর্মসমূহ আলোচ্য ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহের সম্প্রযোগ আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য বিষয়গুলো হলো—স্কন্ধরূপ, নির্বাণ এবং অরূপস্কন্ধ এবং যে ধর্মসমূহের সহিত রূপারূপ জড়িত কিন্তু বিপ্রযুক্ত, সে ধর্মসমূহ। ধাতুকথার মোট আলোচ্য বিষয়ের ৩২৪টা বিষয়ে উপরিউক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য এবং ৪৭টা বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। ৩২৪টা বিষয়ের মধ্যে ৯৭টা বিষয় অভ্যন্তর মাতিকার এবং ২২৭টা বিষয় বাহির মাতিকা অন্তর্গত। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই সকল বিষয়ের প্রশ্নোত্তর না সূচক। তাই যেহেতু বিপ্রযুক্ত বিষয় অন্য বিষয়ের সহিত সম্প্রযুক্ত নহে সেহেতু সম্প্রযুক্ত বিষয়ের দ্বিত্ব নেই।

৯. নবম পরিচ্ছেদ

৯. সম্প্রযুক্ত এবং সম্প্রযুক্ত পদনিদ্দেশ

(৩৪টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৩১৯. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, যে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২০. বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, মনায়তন যে ধর্মসমূহে, চক্ষুবিজ্ঞান যে ধর্মসমূহে... মনোধাতু যে ধর্মসমূহে, মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২১. সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধ, এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২২. মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৩. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৪. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং ছয় ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৫. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত-

জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৬. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৭. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৮. স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩২৯. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, কর্মভব যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং আংশিকভাবে এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত।

৩৩০. শোক যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩১. উপায়াস যে ধর্মসমূহে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩২. ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩৩. ধ্যান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ দুই স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে

সম্প্রযুক্ত।

৩৩৪. অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩৫. স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩৬. বেদনা যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩৭. চিত্ত যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৩৮. অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং দুই ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

১. তিক

৩৩৯. সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪০. সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অবিতর্ক বিচারযোগ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪১. সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে

সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

২. দুক

৩৪২. হেতু ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৩. সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৪. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ আসব সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৫. আসবসম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৬. সংযোজন ধর্ম, গ্রন্থি ধর্ম, ওঘ ধর্ম, যোগধর্ম, নীবরণ ধর্ম এবং বিকৃতমত ধর্ম যে ধর্মসমূহে ও বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতাবলম্বন ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৭. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৮. চিত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৪৯. চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-

সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিতসহ উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত।

৩৫০. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৫১. সংক্লেশিক অথচ ক্লেশবিহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত... সে ধর্ম ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

৩৫২. সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত।

স্মারক গাথা

অরূপস্কন্ধ চার, এক মনায়তনময়,
সাত বিজ্ঞানধাতু, দুই সত্য, চৌদ্দ ইন্দ্রিয়।
বারো প্রতীত্যসমুৎপাদ, তারপর ষোলো,
আট তিক এবং তেতাল্লিশ গুচ্ছ ধরল।
বৃহৎ দুক সাত, ছয় দুক পৃষ্ঠে,
নয় পরিচ্ছেদে, মোট ধর্ম শতবিশ।

৯. সম্প্রযুক্ত ও সম্প্রযুক্ত পদনির্দেশ[১]
নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। এই পরিচ্ছেদে একই সাথে উৎপত্তি, একই সাথে বিলয়, একই বিষয়ভিত্তিক এবং এক অবলম্বনযুক্ত চার সম্প্রযুক্ত বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। যেহেতু নির্বাণ ও শুদ্ধরূপ অরূপ

১০. দশম পরিচ্ছেদ

১০. বিপ্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত পদনির্দ্দেশ

(৫৬টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৩৫৩. রূপস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধ হতে, কত আয়তন হতে এবং কত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৪. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, মনায়তন যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৫. চক্ষু-আয়তন যে ধর্মসমূহ হতে... স্প্রষ্টব্যায়তন যে ধর্মসমূহ হতে, চক্ষুধাতু যে ধর্মসমূহ হতে... স্প্রষ্টব্যধাতু যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৬. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে... মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও

স্কন্ধ এবং নির্বাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত সেহেতু ২৫১টা বিষয় এই আলোচনা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ১২০টা, তৎমধ্যে ৫৬টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৬৪টা বাহির মাতিকা। অরূপস্কন্ধের অংশ বিষয় এসেছে। সম্প্রযুক্ত বিষয়ের দুই দিক আলোচিত হয়েছে :

১. জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তুলনার বিষয় আলোচনা এবং ২. যখন উহাদের মধ্যে পরস্পর পরিবর্তিত হয়েছে, উহাদের আলোচনা।

এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৭. নিরোধসত্য যে ধর্মসমূহ হতে, চক্ষু-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ... কায়েন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৮. মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৫৯. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬০. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬১. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, অজ্ঞা-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহ হতে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... যে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬২. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যে ধর্মসমূহ হতে, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহ হতে, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৩. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহ হতে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান

যে ধর্মসমূহ হতে, কর্মভব যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৪. রূপভব যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু তিন ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৫. অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ হতে, একবোকারভব যে ধর্মসমূহ হতে, পরিদেবন যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে এবং এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৬. অরূপভব যে ধর্মসমূহ হতে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ হতে, চারবোকারভব যে ধর্মসমূহ হতে, শোক যে ধর্মসমূহ হতে, দুঃখ যে ধর্মসমূহ হতে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহ হতে, উপাষাস যে ধর্মসমূহ হতে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহ হতে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহ হতে, ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহ হতে, ধ্যান যে ধর্মসমূহ হতে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহ হতে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহ হতে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহ হতে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৭. স্পর্শ যে ধর্মসমূহ, বেদনা যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহ হতে চেতনা যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত যে ধর্মসমূহ হতে, মনস্কার যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৬৮. অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এই স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

১. তিক

৩৬৯. কুশলধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অকুশলধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭০. সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭১. অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭২. বিপাক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৩. বিপাকধর্ম ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৪. নৈববিপাক-নাবিপাকধর্ম ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৫. অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৬. সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৭. অবিতর্ক বিচারযোগ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৮. অবিতর্ক-অবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৭৯. সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮০. উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আচয়গামী অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু পথে আয়তনশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণ পথে প্রবর্তনশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, শৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অশৈক্ষ্যধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মহদগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮২. অপ্রমাণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রণীত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৩. পরিত্তারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৪. মহদ্গতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপ্রমাণারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হীনধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়তধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গাধিপতি ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৫. অনুৎপন্নধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৬. অতীতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনাগতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৭. বর্তমানারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অন্তঃস্থিতবহিঃস্থিত আরম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৮৮. সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

২. দুক

৩৮৯. হেতু ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো

ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯০. অপ্রত্যয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অসংস্কৃত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সনিদর্শন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, রূপী ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯১. লোকোত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৯২. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৩. অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসববিপ্রযুক্ত অনাসবধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৪. সংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, গ্রন্থিধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ওঘধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, যোগধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নীবরণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, পরামাস বা বিকৃতমত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে ও ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৫. অবিকৃতমতযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অধিকৃতমতযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৬. সারম্মণধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে,

চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিতসহ উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তসংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৭. অনারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তবি-সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, উপাত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৮. অনুপাদিন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু পাঁচ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৩৯৯. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০০. অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত-অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৪০১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন

হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০২. সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০৩. অবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে এবং কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু এক ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৪০৪. সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০৫. সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০৬. উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং এগারো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪০৭. কামাবচর নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপয্যায়পন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত... সে ধর্মসমূহ কোনো স্কন্ধ হতে ও কোনো আয়তন হতে বিপ্রযুক্ত নহে কিন্তু ছয় ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত।

৪০৮. রূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অরূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নিয্যানিক বা জীবনব্যাপী আবর্তনশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, রণযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সে ধর্মসমূহ কত স্কন্ধ হতে, কত আয়তন হতে ও কত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং ষোলো ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

স্মারক গাথা
(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের অনুরূপ)

ধর্মায়তন, ধর্মধাতু দুঃখসত্য, জীবিতেন্দ্রিয়,
ষড়ায়তন, নামরূপ, চার মহাভব ধরা হয়।
জাতি ও জরামরণ একোনবিশ তিক,
পঞ্চাশ গুচ্ছক, আট ক্ষুদ্র অন্তর্গত দুক।
পনের মহতের অন্তর্গত, আঠারো পৃষ্ঠ দুক হতে,
একশত তেইশ ধর্ম, বাদ গেল ও গণনাতে।

১০. বিপ্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত পদনির্দ্দেশ[১]
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

[১]। এই পরিচ্ছেদে বিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহের দুইটা দিক আলোচিত হয়েছে—১. জ্ঞাতব্য বিষয় তুলনার বিষয়ের সহিত আলোচনা এবং ২. তুলনার বিষয়ের সহিত সম্ভাব্য বিষয়ের আলোচনা। বিপ্রযুক্ত বিষয়সমূহ সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহের ন্যায় ৪টা বিশিষ্ট লক্ষণসম্মত নহে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মত এই পরিচ্ছেদে মোট ২৫০টা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তৎমধ্যে ৯২টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ১৫৮টা বাহির মাতিকা।

১১. একাদশ পরিচ্ছেদ

১১. সম্প্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত হতে শ্রেণিভুক্ত পদনির্দ্দেশ

(৮টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৪০৯. সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত, সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে ও কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকটা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১০. স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণীতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত ও ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহাদের প্রত্যেকটা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা প্রত্যেকটা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা প্রত্যেকটা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে ও সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১১. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত ও ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১২. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহতে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সে ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও দুই ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা)

এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে ও পনের ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১৩. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহে, কর্মভব যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত... সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১৪. পরিদেবন যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে এবং সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১৫. শোক যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪১৬. উপার্ষাস যে ধর্মসমূহে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে, স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে, হেতুধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে,

হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, গ্রন্থিধর্ম যে ধর্মসমূহে, ওঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, যোগধর্ম যে ধর্মসমূহে, নীবরণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, পরামাস বা বিকৃতমত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত এবং এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

স্মারক গাথা

(চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুরূপ)

দুই সত্য, পনের ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ এগারো,
তৎপর আরও এগারো, গুচ্ছ বিশ, মোট ঊনসত্তর।

১১. সম্প্রযুক্ত এবং বিপ্রযুক্ত হতে শ্রেণিভুক্ত পদনিদ্দেশ[১]
একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। চতুর্থ পরিচ্ছেদের মত এই পরিচ্ছেদে মোট আলোচ্য বিষয় ৬৯টি। তৎমধ্যে ৩৯টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৩০টা বাহির মাতিকা।

১২. দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১২. সম্প্রযুক্ত শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ

(৩১টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৪১৭. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে ও কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪১৮. বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে, মনায়তন যে ধর্মসমূহে, বিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে,... মনোধাতু যে ধর্মসমূহে, মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪১৯. সমুদয় সত্য যে ধর্মসমূহে, মার্গ সত্য যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২০. মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২১. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২২. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৩. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে

ধর্মসমূহে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৪. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৫. ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৬. স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৭. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহে, কর্মভব যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৮. শোক যে ধর্মসমূহে, দুঃখ যে ধর্মসমূহে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪২৯. উপার্যাস যে ধর্মসমূহে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩০. ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহে সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই

স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩১. ধ্যান যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩২. অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহে, সাত বোধ্যঙ্গ যে ধর্মসমূহে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩৩. স্পর্শ যে ধর্মসমূহে, চেতনা যে ধর্মসমূহে, মনস্কার যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩৪. বেদনা যে ধর্মসমূহে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩৫. চিত্ত যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩৬. অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

১. তিক

৪৩৭. সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অবিতর্ক বিচারযোগ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২. দুক

৪৩৮. হেতুধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতু অথচ হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৩৯. সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪০. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪১. আসব-সম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪২. সংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, গ্রন্থি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ওঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, যোগধর্ম যে ধর্মসমূহে, নীবরণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, পরামাস ধর্ম বা বিকৃতমত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতাবম্বন-বিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪৩. বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪৪. চিত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে, এক আয়তনে ও এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) দুই স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪৫. চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত

সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিতসহ উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে ও সাত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও এগারো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪৬. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ অথচ ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৪৭. সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে সম্প্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সেই ধর্মসমূহ এক স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং এক ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

স্মারক গাথা

(নবম পরিচ্ছেদের অনুরূপ)

অরূপস্কন্ধ চার, এক মনায়তনময়,
সাত বিজ্ঞানধাতু, দুই সত্য, চৌদ্দ ইন্দ্রিয়।
বারো প্রতীত্যসমুৎপাদ, তার পর ষোলো,
আট তিক এবং তেতাল্লিশ গুচ্ছ ধরল।
বৃহৎ দুক সাত, ছয় দুক পৃষ্ঠ,
এই পরিচ্ছেদে, মোট ধর্ম শতবিশ।

১২. সম্প্রযুক্তে শ্রেণিভুক্ত ও শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ[১]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় নবম পরিচ্ছেদের সহিত সাদৃশ্য আছে। শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদের সহিত মিল আছে। এখানে মোট আলোচ্য বিষয় ১২০টা; তৎমধ্যে ৫৬টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ৬৪টা বাহির মাতিকা।

১৩. ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৩. সম্প্রযুক্তে এবং বিপ্রযুক্ত হতে শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ

(৮টা প্রশ্ন ও উত্তর)

৪৪৮. রূপস্কন্ধ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৪৯. ধর্মায়তন যে ধর্মসমূহে, ধর্মধাতু যে ধর্মসমূহে, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, জীবিতেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহে, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ যে ধর্মসমূহে, অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহে, একবোকারভাব যে ধর্মসমূহে, জাতি যে ধর্মসমূহে, জরা যে ধর্মসমূহে, মরণ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত ও ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত... সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে এবং দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫০. অরূপভব যে ধর্মসমূহে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহে, চার বোকারভব যে ধর্মসমূহে, ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত ও ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে ও সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫১. কুশলধর্ম যে ধর্মসমূহে, অকুশলধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অদুঃখ-

অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিপাক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিপাকধর্ম ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অবিতর্ক-বিচারযোগ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আচয়গামী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপচয়গামী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, শৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অশৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মহদ্গত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপ্রমাণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, পরিত্তারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মহদ্গতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপ্রমাণারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হীনধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রণীত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, মার্গাধিপতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অতীতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনাগতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বর্তমানারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে; সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুসম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে ও সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫২. রূপীধর্ম যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে ও দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫৩. অরূপী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, লোকোত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনাসব

ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসবসম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, আসব বিপ্রযুক্ত অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অগ্রন্থি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনোঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অযোগধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনীবরণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অবিকৃতমতযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমত অবলম্বন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহে কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে ও সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫৪. অনারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্তসহ-উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, চিত্ত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহে, বহিঃস্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাত্তধর্ম যে ধর্মসমূহে, স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? সেই ধর্মসমূহ তিন স্কন্ধে সম্প্রযুক্ত এবং এক আয়তনে ও এক ধাতুতে আংশিকভাবে সম্প্রযুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) এক স্কন্ধ হতে, দশ আয়তন হতে ও দশ ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

৪৫৫. অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাদান-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাদান-সম্প্রযুক্ত অথচ উপাদানহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, উপাদান বিপ্রযুক্ত অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অসংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে,

উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, কামাবচর নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহে, রূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অরূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অপর্য্যায়পন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহে, নির্য্যানিক ধর্ম যে ধর্মসমূহে, নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে, অনুত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহে, রণযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহে স্কন্ধশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত, আয়তনশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত এবং ধাতুশ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে ও কত ধাতুতে সম্প্রযুক্ত? (উহারা কোনোটাতে সম্প্রযুক্ত) নহে। (উহারা) কত প্রকারে বিপ্রযুক্ত? (উহারা) চার স্কন্ধ হতে, এক আয়তন হতে ও সাত ধাতু হতে বিপ্রযুক্ত এবং এক আয়তন হতে ও এক ধাতু হতে আংশিকভাবে বিপ্রযুক্ত।

স্মারক গাথা

(পঞ্চম পরিচ্ছেদের অনুরূপ)

রূপ এবং ধর্মায়তন, ধর্মধাতু, স্ত্রীপুরুষ, জীবিত-নামরূপ,
দুইভব, জাতিজরা মৃত্যু, অনারম্মণ, অচিত্ত বিপ্রযুক্ত রূপ।
বিসংযুক্ত, সমুত্থান-সহ-উৎপন্ন, অনুপরিবর্তী,
বহিঃস্থ, উপাত্ত, দুই বিষয়, প্রশ্নোত্তরে দুই পদ্ধতি।

১৩. সম্প্রযুক্তে এবং বিপ্রযুক্ত হতে শ্রেণিবহির্ভূত পদনির্দ্দেশ[১]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

[১]। এই পরিচ্ছেদে পঞ্চ পরিচ্ছেদের মতো স্কন্ধ শ্রেণিতে, আয়তন শ্রেণিতে এবং ধাতু শ্রেণিতে শ্রেণিবহির্ভূত বিষয়গুলো ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সম্প্রযোগ ও বিপ্রযোগের সাথে আলোচিত হয়েছে। এখানে মোট ১৩০টা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তৎমধ্যে ১৬টা অভ্যন্তর মাতিকা এবং ১১৪টা বাহির মাতিকা।

১৪. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৪. বিপ্রযুক্তে শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনির্দ্দেশ

(৬০টা প্রশ্ন ও উত্তর)

১. স্কন্ধ

৪৫৬. রূপস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৫৭. বেদনাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞাস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, সংস্কারস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, বিজ্ঞানস্কন্ধ যে ধর্মসমূহ হতে, মনায়তন যে ধর্মসমূহ হতে মনেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে ও কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে ও সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৫৮. চক্ষু-আয়তন যে ধর্মসমূহ হতে,... স্প্রষ্টব্যায়তন যে ধর্মসমূহ হতে, চক্ষু-ধাতু যে ধর্মসমূহ হতে... স্প্রষ্টব্যধাতু যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৫৯. চক্ষুবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, কায়বিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, মনোধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, মনোবিজ্ঞানধাতু যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে বারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত ও কোনো আয়তন ব্যতীত এবং এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

২. সত্য ও অন্যান্য

৪৬০. দুঃখসত্য যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬১. সমুদয়সত্য যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গসত্য যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬২. নিরোধসত্য যে ধর্মসমূহ হতে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়... কায়েন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, স্ত্রী-ইন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, পুরুষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৩. সুখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, দুঃখেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, সৌমনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, দৌর্মনস্যিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৪. উপেক্ষেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এবং কোনো আয়তন ব্যতীত পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৫. শ্রদ্ধেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, বীর্যেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, স্মৃতিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, সমাধিন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, অবিদ্যা যে ধর্মসমূহ হতে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত

প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৬. সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান যে ধর্মসমূহ হতে, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ যে ধর্মসমূহ হতে, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে ও সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৭. বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা যে ধর্মসমূহ হতে, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান যে ধর্মসমূহ হতে, কর্মভব যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৮. উৎপত্তিভব যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ হতে, পঞ্চবোকারভব যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৬৯. কামভব যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭০. রূপভব যে ধর্মসমূহ হতে, অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ হতে, এক বোকারভব যে ধর্মসমূহ হতে পরিদেবন যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭১. অরূপভব যে ধর্মসমূহ হতে, নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব যে ধর্মসমূহ হতে, চার বোকারভব যে ধর্মসমূহ হতে, শোক যে ধর্মসমূহ হতে, দুঃখ যে ধর্মসমূহ হতে, দৌর্মনস্য যে ধর্মসমূহ হতে, উপায়াস যে ধর্মসমূহ হতে, স্মৃতি-প্রস্থান যে ধর্মসমূহ হতে, সম্যক প্রধান যে ধর্মসমূহ হতে, ঋদ্ধিপাদ যে ধর্মসমূহ হতে, ধ্যান যে ধর্মসমূহ হতে, অপ্রমেয় যে ধর্মসমূহ হতে, পঞ্চেন্দ্রিয় যে ধর্মসমূহ হতে, পঞ্চবল যে ধর্মসমূহ হতে, সাত বোধ্যঙ্গ

যে ধর্মসমূহ হতে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৩. স্পর্শাদি

৪৭২. স্পর্শ যে ধর্মসমূহ হতে, বেদনা যে ধর্মসমূহ হতে, সংজ্ঞা যে ধর্মসমূহ হতে, চেতনা যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত যে ধর্মসমূহ হতে, মনস্কার যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে ও এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৩. অধিমোক্ষ যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত ও কোনো আয়তন ব্যতীত এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪. তিক

৪৭৪. কুশলধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অকুশলধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দুঃখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৫. অব্যাকৃত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৬. অদুঃখ-অসুখানুভব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিপাক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে

বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত ও কোনো আয়তন ব্যতীত পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৭. বিপাকধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত ও কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৮. নৈববিপাক-নাবিপাক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুপাদিন্ন-অনুপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অসংক্লিষ্ট-অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৭৯. উপাদিন্ন-উপাদানীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮০. অসংক্লিষ্ট-সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮১. সবিতর্ক-সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮২. অবিতর্ক-বিচারযোগ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৩. অবিতর্ক-অবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৪. উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এবং কোনো আয়তন ব্যতীত পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৫. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আচয়গামী বা জন্মমৃত্যুপথে আবর্তনশীলধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপচয়গামী অর্থাৎ নির্বাণ পথে প্রবর্তনশীল ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, শৈক্ষ্যধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অশৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মহদ্গতধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৬. নৈবদর্শন-নাভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নৈব-দর্শন-না-ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নৈব-আচয়গামী-না-অপচয়গামী ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নৈব-শৈক্ষ্য-না-অশৈক্ষ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, পরিত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৭. অপ্রমাণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রণীত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৮. পরিত্তারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং

বারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং ছয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৮৯. মহদ্‌গতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপ্রমাণারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হীনধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মিথ্যাদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সম্যগদৃষ্টিতে নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, মার্গাধিপতি ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯০. মধ্যম ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯১. উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, উপাত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অতীত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনাগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বর্তমান ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অন্তঃস্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বহিঃস্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯২. অতীতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনাগতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অন্তঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৩. বর্তমানারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অন্তঃস্থিত-বহিঃস্থিতারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং বারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত।

(উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত ছয় ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫. দুক

৪৯৪. হেতু ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু অথচ সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সহেতুক অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু অথচ হেতু-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতত-সম্প্রযুক্ত অথচ হেতুহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতুহীন সহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৫. অহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতু-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, হেতুহীন অহেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৬. অপ্রত্যয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অসংস্কৃত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সনিদর্শন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সপ্রতিঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, রূপীধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, লোকোত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৭. লোকীয় ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৮. আসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসবসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব অথচ সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব অথচ আসব-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসবসম্প্রযুক্ত অথচ আসবহীন ধর্ম যে

ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৪৯৯. সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সাসব অথচ আসবহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব-বিপ্রযুক্ত সাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০০. অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, আসব-বিপ্রযুক্ত অনাসব ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০১. সংযোজন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, গ্রন্থিধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ওঘ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, যোগধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নীবরণধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, পরামাস বা বিকৃতমতধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত অথচ বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০২. বিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমতবিশিষ্ট অথচ বিকৃতমতহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত বিকৃতমতবিশিষ্ট যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৩. অবিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, বিকৃতমত-বিপ্রযুক্ত অবিকৃতমতবিশিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৪. সারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চৈতসিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্তসংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিতসহ-উৎপন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত-সমুত্থিত-অনুপরিবর্তী ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে এক স্কন্ধে, এগারো আয়তনে এবং এগারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) চার স্কন্ধে, এক আয়তনে এবং সাত ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৫. অনারম্মণ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, চিত্ত-সংযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, উপাত্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুপাদিন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৬. উপাদিন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং তিন ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং পনের ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৭. উপাদান ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-সম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ সংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লিষ্ট অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ অথচ ক্লেশসম্প্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশসম্প্রযুক্ত অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৮. সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অসংক্লিষ্ট ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সংক্লেশিক অথচ ক্লেশহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত সংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে ও ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫০৯. অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ক্লেশ-বিপ্রযুক্ত অসংক্লেশিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১০. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১১. দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, দর্শনের দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য-হেতুক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১২. সবিতর্ক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সবিচার ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে ও সতেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত এবং কোনো আয়তন ব্যতীত এক ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৩. সপ্রীতি ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, প্রীতিসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সুখসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৪. উপেক্ষাসহগত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং তেরো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত, কোনো আয়তন ব্যতীত পাঁচ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৫. কামাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, পর্য্যায়পন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, সউত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৬. কামাবচর নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অপয্যায়পন্ন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনুত্তর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে ও আট ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং দশ ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৭. রূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অরূপাবচর ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নিয্যানিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, নিয়ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ, রণযুক্ত ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ অসংস্কৃত বা নির্বাণকে স্কন্ধ হতে বাদ দিলে পাঁচ স্কন্ধে, বারো আয়তনে এবং আঠারো ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) কোনো স্কন্ধ ব্যতীত কোনো আয়তন ব্যতীত এবং কোনো ধাতু ব্যতীত শ্রেণিবহির্ভূত।

৫১৮. রূপাবচর নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অরূপাবচর নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনিয্যানিক ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, অনিয়ত নহে ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে, রণহীন ধর্ম যে ধর্মসমূহ হতে বিপ্রযুক্ত, সেই ধর্মসমূহ কত স্কন্ধে, কত আয়তনে এবং কত ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত? সেই ধর্মসমূহ চার স্কন্ধে, দুই আয়তনে এবং দুই ধাতুতে শ্রেণিভুক্ত। (উহারা) কত প্রকারে শ্রেণিবহির্ভূত? (উহারা) এক স্কন্ধে, দশ আয়তনে এবং ষোলো ধাতুতে শ্রেণিবহির্ভূত।

স্মারক গাথা

(অষ্টম পরিচ্ছেদের অনুরূপ)

ধর্মায়তন, ধর্মধাতু, তৎপর নামরূপ জীবিতেন্দ্রিয়,
ষড়ায়তন, জাতিজরামরণ, দুই তিক বাদ দিতে হয়।
ক্ষুদ্র সাত, দশ গুচ্ছ, বৃহৎ চৌদ্দ ও সাতচল্লিশ বাদ,
এই নঞর্থক পরিচ্ছের মতো চৌদ্দ পরিচ্ছেদ।

১৪. বিপ্রযুক্তে শ্রেণিভুক্ত এবং শ্রেণিবহির্ভূত পদনিদ্দেশ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

[অভিধর্মপিটকে ধাতুকথা সমাপ্ত]

অভিধর্মপিটকে

পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি

পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি

(মানব চরিত্রের স্বরূপ)

ভদন্ত জ্যোতিঃপাল মহাথের

কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫০৭ বুদ্ধবর্ষ;
১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ :
ভদন্ত প্রজ্ঞাজগৎ ভিক্ষু

সূচিপত্র

উদ্দেশ

নির্দেশ

ভূমিকা

পালি সাহিত্যে সূত্রপিটক ও বিনয়পিটকের ন্যায় অভিধর্মপিটকও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট ৭টি গ্রন্থ লইয়া এই অভিধর্মপিটক গঠিত। যথা : ধর্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্‌ঠান। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র কথাবত্থু ব্যতীত অন্য কোনোটির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। তবে আচার্য্য পরম্পরাগত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, মাতার নিকট ধর্মদেশনা করিবার জন্য বুদ্ধ যখন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গিয়েছেন তখনই মাতাকে পুরোভাগে রাখিয়া ঋদ্ধিমান দেবগণের সম্মুখে অভিধর্মকথা দেশনা করিতে করিতে ধর্মসঙ্গণী হইতে আরম্ভ করিয়া পট্‌ঠান পর্যন্ত এই সাতটি গ্রন্থ 'মাতিকা' আকারে দেশনা করিয়াছেন। তৎপর তাহা সারিপুত্র, ভদ্দজি, সোভিত, পিয়জালি, পিয়পাল, পিয়দস্‌সী, কোসিয়পুত্র, সিগ্‌গব, সন্দেহ, মোগ্‌গলিপুত্র, বিসুদত্ত, ধম্মিয়, দাসক, সোণক ও রেবত প্রভৃতি আচার্যগণ ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যের দ্বারা শ্রুতিপরম্পরায় রক্ষিত হইয়া তৃতীয় সঙ্গীতির শেষে মহিন্দ, ইদ্ধিয়, উত্তিয়, ভদ্দনাম ও সম্বল প্রমুখ আচার্যদের দ্বারা সিংহলদ্বীপে আনীত হইয়াছে। অতঃপর আনুমানিক খ্রি.পূ. ২৯ সালে রাজা বট্টগামণি অভয়ের সময় সিংহলে ইহা পুস্তকাকারে সর্বপ্রথম সংকলিত হইয়াছে। তবে এই মতবাদও অস্বীকার করা যায় না যে, পালি নিকায় গ্রন্থসমূহের পূর্বে এই অভিধর্মগ্রন্থগুলি সংকলিত হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য 'পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি' গ্রন্থটি অভিধর্মপিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। 'বুড্ডিস্ট ইন্ডিয়া' (পৃ. ১৮৮) গ্রন্থে ডক্টর রীজ্‌ ডেভিডস্‌ মহোদয় ইহাকে অভিধর্মপিটকের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি' যে বুদ্ধ কর্তৃক ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে দেশিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে আচার্য বুদ্ধঘোষও তাঁহার পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি-অর্থকথার উপসংহারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"যং বে পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তিং লোকে অপ্পটিপুগ্‌গলো।
নাতিসংখেপতো সত্থা দেসেসি তিদসালযে"।

ইত্যাদি পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তিতে সাধারণ ও বিশেষ বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির বর্ণনা আছে। বিষয়বস্তু ও বর্ণনাপ্রণালির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়

যে, এই গ্রন্থের সহিত অভিধর্মপিটক অপেক্ষা সূত্রপিটকের ঘনিষ্টতা অনেক বেশি। অভিধর্মে যেভাবে বিভিন্ন ধর্মসমূহের নির্দেশ করা হইয়াছে পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তিতে ঐভাবে পুদ্‌গলসমূহের নির্দেশ করা হয় নাই। তবে অঙ্গুত্তরনিকায় ও দীর্ঘনিকায়ের 'সঙ্গীতি সূত্রানুসারে—কেবল বুদ্ধবচনকেই ভিত্তি করিয়া ইহাকে আরও অধিক স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্লেষণস্বরূপ গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের বৈচিত্র্যানুসারে ব্যক্তিসমূহের নানাবিধ স্বরূপকে বর্গাকারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া **'ধম্মাতিরেকধম্মবিসেসট্‌ঠেন অভিধম্মো'তি** বুদ্ধঘোষের এই সংজ্ঞাই যদি অভিধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তিও অভিধর্মের পর্যায়ে পড়ে। কারণ ইহাতে পুদ্‌গলের জীবন-শুদ্ধির স্বরূপ এবং ইহার বিকাশ দেখাইবার জন্য চারি আর্যশ্রাবক, পৃথগ্‌জন, সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য, আর্য, অনার্য, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ ইত্যাদি ক্রমে ব্যক্তিসমূহের বিভাগ গণনা-বদ্ধাকারে ও অতি বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যাহা অঙ্গুত্তরনিকায়, সঙ্গীতি সূত্র বা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনামটি দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—পুগ্‌গল এবং পঞ্‌ঞত্তি। সাধারণ জ্ঞানে (সম্মুতিসচ্চ) পুগ্‌গলকে ব্যক্তি, পুরুষ, সত্তা, আত্মা ইত্যাদি বিশেষ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষ জ্ঞানে (পরমত্থসচ্চ) বিচার করিলে দেখা যায় যে, পুগ্‌গল বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। ইহা প্রতিমুহূর্তে নিয়ত উৎপদ্যমান ও বিলীয়মান কায়িক, চৈতসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা মাত্র।

অর্থকথানুসারে 'পঞ্‌ঞত্তি' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপিত করা (পঞ্‌ঞাপনা), দর্শন করানো (দস্‌সনা), প্রকাশ করা (পকাসনা), সংস্থাপন করা (ঠপনা) এবং যথার্থ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া (নিক্‌খিপনা)। অতএব, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি শব্দের অর্থ হইল পুগ্‌গল বা ব্যক্তির সম্বন্ধে জ্ঞান বা ইহার পরিচিতি।

আলোচ্য গ্রন্থে ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা : স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় ও পুগ্‌গলপ্রজ্ঞপ্তি। কিন্তু অর্থকথায় আচার্য বুদ্ধঘোষ আরও কয়েক প্রকার প্রজ্ঞপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা : বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, বিদ্যমানের দ্বারা অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমানের দ্বারা বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, বিদ্যমানের দ্বারা বিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, অবিদ্যমানের দ্বারা অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি, উপাদা প্রজ্ঞপ্তি, উপনিধা প্রজ্ঞপ্তি, সমবধান প্রজ্ঞপ্তি, উপনিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞপ্তি, তজ্জা (ত) প্রজ্ঞপ্তি, সন্ততি প্রজ্ঞপ্তি,

কৃত্য প্রজ্ঞপ্তি, সংস্থান প্রজ্ঞপ্তি, লিঙ্গ প্রজ্ঞপ্তি, ভূমি প্রজ্ঞপ্তি, প্রত্যাত্ম প্রজ্ঞপ্তি, অসংস্কৃত প্রজ্ঞপ্তি। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তি "অভিধর্মত্থসঙ্গহে"ও উদিষ্ট হইয়াছে।

'বিভঙ্গ' প্রকরণে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য ও ইন্দ্রিয়প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু পুদ্গলপ্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে কোথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। অতএব, 'পুগ্গলপঞ্ঞত্তি' গ্রন্থে কেবল 'প্রজ্ঞপ্তি' শব্দের অবগতির জন্য সংক্ষেপে প্রথম পাঁচ প্রকার প্রজ্ঞপ্তির নির্দেশ করিয়া বিস্তৃত আলোচনাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের আরম্ভ 'মাতিকা' অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সারাংশ দিয়াই শুরু হইয়াছে। তৎপর অঙ্গুত্তরনিকায়ের প্রক্রিয়ায় এক-এক পুদ্গলের বর্গীকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ দশ-দশ পুগ্গলের বর্গীকরণ প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। শুধু আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা-ভঙ্গিমাই নহে, মূল বিষয়বস্তুও অনেকাংশে অঙ্গুত্তরনিকায় এবং দীর্ঘনিকায়ের সঙ্গীতি সূত্রের অনুকরণে সংকলিত হইয়াছে। Dr. Morris তাঁহার পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে চার্টসহযোগে দেখাইয়াছেন, পুগ্গলপঞ্ঞত্তির কোনো কোনো স্থানে সঙ্গীতি সূত্র ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনুকরণ করা হইয়াছে।

Dr. Richard Morris মহোদয় সর্বপ্রথম বহু আয়াস স্বীকার করিয়া রোমান অক্ষরে পুগ্গলপঞ্ঞত্তির সম্পাদনা করিয়াছেন এবং ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে স্থবির Naynatiloka সর্বপ্রথম জার্মান ভাষায় উহার অনুবাদ বাহির করেন। Dr. Bimala Charan Law ইহার ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং ১৯২৩ সালে পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গভাষায় ইহার সম্পাদনা বা অনুবাদ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। অধুনা পণ্ডিত শ্রীমান জ্যোতিঃপাল স্থবির সর্বপ্রথম বঙ্গাক্ষরে উহার সুষ্ঠু সম্পাদনা ও মূলানুগ বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালি পাঠকবর্গের তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে। অধিকন্তু অভিধর্মপিটকের এই একমাত্র গ্রন্থ সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় অনূদিত হইল। এই জন্যও গ্রন্থকার বাঙ্গালি পাঠকসমাজের ধন্যবাদার্হ।

অধুনা পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালি পাঠকবর্গের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মাত্র কয়েকটির বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে। স্নেহভাজন গ্রন্থকার আজীবন ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া

পালি ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন কার্যে একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া চলিয়াছে। তাহার কর্মতত্ত্বের ভূমিকায় আমরা ইহা উল্লেখ করিয়াছি। আমরা তাহার নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করি। তাহার এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকবর্গ সম্যকভাবে মূল বিষয়বস্তুর রসাস্বাদন ও সারবত্তা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট ও শব্দার্থ সংযোগ করিয়া ইহাকে সহজবোধ্য করা হইয়াছে। সুধী সমাজে এই গ্রন্থখানি যথোচিত সমাদর লাভ করুক, ইহাই কামনা করি।

"সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু"

শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
নালন্দা বিদ্যাভবন

১, বুড্ডিস্ট টেম্পল স্ট্রিট,
কলিকাতা—১২

নিবেদন

সম্মতিসত্য ও পরামার্থ সত্য—এই দুই প্রকার সত্যকে অবলম্বন করে তথাগত বুদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। যেহেতু জগতে সাধারণলোক ব্যবহারিক সত্যে নিবদ্ধ। এই সত্যের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহিত, তাতেই তাদের আনন্দ। পরমার্থের জটিলতার মাঝে সাধারণ বুদ্ধি প্রবেশ করে না, দার্শনিকতার চুলচেরা যুক্তিতে তারা বিমূঢ়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞ পুরুষ ব্যবহারিক সত্যে শান্তি পান না, ব্যবহারিক সত্যের আবেষ্টনী তাঁদের সাধনপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মুক্তিপথের সন্ধান পেতে হলে ব্যবহারিক সত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্বক পারমার্থিক সত্যের গভীর তলদেশে গিয়ে পৌঁছতে হয়, নচেৎ তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এজন্য বুদ্ধের ধর্মদেশনা দ্বিবিধ। যেমন—‘ঘর’ বলতে আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে কতগুলি দ্রব্যসম্ভারের সন্নিবিষ্ট একটি আকারবিশেষকে বুঝে থাকি। লোকযাত্রা নির্বাহের সুবিধার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ইহার এই আখ্যা, ইহা সম্মতি-সত্য। সম্মতি-সত্য সর্বদা অন্যের উপর নির্ভরশীল। যদিও দ্রব্যসম্ভারের সমবায়-সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে এই নামকরণ, বস্তুত দ্রব্যসম্ভার নামেও এখানে কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ‘ঘর’ বলতে কোনো পদার্থের স্বরূপ বিদ্যমান না থাকলেও স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু প্রভৃতি কতগুলি পদার্থের একত্র সন্নিবেশ আছে। এই পারমার্থিক পরমাণুগুলি কিন্তু অনন্যসাপেক্ষ। অন্যের উপর নির্ভর না করে ইহারা আপন আপন স্বভাব, শক্তি ও গতি স্থিতির উপর নির্ভরশীল। এখন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে মানুষের জীবনে কী লাভ? লাভ-স্থূলদৃষ্টি ভিত্তিহীন, ইহার মূলে ভ্রান্তি ও মোহ আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সত্য, ইহার মূলে অভ্রান্তি ও জ্ঞান। তদ্ধেতু পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করিয়া সম্মতিসত্যের প্রভাবোৎপন্ন মোহমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর চিরতরে উৎসাদন করা মানুষের জীবনে অপরিহার্য কর্তব্য।

সদ্ধর্ম সংক্ষেপত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। তদনুসারে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র—বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। এই তিন ভাগে বিভক্ত ত্রিবিধ রত্নের আধার ত্রিপিটক। বিনয়পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘের ক্ষুদ্র-বৃহৎ আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্পর্কিত নানাবিধ বিধানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ। সূত্রপিটকে কুশলাকুশল, সত্য-মিথ্যা, চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, চিত্তের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু এবং এদের কারণ সম্পর্কে তথাগতের

উৎসাহপূর্ণ ধর্মোপদেশ বর্ণিত। অভিধর্মপিটকে জগৎকে পারমার্থিকভাবে গ্রহণপূর্বক চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণের স্বরূপ যথাভূত বিচার মীমাংসা, বিশদ বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম সংশ্লেষণ দ্বারা প্রকাশিত। অভিধর্মের শিক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনসম্মত। সূত্রপিটকে যাহা ব্যবহারিক সত্যরূপে ব্যাখ্যাত, পারমার্থিক সত্যরূপে তাহাই অভিধর্মপিটকে সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত। এই অভিধর্মপিটক সাত খণ্ডে বিভক্ত—১. ধর্মসঙ্গণি, ২. বিভঙ্গ, ৩. ধাতুকথা, ৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ৫. কথাবত্থু, ৬. যমক, ৭. পট্ঠান।

একমাত্র পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ব্যতীত অভিধর্মপিটকের অপর ছয় খণ্ড গ্রন্থে নামরূপ, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু প্রভৃতি বিবিধ আকারে পরমার্থিকভাবে সম্পাদন করা হলেও পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ব্যবহারিকভাবেই তথাকথিত পুদ্গল বা ব্যক্তিবিশেষের আকারে বর্ণিত হয়েছে। যথা : সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্য-অনার্য, শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য, লোভ-চরিত, মোহ-চরিত ইত্যাদি পুগ্গলপঞ্ঞত্তি সূত্রপিটকের অন্তর্গত না হলেও সূত্রপিটকের অনুরূপ। ইহার ভাব-ভাষা প্রাঞ্জল, সাধারণের বোধোপযোগী ও ব্যবহারিক। গ্রন্থখানি ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় অনূদিত কিংবা বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তিত হয়নি। তদ্ধেতু পাঠ্যাবস্থা থেকেই এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গাক্ষরে পরিবর্তন করার জন্য আমার সংকল্প ছিল। আমার এই সংকল্পের মূলে ছিল অভিধর্মাচার্য্য বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি মহাশয়ের অনুপ্রেরণা। মহামুনি পালি কলেজে অধ্যয়নকালে আচার্য্যদেবের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে মুৎসুদ্দি মহাশয়ের নিকট আলোচনা করার জন্য যেতাম। একদিন দুপুরের পর দুইটার সময় তাঁর বাড়িতে গেলাম, সঙ্গে ছিলেন আমার সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ। শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ অভ্যাগত অতিথি। তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মুৎসুদ্দি মহাশয় তাঁর মেয়ে চামুকে ডেকে এনে তিন কাপ চা তৈয়ারের অর্ডার দিলেন। বিশেষ করে বলে দিলেন যে এক কাপ হবে দুধ ছাড়া চিনি-যোগে, এক কাপ তাঁর নিজের জন্য চিনি ছাড়া দুধযোগে; আর অভ্যাগতের জন্য যে কাপ তৈয়ারি হবে, তাতে যথারীতি দুধও থাকবে, চিনিও থাকবে। অমনি আমি বলে উঠলাম, আর একজন থাকলে ভালো হতো, যার জন্য প্রস্তুত চা'র কাপে দুধও থাকবে না, চিনিও থাকবে না। তখন তাঁর গ্রন্থাগারে এক হাস্যধ্বনি পড়ে গেল। কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর ঐদিন যে আলোচনা করা হলো তাহা পুগ্গলপঞ্ঞত্তির প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে এক শুভক্ষণে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসল—'আপনি ইহার বঙ্গানুবাদ করুন, একদিন প্রকাশ করতে পারবেন।' আজ তাঁর উপদেশ বাস্তবে রূপায়িত হলো; কিন্তু

তিনি ইহলোকে নাই।

গ্রন্থাদি লিখন-প্রণয়ন, তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা-গবেষণা কিংবা লোকহিত ধর্মদেশনা ইত্যাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হলে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন, উচ্চাঙ্গের শিক্ষায় যথেষ্ট অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু বহুশ্রুত বহু পণ্ডিতের নিত্য সাহচর্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি সচেতন যে আমার জীবনে উপযুক্ত শিক্ষা এবং পণ্ডিত সাহচর্য্য দুয়েরই ভরপুর অভাব। তথাপি ভেলাযোগে মহাসমুদ্রপথে যাত্রার প্রয়াস কেন? চঞ্চলমতি ও বালবুদ্ধি বালকের অবান্তর অহেতুক আনন্দ লাভের ন্যায় আমিও অসাধ্য সাধন প্রয়াসের লম্ফঝম্ফে ক্ষীণ আনন্দ লাভ করি মাত্র।

দুই হাজার বৎসর পূর্বের একটি প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক রুচিসম্মত ভাষায় অনুবাদ করা এক দুরূহ ব্যাপার। মূল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, ভাষার তাৎপর্য ও মর্যাদা, ভাবের সৌষ্ঠব বহন প্রভৃতি আমার দ্বারা কতদূর রক্ষিত হয়েছে জানি না। পালি ও বাংলা ভাষার পণ্ডিতগণ তাহা বিচার করবেন। এই গ্রন্থের অনুবাদখানা ঠিক অনুবাদও নহে, ব্যাখ্যাও নহে। শুধু নিজে বুঝবার সুবিধার দিকেই দৃকপাত করেছি। এতেও মনে হয় না যে, আমি কোনোরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদকার্যে কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী এমএ, পিএইচডি মহোদয় অতি হৃদ্যতার সহিত আবশ্যকীয় উপদেশ দানে এবং পরমারাধ্য সাধক প্রবর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির মহোদয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে আমাকে বাধিত করেছেন। এ যাত্রায় আমার ধারণা ছিল, এই গ্রন্থের শুধু বঙ্গানুবাদই বের করি। কিন্তু মির্জাপুর গৌতমাশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবির ও আলীশ্বর শান্তিনিকেতন বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ পুণ্যানন্দ স্থবির প্রভৃতি কতিপয় গুরুভাইয়ের পরামর্শে ইহার মূল পালিসহ সম্পাদন করতে হয়েছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে মদীয় প্রিয়তম অন্তেবাসী শ্রীমান সুগতপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়বিশারদ কতিপয় প্রাক্তন ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধববর্গের ব্যয়ভার বহনের উপর ভিত্তি করেই এই পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিই। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর খরচের অভাবে মুদ্রণকার্য স্থগিত থাকে। ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম দমদমা নিবাসী অনিলচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সদ্ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বড়ুয়ার সাক্ষাৎ পেয়ে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের জন্য অনুরোধ করি। ফলে, শ্রীযুক্ত অরুণবাবুর অর্থানুকূল্যেই আজ গ্রন্থটি প্রেস হতে বের

হয়েছে। অন্যথা এই স্বল্প-সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসে পড়েই থাকত। এই গ্রন্থের লিখন ও মুদ্রণকার্যে কলিকাতা জগজ্জ্যোতি পত্রিকার ভূতপূর্ব কর্মসচিব সুহৃদ্‌বর শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু আমার প্রতি বার বার উৎসাহ দান ও নানাপ্রকার নির্দেশ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ইতোধিক তিনি বহুলেখা সংশোধন করেও দিয়েছেন। সমাজ ও ধর্মের হিতকল্পে শ্রীযুক্ত অরুণবাবুর এই মহান ত্যাগ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ করার প্রয়োজন যে শ্রীমান সুগতপ্রিয় ভিক্ষু, বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রবর্গের থেকে প্রাথমিক খরচ গ্রহণকালে আমি একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাদের অপ্রত্যাশিতভাবে; কিন্তু অনিবার্য কারণে আমি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। তজ্জন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি তাঁদের কেউ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।

ইহা সম্পাদনায় পিটকীয় গ্রন্থ ও অট্‌ঠকথা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাদি হতেও সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। তন্মধ্যে ডক্টর বিমলাচরণ লাহার পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তির ইংরেজি অনুবাদ Designation of human types. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালি অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার মজ্ঝিমনিকায়ের বঙ্গানুবাদ, অভিধর্মাচার্য বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দির অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কলিকাতা নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় এই গ্রন্থে তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ ভূমিকা যোগ করে ইহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। আমার প্রধান শিষ্য শ্রীমান বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু এমএ ত্রিপিটক বিশারদ এবং পাণ্ডু বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমান বজিরায়ণ ভিক্ষু বিনয়-সূত্র-বিশারদ এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সহকর্মী শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ ও প্রিয় বৃদ্ধশিষ্য শ্রীরতনায়ণ ভিক্ষু অনুবাদকার্যের প্রচেষ্টা দেখে আনন্দ বোধ করতেন এবং গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে সরল সুখবোধ্য করার জন্য সর্বদা প্রেরণা যোগাতেন। কোন সময় এই অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের হাতে পৌঁছবে—এই ছিল তাঁদের অত্যাগ্রহ। এতে প্রকাশ পেয়েছে সমাজের প্রতি তাঁদের অন্তর কত দরদী।

এই গ্রন্থের মুদ্রণকালে আমাকে প্রায়ই কুমিল্লা থাকতে হয়েছে। তখন ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন বড়ুয়া ও শ্রীমান অনন্তকুমার সিংহের বাসার পান ভোজনে আপ্যায়িত হয়েছি। এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ও শুভেচ্ছা জানাই। প্রুফ সংশোধনে দায়িত্ব

ও আনন্দের সাথে সর্বদা সক্রিয় সাহায্য করেছে—আমার প্রাণপ্রতিম ছাত্র শ্রীমান অনিলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীমান নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। তাদের সাহায্য না হলে আরও কত যে ভুল-প্রমাদ থাকত। তজ্জন্য তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি। কুমিল্লা সিংহ প্রেসের কর্মচারীগণ ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্মনৈপুণ্যে বিশেষ করে প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অরুণকুমার সিংহ মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য, সৌজন্য ও বিনয়নম্র ব্যবহারে ইহার মুদ্রণকালকে অতি ত্বরান্বিত ও আনন্দময় করে তুলেছিল। উপরন্তু প্রায় দেড় মাসকাল যাবত শ্রীযুক্ত অরুণবাবুর বাড়ি হতে আমার জন্য প্রাতঃকালীন খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তজ্জন্য আমি প্রেসের স্বত্বাধিকারীর নিকট কৃতজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীগণকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কনকস্তূপ বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমান ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতির তত্ত্ব করত, তজ্জন্য তাকে ধন্যবাদ।

সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত গ্রন্থ প্রকাশ করা আরেক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত পালি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ। পালি গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য প্রেসের যে স্বতন্ত্র সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, তা এই অঞ্চলে কোনো প্রেসেরই নাই। তা ছাড়া প্রুফ সংশোধনে, কার্য পরিচালনায় ও অনুবাদে শত সাবধান থাকা সত্ত্বেও এতে অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল। তজ্জন্য আমার অক্ষমতাই দায়ী। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ সহানুভূতিপূর্বক মার্জনা করবেন। অশুদ্ধি সংশোধন করে গ্রন্থের শেষের দিকে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোগ করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠের সুবিধার জন্য পাঠকগণ দয়া করে পূর্বেই তৎপতি লক্ষ করবেন। আরও লক্ষ করবেন যে গ্রন্থের প্রথমাংশটি পারিভাষিক দুর্বোধ্য শব্দ সংযোজিত। পাঠকগণের ইহাতে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। নির্দেশ বর্ণনায় ব্যবহারিক জীবনের সহজবোধ্য উপাদেয় তথ্য রয়েছে, তাতে যথারুচি রসাস্বাদন লাভ করবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই গ্রন্থখানি যদি সমাজে কারও জীবনে কিঞ্চিৎ মাত্র হিতসাধনপূর্বক অতি সামান্য সমাদরও লাভ করে তবু আমি কৃতার্থ। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমি পূর্বোক্ত গ্রন্থকার ও সুধীমণ্ডলীর নিকট কত যে ঋণী, তা মৌনভাবে কৃতজ্ঞতা পোষণ ব্যতীত ভাষায় প্রকাশ কিরূপে করতে পারি?

বিনীত

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫০৭ বুদ্ধাব্দ **গ্রন্থকার**

বরইগাঁও পালি পরিবেন, লাকসাম, কুমিল্লা ৬/৭/১৯৬৩ খ্রি.

“সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতি প্রণিপাত”

অভিধর্মপিটকে

পুদ্‌গল-প্রজ্ঞপ্তি

(মানব চরিত্রের স্বরূপ)

সূচনা

প্রজ্ঞপ্তি ছয় প্রকার : ১. স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি, ২. আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি, ৩. ধাতু-প্রজ্ঞপ্তি, ৪. সত্য-প্রজ্ঞপ্তি, ৫. ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞপ্তি ও ৬. পুদ্‌গল-প্রজ্ঞপ্তি।

১. স্কন্ধরাশির স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ; যথা : রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ। ইহারা স্কন্ধরাশির স্কন্ধ-প্রজ্ঞপ্তি।

২. আয়তনরাশির আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা দ্বাদশ প্রকার আয়তন; যথা : চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, শব্দ-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, রস-আয়তন, কায়-আয়তন, স্প্রষ্টব্য-আয়তন, মন-আয়তন ও ধর্ম-আয়তন। ইহারা আয়তনরাশির আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি।

৩. ধাতুরাশির ধাতু-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা অষ্টাদশ প্রকার ধাতু; যথা : চক্ষু-ধাতু, রূপ-ধাতু, চক্ষুবিজ্ঞান-ধাতু, শ্রোত্র-ধাতু, শব্দ-ধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞান-ধাতু, ঘ্রাণ-ধাতু, গন্ধ-ধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞান-ধাতু, জিহ্বা-ধাতু, রস-ধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞান-ধাতু, কায়-ধাতু, স্প্রষ্টব্য-ধাতু, কায়বিজ্ঞান-ধাতু, মন-ধাতু, ধর্ম-ধাতু ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু। ইহারা ধাতু রাশির ধাতু-প্রজ্ঞপ্তি।

৪. সত্যসমূহের সত্য-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা চারি প্রকার আর্যসত্য; যথা : দুঃখসত্য, সমুদয়সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য। ইহারা সত্যসমূহের সত্য-প্রজ্ঞপ্তি।

৫. ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা দ্বাবিংশতি প্রকার ইন্দ্রিয়; যথা : চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়, মন-ইন্দ্রিয়, জীবিত-ইন্দ্রিয়, স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয়, সুখ-ইন্দ্রিয়,

দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, 'অজ্ঞাতকে জানিব' এই চিন্তা-ইন্দ্রিয়, লোকোত্তরের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও লোকোত্তর জ্ঞান-ইন্দ্রিয়। ইহারা ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয়-প্রজ্ঞপ্তি।

৬. পুদ্‌গলগণের পুদ্‌গল-প্রজ্ঞপ্তি কত প্রকার? যাহা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা এই : ১. কাল-বিমুক্ত, ২. অকাল-বিমুক্ত, ৩. বিনাশধর্মী, ৪. অবিনাশধর্মী, ৫. পরিহানীয়, ৬. অপরিহানীয়, ৭. চেতনাভব্য, ৮. অনুরক্ষণ ভব্য, ৯. পৃথগ্‌জন, ১০. গোত্রভূ (উপচার ধ্যানের উচ্চতম স্তরে উন্নীত পুদ্‌গল), ১১. ভয়াবরুদ্ধ, ১২. অভয়াবরুদ্ধ বা অকুতোভয়, ১৩. আগমনযোগ্য বা উন্নত জীবন লাভে সক্ষম, ১৪. আগমন অযোগ্য বা উন্নত জীবন লাভে অক্ষম, ১৫. নিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি নির্দিষ্ট), ১৬. অনিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি অনির্দিষ্ট) ১৭. প্রতিপন্ন (মার্গারূঢ়), ১৮. ফলে স্থিত, ১৯. সমশীর্ষক, ২০. স্থিত-কল্প (যিনি কল্পান্তরের গতিরোধ করিতে পারেন), ২১. আর্য, ২২. অনার্য, ২৩. শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু), ২৪. অশৈক্ষ্য (শিক্ষোত্তীর্ণ), ২৫. শৈক্ষ্য ও নহেন অশৈক্ষ্যও নহেন, ২৬. ত্রিবিদ্য, ২৭. ষড়ভিজ্ঞ, ২৮. সম্যকসম্বুদ্ধ, ২৯. প্রত্যেকবুদ্ধ, ৩০. উভয়ভাগবিমুক্ত, ৩১. প্রজ্ঞাবিমুক্ত, ৩২. কায়সাক্ষী, ৩৩. দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ৩৪. শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ৩৫. ধর্মানুসারী, ৩৬. শ্রদ্ধানুসারী, ৩৭. সাত জন্ম-পরিগ্রাহক, ৩৮. কুলকুলান্তরে জন্ম-পরিগ্রাহক, ৩৯. এক জন্ম-পরিগ্রাহক, ৪০. সকৃদাগামী, ৪১. অনাগামী, ৪২. অন্তর পরিনির্বাণপ্রাপ্ত (যে অনাগামী তাঁহার নিরূপিত আয়ুষ্কালের সমার্ধে উপনীত না হইয়া তদন্তরে পরিনির্বাণ লাভ করেন), ৪৩. উপহচ্চ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত (যে অনাগামী তাঁহার নিরূপিত আয়ুষ্কালের সমার্ধ অতিক্রম করিয়া পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন), ৪৪. অসংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত (স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বাভাবিকভাবে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন), ৪৫. সসংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত (উদ্যম সাপেক্ষ পরিনির্বাণলাভী) ৪৬. ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট 'অকনিষ্ঠ'গামী, ৪৭. স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভার্থ সচেষ্ট, ৪৮. সকৃদাগামী, সকৃদাগামীফল লাভার্থ সচেষ্ট, ৪৯. অনাগামী, অনাগামীফল লাভার্থ তৎপর, ৫০. অর্হৎ, অর্হত্ত্বফল লাভার্থ তৎপর।

দ্বিবিধ পুদ্‌গল

১-২. ক্রোধী ও উপনাহী (যে ক্রোধ বা হিংসাকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখে)।

৩-৪. ম্রক্ষী (যে পরগুণ আচ্ছাদন করে) ও পর্যাসী (যে পরগুণের সহিত নিজ গুণের তুলনা করিয়া অহংকার করে)।

৫-৬. ঈর্ষাপরায়ণ ও মাৎসর্যপরায়ণ।

৭-৮. শঠ ও মায়াবী।

৯-১০. লজ্জাহীন ও ভয়হীন।

১১-১২. দুর্বিনীত ও পাপমিত্র-পরায়ণ।

১৩-১৪. ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারী ও পান-ভোজনে অমিতাচারী।

১৫-১৬. মূঢ়-স্মৃতি ও অসম্প্রজ্ঞানী।

১৭-১৮. শীলবিপন্ন ও দৃষ্টিবিপন্ন।

১৯-২০. অভ্যন্তরীণ সংযোজনসম্পন্ন ও বাহ্যিক সংযোজনসম্পন্ন।

২১-২২. অক্রোধী ও অনুপনাহী (যে ক্রোধ বা হিংসাকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখে না)।

২৩-২৪. অম্রক্ষী ও অপর্যাসী। (৩-৪ নম্বর যুক্ত পুদ্‌গলের বিপরীত)।

২৫-২৬. ঈর্ষাহীন ও মাৎসর্যহীন।

২৭-২৮. অশঠ ও অমায়াবী।

২৯-৩০. লজ্জাশীল ও ভয়সম্পন্ন।

৩১-৩২. সুবিনীত ও কল্যাণমিত্র-পরায়ণ।

৩৩-৩৪. ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারী ও পান-ভোজনে মিতাচারী।

৩৫-৩৬. প্রত্যুৎপন্ন স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানী।

৩৭-৩৮. শীলসম্পন্ন ও দৃষ্টিসম্পন্ন।

৩৯-৪০. দ্বিবিধ পুদ্‌গল জগতে দুর্লভ।

৪১-৪২. দ্বিবিধ পুদ্‌গলের অপরকে সন্তুষ্ট করা কঠিন।

৪৩-৪৪. দ্বিবিধ পুদ্‌গল সাবলীল সন্তুষ্ট হন।

৪৫-৪৬. দ্বিবিধ পুদ্‌গলের আসক্তি বর্ধিত হয়।

৪৭-৪৮. দ্বিবিধ পুদ্‌গলের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

৪৯-৫০. হীনাধিযুক্ত (হীন-প্রকৃতি) ও প্রণীতাধিযুক্ত (সৎ-প্রকৃতি)।

৫১-৫২. তৃপ্ত ও তৃপ্তিদায়ী।

ত্রিবিধ পুদ্‌গল

১-৩. নিরাশ, আশাবান, বিগতাশ।

৪-৬. ত্রিবিধ রুগ্‌ণোপম পুদ্‌গল।

৭-৯. কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

১০-১২. গূথভাষী, পুষ্পভাষী, মধুভাষী।

১৩-১৫. ব্রণোপম চিত্তসম্পন্ন, বিদ্যুদোপম চিত্তসম্পন্ন, বজ্রোপম চিত্তসম্পন্ন পুদ্‌গল।

১৬-১৮. অন্ধ, একচক্ষু, দ্বিচক্ষুসম্পন্ন।

১৯-২১. অধোমুখী-প্রাজ্ঞ, উৎসঙ্গ-ভুরি (স্থূল) প্রাজ্ঞ।

২২-২৪. কোনো পুদ্‌গল কাম ও ভবের প্রতি অবীত রাগ, কোনো পুদ্‌গল কামে বীতরাগ, ভবের প্রতি অবীতরাগ, কোনো পুদ্‌গল কাম ও ভবের প্রতি বীতরাগ।

২৫-২৭. পাষাণ রেখোপম, মৃত্তিকা রেখোপম ও জল রেখোপম পুদ্‌গল।

২৮-৩০. ত্রিবিধ শনবস্ত্রোপম পুদ্‌গল।

৩১-৩৩. ত্রিবিধ কাশিক বস্ত্রোপম পুদ্‌গল।

৩৪-৩৬. সুপ্রমেয়, দুষ্প্রমেয়, অপ্রমেয়।

৩৭-৩৯. (ক) কোনো পুদ্‌গল সেবা, ভজন ও সংস্রবযোগ্য নহে।

(খ) কোনো পুদ্‌গল সেবা, ভজনা ও সংস্রবযোগ্য।

(গ) কোনো পুদ্‌গল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তির পাত্র ও সংস্রবযোগ্য।

৪০-৪২. (ক) কোনো পুদ্‌গল ঘৃণ্য, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়, (খ) কোনো পুদ্‌গল উপেক্ষণীয়, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়, (গ) কোনো পুদ্‌গল সেব্য, ভক্তির যোগ্য, পূজার পাত্র ও গমনীয়।

৪৩-৪৫. (ক) কোনো পুদ্‌গল শীল-পরিপূরক; সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনায় অংশমাত্র সম্পাদনকারী, (খ) কোনো পুদ্‌গল শীল ও সমাধি পরিপূরক প্রজ্ঞা সাধনায় অংশমাত্র সম্পাদনকারী, (গ) কোনো পুদ্‌গল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পরিপূরক।

৪৬-৪৮. ত্রিবিধ শাস্তা।

৪৯-৫১. অপর ত্রিবিধ শাস্তা।

চতুর্বিধ পুদ্‌গল

১-৪. অসৎ, অসৎ হইতেও অসৎ, সৎ, অতিশয় সৎ।

৫-৮. পাপী, পাপী হইতেও পাপী, পুণ্যবান, পুণ্যবত্তর।

৯-১২. পাপাত্মা, অধিকতর পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, অধিকতর পুণ্যাত্মা।

১৩-১৬. সদোষ, দোষবহুল, অল্পদোষ, নির্দোষ।

১৭-২০. উদ্ঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাসে সব বোঝেন), বিপশ্চিতজ্ঞ (যিনি

সামান্য ব্যাখ্যায় বুঝিয়া নিতে পারেন), নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়া বুঝিয়া অর্থবোধ লাভ করেন), পদ-পরম (যিনি পদমাত্র মুখস্থ করিতে সক্ষম, অর্থ বোধে হতভম্ব)।

২১-২৪. যুক্ত-প্রতিভ—নহে মুক্ত-প্রতিভ, মুক্ত-প্রতিভ—নহে যুক্ত-প্রতিভ, যুক্ত-প্রতিভ ও মুক্ত-প্রতিভ, নহে যুক্ত-প্রতিভ—নহে মুক্ত-প্রতিভ।

২৫-২৮. চারি প্রকার ধর্মোপদেশক।

২৯-৩২. চারি প্রকার বলাহকোপম পুদ্‌গল।

৩৩-৩৬. চারি প্রকার মুষিকোপম পুদ্‌গল।

৩৭-৪০. চারি প্রকার অম্বোপম পুদ্‌গল।

৪১-৪৪. চারি প্রকার কুম্ভোপম পুদ্‌গল।

৪৫-৪৮. চারি প্রকার হ্রদোপম পুদ্‌গল।

৪৯-৫২. চারি প্রকার বলীবর্দোপম পুদ্‌গল।

৫৩-৫৬. চারি প্রকার আশীবিষোপম পুদ্‌গল।

৫৭-৬০. (ক) কোনো পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া ও যথাযথ না জানিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী। (খ) কোনো পুদ্‌গল বিবেচনা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী। (গ) কোনো পুদ্‌গল বিচার না করিয়া ও যথাযথ অবগত না হইয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসাদ উৎপাদনকারী। (ঘ) কোনো পুদ্‌গল সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া ও সম্যক অবগত না হইয়া প্রসাদনীয় স্থানের অপ্রসাদ উৎপাদনকারী।

৬১-৬৪. (ক) কোনো পুদ্‌গল বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান পূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী। (খ) কোনো পুদ্‌গল বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী। (গ) কোনো পুদ্‌গল জ্ঞানের সহিত বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসন্ন। (ঘ) কোনো পুদ্‌গল জ্ঞানের সহিত বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া প্রসাদনীয় স্থানে প্রসন্ন।

৬৫-৬৮. (ক) কোনো পুদ্‌গল যথার্থ অপ্রশংসনীয় লোকের যথাকালে অপ্রশংসাকারী, কিন্তু সত্য সত্যই প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী নহে। (খ) কোনো পুদ্‌গল যথার্থ ও সত্য সত্যই প্রশংসার্হ লোকের উপযুক্ত কালে প্রশংসাকারী, কিন্তু অপ্রশংসার্হ ব্যক্তির অপ্রশংসাকারী নহে। (গ) কোনো পুদ্‌গল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসার্হ ব্যক্তির যথা সময় অপ্রশংসাকারী এবং প্রশংসার্হ ব্যক্তির যথা সময় প্রশংসাকারী। (ঘ) কোনো পুদ্‌গল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারীও নহে এবং

যথাকালে প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির প্রশংসাকারীও নহে।

৬৯-৭২. (ক) উত্থান ফলোপজীবী নহে—পুণ্য ফলোপজীবী। (খ) পুণ্য ফলোপজীবী নহে—উত্থান ফলোপজীবী। (গ) উত্থান ফলোপজীবী ও পুণ্য ফলোপজীবী। (ঘ) উত্থান ফলোপজীবীও নহে, পুণ্যফলোপজীবীও নহে।

৭৩-৭৬. (ক) তমতমোপরায়ণ, (খ) তমজ্যোতিপরায়ণ, (গ) জ্যোতিতমোপরায়ণও (ঘ) জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ।

৭৭-৮০. (ক) অবনতাবনত (হীন হতে হীনতা প্রাপ্ত), (খ) অবনতোন্নত (হীন অবস্থা হতে উন্নত), (গ) উন্নতাবনত (উন্নতা অবস্থা হতে হীনতা) ও (ঘ) উন্নতোন্নত (উন্নত হতে উন্নত)।

৮১-৮৪. চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদ্গল।

৮৫-৮৮. (ক) রূপপ্রিয়, রূপপ্রসন্ন, (খ) ঘোষপ্রিয়, ঘোষপ্রসন্ন।

(গ) কৃচ্ছ্রপ্রিয়, কৃচ্ছ্রপ্রসন্ন, (ঘ) ধর্মপ্রিয়, ধর্মপ্রসন্ন।

৮৯-৯২. (ক) আত্মহিতে তৎপর—নহে পরহিতে, (খ) পরহিতে তৎপর—নহে আত্মহিতে, (গ) আত্মপর উভয় হিতে তৎপর, (ঘ) নয় আত্ম-হিতে—নয় পরহিতে তৎপর।

৯৩-৯৬. (ক) আত্মতাপী—আত্ম-পরিতাপে নিযুক্ত। (খ) পরতাপী—পর-পরিতাপে নিযুক্ত। (গ) আত্মতাপী—আত্ম-পরিতাপে তৎপর ও পরতাপী—পর-পরিতাপে তৎপর। (ঘ) নহেন আত্মতাপী—আত্ম-পরিতাপে তৎপর ও নহেন পরতাপী পর-পরিতাপে তৎপর।

এইরূপে তিনি না-আত্মতাপী ও না-পরতাপী রূপে ইহজীবনে তৃষ্ণাশূন্য, নিবৃত্ত, অধ্যাত্ম-ক্লেশরহিত ও শৈত্যপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ (নির্বাণ) অনুভব করিতে করিতে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করেন।

৯৭-১০০. সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, স-মান।

১০১-১০৪. (ক) কোনো পুদ্গল অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ ধ্যানলাভী, কিন্তু অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন ধ্যানলাভী নহেন।

(খ) কোনো পুদ্গল অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন ধ্যানলাভী, কিন্তু অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ ধ্যানলাভী নহেন।

(গ) কোনো পুদ্গল অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথ ধ্যানলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী।

(ঘ) কোনো পুদ্গল নহে অধ্যাত্ম চিত্ত-শমথলাভী, নহে অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শন লাভী।

১০৫-১০৮. (ক) অনুস্রোতগামী, (খ) প্রতিস্রোতগামী, (গ) স্থিতাত্ম, (ঘ)

তীর্ণ-পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ।

১০৯-১১২. (ক) অল্পশ্রুত-শ্রুতানুৎপন্ন, (খ) অল্পশ্রুত-শ্রুতোৎপন্ন, (গ) বহুশ্রুত-শ্রুতানুৎপন্ন, (ঘ) বহুশ্রুত-শ্রুতোৎপন্ন।

১১৩-১১৬. (ক) শ্রমণাচল, (খ) শ্রমণ-পদ্ম, (গ) শ্রমণ-পুণ্ডরীক, (ঘ) শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল।

পঞ্চবিধ পুদ্গল

১. (ক) কোনো পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধও করেন এবং অনুশোচনাও করেন। তিনি চিত্তবিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্ম অশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত।

(খ) কোনো পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করেন, কিন্তু তজ্জন্য অনুশোচনা করেন না। তিনি চিত্তবিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহার উপলব্ধিতে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্ম অশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত।

(গ) কোনো পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করেন না, অথচ (অনর্থক) অনুশোচনা করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তবিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাভূত লাভ হয় না, যাহা লাভ করিতে পারিলে তাঁহার চিত্তে উৎপন্ন সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি নিরবশেষ তিরোহিত হইত।

(ঘ) কোনো পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনও করেন না এবং অনুশোচনাও করেন না। অথচ চিত্তবিমুক্তি কিংবা প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি হইলে তাঁহার অন্তরে উৎপন্ন সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি সর্বতোভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।

(ঙ) কোনো পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন করেন না, তজ্জন্য অনুশোচনাও করেন না। এদিকে তিনি সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, যাহা উপলব্ধিতে তাঁহার চিত্তে উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকার পাপ অকুশল মনোবৃত্তি নিঃশেষে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত।

২. (ক) দান করিয়া অবজ্ঞা করেন, (খ) সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন, (গ) আধেয় মুখী, (ঘ) লোল-পুদ্গল ও (ঙ) মন্দ—মোহপ্রধান।

৩. পঞ্চবিধ পেশাদারী যুদ্ধোপজীবী-তুল্য পুদ্গল।

৪. পঞ্চবিধ পেশাদারী পিণ্ডপাতিক।
৫. পঞ্চবিধ পেশাদারী পশ্চাৎ ভোজ্য-ভোক্তা নহেন।
৬. পঞ্চবিধ পেশাদারী একাসনিক।
৭. পঞ্চবিধ পেশাদারী পাংশুকুলিক।
৮. পঞ্চবিধ পেশাদারী ত্রৈচীবরিক।
৯. পঞ্চবিধ পেশাদারী আরণ্যক।
১০. পঞ্চবিধ পেশাদারী বৃক্ষমূলবাসী।
১১. পঞ্চবিধ পেশাদারী উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী।
১২. পঞ্চবিধ পেশাদারী নৈশজ্জিক।
১৩. পঞ্চবিধ পেশাদারী যথাসন্থতিক।
১৪. পঞ্চবিধ পেশাদারী শ্মশানিক।

ষড়বিধ পুদ্গল

১. (ক) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বজ্ঞতা দশবিধ বলে প্রভুত্ব লাভ করেন।

(খ) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা কিংবা দশবিধ বলে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন না।

(গ) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনে দুঃখান্ত লাভ করেন এবং শ্রাবক-পারমিতা (শ্রাবক বা প্রধান শিষ্যের জ্ঞান-পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত হন।

(ঘ) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনে দুঃখান্ত লাভ করেন কিন্তু শ্রাবক-পারমিতা (শ্রাবক বা প্রধান শিষ্যত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের যেন পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত নহেন।

(ঙ) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য (আংশিক) উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহজীবনে সম্পুর্ণ দুঃখান্ত সাধন করিতে না পারিয়া (নির্দিষ্ট লোকান্তর গমন করত) অনাগামীরূপে অভিহিত হন। কারণ তিনি কামলোকে পুনরাগমন করেন না।

(চ) কোনো পুদ্গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য (আংশিক) উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহজীবনে সর্বতোভাবে দুঃখান্ত সাধন করিতে পারেন না। তাঁহাকে কামলোকে পুনরাগমন করিতে হয় বলিয়া তিনি আগমনকারী নামে অভিহিত হন।

সপ্তবিধ পুদ্‌গল

১. সাত প্রকার জলোপম পুদ্‌গল।

(ক) কোনো পুদ্‌গল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন।

(খ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন।

(গ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন।

(ঘ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া বিদর্শনও বিলোকন করেন।

(ঙ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ হন।

(চ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

(ছ) কোনো পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ, পারগত ও স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

২. (ক) উভয় ভাগবিমুক্ত, (খ) প্রজ্ঞাবিমুক্ত, (গ) কায়সাক্ষী, (ঘ) দৃষ্টিপ্রাপ্ত, (ঙ) শ্রদ্ধাবিমুক্ত, (চ) ধর্মানুসারী, (ছ) শ্রদ্ধানুসারী।

অষ্টবিধ পুদ্‌গল

১. চারি প্রকার মার্গসমন্বিত ও চারি প্রকার ফলসমন্বিত পুদ্‌গল।

নববিধ পুদ্‌গল

১. সম্যকসম্বুদ্ধ, ২. প্রত্যেকবুদ্ধ, ৩. উভয় ভাগবিমুক্ত, ৪. প্রজ্ঞাবিমুক্ত, ৫. কায়সাক্ষী, ৬. দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ৭. শ্রদ্ধাবিমুক্ত, ৮. ধর্মানুসারী, ৯. শ্রদ্ধানুসারী।

দশবিধ পুদ্‌গল

১. পঞ্চবিধ পুদ্‌গল ইহলোকনিষ্ঠ, পঞ্চবিধ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকনিষ্ঠ।

[পুদ্‌গল-প্রজ্ঞপ্তির মাতিকা সমাপ্ত]

১. নির্দেশ

১. একক পুদগল-প্রজ্ঞপ্তি

১. কালবিমুক্ত বা সময়বিমুক্ত পুদ্গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্গল সময় সময় নামকায় (রূপারূপাবচর সমাপত্তি ধ্যানাঙ্গ ব্যতীত চারি প্রকার স্কন্ধের অন্তর্গত অপর সহজাত চিত্ত-চৈতসিক) দ্বারা অষ্ট বিমোক্ষ লাভ করিয়া অবস্থান করেন এবং প্রজ্ঞা (বিদর্শন-ভাবনালব্ধ জ্ঞান) দ্বারা আর্যসত্যের দর্শন-হেতু তাঁহার আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু এই পুদ্গল 'সময়বিমুক্ত' নামে অভিহিত।

২. অকালবিমুক্ত পুদ্গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্গল নামকায় দ্বারা সময় সময় অষ্ট বিমোক্ষ লাভ না করিয়া প্রজ্ঞাপ্রভাবে আসক্তির ক্ষয়সাধন করেন। তদ্ধেতু এই পুদ্গল অসময়বিমুক্ত নামে অভিহিত। সমস্ত আর্যপুদ্গল আর্যবিমোক্ষে 'অসময়বিমুক্ত'।

৩. বিনাশধর্মী পুদ্গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্গল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যানলাভী হন, কিন্তু তিনি ইচ্ছামাত্রই লাভী, অকৃচ্ছ্রলাভী, অনায়াসলাভী কিংবা বিপুলাকারে লাভী নহেন। তদ্ধেতু তিনি যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ও যতক্ষণ-ইচ্ছা ধ্যানমগ্ন হইতে, থাকিতে ও ধ্যান হইতে উঠিতে পারেন না। ইহার এরূপ কারণ বিদ্যমান আছে যে, প্রমত্ততাবশত তাঁহার সেই সমাপত্তি ধ্যানসমূহ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এরূপ পুদ্গল 'কোপিতধর্মী' বা 'বিনাশধর্মী' নামে কথিত।

৪. অবিনাশধর্মী পুদ্গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্গল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যানলাভী হন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামাত্রই লাভী, অকৃচ্ছ্রলাভী, অনায়াসলাভী ও বিপুলাকারে লাভী হন। তিনি যথেচ্ছা, যখনেচ্ছা ও যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানাধিরোহণ করিতে, মগ্ন থাকিতে এবং ধ্যানোত্থিত হইতে পারেন। ইহার এমন কোনো কারণ বা অবকাশ বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ ইহা নিতান্ত অসম্ভব যে প্রমত্ততাবশত এই লব্ধ ধ্যানসমূহ কোপিত বা নষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য তাঁহাকে 'অকোপিতধর্মী' বা 'অবিনাশধর্মী' বলে। সমস্ত আর্যপুদ্গল

আর্যবিমোক্ষে অবিনাশধর্মী।

৫. পরিহানীয় পুদ্গল কাহাকে বলে?

পূর্বোক্ত বিনাশধর্মী পুদ্গল বর্ণনার অনুরূপ।

৬. অপরিহানীয় পুদ্গল কাহাকে বলে?

পূর্বোক্ত অবিনাশধর্মী পুদ্গল বর্ণনার অনুরূপ।

৭. চেতনাভব্য পুদ্গল কাহাকে বলে?

এ জগতে কোনো পুদ্গল রূপসহগত বা অরূপসহগত ধ্যানলাভী হন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামাত্র লাভী, অকৃচ্ছ্রলাভী বা অনায়াসলাভী কিংবা বিপুলাকারে লাভী নহেন। তিনি যথেচ্ছা, যখনেচ্ছা এবং যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানাধিরূঢ় হইতে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিতে ও ধ্যানোত্থিত হইতে পারেন না। যদি সেই পুদ্গল পুনঃপুন ধ্যানারূঢ় হন অর্থাৎ ধ্যানের প্রতি সর্বদা সচেতন থাকেন, তবে তাঁহার ধ্যান নষ্ট হইতে পারে না। এরূপ পুদ্গল 'চেতনাভব্য' নামে অভিহিত হন।

৮. অনুরক্ষণভব্য পুদ্গল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদ্গল রূপসহগত বা অরূপসহগত ধ্যানলাভী হন। তিনি ইচ্ছামাত্র, অনায়াস কিংবা ব্যাপকভাবে লাভী নহেন। তিনি যথেচ্ছা, যখনেচ্ছা, ও যতক্ষণেচ্ছা ধ্যানস্থ হইতে থাকিতে এবং ধ্যানোত্থিত হইতে পারেন না। যদি তাঁহার প্রতিপক্ষ ধর্ম বর্জন ও হিতাবহ অনুকূল ধর্মের আচরণ-হেতু ধ্যান অনুরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধ্যান হইতে স্খলিত হন না। অনুরক্ষিত না হইলে ধ্যানচ্যুত হইয়া পড়েন। এরূপ পুদ্গল 'অনুরক্ষণভব্য' বা লব্ধ ধ্যান রক্ষাকারী নামে কথিত হন। অনুরক্ষণ শব্দের বিশেষ অর্থ—প্রতিকূল ধর্মের বর্জন ও অনুকূল ধর্মের অনুশীলন।

৯. পৃথগ্জন পুদ্গল কাহাকে বলে?

যাহার ত্রিবিধ সংযোজন (১. সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মবাদে বিশ্বাস, ২. বিচিকিৎসা বা জন্মান্তরবাদে সংশয়, ৩. শীলব্রত-পরামর্শ বা অর্থহীন ব্রত-মানতাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস) প্রহীণ হয় নাই এবং ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার জন্য কোনোরূপ তৎপরতাও নাই। সেইরূপ পুদ্গল 'পৃথগ্জন' নামে কথিত হন।

১০. গোত্রভূ পুদ্গল কাহাকে বলে?

যে-সকল ধর্মের অব্যবহিত পরেই আর্যধর্মের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ কামাবচর ধ্যানচিত্তের সর্বশেষ স্তরে উপনীত হইয়া যিনি পৃথগ্জন গোত্র বা স্বরূপ এড়াইয়া আর্যধর্ম লাভের জন্য অগ্রসর হন, তিনি 'গোত্রভূ' নামে

পরিচিত।

১১-১২. ভয়াবরুদ্ধ ও অভয়াবরুদ্ধ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

সপ্তবিধ শৈক্ষ্য (স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অনাগামীমার্গ ও ফল, অর্হত্ত্বমার্গ—এই সপ্তবিধ স্তরে উন্নত পুরুষকে শৈক্ষ্য বা শিশিক্ষু বলে) এবং যে সকল পৃথগ্‌জন শীলবান—তাঁহারা সর্বদা ভয়াভিভূত হইয়া অবস্থান করেন। অর্হৎগণ সম্পূর্ণ নির্ভীক বলিয়া 'অভয়াবরুদ্ধ' বা 'অকুতোভয়'।

১৩. আগমনযোগ্য বা উন্নত জীবন গঠনে সক্ষম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে-সকল ব্যক্তি অন্তরায়কর (মাতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষচিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সংঘভেদ) কর্মাবদ্ধ নহেন। ক্লেশ (প্রবল রাগ, দ্বেষ ও মোহ, অহেতু, অক্রিয়া ও নাস্তিক নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি) দ্বারা আবদ্ধ নহেন। বিপাক (পূর্বজন্মের দুষ্কর্মজনিত দুর্বিপাক ও অহেতুক-দ্বিহেতুক জন্মজনিত দুর্বিপাক) দ্বারা আবদ্ধ নহেন। অধিকন্তু শ্রদ্ধাবান, কর্মপ্রবণ, প্রজ্ঞাবান এবং যাহা কুশলধর্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করিতে সক্ষম। সে-সকল ব্যক্তি 'ভব্যাগমন' বা উন্নত জীবন গঠনে সক্ষম বলিয়া খ্যাত।

১৪. আগমন-অযোগ্য বা উন্নত জীবন গঠনে অক্ষম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে-সকল ব্যক্তি অন্তরায়কর (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষচিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সংঘভেদ কর্ম) কর্মাবদ্ধ, ক্লেশ (প্রবল রাগ, দ্বেষ ও মোহ। অহেতু, অক্রিয়া ও নাস্তিক-নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি) দ্বারা আবদ্ধ। বিপাক (পূর্বজন্মের দুষ্কর্মজনিত দুর্বিপাক। অহেতুক, দ্বিহেতুক জন্মজনিত দুর্বিপাক) দ্বারা আবদ্ধ। অধিকন্তু অশ্রদ্ধ, কর্মবিমুখ, দুষ্প্রাজ্ঞ ও সম্যক নিয়াম-মার্গাদি লাভে অক্ষমতাপন্ন। সে-সকল ব্যক্তি 'অভব্যাগমন' বা উন্নত জীবন গঠনে অযোগ্য বলিয়া খ্যাত।

১৫-১৬. নিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তিনির্দিষ্ট) ও অনিয়ত (যাঁহার কুশলাকুশল নিয়তি-অনির্দিষ্ট) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

আনন্তার্য্য ধর্মাবরণ দ্বারা আবদ্ধ পঞ্চ ব্যক্তি, যাহারা নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অষ্টবিধ আর্যপুদ্‌গল নিয়ত নামে খ্যাত। এ ছাড়া অবশিষ্ট সর্বপ্রকার পুদ্‌গল 'অনিয়ত' নামে উল্লিখিত।

১৭-১৮. প্রতিপন্ন (মার্গারূঢ়) ও ফলস্থিত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

চতুর্বিধ মার্গসমন্বিত ব্যক্তি ফল লাভে প্রতিপন্ন (নিশ্চিতযোগ্য) এবং

চতুর্বিধ ফলসমন্বিত ব্যক্তি ফলস্থিত বলিয়া খ্যাত।

১৯. সমশীর্ষক পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই পুদ্‌গলের অপূর্ব অপশ্চাৎ অর্থাৎ একই মুহূর্তে আসক্তিক্ষয় ও জীবনক্ষয় উভয়ই সাধিত হয়, সেই ব্যক্তি 'সমশীর্ষক' নামে অভিহিত হন।

২০. স্থিতকল্প (যিনি কল্পান্তরের গতিরোধ করিতে পারেন) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিবার পর ফল লাভে নিযুক্ত, তাঁহার স্রোতাপত্তিফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত কল্পক্ষয়ের কাল উপস্থিত হইলেও কল্পক্ষয় হইবে না। স্থিত থাকিবে। এরূপে স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও তদূর্ধ্বতন সমস্ত মার্গস্থ ব্যক্তি 'স্থিতকল্প' নামে অভিহিত।

২১-২২. আর্য-অনার্য পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামীমার্গস্থ ও ফলস্থ, অর্হত্ত্বমার্গস্থ ও ফলস্থ—এই আট প্রকার পুদ্‌গল আর্য খ্যাতির অধিকারী। অপর সমস্তই অনার্য নামে উল্লিখিত।

২৩-২৫. শৈক্ষ্য (শিশিক্ষু), অশৈক্ষ্য (শিক্ষোত্তীর্ণ) এবং শৈক্ষ্যও নহেন, অশৈক্ষ্যও নহেন—পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

চতুর্বিধ মার্গস্থ ও ত্রিবিধ ফলস্থ ব্যক্তি 'শৈক্ষ্য' বা শিশিক্ষু নামে কথিত হন। একমাত্র অর্হৎ-ই অশৈক্ষ্য বা শিক্ষোত্তীর্ণ পুদ্‌গল। অবশিষ্ট সকল ব্যক্তি শৈক্ষ্যও নহেন, অশৈক্ষ্যও নহেন।

২৬. ত্রিবিদ্য পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

পূর্ব-নিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান (জাতিস্মর জ্ঞান) দিব্য-চক্ষু-জ্ঞান ও আসক্তি-ক্ষয়-জ্ঞানলাভী ব্যক্তি 'ত্রিবিদ্যা' নামে পরিচিত।

২৭. ষড়ভিজ্ঞ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

পূর্ব-নিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান, দিব্যচক্ষু-জ্ঞান, পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধি-জ্ঞান, দিব্যশ্রুতি-জ্ঞান ও আসক্তিক্ষয়-জ্ঞান—এই ছয় প্রকার অভিজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিই 'ষড়ভিজ্ঞ' নামে অভিহিত।

২৮. সম্যকসম্বুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুতপূর্ব-ধর্ম—চারি আর্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান ও দশবল জ্ঞান লাভ করেন, তিনি 'সম্যকসম্বুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

২৯. প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকে বলে?

যিনি অশ্রুতপূর্ব-ধর্ম—চারি আর্যসত্যে স্বয়ং জ্ঞানার্জন করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞান কিংবা দশবল জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন না, তিনি

'প্রত্যেকবুদ্ধ' নামে খ্যাত।

৩০. উভয় ভাগবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদ্‌গল সহজাত নামকায়-প্রভাবে অষ্ট বিমোক্ষ বা সমাপত্তি লাভ করিয়া এবং বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে আর্যসত্য চতুষ্টয় প্রত্যক্ষ করিয়া চারি প্রকার আসক্তি (কামাসক্তি, ভবাসক্তি, দৃষ্টাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি) ক্ষয় সাধন করেন। তদ্ধেতু তিনি 'উভয় ভাগ বিমুক্ত' নামে অভিহিত।

৩১. প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যিনি সহজাত নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ না করিয়া শুধু প্রজ্ঞা দ্বারা আসক্তিক্ষয় সাধন করেন, তিনি 'প্রজ্ঞাবিমুক্ত' পুরুষ নামে খ্যাত। (ইহা শুষ্ক-বিদর্শক অর্হৎকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে)।

৩২. কায়সাক্ষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুরুষ সহজাত নামকায় দ্বারা অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন এবং বিদর্শন-ভাবনা প্রভাবে আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় করেন, এরূপ পুদ্‌গল 'কায়সাক্ষী' নামে খ্যাত। (প্রথমত, নামকায় দ্বারা ধ্যান লাভ করিয়া পরে প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন বলিয়া কায়সাক্ষী। স্রোতাপত্তিফলস্থ হইতে অর্হত্ত্বমার্গস্থ পর্যন্ত—এই ছয় প্রকার পুদ্‌গলই কায়সাক্ষী)।

৩৩. দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্‌গল 'ইহা দুঃখ' বলিয়া যথাযথ অবগত হন, ইহা দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ)' বলিয়া যথাযথ অবগত হন, 'ইহা দুঃখ নিরোধ' বলিয়া যথাযথ অবগত হন, 'ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (দুঃখ নিবৃত্তির পন্থা)' বলিয়া যথাভুত উপলব্ধি করেন। তথাগত কর্তৃক লব্ধ ও উপদিষ্ট ধর্ম প্রজ্ঞা-দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন ও আচরণ করেন এবং আসক্তির কিয়দংশ ক্ষয় সাধন করেন। এরূপ পুদ্‌গল দৃষ্টিপ্রাপ্ত। (প্রজ্ঞাকে প্রধান করিয়া আর্যসত্যে দৃষ্টি বা জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া দৃষ্টিপ্রাপ্ত। তাঁহারাও কায়সাক্ষী পুদ্‌গলের ন্যায় ষড়বিধ)।

৩৪. শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদ্‌গল 'ইহা দুঃখ' যথাভূত অবগত হন, 'ইহা দুঃখ-সমুদয়' যথাভূত অবগত হন, 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' যথাভূত অবগত হন, 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা' যথাভূত অবগত হন, প্রজ্ঞা-প্রভাবে তথাগত লব্ধ ও উপদিষ্ট ধর্ম সুষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। ইহাকে আসক্তির কিয়দংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্‌গলসদৃশ নহেন। (কারণ, দৃষ্টিপ্রাপ্ত

পুরুষ ক্লেশ ধ্বংস করিতে গিয়া প্রজ্ঞার প্রাধান্যে ধ্যানক্লিষ্ট না হইয়া বিনাকষ্টে ও অনায়াসে ঊর্ধ্বতন ত্রিবিধ মার্গজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদ্গলকে কষ্ট, ক্লেশ ও আয়াসের সহিত মার্গজ্ঞান লাভ করিতে হয়। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাহাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদ্গল শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে অভিহিত। শ্রদ্ধাকে প্রধান করিয়া বিমুক্ত বলিয়া শ্রদ্ধাবিমুক্ত। তাঁহারাও দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্গলের ন্যায় ষড়্বিধ।

৩৫. ধর্মানুসারী পুদ্গল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিযুক্ত। যেই পুদ্গলের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলবান হয়, প্রজ্ঞা যেই ব্যক্তিকে বহন করে, প্রজ্ঞা পূর্বগামী ও শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহার আর্যমার্গ ভাবিত হয়, তিনি ধর্মানুসারী নামে কথিত। প্রজ্ঞা বা ধর্মধুরে অনুসরণ করেন বলিয়া 'ধর্মানুসারী'। স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি ধর্মানুসারী ও ফলস্থ হইলেই দৃষ্টিপ্রাপ্ত।

৩৬. শ্রদ্ধানুসারী পুদ্গল কাহাকে বলে?

স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করিতে নিযুক্ত যেই পুদ্গলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়, যিনি শ্রদ্ধাবাহী, শ্রদ্ধাকে পূর্বগামী করিয়া আর্যমার্গ ভাবনা করেন, তিনি 'শ্রদ্ধানুসারী' পুদ্গল নামে কথিত। শ্রদ্ধাধুরে গমন করেন বলিয়া শ্রদ্ধানুসারী। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ব্যক্তিই শ্রদ্ধানুসারী এবং ফলস্থ হইলেই শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

৩৭. সাত জন্ম-পরিগ্রাহক পুদ্গল কে?

ইহলোকে কোনো পুদ্গল ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ) ক্ষয় করিয়া স্রোতাপন্ন হন। তিনি নরকাদি অপায় ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না। সম্যক নিয়ামে নিয়ত। তিনি অনুক্ষণ সম্বোধিপরায়ণ। অষ্টম জন্মগ্রহণ করেন না। সাত জন্মমাত্র দেবমনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া দুঃখের অন্তঃসাধন করেন। এরূপ পুদ্গল 'পরম বা সাত জন্ম-পরিগ্রাহক' নামে অভিহিত।

৩৮. কুল-কুলান্তরে জন্ম-পরিগ্রাহক কে?

যিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করিয়া স্রোতাপন্ন হন। নরকাদিতে গমন করেন না। মার্গ নিয়ামে নিয়ত। সর্বদা সম্বোধিপরায়ণ এবং দুই বা তিন কুল পরিভ্রমণ করিয়া দুঃখের অবসান করেন, তিনি 'কোলংকোল' বা কুল হইতে কুলান্তরে জন্মগ্রহণকারী নামে খ্যাত।

৩৯. এক জন্ম-পরিগ্রাহক কে?

যে স্রোতাপন্ন পুদ্গল একবার মাত্র মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখান্ত সাধন করেন, সেই স্রোতাপন্ন পুদ্গল 'একবীজী' বা এক জন্ম-পরিগ্রাহক

নামে খ্যাত।

৪০. সকৃদাগামী কাহাকে বলে?

যিনি পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতাহেতু দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নিরূপিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হইতে চ্যুত হইয়া একবার মাত্র মনুষ্য যোনিতে আগমন করিয়া দুঃখান্ত সাধন করেন, তিনি 'সকৃদাগামী' পুদ্‌গল নামে অভিহিত।

৪১. অনাগামী কাহাকে বলে?

ইহলোকে কোনো পুদ্‌গল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ) উৎপন্ন করিয়া ঔপপাতিক হন অর্থাৎ 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। [বুদ্ধ-দর্শন, শীলবান ভিক্ষু দর্শন কিংবা ধর্মশ্রবণের উদ্দেশ্যে সাময়িক আগমন ছাড়া] তথা হইতে ইহলোকে জন্ম-হেতু পুনরাগমন করেন না। এরূপ পুদ্‌গল 'অনাগামী' নামে অভিহিত।

৪২. অন্তর পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই অনাগামী পুদ্‌গল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানকার আয়ুষ্কালের সমার্ধে উপনীত হইয়া অথবা না হইয়া ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা) ধ্বংস করিবার জন্য অবশিষ্ট আর্যমার্গ উৎপাদন করেন এবং তথা হইতে পুনঃ আগমন করেন না, তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামী 'অন্তর পরিনির্বাণপ্রাপ্ত' নামে অভিহিত।

৪৩. উপহচ্চ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত কাহাকে বলে?

যেই অনাগামী পুদ্‌গল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া ''শুদ্ধবাস'' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথাকার আয়ুষ্কালের সমার্ধ অতিক্রম করিয়া আয়ুক্ষয়ের কাল উপস্থিত হইবার পূর্বে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করিবার জন্য অবশিষ্ট আর্যমার্গ উৎপাদন করেন। তথা হইতে আর চ্যুত হন না। তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামীকে 'উপহচ্চ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত' পুদ্‌গল বলে।

৪৪. অসাংস্কারিক পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌গল কে?

যেই অনাগামী পুদ্‌গল 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অতিমাত্রায় চেষ্টা না করিয়া বিনা ক্লেশে পরিনির্বাণ লাভ করেন—সেই অনাগামী 'অসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত' পুদ্‌গল নামে অভিহিত।

৪৫. সসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্গল কে?

যেই অনাগামী 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অতিমাত্রায় চেষ্টা করিয়া ক্লেশের সহিত পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেই অনাগামী 'সসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত' নামে অভিহিত।

৪৬. ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট 'অকনিষ্ঠ' গামী কাহাকে বলে?

এ জগতে কোনো অনাগামী পুদ্গল অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিয়া 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকের প্রথম লোক-অবৃহায়' উৎপন্ন হন। তৃষ্ণাস্রোতে পতিত হওয়ায় অর্হত্ত্ব লাভে অক্ষম হইয়া তথা হইতে ক্রমে 'অতপ্ত', 'সুদর্শন', 'সুদর্শী', এবং পরিশেষে 'অকনিষ্ঠ' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করিবার জন্য আর্যমার্গ উৎপাদন করেন। এরূপ পুদ্গল 'ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী' নামে খ্যাত।

৪৭. স্রোতাপন্ন ও স্রোতাপত্তিফল লাভার্থ তৎপর কে?

যেইব্যক্তি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ—এই ত্রিবিধ সংযোজন ছিন্ন করিতে যত্নশীল ও স্রোতাপত্তিফল লাভার্থ তৎপর এবং যাঁহার ত্রিবিধ সংযোজন সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি 'স্রোতাপন্ন' বলিয়া অভিহিত।

৪৮. সকৃদাগামী ও সকৃদাগামীফল লাভার্থ তৎপর কে?

যেই ব্যক্তি কামরাগ ও ব্যাপাদের (পরের ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদাকাঙ্ক্ষায় বা প্রতি-হিংসার) ক্ষীণতা সম্পাদনে নিযুক্ত, সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে তৎপর এবং যাঁহার কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই পুদ্গল 'সকৃদাগামী' নামে অভিহিত।

৪৯. অনাগামী ও অনাগামীফল লাভার্থ তৎপর কে?

কামরাগ ও ব্যাপাদের অনবশেষ পরিহারের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, অনাগামীফল সাক্ষাতে তৎপর এবং যাঁহার কামরাগ ও ব্যাপাদ সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তিনি 'অনাগামী'।

৫০. অর্হৎ ও অর্হত্ত্বফল লাভার্থ তৎপর কে?

রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যাকে অনবশেষ পরিহারের জন্য প্রতিপন্ন ব্যক্তি, অর্হত্ত্বফল লাভে নিরত এবং যাঁহার রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা নিরবশেষ প্রহীণ হইয়া গিয়াছে, তিনি 'অর্হৎ' বলিয়া প্রখ্যাত।

[একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

২. দ্বিক পুদগল-প্রজ্ঞপ্তি

১. ক্রোধী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ক্রোধ কী? যাহা ক্রোধ, ক্রোধ বা রাগ করা, ক্রোধশীলতা, দ্বেষ, দ্বেষ বা হিংসা করা, দ্বেষশীলতা, হিংসা, হিংসা করা, হিংসাশীলতা, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, প্রচণ্ডত্ব, রুক্ষোক্তি, অন্তরের অসন্তোষ, ইত্যাদি ক্রোধের বিভিন্ন আকৃতিই ক্রোধ। এই ক্রোধ যাহার প্রহীণ হয় নাই তাহাকে 'ক্রোধী' বলে।

২. উপনাহী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

উপনাহ কী? যাহা পূর্বকালে ক্রোধ, তাহা পরকালে উপনাহ। বদ্ধ-বৈর, বদ্ধ-বৈর সাধন করা, বদ্ধ-বৈরিতা, চিত্তে পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের পুনঃপুন প্রতিষ্ঠা করা, ক্রুদ্ধ প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, সব সময় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত রাখা, অন্তরে প্রকাশ না করিয়া পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের সহিত একত্ব প্রদর্শন এবং চিত্তে ক্রোধের কঠোর ভাবই উপনাহ। এই উপনাহ যাহার প্রহীণ হয় নাই তাহাকে 'উপনাহী' বলে।

৩. ম্রক্ষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ম্রক্ষ কী?

পরগুণের অপলাপ, পরগুণের আচ্ছাদন, পরগুণের আচ্ছাদন-কারিতা, (নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরোচিত কর্মসম্পাদন) 'তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই বা সে আমার কোনো প্রয়োজনে আসিবে না।' এই ধারনায় থুথু ফেলিয়া তাহা পায়ে মর্দন করার ন্যায় পরগুণ ম্রক্ষণ বা মর্দন করা। এইরূপ ম্রক্ষণ স্বভাব যাহার প্রহীণ হয় নাই তাহাকে 'ম্রক্ষী' বলে।

৪. পর্যাসী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

পর্যাস কী? পরগুণের সহিত আপন গুণের তুলনা, তুলনা করা, তুলনাকারীর স্বভাব। আত্মপ্রশংসা সংগ্রহ, বিবাদের হেতু সৃজন, সমান ধূর গ্রহণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠরূপে না মানিয়া নিজ-তুল্য করা, মিথ্যা বা অযৌক্তিক হইলেও আত্মগ্রহীত মতের অপরিত্যাগ। এই সকল অবস্থা যাহার পরিত্যক্ত হয় নাই তাহাকে 'পর্যাসী' বলে।

৫. ঈর্ষাপরায়ণ পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ঈর্ষা কী?

পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সম্মান, বন্দনা ও পূজানায় (সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শনে) অসহিষ্ণুতা বা ঈর্ষা, ঈর্ষা করা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অসূয়া, অসূয়া করা, অসূয়া-কারিতা। যাহার ইহা ধ্বংসীভূত হয় নাই, তাহাকে 'ঈর্ষাপরায়ণ' বলা হয়।

৬. মাৎসর্যপরায়ণ পুদ্‌গল কাহাকে বলে? মাৎসর্য কী?

পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, রূপ-

মাৎসর্য ও ধর্ম-মাৎসর্য। আপনার এই সকল বিষয়-সম্পদ অপরের নিকট গোপনেচ্ছাই মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্যপরায়ণতা, আহারের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অপরিমিত লোভেচ্ছা বা বুভুক্ষা, দানে কার্পণ্য, মুষ্টিবদ্ধতা, চিত্তের অসংযম অর্থাৎ আত্মসম্পত্তি গোপনেচ্ছা ও পরসম্পত্তি গ্রহণে অসংবরণ, প্রভৃতি যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাকে 'মাৎসর্যপরায়ণ' বলে।

৭. মায়াবী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? মায়া কিরূপ?

ইহলোকে কোনো পুরুষ কায়-মনো-বাক্যে দুশ্চারিত্র্য আচরণ করিয়া ইহা প্রতিচ্ছাদনের নিমিত্ত পাপেচ্ছা পোষণ করে। 'আমাকে কেহ জানিতে সক্ষম না হউক' এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে, 'আমাকে কেহ জানিতে সমর্থ না হউক' এই ধারণায় সঙ্কল্প করে বা বাক্যে প্রয়োগ করে। 'আমাকে যেন কেহ জানিতে না পারে বলিয়া কায় দ্বারা ইঙ্গিত করে বা তাদৃশ কায়িক কর্ম সম্পাদন করে।

এইরূপ যে মায়া, মায়াবিতা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া গোপন করার অভিপ্রায়ে পুনঃপুন চিন্তা করা, স্মরণ করা, বঞ্চনা বা কপটতা প্রদর্শন, নিকতি—কায়-মনো-বাক্যে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া অন্যথা বা দৌরাত্ম প্রদর্শনের নাম নিকতি বা ধূর্ততা, নিকিরণা—'আমি এইরূপ কর্ম কখনও আর করিব না' বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম নিকিরণা, পরিহরণা—'আমি এইরূপ কর্ম আর করিব না' বলিয়া সাময়িক পরিবর্জনের ভান করার নাম 'পরিহরণা'। গূহনা—কায়াদি সংবরণের ভান প্রদর্শনের নাম 'গূহনা' পরিগূহনা। ছাদনা—তৃণাদি দ্বারা বিষ্ঠা আচ্ছাদনের ন্যায় কায়-মনো-বাক্যে কৃতপাপ আচ্ছাদনকে 'ছাদনা' বলে। অনুক্তানীকর্ম—আপন কৃতকর্ম আচ্ছাদন মানসে অপ্রকটভাবে বাক্য প্রয়োগ করার নাম 'অনুক্তানী কর্ম'। অনাবীকর্ম—আপন কৃতকর্মের বিষয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ না করার নাম 'অনাবীকর্ম' ইত্যাদি পাপজনক ছলনাকে মায়া বলে। এই মায়া যাহার পরিত্যক্ত হয় নাই তাহাকে মায়াবী বলে।

৮. শঠ পুদ্‌গল কাহাকে বলে? শাঠ্য কী?

কোনো পুদ্‌গল শঠ-অতিশঠ। তাহার মধ্যে যেই শঠতা, অসৎ-বৃত্তি, কর্কশতা, অমৃদুতা, পরুষ স্বভাব, ক্রুর-স্বভাব ইহাই পুরুষের শাঠ্য। এই শাঠ্য যাহার পরিবর্জিত হয় নাই তাহাকে 'শঠ' বলে।

৯. লজ্জাহীন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? অহ্রী বা অলজ্জা কিরূপ?

যাহা লজ্জাজনক বিষয়ে লজ্জিত না হওয়া, পাপ কর্ম, অকুশল কর্ম সম্পাদনকালে লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ না করার নাম অহ্রী বা অলজ্জা। এই অহ্রী

বা অলজ্জাসমন্বিত ব্যক্তি লজ্জাহীন নামে কথিত।

১০. ভয়হীন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? অপত্রপ বা ভয়হীনতা কিরূপ?

যাহা ভয়াকুল বিষয়ে ভীত না হওয়া, পাপকর্ম বা অকুশল কর্ম সম্পাদন কালে নরকাদির প্রতি ভয়হীনতা তাহাই অপত্রপ বা ভয়হীনতা। এই অপত্রপ বা ভয়শূন্যতাসমন্বিত ব্যক্তি অপত্রপ বা 'ভয়হীন' নামে কথিত।

১১. দুর্বিনীত পুদ্‌গল কাহাকে বলে? দুর্বিনয় কিরূপ?

সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ-শ্রামণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আপত্তিপ্রাপ্তি (শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন) সম্পর্কে কিছু বলিলে বা 'তুমি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ করিয়াছ, যথা শীঘ্র ইহার প্রতিকার করো' বলিয়া কোনো প্রকার উপদেশ দিলে অগ্রাহ্য করা, প্রতিবাদ করা, প্রত্যাভিযোগ করা, প্রতিকূলভাব গ্রহণ, বিপরীত বুদ্ধিতে উৎসাহী হওয়া, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ না করা, অগৌরব করা, অবশ্যকতা স্বীকার। এইরূপ অবস্থার নাম দুর্বিনয় বা অবাধ্যতা। তদ্‌-সমন্বিত ব্যক্তিকে দুর্বিনীত বলে।

১২. পাপমিত্র-পরায়ণ কাহাকে বলে? পাপমিত্র-পরায়ণতা কিরূপ?

যে সকল পুদ্‌গল অশ্রদ্ধ, দুঃশীল, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, মাৎসর্যপরায়ণ, দুষ্প্রাজ্ঞ, যাহা তাহাদের প্রতি সেবা, সংসর্গ, ভজনা, পূজনা, ভক্তি, অচলা ভক্তি, তাহাদের প্রতি আনুগত্য, ভয়যুক্ত সম্মান প্রদর্শন, তাহাদের প্রতি তদ্ভাব তদাপন্ন হইয়া থাকা ইত্যাদি পাপ সংসর্গ বা পাপ মিত্রতার অনুসরণ। এরূপ পাপমিত্রের অনুকর্তন করে বলিয়া পাপমিত্র-পরায়ণ।

১৩. ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারতা কিরূপ?

কোনো পুদ্‌গল চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া পুরুষ বা স্ত্রীরূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করে। অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হস্ত-পদ, স্মিত হাস্য, কথন, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি, আবয়বিক প্রভেদাকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করে। চক্ষুদ্বারে এরূপ অবিহিত অবস্থিতির কারণে তাহার অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ অকুশলধর্ম উদ্ভূত হয় এবং তাহার মনকে অতি সহজে আচ্ছাদন ও অধিকার করিয়া বসে।

ফলে ইহাদের সংবরণ-কল্পে নিযুক্ত হইতে পারে না। চক্ষেন্দ্রিয়কে রক্ষা করে না। চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযম সাধন করিতে পারে না। যেইরূপ চক্ষুদ্বারে দর্শন কৃত্যে সেইরূপ শ্রোত্র-দ্বারে শ্রবণ-কৃত্যে, ঘ্রাণ দ্বারে আঘ্রাণ-কৃত্যে, জিহ্বা-দ্বারে আস্বাদন কৃত্যে, কায়দ্বারে স্পর্শন-কৃত্যে ও মনোদ্বারে মনন-কৃত্যে

একইরূপ। যাহা এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে অগুপ্তি, অগোপন, অসংরক্ষণ ও অসংবরণ তাহাই অগুপ্তদ্বারতা। এই অগুপ্তদ্বারতা-সমন্বিত ব্যক্তিকে অগুপ্তদ্বার বা অসংযমী বলে।

১৪. পান-ভোজনে অমিতাচারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ভোজনে অমিতাচার কিরূপ?

কোনো পুদ্‌গল অনভিনিবেশ ও অনাধান-সহকারে কৌতুক, মদোল্লাস, দেহ-সৌষ্ঠব ও দেহ-কান্তি বিকাশের জন্য আহার গ্রহণ করে, এই ভোজনে যাহা অসন্তুষ্টি, অমাত্রজ্ঞতা, অনবধানতা তাহাই ভোজনে অমাত্রজ্ঞতা বা অমিতাচার। ভোজনে এরূপ অমাত্রজ্ঞতা-সমন্বিত ব্যক্তিকে। অমাত্রজ্ঞ বা পান ভোজনে অমিতাচারী পুদ্‌গল বলে।

১৫. মূঢ়-স্মৃতি পুদ্‌গল কাহাকে বলে? মূর্ছা-স্মৃতি কিরূপ?

যাহা অস্মৃতি, অননুস্মৃতি, অপ্রতি স্মৃতি, অস্মরণ, ধীহীনতা, স্মৃতি বিহ্বলতা, অলাবু কটাহ জলে ভাসার ন্যায় যেই স্মৃতি ভাসমান, অগভীর, নষ্ট স্মৃতি—এই স্মৃতিকে বলে মূর্ছা-স্মৃতি, এই মূর্ছা-স্মৃতিমান ব্যক্তি মূঢ়-স্মৃতি নামে কথিত।

১৬. অসম্প্রজ্ঞানী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? অসম্প্রজ্ঞান কিরূপ?

যাহা অজ্ঞান, অদর্শন, অনধিগমন, অপ্রতিরূপ-বোধ, অনিত্যাদিতে অসম-বোধ, চারি আর্যসত্যে অননুভূত, অনিত্যাদি বশে অগ্রহণ, অপর্যায় গ্রহণ, অসমদর্শন, অপ্রত্যবেক্ষণ, আত্ম-পর কর্মাদি প্রত্যক্ষ না করা, দুর্মেধা, বালতা অসম্প্রজান্য, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, বিদ্যমান বস্তুতে অবিদ্যমানতা, অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমানতা ঘটায় বলিয়া অবিদ্যা। সংসারস্রোতে প্রাণীকে প্রবাহিত করে বলিয়া অবিদ্যা-ওঘ। জন্ম হইতে জন্মান্তরে যোগসূত্র স্থাপন করে বলিয়া অবিদ্যা-যোগ। চিত্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে শায়িত থাকে বলিয়া অবিদ্যানুশয়। সুযোগ পাইলেই চিত্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া অবিদ্যা-পর্যুত্থান। হিতাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া সর্বদা অহিতে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অবিদ্যালঙ্গী। মোহ, সর্ব অকুশল-মূল। এই সকল অবস্থা অসম্প্রজান্য। এই অসম্প্রজান্য-সমন্বিত পুরুষ অসম্প্রজ্ঞানী নামে পরিচিত।

১৭. শীলবিপন্ন পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

শীল-বিপত্তি কী? শীল-বিপত্তি বলিতে কায়-দুশ্চরিত্র্য, বচী-দুশ্চরিত্র্য ও কায়-বচী দুশ্চরিত্র্যকে বুঝায়। এই বিপত্তিগ্রস্তকে শীলবিপন্ন বলে।

১৮. দৃষ্টিবিপন্ন পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

দৃষ্টিবিপত্তি কী? দৃষ্টিবিপত্তি বলিতে এই বুঝায় যে দুঃখীকে করুণা-দানের

ফল নাই, নিমন্ত্রণ করিয়া দান করিলে ফল নাই। গুরু ও শীলবানদিগকে শ্রদ্ধাদানের সুপরিণাম নাই। সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল ফলে না। পরলোকে থাকিয়া ইহলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার, ইহলোকে থাকিয়া পরলোকে অবিশ্বাস। মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষায় ফল নাই। ঔপপাতিক বা মাতাপিতা ছাড়া স্বয়ং জাত বা চ্যুত প্রাণী বলিয়া কোনো প্রাণী নাই। জগতে এমন কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান নাই—যাঁহারা সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন এবং সম্যকরূপে উত্তীর্ণ—যাঁহারা স্বকীয় লব্ধ জ্ঞান দ্বারা ইহ-পরলোকের বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে পারেন। যাহা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টি পথ, তৃণ-জঙ্গল-কাননসদৃশ 'দৃষ্টিগ্রহণ' ভয় আশঙ্কার্থে চোর, হিংস্র, মরু, জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ কান্তারের ন্যায় 'দৃষ্টি-কান্তার'। সম্যক দর্শনের বিরোধিতা করে বলিয়া 'দৃষ্টি বিসূকায়িক'। ভব হইতে ভবান্তরে সংযোজন করে বলিয়া 'দৃষ্টি-সংযোজন'। কুম্ভীরের ন্যায় প্রাণীগণকে গ্রাস করে বলিয়া 'গ্রাহ'। বলবান ভোগপ্রবৃত্তি লইয়া গৃধিনীর মৃত গরু গ্রহণের ন্যায় গ্রহণ করে বলিয়া 'প্রতিগ্রাহ'। নিত্যাদি রূপে আলম্বনে মনোনিবেশ করে বলিয়া 'অভিনিবেশ'। শুভ, সুন্দর বলিয়া অপরকে স্পর্শ করে—এই জন্য 'পরামাস'। অনর্থবহ, কু-মার্গ, দিশাহারার অগন্তব্য ভুল পথসদৃশ 'মিথ্যাপথ'। তৈর্থিকগণ মিথ্যা মতলবের উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থান করে বলিয়া দৃষ্টির অপর নাম 'তীর্থায়তন'। দিগ্‌ভ্রমের ন্যায় বিপরীত গ্রহণ ইত্যাদি দৃষ্টিবিপত্তি। সর্ববিধ মিথ্যাদৃষ্টিই দৃষ্টি-বিপত্তি। এই দৃষ্টিজালে যে আবদ্ধ তাহাকে দৃষ্টিবিপন্ন বলা হয়।

১৯. অভ্যন্তরীণ সংযোজনসম্পন্ন পুদ্গল কে?

পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ) সত্ত্বগণকে নীচ জন্মে বা দুর্গতিতে যোজনা করে। যেই পুদ্গলের এইসব সংযোজন প্রহীণ হয় নাই, তাহাকে অভ্যন্তরীণ সংযোজনসম্পন্ন বলে।

২০. বাহ্যিক সংযোজনসম্পন্ন পুদ্গল কে?

যেই পুদ্গলের পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা) প্রহীণ হয় নাই—যাহা সত্ত্বগণকে লোকীয় সুগতিতে যোজন বা বন্ধন করে তাহাকে বাহ্যিক সংযোজনসম্পন্ন বলে।

২১. অক্রোধী পুদ্গল কাহাকে বলে? ক্রোধ কী?

যাহা ক্রোধ, ক্রোধ বা রাগ করা, ক্রোধশীলতা, দ্বেষ, দ্বেষ বা হিংসা করা, দ্বেষশীলতা, হিংসা হিংসা করা, হিংসাশীলতা, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, প্রচণ্ডত্ব,

রুক্ষোক্তি, অন্তরের অসন্তোষ ইত্যাদি ক্রোধের বিভিন্নাকৃতিই ক্রোধ। এই ক্রোধ যাঁহার প্রহীণ হইয়াছে তাঁহাকে অক্রোধী বলে।

২২. অনুপনাহী বা অবদ্ধ-বৈরী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? উপনাহ বা বদ্ধ-বৈর কিরূপ?

যাহা পূর্ববর্তীকালে ক্রোধ, তাহা পরবর্তীকালে উপনাহ। বদ্ধ-বৈর, বদ্ধ-বৈর সাধন করা, বদ্ধ-বৈরিতা, চিত্তে পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের পুনঃপুন প্রতিষ্ঠা করা, ক্রুদ্ধ প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, উহা সব সময় দৃঢ়ভাবে চিত্তে প্রোথিত রাখা, অন্তর প্রকাশ না করিয়া পূর্বোৎপন্ন ক্রোধের সহিত একত্ব প্রদর্শন এবং চিত্তে ক্রোধের কঠোর তা-ই উপনাহ। এই উপনাহ যাঁহার প্রহীণ হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে অনুপনাহী বা অবদ্ধ-বৈরী বলে।

২৩. অম্রক্ষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ম্রক্ষ কী?

পরগুণের অপলাপ, পরগুণের আচ্ছাদন করা, আচ্ছাদন-কারিতা নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরোচিত কর্ম সম্পাদন। 'তাহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই বা সে আমার কোনো উপকারে আসিবে না বলিয়া থুথু ফেলিয়া তাহা পায়ে মর্দন করার ন্যায় পরগুণ ম্রক্ষণ বা মর্দন করা।' এইরূপ ম্রক্ষণ-স্বভাব যাঁহার প্রহীণ হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে অম্রক্ষী বলে।

২৪. অপর্যাসী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? পর্যাস কী?

পরগুণের সহিত আপন গুণের তুলনা, তুলনা করা ও তুলনাকারীর স্বভাব, আত্মপ্রশংসা আহরণ, বিবাদের হেতু সৃজন, সমান ধূর গ্রহণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠরূপে না জানিয়া নিজ-তুল্য করা, মিথ্যা বা অযৌক্তিক হইলেও আত্মগৃহীত মত অপরিত্যাগ। এই স্বভাব যাহার পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে অপর্যাসী বলে।

২৫. ঈর্ষাহীন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ঈর্ষা কী?

যাহা পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সম্মান, বন্দনা, পূজা, (সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শনে) অসহিষ্ণুতা বা ঈর্ষা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অসূয়া, অসূয়া করা, অসূয়াকারিতা—যাহার ইহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তিনি ঈর্ষাহীন নামে অভিহিত।

২৬. মাৎসর্যহীন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? মাৎসর্য কিরূপ?

আবাস, কুল, লাভ, বর্ণ ও ধর্মবিষয়ক পঞ্চবিধ মাৎসর্য। (আপনার এই সকল বিষয় সম্পদ অপরের নিকট গোপনেচ্ছাই মাৎসর্য) মাৎসর্য, মাৎসর্য করা, মাৎসর্যপরায়ণতা, আহারের প্রতি বিভিন্ন অপরিমিত লোভেচ্ছা বা বুভুক্ষা। দানে কার্পণ্য, মুষ্টিবদ্ধতা, চিত্তের অসংযম অর্থাৎ আত্মসম্পত্তি

গোপনেচ্ছা ও পরসম্পত্তি গ্রহণে অসংবরণ প্রভৃতি যিনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে মাৎসর্যহীন বলে।

২৭. অশঠ পুদ্‌গল কাহাকে বলে? শাঠ্য কী?

কোনো পুদ্‌গল শঠ, অতিশয় শঠ, তাহার মধ্যে যে শঠতা, অসৎ-বৃত্তি, কর্কশতা, অমৃদুতা, পরুষস্বভাব, রূক্ষস্বভাব, ক্রুরস্বভাব তাহাই পুরুষের শাঠ্য। এই শাঠ্য যাহার পরিবর্জিত তাঁহাকে অশঠ বলে।

২৮. অমায়াবী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? মায়া কিরূপ?

ইহলোকে কোনো পুরুষ কায়-মনো-বাক্যে দুঃশীলতা আচরণ করিয়া ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনের নিমিত্ত পাপেচ্ছা পোষণ করে। 'আমাকে কেহ জানিতে সক্ষম না হউক' এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করে। 'আমাকে কেহ জানিতে সমর্থ না হউক' এই ধারণায় সংকল্প করে বা তদনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করে। 'আমাকে যেন কেহ জানিতে না পারে' বলিয়া কায় দ্বারা ইঙ্গিত করে বা তাদৃশ কায়িক কর্ম সম্পাদন করে।

এইরূপ যে মায়া, মায়াবিতা, লোক চক্ষুর অন্তরালে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া গোপন করা অভিপ্রায়ে পুনঃপুন চিন্তা করা, স্মরণ করা, বঞ্চনা বা কপটতা প্রদর্শন। কায়-মনো-বাক্যে পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া অন্যথা প্রদর্শনের নাম-নিকতি বা ধূর্ততা। আমি এরূপ কর্ম কখনো আর করিব না বলিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম 'নিকিরণা'। আমি এরূপ কর্ম আর করিব না বলিয়া সাময়িক বর্জনের ভান করার নাম 'পরিহরণা', কায়াদি সংবরণের ভান প্রদর্শনের নাম 'গূহনা, পরিগূহনা', তৃণাদি দ্বারা বিষ্ঠা আচ্ছাদনের ন্যায় কায়-মনো-বাক্যে কৃতপাপ আচ্ছাদনকে 'ছাদনা' বলে। আপন কৃতকর্ম আচ্ছাদন মানসে অপ্রকটভাবে বাক্য প্রয়োগ করার নাম 'অনুক্তানী', আপন কৃত আপত্তিকর কর্মের বিষয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ না করার নাম 'অনাবীকর্ম' ইত্যাদি পাপজনক ছলনাকে 'মায়া' বলে। এই মায়া যাহার সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত তাঁহাকে অমায়াবী বলে।

২৯. লজ্জাশীল পুদ্‌গল কাহাকে বলে? হ্রী বা লজ্জা কিরূপ?

যাহা হ্রী বা লজ্জা, লজ্জাশীলতা লজ্জাকর বিষয়ে লজ্জিত হওয়া, পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদনে সংকোচ বা লজ্জাবোধ—এরূপ লজ্জা-সমন্বিত ব্যক্তিই লজ্জাশীল নামে অভিহিত।

৩০. ভয়সম্পন্ন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? অপত্রপ বা ভয় কিরূপ?

যাহা ভয়, ভয়শীলতা, ভয়যোগ্য বিষয়ে ভীত হওয়া, পাপ অকুশল কর্ম সম্পাদন কালে নরকাদির প্রতি ভয়শীলতা, ইহাই অপত্রপ বা ভয়। এই ভয়

যাহার বিদ্যমান তিনি ভয়সম্পন্ন নামে অভিহিত।

৩১. সুবিনীত পুদ্গল কাহাকে বলে? সুবিনয় কিরূপ?

সহধর্মী (ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রমণ-শ্রমণী ও শিক্ষামানা) ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আপত্তি (শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘন) প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলিলে বা 'তুমি এই আপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, যথাশীঘ্র ইহার প্রতিকার করো' বলিয়া কোনো প্রকার উপদেশ দিলে অগ্রাহ্য না করা, শিরোধার্য করা, প্রতিবাদ না করা, প্রত্যাভিযোগ না করা, অনুকূল ভাব গ্রহণ, বিপরীত গ্রহণ না করা, যথাকালে উপদেশ গ্রহণ করা, গৌরব করা, সুবাধ্য হওয়া, ইহাই সুবিনয় নামে বর্ণিত। এই সুবিনয়-সমন্বিত পুদ্গলই সুবিনীত নামে পরিচিত।

৩২. কল্যাণমিত্র-পরায়ণ পুদ্গল কাহাকে বলে? কল্যাণমিত্রতা কিরূপ?

যাহারা শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, ত্যাগী, প্রজ্ঞাবান—তাঁহাদের প্রতি যাহা সেবা, সংসর্গ, ভক্তি, অচলা ভক্তি, পূজনা, ভজনা, আনুগত্য ভক্তিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন, আহারে-বিহারে তাঁহাদের প্রতি সর্বতোভাবে তদ্ভাব-তদাপন্ন হইয়া থাকা—এইরূপ কল্যাণমিত্রের বা সৎ-সংসর্গের অনুসরণ যিনি করিয়া থাকেন তিনি কল্যাণমিত্র-পরায়ণ নামে খ্যাত।

৩৩. ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার পুদ্গল কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয় গুপ্তদ্বারতা কিরূপ?

কোনো পুদ্গল চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া পুরুষ বা স্ত্রী-রূপে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। অনুব্যঞ্জন অর্থাৎ হস্ত-পাদ, স্মিত-হাস্য, কথন, অবলোকন, বিলোকন ইত্যাদি আবয়বিক প্রভেদাকারে শুভ নিমিত্ত গ্রহণ করেন না। চক্ষেন্দ্রিয় সচেতন অবস্থিতির কারণ তাঁহার মানসিক অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হইলেও সহজে তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতে পারে না; যেহেতু ইহার সংবরণ কল্পে তিনি নিযুক্ত। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন এবং তাহাতে সংযমিত হন।

এরূপে শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনিন্দ্রিয়ে চক্ষুসদৃশ, এই ইন্দ্রিয়সমূহে যিনি সংযমিত তিনি ইন্দ্রিয় গুপ্তদ্বার নামে অভিহিত।

৩৪. পান-ভোজনে মিতাচারী পুদ্গল কাহাকে বলে? মিতাচার কিরূপ?

কোনো পুদ্গল তদভিমুখী জ্ঞানাবধান-সহকারে স্মরণ করিতে করিতে আহার করেন—'এই আহার লব্ধ বল দ্বারা বা কৌতুকের জন্য নহে, মদোল্লাসের জন্য নহে, দেহ-সৌষ্ঠব দেহ কান্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, বিভূষণের জন্য নহে, যত দিন এই কায় স্থিত (জীবিত) থাকে, ততদিন ইহার সংরক্ষণ, জীবিতেন্দ্রিয়ের রক্ষা, বিহিংসা বা বুভুক্ষা, ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মচর্যের আনুকূল্য সাধনার্থ এই আহারের প্রয়োজন—যাহাতে অনাহার-জনিত সর্ববিধ অতীত

বেদনা প্রতিহত করিতে পারি, অতি ভোজনজনিত নূতন বেদনা উৎপন্ন হইতে না দিই এবং যাহাতে আমার জীবন যাত্রা নির্দোষ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়'। আহারে এরূপ যে শান্তি, সন্তুষ্টি, জ্ঞানাবধান ও মাত্রজ্ঞতা তাহাই ভোজন-মাত্রজ্ঞতা। এই মাত্রাসমন্বিত ব্যক্তিই পান-ভোজনে মিতাচারী পুদ্‌গল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩৫. প্রত্যুৎপন্ন-স্মৃতি কাহাকে বলে? এখানে স্মৃতি কিরূপ?

যাহা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতি-স্মৃতি, স্মরণ, ধারণ, অবিহ্বলতা, অমূর্ছা, স্মৃতি-ইন্দ্রিয, স্মৃতি-বল, সম্যক স্মৃতি—এই স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত-স্মৃতি বা প্রত্যুৎপন্ন-স্মৃতি নামে অভিহিত।

৩৬ সম্প্রজ্ঞানী পুদ্‌গল কাহাকে বলে? সম্প্রজ্ঞানী কিরূপ?

যাহা প্রজ্ঞা, প্রজানন, আলম্বনের অনিত্যাদি লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত হয় বলিয়া প্রজ্ঞার নাম 'বিচয়, প্রবিচয়', চারি আর্যসত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করে বলিয়া 'ধর্ম-বিচয়', আলম্বনের অনিত্যাদি লক্ষণ-বশে বিচার করিতে জানে বলিয়া 'সলক্ষণা', উপসর্গ যোগে বিশেষ বিশেষ অর্থে 'উপলক্ষণা', 'প্রত্যুপলক্ষণা', পাণ্ডিত্য, কৌশল, নৈপুণ্য, আলম্বনকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মবশে ভাবনা করিতে সক্ষম বলিয়া 'বেভব্যা', তদনুরূপ চিন্তা করিতে পারে বলিয়া চিন্তা, দোষ-গুণ নির্ধারণ করিতে সক্ষম বলিয়া 'উপপরীক্ষা', ভূত, সত্য ও যথার্থ বিষয়ে রমিত করে বলিয়া ভূরি, মেধা, হিতার্থে পরিচালিত করে করিয়া 'পরিনায়িকা', অনিত্যাদি বলে আলম্বনকে বিশেষভাবে দর্শন করে বলিয়া 'বিদর্শন', সম্প্রজ্ঞান, বিপথগামী চিত্তকে সৎপথের নির্দেশ দেয় বলিয়া 'প্রতোদ, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অবিদ্যা-মোহের তাড়নায় অকম্পন-শীল বলিয়া 'প্রজ্ঞাবল'। সর্ববিধ ক্লেশ ছেদন করে বলিয়া 'প্রজ্ঞা-শস্ত্র', শীর্ষস্থানীয় অর্থে 'প্রজ্ঞা-প্রাসাদ', দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া 'প্রজ্ঞালোক', দীপ্তিকর বলিয়া 'প্রজ্ঞাবভাষ', প্রদ্যোৎ প্রদাষিনী বলিয়া 'প্রজ্ঞা-প্রদ্যোৎ', রতি বা আনন্দ উৎপন্ন করে বলিয়া 'প্রজ্ঞারত্ন', চিত্তকে বিষয়বস্তুতে মোহিত হইতে বারণ করে বলিয়া 'অমোহ', সম্যকভাবে দর্শন করিবার শক্তি আছে বিধায় 'সম্যক দৃষ্টি', (এই সকল শব্দ সম্প্রজ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিভিন্ন অর্থবাচক প্রতিশব্দ মাত্র) এই সম্প্রজ্ঞান যাঁহার বিদ্যমান আছে তাঁহাকে সম্প্রজ্ঞানী বলে।

৩৭. শীলসম্পন্ন পুদ্‌গল কাহাকে বলে? শীলসম্পদ কী?

যাহা কায়িক সচ্চরিত্রতা, বাচনিক সচ্চরিত্রতা, কায়িক-বাচনিক সচ্চরিত্রতা এবং সকল প্রকার শীলসংবরণই শীলসম্পদা। এই

শীলসম্পদশালী ব্যক্তিই শীলসম্পন্ন নামে কথিত।

৩৮. দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে? দৃষ্টিসম্পদ কী?

দুঃখীকে করুণা-দানের ফলে, দান-যজ্ঞের বিপাকে, গুরু ও সাধুসন্তের প্রতি শ্রদ্ধাদানের পরিণামে ও সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলে দৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকে থাকিয়া ইহলোকের অস্তিত্বে—ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের জীবনসত্তায় বিশ্বাস। মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষা সুফল-দায়ক বলিয়া বিশ্বাস, ঔপপাতিক (মাতাপিতা ছাড়া স্বয়ংজাত প্রাণী বা স্বয়ং-চ্যুত প্রাণী) সত্ত্বগণের অস্তিত্বে পূর্ণ আস্থা এবং এরূপ বিশ্বাস আছে। যে এই পৃথিবীতে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন যাঁহারা অনুকূল প্রতিপদায় প্রতিপন্ন এবং স্বয়ং লব্ধজ্ঞান দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া ইহ-পরলোকের বিষয় সম্যক বলিতে পারেন। এইরূপ দৃষ্টিই প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টিই দৃষ্টিসম্পদা। এই দৃষ্টি সম্পদসমন্বিত ব্যক্তিই দৃষ্টিসম্পন্ন নামে কথিত হন।

৩৯-৪০. কোন দ্বিবিধ পুদ্গল জগতে দুর্লভ?

(১) যিনি পূর্বকারী (মাতাপিতা পুত্র-কন্যার প্রতি, আচার্য-উপাধ্যায় অন্তেবাসীর বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রছাত্রীর প্রতি অথবা অপর সকল প্রাণীর প্রতি আপন কর্তব্যস্বরূপ অগ্রোপকার সম্পাদন করেন বলিয়া পূর্বকারী) আর, (২) যিনি কৃতজ্ঞ ও কৃতবেদী (পুত্র-কন্যা-মাতাপিতার প্রতি, শিষ্য-প্রশিষ্য, আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রতি বা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি, অন্য সকল প্রাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন বলিয়া কৃতজ্ঞ, কৃতবেদী)। সংক্ষেপে উপকারী ও প্রত্যুপকারী—এই দ্বিবিধ পুদ্গল জগতে দুর্লভ।

৪১-৪২. কোন দ্বিবিধ পুদ্গলের পক্ষে অপরকে সন্তুষ্ট করা কঠিন?

(১) যিনি লব্ধ বস্তুসমূহ রাখিয়া দেন (দায়কে শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবরাদি পুনঃপুন প্রাপ্ত হইয়া জমা করিয়া রাখেন। ভোগ করেন না) এবং (২) যিনি লব্ধ বস্তুসমূহ ত্যাগ করেন (দায়কের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত চীবরাদি অপরাপরকে দান করেন বা বিক্রয় করেন। নিজে পরিভোগ করেন না)। এই দ্বিবিধ ব্যক্তির পক্ষে অপরকে সন্তুষ্ট করা কঠিন।

৪৩-৪৪. কোন দ্বিবিধ পুদ্গলের পক্ষে অপরকে সন্তুষ্ট করা সহজ?

(১) যিনি স্বীয় লব্ধ বস্তুসমূহ জমা রাখেন না এবং (২) যিনি অপরাপরকে বিতরণ করেন না, বিক্রয় করেন না। (যথা প্রয়োজন নিজে পরিভোগ করেন এবং যথারীতি অপরকে দান করেন)। এই দ্বিবিধ পুদ্গল দায়কের সন্তোষ বিধায়ক নামে অভিহিত।

৪৫-৪৬. কোন দ্বিবিধ পুদ্গলের আসক্তি বর্ধিত হয়?

(১) যে অনুশোচনার অযোগ্য বিষয়ে অনুশোচনাদি প্রকাশ করে এবং (২) যে অনুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা করে না—এই উভয় ব্যক্তিরই আসক্তি বর্ধিত হয়।

৪৭-৪৮. কোন দ্বিবিধ পুদ্‌গলের আসক্তি বর্ধিত হয় না?

(১) যিনি অননুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করেন না এবং (২) যিনি অনুশোচনীয় বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া থাকেন—এই দ্বিবিধ পুদ্‌গলের আসক্তি বর্ধিত হয় না।

৪৯. হীনাধিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি নিজেও দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ এবং যে অন্য দুঃশীল, পাপ ধর্মপরায়ণের সেবা, সংস্রব, ভজনা, পূজনা করে—সে ব্যক্তি হীনাধিমুক্ত বা হীন-প্রকৃতি রূপে পরিগণিত।

৫০. প্রণীতাধিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তি নিজেও সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ এবং অন্য সুশীল, কল্যাণধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সেবা, সংস্রব, ভজনা, পূজনা করেন, তিনি প্রণীতাধিমুক্ত বা সৎ-প্রকৃতি নামে খ্যাত।

৫১-৫২. তৃপ্ত ও তৃপ্তিদায়ী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

প্রত্যেকবুদ্ধ ও তথাগত-শ্রাবক অর্হৎগণ তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট এবং সম্যকসম্বুদ্ধ সন্তুষ্ট ও সন্তোষ বিধায়ক।

[দ্বিক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

৩. ত্রিক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি

১. নিরাশ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুদ্‌গল দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, অশুচি শঙ্কা স্মরিতব্য কর্ম সম্পাদনকারী (দুই চারজন লোককে এক স্থানে একত্রিত হইয়া বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া মনে করে—‘আমার কৃত পাপকর্মের বিষয় জানিতে পারিয়া আলোচনা করিতেছে নাকি’ এইরূপ সশঙ্ক চিত্তে স্বকৃত অশুচি কর্মের বিষয় সে বার বার স্মরণ করে)। পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া আচ্ছাদনকারী অশ্রমণ হইয়া শ্রমণরূপে, অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীরূপে ছদ্ম পরিচয় প্রদানকারী, অশ্রমণ হইয়া শ্রমণরূপে, অব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচারীরূপে

ছদ্ম পরিচয় প্রদানকারী, অন্ত-পূতিযুক্ত, আসক্ত, কষম্বুজাত (যার চিত্ত রাগাদি রূপ কষাট অভিভূত)। সে শ্রবণ করে যে, 'অমুক ভিক্ষু আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান-বলে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এরূপ শুনিয়াও তাহার ইচ্ছা জাগে না যে, আমিও কখন আসক্তি-ক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তরূপে ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান-বলে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করিব?' এইরূপ পুদ্‌গল উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন বলিয়া নিরাশ নামে কথিত।

২. আশাবান পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদ্‌গল শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ।

তিনি শ্রবণ করেন যে, 'অমুক ভিক্ষু আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় লব্ধ অভিজ্ঞান বলে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।' (ভিক্ষুর উন্নত জীবনার্থে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া) তিনি মনে করেন যে, 'আমিও কখন আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিব।' এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুদ্‌গল আশাবান বলিয়া পরিগণিত।

৩. বিগতাশ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি শুনিতে পান যে, ''অমুক ভিক্ষু আসক্তি-ক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন।' তাঁহাকে এরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে হয় না যে, 'আমি কখন আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্ত হইয়া ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করিব।' ইহার কারণ কী? পূর্বে অবিমুক্তাবস্থায় বিমুক্তির জন্য যেই কামনা ছিল, সেই কামনার প্রয়োজন এখন আর নাই। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ ও প্রশান্ত। সুতরাং এবম্বিধ পুদ্‌গল বিগতাশ নামে প্রসিদ্ধ।

৪-৬. ত্রিবিধ রুগ্নোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে? ত্রিবিধ রুগ্ন; যথা :

(ক) রোগী সুপথ্য ভোজন, উপযোগী ওষুধ সেবন কিংবা উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করুক আর না-ই করুক—সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।

(খ) কোনো রোগী সুপথ্য ভোজন, উপযোগী ওষুধ সেবন কিংবা উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করুক আর না-ই করুক, সে রোগারোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(গ) আর, কোনো রোগী হিতাবহ ভোজন, হিতাবহ ওষুধ সেবন ও উপযুক্ত সেবকের পরিচর্যা লাভ করিয়াই আরোগ্য লাভ করে, সুপথ্যাদি লাভ না করিয়া পারে না। এই জাতীয় রোগীকে উপলক্ষ করিয়াই রোগীর আহার, ওষুধ ও সেবাপরিচর্যার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণির রোগীকে উপলক্ষ করিয়া অন্যান্য রোগীকেও সেবা-শুশ্রূষা করা উচিত বলিয়া বিবেচিত।

তদ্রূপ ত্রিবিধ রুগ্‌ণোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কিরূপ?

(ক) কোনো পুদ্‌গল তথাগতের দর্শন লাভ করিয়া বা না করিয়া তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মবিনয় শ্রবণ করিয়া বা না করিয়া কুশলধর্মের সম্যক নিয়াম (আর্যমার্গফল) লাভে অসমর্থ।

(খ) কোনো পুদ্‌গল তথাগতের দর্শন লাভ করুন আর না-ই করুন তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মবিনয় শ্রবণ করুন আর না-ই করুন কুশলধর্মের সম্যক নিয়ামে (আর্যমার্গ ও ফলে) প্রবেশ করিতে সক্ষম হন।

(গ) কোনো পুদ্‌গল তথাগতের দর্শন লাভ করিয়াই এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ করিয়াই কুশলধর্মের সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করিতে পারেন। তথাগতের দর্শন লাভ ও তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ না করিয়া মার্গফল লাভ করিতে পারেন না। এক্ষেত্রে যে পুদ্‌গল তথাগতের দর্শন লাভ ও তথাগত প্রবর্তিত ধর্মশ্রবণ করিয়াই কুশলধর্মের সম্যক নিয়াম লাভে সমর্থ। দর্শন লাভ কিংবা ধর্মশ্রবণ না করিয়া মার্গফল লাভ করিতে পারেন না। এই জাতীয় পুদ্‌গলকে উপলক্ষ করিয়াই ভগবান কর্তৃক ধর্মপ্রচার অনুজ্ঞাত হইয়াছে। এই শ্রেণির লোককে উপলক্ষ করিয়া অন্যান্যকেও ধর্মোপদেশ প্রদান করা উচিত বলিয়া আদিষ্ট। এই ত্রিবিধ রুগ্‌ণোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

৭-৯. কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবিমুক্ত।

(একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশে বর্ণিত ৩২-৩৩-৩৪ নম্বরযুক্ত পুদ্গল বর্ণনার অনুরূপ)

১০. গূথভাষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদ্‌গল মিথ্যাবাদী। সে সভামধ্যে, গ্রাম-পরিষদে, জ্ঞাতিকুল সমাগমে, মেলা-মজলিসে, রাজকুলে কিংবা বিচারালয়ে উপনীত হইয়া যখন সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হয়। "হে পুরুষ, অমুক বিষয় সম্পর্কে

তুমি যাহা জান তাহা প্রকাশ কর।” তখন সে অজানা বিষয় বলিল, ‘জানি’, জানা বিষয় বলিল ‘জানি না’, অদৃষ্ট বিষয় বলিল, ‘দেখিয়াছি’, দৃষ্ট বিষয় বলিল, ‘দেখি নাই’। এইরূপে আত্মহেতু পরহেতু, কিংবা (আত্মপর কাহারো) লাভ সৎকারবশত তৎকর্তৃক মিথ্যার বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা ভাষিত হয়। এইরূপ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি গূথভাষী নামে পরিগণিত।

১১. পুষ্পভাষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ইহ জগতে কোনো পুদ্‌গল মিথ্যা বাক্য পরিত্যাগপূর্বক সর্ববিধ মিথ্যায় বিরত থাকেন। তিনি সভামধ্যে, গ্রাম-পরিষদে, জ্ঞাতিকুল সমাগমে, মেলা-মজলিসে, রাজকুলে কিংবা বিচারালয়ে উপনীত হইয়া যখন সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হন—“হে পুরুষ, অমুক বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান, তাহা প্রকাশ করো”। তখন তিনি অজানা বিষয় বলিলেন, ‘জানি না’ জানা বিষয় বলিলেন, ‘জানি’, অদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিলেন, ‘দেখি নাই’, দৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলিলেন, ‘দেখিয়াছি’। এইরূপে আত্মহেতু, পরহেতু কিংবা কাহারও লাভ সৎকারহেতু বিচার্য বিষয় প্রকৃষ্টভাবে অবগত হইয়া কখনো তিনি মিথ্যাভাষণ করেন না। এইরূপ যথার্থবাদী পুদ্‌গল পুষ্পভাষী রূপে অভিহিত।

১২. মধুভাষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

এ জগতে কোনো পুরুষ—যে-সকল বাক্য নির্মল, কর্ণ সুখকর, প্রেমময়, হৃদয়গ্রাহী, পুর জনোচিৎ, বহুজনকান্ত, বহুজন-মনোজ্ঞ সে সকল বাক্য প্রয়োগ করেন। এইরূপ পুরুষ মধুভাষী নামে অভিহিত।

১৩. ব্রণোপম-চিত্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল ক্রোধপরায়ণ ও হা-হুতাশবহুল, স্বল্প ভাষণেও বিকৃত হয়, কোপিত হয়, অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। নির্মম-ভাব আনয়ন করে। কোপ-দ্বেষ, অসন্তোষ প্রকাশ করে। এইরূপ পুদ্‌গল ব্রণোপমচিত্ত নামে অভিহিত। দুষ্ট ব্রণ যেমন কাষ্ঠ বা পাথরখণ্ডের ঘর্ষণে অধিকতর অশুচি বাহির করিয়া দেয়, সেরূপ ক্রোধ ও হা-হুতাশবহুল ব্যক্তিও মনোবিরুদ্ধ কোনো সামান্য কথায় বিকৃত ও কোপিত হয়। কোপ-দ্বেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে এরূপ ব্যক্তি ব্রণোপম-চিত্ত। সাধারণত ইহাকে খিটখিটে মেজাজ বলা হয়।

১৪. বিদ্যুদোপম চিত্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

চক্ষুষ্মান পুরুষ যেমন অন্ধকার রাত্রির গভীর তিমিরে বিদ্যুৎ বিকশিত হইলে রূপ দর্শন করিতে পারেন। তেমন (অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন জগতে)

কোনো পুদ্‌গল দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখনিরোধগামী পন্থা সম্যক উপলব্ধি করেন। এরূপ পুদ্‌গল বিদ্যুদোপম-চিত্ত নামে খ্যাত।

১৫. বজ্রোপম-চিত্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

বজ্র দ্বারা যেমন সর্ব পদার্থ ছেদন করা যায়। মণি-বৈদূর্য-পাষাণ প্রভৃতির কোনো দ্রব্য অচ্ছেদ্য থাকে না, তেমন কোনো পুরুষ ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান বলে সর্বাসক্তি ক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া অবস্থান করেন। এরূপ পুদ্‌গল বজ্রোপম নামে খ্যাত।

১৬. অন্ধপুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গলের সেইরূপ চক্ষু বিদ্যমান নাই—যদ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে বা লব্ধ সম্পদ বাড়াইতে পারে এবং তদ্রূপ চক্ষুও বিদ্যমান নাই—যদ্বারা কুশলাকুশল সদোষ নির্দোষ হীনশ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণ-শুক্ল (পাপ-পুণ্যময়) ধর্মের পরস্পর পার্থক্য অবগত হয়। এরূপ ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ ইহ-পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ।

১৭. এক-চক্ষু পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গলের সেরূপ চক্ষু বিদ্যমান থাকে, যেরূপ চক্ষু দ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু তদ্রূপ চক্ষু উন্মেষিত হয় না, যদ্বারা কুশলাকুশল, সদোষ-নির্দোষ, হীনোত্তম এবং কৃষ্ণ-শুক্লের (পাপ-পুণ্যময় কর্মের) পরস্পর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে। এরূপ পুরুষ এক-চক্ষু নামে পরিচিত। (ইহাতে ইহজীবনের উন্নতি প্রকটিত, কিন্তু পারত্রিক উন্নতি ব্যাহত)।

১৮. দ্বিচক্ষু পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গলের সেরূপ চক্ষু বিদ্যমান থাকে যদ্বারা অলব্ধ সম্পদ লাভ করে এবং লব্ধ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। তাঁহার তদ্রূপ চক্ষুও উন্মেষিত হয়—যদ্বারা কুশলাকুশল, সদোষ-নির্দোষ, হীনোত্তম ও পাপ-পুণ্যময় কর্মের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তদ্রূপ পুরুষকে দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট পুদ্‌গল বলা হয়। (দ্বিচক্ষু বলিতে ইহজীবনের ও পরজীবনের উৎকর্ষ বিধায়ক জ্ঞান বা বিবেক বুদ্ধিকে বুঝায়)।

১৯. অধোমুখী-প্রাজ্ঞ কাহাকে বলে?

কুম্ভ যেমন অধোমুখী করিয়া রাখিলে অভ্যন্তরস্থ জলরাশি গড়াইয়া নির্গত হয় উপরে কিঞ্চিৎ জল তাহাতে স্থিত থাকে না (বহিরস্থ আলো, বায়ু, কিংবা অগ্নি-তাপ ইত্যাদির কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না), তেমন কোনো পুদ্‌গল

সর্বদা বিহারে ধর্মকথা শ্রবণের জন্য ভিক্ষু সকাশে গমন করে। ভিক্ষুগণ তাহাকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদি-কল্যাণ, মধ্য-কল্যাণ, পর্যবসান-কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক (হৃদ্‌গত ভাবাদির প্রকাশক), সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য ধর্ম প্রকাশ করেন, কিন্তু এদিকে শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতে ভিক্ষুদের উপদেশের আদি-মধ্য-পর্যবসানে মনোনিবেশ করে না এবং আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার পর ও ধর্মোপদেশের প্রথম ভাগে কী বলিয়াছিলেন, মধ্যে বা কী বলিয়াছিলেন ছিল কিংবা কী বলিয়া উপসংহার করিলেন—কিছুই চিন্তা করে না, জীবনে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায় না। এইরূপ পুদ্‌গল অধোমুখী-প্রাজ্ঞ নামে পরিচিত।

২০. উৎসঙ্গ-প্রাজ্ঞ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেমন কোনো উপবিষ্ট ব্যক্তির ক্রোড়দেশে তিল, তণ্ডুল, খই, লাড়ু প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকে। হঠাৎ উঠিবার সময় তাহার স্মৃতিবিহ্বলতাহেতু সব ছিটাইয়া পড়ে, তদ্রূপ কোনো পুরুষ সর্বদা বিহারে ধর্মশ্রবণ অভিপ্রায়ে ভিক্ষু-সকাশে গমন করে। ভিক্ষু তাহাকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে আদি-মধ্য-পর্যবসানে কল্যাণপ্রদ, সার্থক, সব্যঞ্জক সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য ধর্ম প্রকাশ করেন। এদিকে শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতে ধর্মোপদেশের আদি-মধ্য-পরিশেষে বেশ মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে, কিন্তু আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার পর ধর্মদেশনার প্রথম ভাগে কী বলিয়াছিলেন মধ্যে বা কী চলিতে ছিল কিংবা উপসংহারে কী বলিয়া বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন—কিছুই চিন্তা করে না। উপদিষ্ট নীতির আদর্শ জীবনে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায় না। এরূপ পুদ্‌গল উৎসঙ্গ-প্রাজ্ঞ নামে কথিত।

২১. ভূরি-প্রাজ্ঞ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেমন একটি জলকুম্ভ ঊর্ধ্বমুখী করিয়া রাখিলে তথায় কিঞ্চিৎ জল গড়িয়া পড়িয়া যায় না, পুরাপুরি স্থিত থাকে, তেমন কোনো পুদ্‌গল সর্বদা বিহারে ধর্ম শ্রবণাভিপ্রায়ে ভিক্ষু সকাশে গমন করেন। ভিক্ষু তাহাকে আদি-মধ্য-অন্তে কল্যাণকর, সার্থক, সব্যঞ্জক (হৃদ্‌গত ভাবাদির প্রকাশক) সর্বদিকে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সম্পর্কিত ধর্মদেশনা করেন, শ্রোতা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতেই তাহার এই ধর্মবোধ চিত্তপ্রবাহে চির দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এরূপ পুদ্‌গল দেশনার আদ্যপান্ত গভীর মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করেন এবং আসনোত্থিত হইয়া চলিয়া যাওয়ার পরও ধর্মোপদেশের প্রতি সর্বক্ষণ তাহার জ্ঞানাবধান চলিতে থাকে। উপদিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণীত হইতে কখনো

তিনি বিস্মৃত হন না। এরূপ পুদ্‌গল ভূরি-প্রাজ্ঞ নামে খ্যাত।

২২. কাম ও ভবের প্রতি অবীতরাগ পুদ্‌গল কে?

স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদ্‌গল। (কামগুণ এবং ভব বা পুনর্জন্মের প্রতি বীতরাগ নহে, অবীতরাগ)। এই সকল পুদ্‌গল কাম ও ভবের প্রতি অবীতরাগ।

২৩. কামে বীতরাগ, ভবের প্রতি অবীতরাগ কে?

অনাগামী পুদ্‌গল (কামগুণের প্রতি বীতরাগ, কিন্তু ভবের প্রতি অবীতরাগ)।

২৪. কাম ও ভবের প্রতি বীতরাগ পুদ্‌গল কে?

অর্হৎগণ (কাম ও ভবের প্রতি বীতরাগ)।

২৫. পাষাণ লেখোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেমন পাষাণে খোদিত লেখা বা অঙ্কিত ভাস্কর্য অচিরেই বায়ু ও বারিতে মুছিয়া যায় না। দীর্ঘস্থায়ী হয়, তদ্রূপ কোনো পুদ্‌গল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে। পাষাণ লেখোপম নামে খ্যাত।

২৬. পৃথিবী লেখোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেমন মাটিতে অঙ্কন বা দাগ কাটিলে বাত-বারিতে অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে না; তদ্রূপ কোনো পুদ্‌গল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে। তাহার এই ক্রোধ চিত্তপ্রবাহে চির দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি পৃথিবী লেখোপম।

২৭. উদক লেখোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেমন উদকে রেখাঙ্কন করিলে সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ কোনো পুরুষ সর্বদা অতি নির্মম, রুক্ষ ও অসন্তোষজনক বাক্য প্রয়োগেও বিকৃত না হইয়া ক্ষীরোদক-তুল্য মিলিয়া-মিশিয়া থাকে। বিবাদ-বিসংবাদ না করিয়া একত্রে বাস করে। একতা ও প্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া একোদ্দেশ্যে একস্থানে অবস্থান করে। এরূপ ব্যক্তি উদক লেখোপম।

২৮-৩০. ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

ত্রিবিধ শণ বস্ত্র।

(ক) এই বস্ত্র নূতন হইলেও দুর্বর্ণ, রুক্ষ-স্পর্শ ও অল্পার্ঘ।

(খ) মধ্যম হইলেও এই বস্ত্র বিবর্ণ, রুক্ষ-স্পর্শ ও অল্পার্ঘ।

(গ) পুরান হইলেও বিবর্ণ, রুক্ষ-স্পর্শ ও অল্পার্ঘ হইয়া থাকে, এই বস্ত্র জীর্ণ বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গেলে তদ্বারা হাঁড়িকড়ি পরিমর্দন করা হয় বা আবর্জনাস্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদ্‌গল

ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কিরূপ?

(ক) যেমন ঐ নব বস্ত্রের দুর্বর্ণতা, তেমন নব বা যুবক হইলেও ভিক্ষু যদি দুঃশীল পাপধর্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ইহাই (দুঃশীতা ও পাপধর্মপরায়ণতা) তাহার বিবর্ণতা। যেমন ঐ বস্ত্রের রুক্ষ-স্পর্শতা, তেমন এই দুঃশীল পাপধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে যাহারা সেবা, ভজনা ও পূজনা করে, মত পোষণ করে, আনুগত্য স্বীকার করে, তবে ভিক্ষুর প্রতি সেবাদি সংসর্গ তাহাদের দীর্ঘদিন ধরিয়া দুঃখ ও অহিত সাধন করে। ইহাই (ভিক্ষুর সেবাদি সংসর্গজনিত দুঃখ ও অহিত) তাহার দুঃখ-স্পর্শ। যেমন ঐ বস্ত্রের অল্পার্ঘতা, তেমন যাহাদের প্রদত্ত (ভোগ্যদ্রব্যাদি) চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ভৈষজ্যাদি পরিভোগ্য গ্রহণ করে, তাহাদের এই দান ভিক্ষুর দুঃশীলতাহেতু মহাফলপ্রদ হয় না। ইহাই (দুঃশীল ভিক্ষুকে দান করিলে ফলের অল্পতা) তাহার অল্পার্ঘতা।

(খ) মধ্যম হইলেও... পূর্ববৎ।

(গ) ভিক্ষু স্থবির কিংবা প্রাচীন হইলেও যদি দুঃশীল পাপ ধর্মপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ইহাই (ভিক্ষুর দুঃশীলতা ও পাপধর্মপরায়ণতা) তাহার দুর্বর্ণতা। যেমন ঐ বস্ত্রের দুর্বর্ণতা। যাহারা এই দুঃশীল পাপধর্মপরায়ণ ভিক্ষুর সেবা, পূজা, ভজনা ও তাহার সহিত সংসর্গ করে, তাহার অনুগত হয়। তবে ভিক্ষুর অসৎ সাহচর্য তাহাদের দীর্ঘদিন ধরিয়া দুঃখ অহিত সাধন করে।

যেমন, সেই বস্ত্রের ব্যবহারজনিত দুঃখ-সংস্পর্শ। যাহাদের প্রদত্ত চারি প্রত্যয়-চীবর, ভোজন, শয্যাসন, ভৈষজ্য পরিভোগ করা হয় তাহাদের কৃত দানকর্মের ফল খুব অল্পই ফলিয়া থাকে। এই দানের নিষ্ফলতা সেই জীর্ণ বস্ত্রের অল্পার্ঘতার সহিত তুলনীয়। এরূপ দুঃশীল দুরাচার ভিক্ষু স্থবির হইলেও যদি সংঘমধ্যে কিছু বলিতে আরম্ভ করে, তবে অপর ভিক্ষুগণ তাহাকে বারণ করিয়া বলেন, 'তোমার ন্যায় বাল নির্বোধ কীরূপে এই পবিত্র ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উপদেশ দিবে বলিয়া সাহস করো।' এইরূপ বলিলে সে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্ধ হইয়া এমন সব বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে যদ্বারা সংঘ তাহাকে সংঘসম্মেলন হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। যেমন, ব্যবহারের অযোগ্য হইলে বস্ত্র আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা হয়।

এই ত্রিবিধ শণ বস্ত্রোপম পুদ্‌গল ভিক্ষুসংঘে বিদ্যমান।

৩১-৩৩. ত্রিবিধ কাশিক বস্ত্রোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কাশিক বা কার্পাস নির্মিত সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্রিবিধ। যথা : নূতন, মধ্যম ও জীর্ণ বা পুরাতন।

(ক) (কার্পাস তন্তু দ্বারা প্রস্তুত) নূতন বস্ত্র উত্তম বর্ণবিশিষ্ট—সুখ-স্পর্শ ও মহার্ঘ।

(খ) মধ্যম বা অর্ধ পুরান বস্ত্র উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, সুখ-স্পর্শ ও মহার্ঘ।

(গ) এমনকি জীর্ণ বা পুরাতন হইলেও বস্ত্র উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, সুখ-সংস্পর্শ ও মহার্ঘ বলিয়া নিরূপিত হয়। জীর্ণ হইয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গেলেও তদ্বারা বহুমূল্য রত্নাদি বেষ্টন করিয়া রাখে অথবা সুগন্ধ করণ্ডের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিয়া দেয়। তদ্রূপ ত্রিবিধ কাশিক বস্ত্রোপম পুদ্‌গল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। সেই ত্রিবিধ কিরূপ?

(ক) নবদীক্ষিত ভিক্ষু যদি সুশীল ও কল্যাণধর্মপরায়ণ হন। তাহা হইলে এই সুশীলতা ও ধর্মপরায়ণতাই তাঁহার জীবনের সুবর্ণতা বা সৌন্দর্য। যেমন কাশিক বস্ত্রের বর্ণবৈশিষ্ট্য। যাহারা এই শীলবান ও ধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে সেবা, ভজনা, পূজনা করে তাঁহার মত পোষণ করে, সর্বদা তাঁহার সংসর্গ ভালবাসে, এই শীলবান ভিক্ষুর প্রতি সেবা-সৎকারাদি তাহাদের দীর্ঘদিন হিতসুখের বিধান করে। যেমন বস্ত্রের সুখময় স্পর্শ এবং যাহাদের চতুর্প্রত্যয়—চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ভৈষজ্য পরিভোগ করেন, তাহাদের এই দান মহাফলপ্রদ হয়। যেমন বস্ত্রের মহার্ঘতা। তেমন এই পুদ্‌গল।

(খ) মধ্যম ভিক্ষু... পূর্ববৎ।

(গ) ভিক্ষু স্থবির বা প্রাচীন হইলেও যদি শীলবান ও কল্যাণধর্মপরায়ণ হন। তবে এই সুশীলতা ও কল্যাণধর্মপরায়ণতাই ভিক্ষুর উত্তম বর্ণ। যেমন কাশিক বস্ত্র জীর্ণ হইলেও ইহার বর্ণসৌন্দর্য অক্ষুন্ন। আর, যাহারা এই শীলবান প্রাচীন ভিক্ষুকে সেবা-শুশ্রূষা, পূজনা-ভজনা করে, তাঁহার মত পোষণ করে, সর্বদা তাঁহার সংসর্গ ভালোবাসে, শীলবান প্রাচীন ভিক্ষুর প্রতি এই সেবা-সৎকারাদি দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া তাহাদের হিতসুখ সাধন করে।

যেমন বস্ত্রের সুখ-সংস্পর্শ। যাহাদের চারি প্রত্যয়—চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিভোগ করেন, তাহাদের কৃত কুশলকর্ম অতীব সুফলদায়ক হয়। যেমন জীর্ণ হইলে বস্ত্রের মূল্য অক্ষুন্ন থাকে। সুশীল ও ধর্মপরায়ণ ভিক্ষু প্রাচীন হইলেও যদি সংঘসম্মেলনে কিছু বলিতে উঠেন, তাহা হইলে অপর ভিক্ষুরা বলেন, "আয়ুষ্মানগণ, নীরব হউন, স্থবির ভিক্ষু ধর্মবিনয় দেশনা করিতেছেন। তাহা মন দিয়া শ্রবণ করুন যাহাতে তাঁহার হিতোপদেশ আধেয় বা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণোপযোগী হয়। যেমন সুগন্ধ করণ্ডের মধ্যে ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ত্রিবিধ পুদ্‌গল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান।

৩৪. সুপ্রমেয় পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল উদ্ধত, অহংকারী, চপল, মুখর, অসংযত-বাক্‌, মূঢ়-স্মৃতি, অসম্প্রজ্ঞানী (বিদর্শন ভাবনালব্ধ জ্ঞান যে লাভ করিতে পারে নাই), অসমাহিত (যে সমাধিপরায়ণ নহে), বিভ্রান্তচিত্ত, অসংযতেন্দ্রিয়—এরূপ পুদ্‌গল সুপ্রমেয় নামে পরিগণিত। [অল্পজলবিশিষ্ট নদী অনায়াসে প্রমাণিত হওয়ার ন্যায় সুপ্রমেয় পুদ্‌গলকে সহজে প্রমাণ করা যায়]।

৩৫. দুষ্প্রমেয় পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল অনুদ্ধত, নিরহংকারী, অচপল, অমুখর, সংযত-বাক্‌, প্রত্যুৎপন্নস্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়—এইরূপ পুদ্‌গল দুষ্প্রমেয় নামে খ্যাত। (যেমন মহাসমুদ্রের জল প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। তদ্রূপ এই পুদ্‌গলকে প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ অনুমান করা সুকঠিন)।

৩৬. অপ্রমেয় পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল ইহজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে আসক্তিক্ষয় সাধন করিয়া অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া (ধর্মরস) উপভোগ করেন। এরূপ পুদ্‌গল অপ্রমেয় নামে প্রসিদ্ধ। (যেমন অসীম আকাশের সীমা নির্দেশ করা যায় না, তেমন এই পুদ্‌গলকেও প্রমাণ করিতে পারা যায় না বলিয়া অপ্রমেয়)।

৩৭. কিরূপ পুদ্‌গল সেবার, ভজনার ও সংস্রবের যোগ্য নহে?

কোনো পুদ্‌গল আপনার তুলনায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় হীনতর। এরূপ পুদ্‌গল দয়া ও অনুকম্পা ছাড়া সেবা, ভজনা কিংবা সংস্রবের পাত্র হইতে পারে না।

৩৮. কিরূপ পুদ্‌গল সেবা, ভজনা ও সংস্রযোগ্য?

কোনো পুদ্‌গল আপনার তুলনায় শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় সমতুল্য। এরূপ পুদ্‌গল সেবা, ভজনা, ও সংস্রবযোগ্য। ইহার কারণ কী? শীলবান, সমাধিপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান সৎপুরুষগণের সঙ্গে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-সম্পর্কিত যেই আলোচনা হইবে, তাহা আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার শ্রীবৃদ্ধি ও হিতার্থ সাধিত হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষ সাধনে আনুকূল্য করিবে। তদ্ধেতু এরূপ পুদ্‌গল সেবা, ভজনা ও সংস্রবযোগ্য।

৩৯. কিরূপ পুদ্‌গল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তির পাত্র ও সংস্রবযোগ্য?

কোনো পুদ্‌গল শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় আপনাপেক্ষা উন্নততর। এরূপ ব্যক্তিকে সৎকার ও গৌরবের সহিত সেবা, পূজা, ভজনা ও সংস্রব করা

কর্তব্য। ইহার কারণ কী? অপরিপূর্ণ শীল রাশিকে পরিপূর্ণ করিব বা পরিপূর্ণ শীলরাশিকে প্রজ্ঞা দ্বারা স্থানে স্থানে পর্যবেক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করিব। অপরিপূর্ণ সমাধি ও প্রজ্ঞাসমূহকে পরিপূর্ণ করিব বা পরিপূর্ণ সমাধিও প্রজ্ঞাসমূহকে স্থানে স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করিব। তদ্ধেতু এইরূপ পুদ্গল সৎকার ও গৌরবের সহিত সেব্য, ভক্তির পাত্র ও সংস্রবযোগ্য।

৪০. কিরূপ পুদ্গল ঘৃণ্য, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়?

কোনো পুদ্গল দুঃশীল, পাপ ধর্মপরায়ণ, অশুচিপরায়ণ, শঙ্কায় স্মরিতব্য আচারী প্রচ্ছন্নকর্মী, অশ্রমণ, অথচ শ্রমণ বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী, অব্রহ্মচারী, অথচ ব্রহ্মচারীরূপে পরিচয় প্রদানকারী, অন্তপূতিযুক্ত, কামাসক্ত, রাগাদি অপবিত্রতা-লিপ্ত। এইরূপ পুদ্গলের সেবা, ভজনা ও সংসর্গ করা অবিধেয়, বরং বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা করা উচিত। ইহার কারণ কী?

যেমন গূথগত (বিষ্ঠায় স্থিত) সর্প দংশন না করিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গূথলিপ্ত হয় সেইরূপ দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ ব্যক্তির অনুকরণ বা মত পোষণ না করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাপীমিত্র, পাপীসহায় ও পাপীর শরণাপন্ন বলিয়া দুর্নামগ্রস্ত হয়। তদ্ধেতু এ জাতীয় পুদ্গল ঘৃণ্য, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়।

৪১. কিরূপ পুদ্গল উপেক্ষনীয়, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়?

যেমন প্রদুষ্ট ব্রণ কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই অধিকতর দুঃখবেদনাযুক্ত হয়, যেমন তিন্দুক বৃক্ষ বা গাবগাছের অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড নির্বাণোম্মুখ অবস্থায় ছিটছিট ফটফট করিতে থাকে, তাহাতে আবার অন্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ঘর্ষিত হইলে অধিকতর ছিটছিট ফটফট করিয়া উঠে, যেমন দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠাকুল কাষ্ঠ বা লৌহ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে অধিকতর দুর্গন্ধ চারিদিকে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ কোনো পুদ্গল ক্রোধপরায়ণ, হা-হুতাশবহুল, সামান্য কিছু বলিলে রুষ্ট হয়, কোপিত হয়, অল্পতে বিকৃত হইয়া পড়ে, অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে, চিত্তে নির্মমভাব আনয়ন করে। ক্রোধাঙ্গ প্রদর্শন করে, হিংসা ও অসন্তোষজনক ব্যবহার করে। এরূপ ব্যক্তি উপেক্ষনীয়, অসেব্য, অভজনীয় ও অগমনীয়। তাহার কারণ কী? আমাকে আক্রোশ করিতে পারে, আমাকে পরিহাস করিতে পারে, তদ্ধেতু আমার অনর্থ ঘটাইতে পারে।

৪২. কিরূপ পুদ্গল সেব্য, ভজনীয় ও গমনীয়?

কোনো পুদ্গল শীলবান ও কল্যাণধর্মপরায়ণ—এরূপ পুদ্গলই সেব্য,

ভজনীয়, গমনীয়। ইহার কারণ কী? যদিও শীলবান ব্যক্তির অনুকরণ বা মত পোষণ করা না হয়, তথাপি কল্যাণমিত্রপরায়ণ, কল্যাণ-বন্ধুর সাহস, কল্যাণমিত্রের শরণাপন্ন বলিয়া এই ব্যক্তির সুযশ রটিতে থাকে। তদ্ধেতু এরূপ পুদ্গল সেব্য, ভজনীয় ও গমনীয়।

৪৩. কিরূপ পুদ্গল শীলপরিপূরক? এবং সমাধি ও প্রজ্ঞাসাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী?

স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদ্গল শীলপরিপূরক। সমাধি ও প্রজ্ঞাসাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী। (শীলানুশীলন পরিপূর্ণ করিতে যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ সমাপন করিয়াই স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী হইতে হয়। অপূর্ণ রাখিয়া পারা যায় না। সমাধির প্রতিপক্ষ—কাম, ক্রোধ ও প্রজ্ঞার প্রতিপক্ষ—মোহ ধ্বংস করিবার জন্য সমাধি ও প্রজ্ঞাসাধনায় যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ সমাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া বা আংশিক সমাধা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আংশিক সম্পাদনকারী।

৪৪. কিরূপ পুদ্গল শীল-সমাধিপরিপূরক এবং প্রজ্ঞাসাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী?

অনাগামী পুদ্গল শীল-সমাধিপরিপূরক এবং প্রজ্ঞাসাধনায় আংশিক সম্পাদনকারী।

৪৫. কিরূপ পুদ্গল শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাপরিপূরক?

অর্হৎগণ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার পরিপূরক। (এক্ষেত্রে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করিতে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণ সমাধা করিয়াছেন বলিয়াই অর্হৎগণ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাপরিপূরক।

৪৬-৪৮. ত্রিবিধ শাস্তা কে কে?

(ক) এই জগতে কোনো শাস্তা কামাতিক্রমসূচক প্রথম ধ্যানাধি দেশনা করেন, কিন্তু রূপাতিক্রমসূচক অরূপ সমাপত্তি ধ্যান কিংবা বেদনাতীত নির্বাণ ধর্মদেশনা করিতে পারেন না।

(খ) কোনো শাস্তা কামাতিক্রমসূচক প্রথম ধ্যানাদি ও রূপাতিক্রমসূচক অরূপ সমাপত্তি ধ্যান সম্পর্কে দেশনা করেন, কিন্তু বেদনাতীত নির্বাণ ধর্মদেশনা করিতে পারেন না।

(গ) কোনো শাস্তা কামাতিক্রমসূচক প্রথম ধ্যানাদি, রূপাতিক্রমসূচক অরূপসমাপত্তি ও বেদনাতীত নির্বাণ ধর্ম সম্পর্কে দেশনা করেন।

এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত প্রথম ধ্যানাদি সম্পর্কে উপদেশ দান করেন, কিন্তু রূপভবের অতীত অরূপ সমাপত্তি সম্পর্কে কিংবা

বেদনার অতীত নির্বাণধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন না, তিনি হইলেন রূপসমাপত্তিলাভী। (তিনি মনে করেন, 'ইহাই জীবনমুক্তির চরম'। তৈর্থিকগণ এরূপ মনে করিয়া থাকেন)। দ্বিতীয়োক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত প্রথম ধ্যানাদি সম্পর্কে এবং রূপভবের অতীত অরূপ সমাপত্তি সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু বেদনার অতীত নির্বাণধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন না, সেই শাস্তা হইলেন অরূপাবচর সমাপত্তিলাভী। (তিনি ভাবেন 'ইহাই মুক্তির চরম'। তৈর্থিকগণ এরূপ ভাবিয়া থাকেন)।

তৃতীয়োক্ত যে শাস্তা কামভবের অতীত রূপাবচর সমাপত্তি, রূপভবের অতীত অরূপাবচর সমাপত্তি ও বেদনার অতীত নির্বাণধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়া থাকেন, তিনি হইলেন সম্যকসম্বুদ্ধ। (তিনি রূপসমাপত্তি, অরূপসমাপত্তি ও নির্বাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন)। এই হইলেন ত্রিবিধ শাস্তা।

৪৯-৫১. অপর ত্রিবিধ শাস্তা কে কে?

(ক) কোনো শাস্তা ইহজীবনে ও পরজীবনে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন।

(খ) কোনো শাস্তা ইহজীবনে আত্মাকে সত্য শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন, কিন্তু পরজীবনে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না।

(গ) কোনো শাস্তা ইহ-পর কোনো জীবনেই আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না। এক্ষেত্রে যে শাস্তা ইহ ও পরজীবনে আত্মাকে ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন, তিনি শাশ্বতবাদী। যে শাস্তা ইহজীবনে আত্মাকে ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন, কিন্তু পরজীবনে ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না, তিনি উচ্ছেদবাদী। আর, যিনি ইহ-পর কোনো জীবনেই আত্মা স্বীকার করেন না কিংবা আত্মাকে ধ্রুব, শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করেন না। তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই হইলেন অপর ত্রিবিধ শাস্তা।

[ত্রিক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

৪. চতুষ্ক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি

১. অসৎপুরুষ কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো পুরুষ প্রাণঘাতী, অদত্ত গ্রহণকারী, বা পরস্বাপহারী, কামে মিথ্যাচারী বা পরদারগামী, মিথ্যাবাদী এবং মত্ততার কারণ—সুরা, মৈরয় ও মদ্যপায়ী হইয়া থাকে। এরূপ পুরুষ অসৎ নামে কথিত।

২. অসাধীয়ান (অসৎ হইতেও অসৎ) পুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও প্রাণিহন্তা, পরস্বাপহারী, পরদারগামী, মিথ্যাবাদী এবং মত্ততার কারণ—সুরা, মৈরয় ও মদ্যপায়ী এবং অপরকেও প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ, পরদার গমন, মিথ্যা ভাষণ, মত্ততার কারণ—সুরা, মৈরয়, মদ্যপানে প্ররোচিত করে। এরূপ পুরুষ অসাধীয়ান বা অধিকতর অসৎ নামে অভিহিত।

৩. সৎপুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ, পরদার গমন, মিথ্যাভাষণ, মত্ততার কারণ—সুরা, মৈরয় ও মদ্যপানে বিরত থাকেন। এরূপ পুরুষ সাধু।

৪. সাধীয়ান (অতিশয় সৎ) পুরুষ কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ, পরদার গমন, মিথ্যাভাষণ, মত্ততার কারণ—সুরা, মৈরয় ও মদ্যপানে বিরত থাকেন এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করেন। এরূপ পুরুষ সাধীয়ান বা অধিকতর সৎ নামে প্রসিদ্ধ।

৫. পাপী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল প্রাণিহত্যা, অদত্ত গ্রহণ, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বা অযথাবাক্য প্রয়োগ, অভিধ্যা বা পরসম্পত্তির প্রতি লোভ, ব্যাপাদ বা ক্রোধ এবং মিথ্যাদৃষ্টি—এই দশবিধ অকুশলকর্মে নিযুক্ত। এরূপ পুদ্‌গল পাপী নামে কথিত।

৬. পাপীয়ান (পাপী হইতেও পাপী) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল নিজেও প্রাণিহত্যাদি দশবিধ অকুশলকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও ঐ সকল দুষ্কার্যে প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত করে। এরূপ পুদ্‌গল পাপীয়ান বা অধিকতর পাপী বলিয়া পরিগণিত।

৭. পুণ্যবান পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল প্রাণিহত্যাদি এই দশবিধ কুশলকর্মে নিযুক্ত থাকেন। এরূপ পুদ্‌গল পুণ্যবান পুদ্‌গল নামে খ্যাত।

৮. পুণ্যবত্তর পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুরুষ নিজেও উক্ত দশবিধ অকুশলকর্মে বিরত থাকেন এবং অপরকেও ওই সকল অকুশলকর্মে বিরত থাকিবার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। এরূপ পুদ্‌গল পুণ্যবত্তর নামে বিখ্যাত।

৯-১২. পাপাত্মা, অধিকতর পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, অধিকতর পুণ্যাত্মা।

(পূর্বোক্ত ৫-৮ নম্বরযুক্ত পুদ্গল বর্ণনার অনুরূপ)

১৩. সদোষ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল দোষযুক্ত কায়কর্ম-সমন্বিত, দোষযুক্ত বচীকর্ম-সমন্বিত, দোষযুক্ত মনোকর্ম-সমন্বিত। এরূপ পুদ্‌গল সদোষ নামে কথিত।

১৪ দোষবহুল পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল দোষযুক্ত বহু কায়কর্ম, বহু বচীকর্ম ও বহু মনোকর্ম-সমন্বিত, কিন্তু দোষশূন্য কায়কর্ম, বচীকর্ম ও মনোকর্ম অল্পই সম্পাদন করিয়া থাকে। এরূপ পুদ্‌গল দোষবহুল নামে অভিহিত।

১৫. অল্পদোষ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল দোষশূন্য কায়কর্ম, দোষশূন্য বচীকর্ম ও দোষশূন্য মনোকর্ম বহুলভাবে সম্পাদন করেন, কিন্তু দোষযুক্ত কায়কর্ম, দোষযুক্ত বচীকর্ম ও দোষযুক্ত মনোকর্ম অল্পই সম্পাদন করেন। এরূপ ব্যক্তি অল্পদোষ নামে অভিহিত।

১৬. নির্দোষ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল দোষশূন্য কায়কর্মসমন্বিত, দোষশূন্য বচীকর্মসমন্বিত, দোষশূন্য মনোকর্ম-সমন্বিত—এরূপ পুদ্‌গল নির্দোষ নামে খ্যাত।

১৭. উদঘাটিতজ্ঞ (যিনি আভাষে সব বোঝেন) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

সংক্ষেপে ভাষণ করা মাত্রই যে পুদ্‌গলের বোধগম্য হয় এবং ধর্মজ্ঞান লাভ হয়—তাঁহাকে উদঘাটিতজ্ঞ বলে।

১৮. বিপশ্চিতজ্ঞ (যিনি সামান্য ব্যাখ্যায় মর্মার্থ বুঝিয়া নিতে পারেন) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইলে যাঁহার হৃদয়ঙ্গম ও ধর্মজ্ঞান লাভ হয়—তাঁহাকে বিপশ্চিতজ্ঞ বলে।

১৯. নীয়মান (যিনি পদে পদে বুঝিয়া বুঝিয়া অর্থবোধ লাভ করেন) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যে ব্যক্তির ধর্ম শ্রবণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মনোনিবেশ-সহকারে জ্ঞানাবধান দ্বারা এবং কল্যাণমিত্রের সেবা, ভজনা ও সংসর্গে ক্রমশ ধর্মজ্ঞান লাভ হয়—সেই ব্যক্তি নীয়মান নামে অভিহিত।

২০. পদপরম (যিনি পদ মাত্র মুখস্থ করিতে সক্ষম, অর্থবোধে হতভম্ব) পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

বহু শ্রবণ, বহু ভাষণ, বহু ধারণ এবং বহুলভাবে শিক্ষা প্রদান সত্ত্বেও যাঁহার ইহজীবনে ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না, তাঁহাকে 'পদপরম' পুদ্‌গল বলে।

২১. যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে অক্ষম। এরূপ ব্যক্তি যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্ত প্রতিভ নামে অভিহিত।

২২. মুক্তপ্রতিভ, নহে যুক্তপ্রতিভ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত এবং সহসা উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই উত্তর যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ পুদ্‌গল মুক্তপ্রতিভ, নহে যুক্তপ্রতিভ নামে অভিহিত।

২৩. যুক্তপ্রতিভ ও মুক্তপ্রতিভ পুদ্‌গল কাহাকে বলে? যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া যুক্তিসঙ্গত এবং সহসা উত্তর দিতে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তি যুক্তপ্রতিভ ও মুক্তপ্রতিভ।

২৪. নহে যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সহসা কিংবা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে অক্ষম—এরূপ পুদ্‌গল নহে যুক্তপ্রতিভ, নহে মুক্তপ্রতিভ।

২৫-২৮. চারি প্রকার ধর্মোপ্রদশক কে কে? চারি প্রকার ধর্মোপদেশক :

(ক) কোনো ধর্মকথক বা উপদেষ্টা (পরিষদে) অল্পমাত্র ভাষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। পরিষদ এরূপ দক্ষ নহে যে উক্ত ভাষণ সঙ্গতাসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। এইরূপ ধর্মকথক এই জাতীয় পরিষদে ধর্মকথক রূপেই পরিগণিত।

(খ) কোনো ধর্মকথক (পরিষদে) অল্পমাত্র ভাষণ করেন বটে, কিন্তু তাহা সুসঙ্গত এবং পরিষদও এরূপ দক্ষ যে উক্ত ভাষণ যৌক্তিক কি অযৌক্তিক—তাহা বিবেচনা করিতে সক্ষম। এরূপ ধর্মকথক এইরূপ পরিষদে ধর্মকথক নামেই অভিহিত।

(গ) কোনো ধর্মকথক (পরিষদে) বহুলভাবে ধর্মদেশনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেশনা উপযোগী নহে। পরিষদও এরূপ দক্ষ নহেন যে উক্ত দেশনা যৌক্তিক কী অযৌক্তিক—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এরূপ ধর্মকথকও এইরূপ পরিষদে ধর্মকথক নামেই খ্যাত।

(ঘ) কোনো ধর্মকথক আপন প্রতিভায় পরিষদে যুক্তিযুক্ত ও অর্থপূর্ণ বহু ধর্মোপদেশ প্রদানে সক্ষম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিষদও ইহার যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা নির্ধারণে সক্ষম। এই জাতীয় ধর্মকথক এইরূপ সভায় ধর্মকথক রূপেই বিখ্যাত। এই হইলেন চারি প্রকার ধর্মকথক।

২৯-৩২. চারি প্রকার বলাহকোপম পুদ্‌গল কে কে?

চারি প্রকার বলাহক বা মেঘ। যথা :

(ক) কোনো বলাহক গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না।

(খ) কোনো বলাহক বর্ষণ করে, কিন্তু গর্জন করে না।

(গ) কোনো বলাহক গর্জন করে, বর্ষণও করে।

(ঘ) কোনো বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না।

এরূপ চারি প্রকার বলাহকোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার পুদ্‌গল কিরূপ? যথা : বক্তা, কিন্তু কর্তা নহে। কর্তা, কিন্তু বক্তা নহে। বক্তা ও কর্তা। বক্তাও নহে, কর্তাও নহে।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী কিন্তু বর্ষণকারী নহেন?

কোনো পুদ্‌গল প্রথমোক্ত মেঘের মত অপরকে বহু উপদেশ দেন, কিন্তু কাজ করেন না। এইরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী, বর্ষণকারী নহেন।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল বর্ষণকারী, গর্জনকারী নহেন?

কোনো পুদ্‌গল দ্বিতীয়োক্ত মেঘের ন্যায় নিজে কাজ করেন, কিন্তু অপরকে উপদেশ দিতে পারেন না। এইরূপ পুদ্‌গল বর্ষণকারী, গর্জনকারী নহেন।

(গ) কিরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

কোনো পুদ্‌গল উপদেশ দানেও সক্ষম এবং তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদনেও দক্ষ। যেমন তৃতীয় প্রকার বলাহক গর্জনও করে, বর্ষণও করে। এইরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারী ও বর্ষণকারী।

(ঘ) কিরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারীও নহে বর্ষণকারীও নহে?

কোনো পুদ্‌গল উপদেশ দানেও অক্ষম এবং কার্য সম্পাদনেও অসমর্থ। যেমন চতুর্থ বলাহক গর্জনও করে না, বর্ষণও করে না। এরূপ পুদ্‌গল গর্জনকারীও নহে, বর্ষণকারীও নহে।

এই চতুর্বিধ বলাহকোপম ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।

৩৩-৩৬. চারি প্রকার মূষিকোপম পুদ্‌গল কে কে?

চারি প্রকার মূষিক। যথা :

(ক) কোনো মূষিক গর্ত খনন করে কিন্তু তাহাতে বাস করে না।

(খ) কোনো মূষিক গর্তে বাস করে কিন্তু গর্ত খনন করে না।

(গ) কোনো মূষিক গর্ত খননও করে এবং গর্তে বাসও করে।

(ঘ) কোনো মূষিক গর্ত খননও করে না, গর্তে বাসও করে না। এই চারি প্রকার মূষিকোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল গর্ত খননকারী; কিন্তু গর্তনিবাসী নহে?

কোনো পুদ্গল ধর্মবিনয় শিক্ষা করে, সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুক্তক, জাতক, অদ্ভুত-ধর্ম ও বেদল্য, কিন্তু 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখের কারণ' 'ইহা দুঃখের নিরোধ' ইহা দুঃখ-নিরোধের উপায়' যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী, কিন্তু গর্ত নিবাসী নহে। যেমন প্রথমোক্ত মূষিক গর্ত খনন করে কিন্তু তথায় বাস করে না।

(খ) কিরূপ পুদ্গল গর্তনিবাসী, কিন্তু গর্ত-খনক নহে।

কোনো পুদ্গল সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুক্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্য ইত্যাদি ধর্মবিনয় শিক্ষা করেন না কিন্তু 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখের কারণ', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়', যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। এরূপ পুদ্গল গর্তে বাস করেন বটে, কিন্তু গর্ত খনন করেন না। যেমন দ্বিতীয়োক্ত মূষিক গর্তে বাস করে, কিন্তু গর্ত খনন করে না।

(গ) কিরূপ পুদ্গল গর্ত-খনক ও গর্তনিবাসী?

কোনো পুদ্গল সূত্রাদি নবাঙ্গবিশিষ্ট অনুশাসন শিক্ষা করেন এবং দুঃখাদি চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন। এরূপ পুদ্গল গর্ত খননকারী ও গর্তনিবাসী নামে খ্যাত। যেমন তৃতীয় প্রকার মূষিক গর্ত-খনক ও গর্তনিবাসী।

(ঘ) কিরূপ পুদ্গল গর্ত-খনকও নহে, গর্তনিবাসীও নহে?

কোনো পুদ্গল সূত্রাদি ধর্মবিনয় শিক্ষাও করে না এবং দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধিও করিতে পারে না। যেমন কোনো কোনো মূষিক গর্ত খনন করিতেও জানে না, গর্তে বাসও করে না। এরূপ ব্যক্তি গর্ত খনকও নহে এবং গর্ত নিবাসীও নহে। এরূপ চতুর্বিধ মূষিকোপম পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।

৩৭-৪০. চারি প্রকার অম্বোপম পুদ্গল কে কে?

চারি প্রকার অম্ব। কাঁচা অথচ পক্ববর্ণ। পাকা অথচ কাঁচাবর্ণ. কাঁচা—কাঁচা বর্ণ, পাকা—পাকাবর্ণ। এরূপ চারি প্রকার অম্বোপম পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কিরূপ? অপরিক্ক কিন্তু পক্ববর্ণবিশিষ্ট, পরিপক্ক কিন্তু অপক্ববর্ণবিশিষ্ট। পরিণত—পরিণতবর্ণ এবং অপরিণত—অপরিণতবর্ণ।

(ক) কিরূপ পুদ্গল অপরিপক্ক কিন্তু পক্ববর্ণবিশিষ্ট?

কোনো পুদ্গলের অভিগমন-প্রতিগমন বা চলা-ফেরা, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন-প্রসারণ, সঙ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (জনসাধারণের পক্ষে) অতীব সন্তোষজনক, কিন্তু তিনি

'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখের কারণ', 'ইহা দুঃখনিরোধ', 'ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা' যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেমন কাঁচা আমের অস্বাভাবিক পক্কবর্ণ। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল অপরিপক্ক, কিন্তু পক্কবর্ণবিশিষ্ট।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল পরিপক্ক, কিন্তু কাঁচাবর্ণবিশিষ্ট?

কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন বা চলাফেরা, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন-প্রসারণ, সজ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (জনসাধারণের পক্ষে) প্রসন্নতাজ্ঞাপক নহে, কিন্তু দুঃখাদি চতুরার্যসত্য যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম। পাকা আমের কাঁচাবর্ণের ন্যায় এই পুদ্‌গল পরিপক্ক, কিন্তু কাঁচাবর্ণবিশিষ্ট।

(গ) কিরূপ পুদ্‌গল অপরিপক্ক—অপরিপক্ক বর্ণবিশিষ্ট?

কোনো পুদ্‌গলের গমনাগমন, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন-প্রসারণ, সজ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহার (লোকসমাজে) সন্তোষজনক নহে, তিনি চতুরার্যসত্যও যথাযথ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যেমন কাঁচা আমের অভ্যন্তরেও কাঁচা, বহির্ভাগও কাঁচাবর্ণবিশিষ্ট। এরূপ পুদ্‌গল অপরিপক্ক—অপরিপক্কবর্ণবিশিষ্ট।

(ঘ) কিরূপ পুদ্‌গল পরিপক্ক—পরিপক্কবর্ণবিশিষ্ট?

কোনো পুদ্‌গলের অভিগমন-প্রতিগমন, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন-প্রসারণ, সজ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্যিক ব্যবহারও (লোকসমাজে) অতীব প্রীতিজনক এবং তিনি দুঃখাদি চতুরার্যসত্য যথাযথ দর্শন করিতে সক্ষম। যেমন পরিপক্ক আম্র এবং ইহার বর্ণগন্ধ রসও পরিপক্ক। এইরূপ পুদ্‌গল পরিপক্ক—পরিপক্ক বর্ণবিশিষ্ট। এই চতুর্বিধ অম্বোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

৪১-৪৪. চারি প্রকার কুম্ভোপম পুদ্‌গল কে কে?

চারি প্রকার কুম্ভ। শূন্য—আবৃত, পূর্ণ—অনাবৃত, শূন্য—অনাবৃত, পূর্ণ—আবৃত। এইরূপ চারি প্রকার কুম্ভোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কিরূপ? শূন্যগর্ভ—বহিরোবৃত, পূর্ণগর্ভ—অনাবৃত, শূন্যগর্ভ—অনাবৃত, পূর্ণগর্ভ—বহিরাবৃত।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল শূন্যগর্ভ—বহিরাবৃত?

কোনো ব্যক্তির গতিবিধি, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন-প্রসারণ, সজ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্য আচার-ব্যবহারে (লোকের) প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তিনি দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতে

অক্ষম। যেমন কুম্ভের অন্তঃদেশ সারপদার্থ শূন্য, কিন্তু মুখটি সুন্দর আবরণ দ্বারা আবৃত। এরূপ পুদ্‌গল শূন্যগর্ভ—বহিরাবৃত নামে খ্যাত।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল পূর্ণগর্ভ—অনাবৃত?

কোনো ব্যক্তির গতিবিধি, দৃষ্টির অবলোকন-বিলোকন, কায়ার সঙ্কোচন-প্রসারণ, সজ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণ ইত্যাদি বাহ্য আচার-ব্যবহার সন্তোষজনক নহে। কিন্তু তিনি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যেমন কুম্ভের অন্তঃদেশ সার পদার্থ পরিপূর্ণ। কিন্তু মুখটি আবৃত নহে। এরূপ পুদ্‌গল পূর্ণগর্ভ—অনাবৃত।

(গ) কিরূপ পুদ্‌গল শূন্যগর্ভ—অনাবৃত?

কোনো ব্যক্তির অভিগমনাদি বাহ্যিক ব্যবহারও সন্তোষজনক নহে এবং চতুরার্যসত্যও উপলব্ধ নহে। যেমন কুম্ভের অন্তঃদেশ পদার্থশূন্য এবং মুখও অনাবৃত। এরূপ ব্যক্তি শূন্যগর্ভ—অনাবৃত।

(ঘ) কিরূপ পুদ্‌গল পূর্ণগর্ভ—বহিরাবৃত?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-ব্যবহারও সন্তোষজনক এবং তিনি চতুরার্যসত্যও যথাভূত উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যেমন কুম্ভের অন্তঃদেশ পদার্থপূর্ণ ও মুখটিও সুন্দর আবৃত। এরূপ ব্যক্তি পূর্ণগর্ভ—বহিরাবৃত। এই চতুর্বিধ কুম্ভোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

৪৫-৪৮. চারি প্রকার হ্রদোপম পুদ্‌গল কে কে?

চারি প্রকার হ্রদ; যথা : চটাল বা অগভীর কিন্তু গভীর বলিয়া প্রতীয়মান। গভীর কিন্তু চটাল বলিয়া প্রতীয়মান। চটাল—চটাল বলিয়া প্রতীয়মান। গভীর—গভীর বলিয়া প্রতীয়মান। এইরূপ চারি প্রকার উদক হ্রদোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কিরূপ? অগম্ভীর—গম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান। গম্ভীর—অগম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান। অগম্ভীর—অগম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান। গম্ভীর—গম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল অগম্ভীর—গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-ব্যবহার গাম্ভীর্যপূর্ণ, সন্তোষজনক, কিন্তু দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি তাঁহার সাধ্যাতীত। যেমন কোনো কোনো হ্রদ জানুপরিমিত জলবিশিষ্ট হইলেও ইহার জলের পনেরো প্রকার বর্ণবৈষম্যহেতু তলদেশ দৃষ্টিগোচরে আসিয়া গম্ভীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল গম্ভীর, কিন্তু অগম্ভীর ভাবব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-ব্যবহার সন্তোষজনক নহে, কিন্তু চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করা তাঁহার ক্ষমতাধীন। যেমন কোনো কোনো হ্রদে

গভীর জল থাকা সত্ত্বেও ইহার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতাহেতু তলদেশ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচরে আসে, গভীর হইলেও অগভীর বলিয়া মনে হয়। এরূপ ব্যক্তি গম্ভীর, কিন্তু অগম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান।

(গ) কিরূপ পুদ্গল অগম্ভীর—অগম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান?

কোনো পুদ্গলের অভিগমনাদি বাহ্যিক আচার-ব্যবহারও সন্তোষজনক নহে এবং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিতেও প্রচুর অক্ষমতা বিদ্যমান। যেমন কোনো হ্রদ স্বভাবত চটাল, অল্পজলবিশিষ্ট। তাহা দেখিতেও অগভীর উত্তান। এরূপ অগম্ভীর পুদ্গল অগম্ভীর বলিয়া প্রতীয়মান।

(ঘ) কিরূপ পুদ্গল গম্ভীর এবং গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক?

কোনো ব্যক্তির অভিগমনাদি বাহ্যিক আচার-ব্যবহার অতীব প্রীতিজনক এবং দুঃখাদি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি ও তাঁহার নৈপুণ্যও প্রশংসাজনক। যেমন কোনো হ্রদের তলদেশ অতিশয় গভীর, বহুদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিতেও অতীব গম্ভীর। ইহার আকৃতি গম্ভীর মূর্তিমান। গম্ভীর ভাবোদ্দীপক। এরূপ পুদ্গল গম্ভীর এবং গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক। এই চতুর্বিধ হ্রদোপম পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।

৪৯-৫২. চারি প্রকার বলীবর্দোপম পুদ্গল কে কে?

চারি প্রকার বলীবর্দ। স্বদলচণ্ড নহে পরদলচণ্ড, পরদলচণ্ড নহে স্বদলচণ্ড, স্বদলচণ্ড এবং পরদলচণ্ড, নহে স্বদলচণ্ড নহে পরদলচণ্ড। এই চারি প্রকার বলীর্দোপম পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। সেই চতুর্বিধ কিরূপ? স্বদলচণ্ড নহে পরদলচণ্ড, পরদলচণ্ড নহে স্বদলচণ্ড, স্বদলচণ্ড এবং পরদলচণ্ড। নহে স্বদলচণ্ড—নহে পরদলচণ্ড।

(ক) কিরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড—নহে পরদলচণ্ড?

কোনো পুদ্গল আপন পরিষদ বা আত্মীয়স্বজনের সহিত সর্বদা ঝগড়া বিবাদ করে, কিন্তু অপরের সহিত তাহা না করিয়া সর্বদা সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলে। যেমন—প্রথমোক্ত বলীবর্দ স্ব-দলীয় গো-সকলকে নানারূপ উৎপীড়ন করে, কিন্তু অন্য ঘরের গো গণকে কোনোরূপ উৎপীড়ন করে না। এবং অন্যগুলির প্রতি শান্তশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। এইরূপ পুদ্গল স্বদলচণ্ড—নহে পরদলচণ্ড নামে কথিত।

(খ) কিরূপ পুদ্গল পরদলচণ্ড—নহে স্বদলচণ্ড?

কোনো ব্যক্তি অপরকে উৎপীড়ন করে। অপরের সহিত হিংসা-হিংসি করে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সহিত রেষারেষি করে না। সর্বদা প্রীতি-ভালোবাসা রক্ষা করিয়া চলে। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ অপরাপর গো-

সকলকে উৎপীড়ন করে। আপন ঘরের গো-সকলের সহিত কোনোরূপ উপদ্রব করে না। এরূপ পুদ্‌গল পরদলচণ্ড—নহে স্বদলচণ্ড।

(গ) কিরূপ পুদ্‌গল স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড?

কোনো ব্যক্তি আপন পরিষদ বা জাতি জ্ঞাতির সহিত অহোরাত্র উৎপীড়ন, বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকে এবং অপর লোকজনের সহিতও সর্বদা ঝগড়াঝাটি করে। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ স্বদলীয় ও পরদলীয় গো-গণকে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া উৎপীড়িত করে। এরূপ ব্যক্তি স্বদলচণ্ড ও পরদলচণ্ড নামে অভিহিত।

(ঘ) কিরূপ পুদ্‌গল নহেন স্বদলচণ্ড, নহেন পরদলচণ্ড?

কোনো পুদ্‌গল স্বপরিষদ কিংবা পর পরিষদের সহিত কোনোরূপ বিরোধ ঘটায় না। সর্বদা মৈত্রী-করুণাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। যেমন কোনো কোনো বলীবর্দ স্বপরিষদ কিংবা পরপরিষদ—কাহারও সঙ্গে কোনোরূপ প্রচণ্ডতা প্রদর্শন করে না। এইরূপ পুদ্‌গল নহেন স্বদলচণ্ড, নহেন পরদলচণ্ড নামে অভিহিত। এই চতুর্বিধ বলীবর্দোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

৫৩-৫৬. চারি প্রকার সর্পোপম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

চারি প্রকার সর্প; যথা : আগতবিষ নহে, ঘোরবিষ; কোনো সর্প ঘোরবিষ, নহে আগতবিষ; কোনো সর্প আগতবিষ ও ঘোরবিষ; কোনো সর্প নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ। এরূপ চারি প্রকার সর্পোপম ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান। চারি প্রকার কিরূপ? কোনো ব্যক্তি আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ; কোনো ব্যক্তি ঘোরবিষ, নহে আগতবিষ; কোনো ব্যক্তি আগতবিষ ও ঘোরবিষ; কোনো ব্যক্তি নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে বিষ সহসা আসে এবং সহসা পড়িয়া যায়। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তেমন কোনো ব্যক্তি সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহার সেই ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। এরূপ ব্যক্তি আগতবিষ, নহে ঘোরবিষরূপে বর্ণিত।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল ঘোরবিষ, নহে আগতবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ আসে না, কিন্তু একবার আসিলে সহসা পড়ে না, অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়; তেমনি কোনো পুদ্‌গল সর্বদা ক্রুদ্ধ হয় না, কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তবে সহসা পড়িয়া যায় না। দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। এইরূপ পুদ্‌গল ঘোরবিষ, নহে আগতবিষ নামে পরিচিত।

(গ) কিরূপ পুদ্‌গল আগতবিষ ও ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পের দন্তে সহসা বিষ উৎপন্ন হয় এবং সেই বিষ সহসা পড়িয়া যায় না, বহুক্ষণ স্থায়ী থাকে, তেমনি কোনো পুদ্‌গল অনুক্ষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহার সেই উৎপন্ন ক্রোধ চিত্তে বিঁধিয়া রাখে, সহসা ত্যাগ করিতে পারে না। এরূপ পুদ্‌গল আগত বিষ ও ঘোরবিষ নামে অভিহিত।

(ঘ) কিরূপ পুদ্‌গল নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ?

যেমন কোনো সর্পে দন্তে বিষ সর্বদা আসে না এবং সময়ে যদিও বা আসে, তৎক্ষণাৎ তাহা পড়িয়া যায়; তেমনি কোনো পুদ্‌গল সর্বদা ক্রোধ উৎপাদন করে না এবং যদিও সাময়িক ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অতি সহসা তাহা পড়িয়া যায়। এইরূপ পুদ্‌গল নহে আগতবিষ, নহে ঘোরবিষ নামে খ্যাত।

৫৭. কিরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া, যথাযথ না জানিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী হয়?

কোনো পুদ্‌গল দুর্নীতিপরায়ণ (সম্যক, অনুবর্তনীয়, অনুলোম, অবিরুদ্ধ ও ধর্মানুধর্ম—এই পাঁচ প্রকার প্রতিপদায় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া তদ্বিপরীত প্রতিপদায় প্রতিষ্ঠিত) বিপথগামী তৈর্থিক বা তৈর্থিক শ্রাবকসংঘকে সুপ্রতিপন্ন ও সুপথগামী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। এইরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া, যথাযথ না জানিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী হয়।

৫৮. কিরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী?

কোনো ব্যক্তি সুনীতিপরায়ণ (সম্যক, অনুবর্তনীয়, অনুলোম, অবরুদ্ধ ও ধর্মানুধর্ম—এই পাঁচ প্রকার প্রতিপদায় সুপ্রতিষ্ঠিত) সুপথগামী বুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবকসংঘকে দুষ্প্রতিপন্ন ও কুপথগামী বলিয়া দুর্নাম রটাইতে থাকে। এইরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী হয়।

৫৯. কিরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা না করিয়া ও যথাযথ অবগত না হইয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসাদ প্রদর্শনকারী?

কোনো পুদ্‌গল দুর্নীতির প্রতি, মিথ্যামার্গের প্রতি ‘‘ইহা সুনীতি, ইহা সৎমার্গ’’ বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদ্‌গল বিবেচনা... প্রদর্শনকারী হয়।

৬০. কিরূপ পুদ্‌গল সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সম্যক অবগত না হইয়া প্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসাদ প্রদর্শনকারী।

কোনো পুদ্‌গল সৎপ্রতিপদায়, সম্যক প্রতিপদায় ‘‘ইহা অসৎ, ইহা

মিথ্যা'' প্রতিপদা বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদ্গল... প্রদর্শনকারী হয়।

৬১. কিরূপ পুদ্গল বিবেচনাপূর্বক ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী?

কোনো পুদ্গল দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যা মার্গারূঢ় তৈর্থিক ও তাঁহাদের শ্রাবক সংঘকে দুর্নীতিপরায়ণ, মিথ্যা মার্গারূঢ় বলিয়া অপযশ করে। এরূপ পুদ্গল বিবেচনাপূর্বক ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক নিন্দনীয় ব্যক্তির নিন্দাকারী হয়।

৬২. কিরূপে পুদ্গল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধানপূর্বক প্রশংসনীয় ব্যক্তির প্রশংসাকারী হয়?

কোনো পুদ্গল সুনীতিপরায়ণ, সদ্মার্গারূঢ় বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকসংঘের ''সুপ্রতিপন্ন, সম্যক প্রতিপন্ন'' বলিয়া সুনাম রটায়। এরূপ পুদ্গল... প্রশংসাকারী হয়।

৬৩. কিরূপ পুদ্গল সম্যক বিবেচনা ও যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া অপ্রসাদনীয় বিষয়ে অপ্রসন্ন হয়?

কোনো পুদ্গল দুর্নীতি ও মিথ্যামার্গের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে 'ইহা দুর্নীতি, হইা মিথ্যামার্গ'। এইরূপ পুদ্গল... অপ্রসন্ন হয়।

৬৪. কিরূপ পুদ্গল যথার্থ বিবেচনা ও সম্যক অনুসন্ধান করিয়া প্রসাদনীয় বিষয়ে প্রসন্ন হয়?

কোনো পুদ্গল সুনীতি ও সম্যক মার্গের প্রতি 'ইহা সুনীতি, ইহা সৎ মার্গ' বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এরূপ পুদ্গল... প্রসন্ন হয়।

৬৫. কিরূপে মানুষ যথাসময়ে সত্য সত্যই নিন্দনীয়ের নিন্দাকারী হয়, কিন্তু প্রশংসনীয়ের প্রশংসাকারী হয় না?

কোনো লোকের মধ্যে সুনাম দুর্নামের কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা বাস্তবিকই দুর্নামের কারণ—যে ব্যক্তি তাহা যথাকালে রটনা করে, কিন্তু যাহা বাস্তবিকই সুনামের কারণ—তাহা যথাকালে রটনা করে না। এইরূপ লোক... প্রশংসাকারী হয় না।

৬৬. কিরূপ মানুষ যথার্থ ও সত্য সত্যই প্রশংসার্হ ব্যক্তির উপযুক্তকালে প্রশংসাকারী, কিন্তু অপ্রশংসার্হ ব্যক্তির অপ্রশংসাকারী নহে?

কোনো লোকের মধ্যে যশ-অযশের কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা সত্য সত্যই যশের কারণ—যে ব্যক্তি তাহা যথাকালে রটনা করে, কিন্তু যথার্থ অযশের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যথাকালে তাহা রটনা করে না। এরূপ লোক... অপ্রশংসাকারী নহে।

৬৭. কিরূপ পুরুষ যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসার্হ ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারী ও প্রশংসার্হ ব্যক্তির যথাকালে প্রশংসাকারী?

কোনো লোকের মধ্যে সুকীর্তি-কুকীর্তির কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা বাস্তবিকই সুকীর্তি-কুকীর্তির কারণ, যিনি যথার্থ ও সত্য সত্যই উপযুক্ত সময়ে সুকীর্তি-কুকীর্তি রটনা করেন, যথাকালে এইভাবে যথার্থ বর্ণনার জন্য তিনি কালজ্ঞ নামে অভিহিত। এরূপ ব্যক্তি যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসার্হ ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারী ও প্রশংসার্হ ব্যক্তির যথাকালে প্রশংসাকারী হয়।

৬৮. কিরূপ পুদ্‌গল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসনীয় ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারীও নহেন এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তির যথাকালে প্রশংসাকারীও নহেন?

কোনো লোকের মধ্যে সুখ্যাতি-কুখ্যাতি উভয়ই বিদ্যমান। তাঁহার মধ্যে যাহা সুখ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি এতদুভয়ের কোনোটিরই কোনো সময়ে যিনি রটনা করেন না, তিনি উপেক্ষাসহগত, স্মৃতিমান, সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী হইয়া অবস্থান করেন। এরূপ পুদ্‌গল যথার্থ ও সত্য সত্যই অপ্রশংসনীয় ব্যক্তির যথাকালে অপ্রশংসাকারীও নহেন এবং প্রশংসনীয় ব্যক্তির যথাকালে প্রশংসাকারীও নহেন।

৬৯. কিরূপ পুদ্‌গল উত্থান ফলোপজীবী, নহে পুণ্য ফলোপজীবী?

যেই ব্যক্তির আপন বীর্যবলে, একান্ত প্রচেষ্টায়, কঠোর পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহিত হয়, পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফল দ্বারা নহে। এরূপ পুদ্‌গল উত্থান ফলোপজীবী, নহে পুণ্যফলোপজীবী।

৭০. কিরূপ পুদ্‌গল পুণ্যফলোপজীবী, নহে উত্থান ফলোপজীবী?

যে-সকল পুদ্‌গল পূর্বজন্ম কৃত পুণ্যফল লাভ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু উৎসাহ, উদ্যম কিংবা পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া নহে। পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ হইতে তদুপরি ব্রহ্মকায়িক দেবগণ পুণ্য ফলোপজীবী।

৭১. কিরূপ পুদ্‌গল উত্থান ফলোপজীবী ও পুণ্যফলোপজীবী?

যে-সকল পুদ্‌গলের, চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, বীর্য এবং পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফল প্রভাবে জীবিকা নির্বাহিত হয়, তাহাকে উত্থান ও পুণ্যফলোপজীবী পুদ্‌গল বলে।

৭২. কিরূপ পুদ্‌গল উত্থান ফলোপজীবীও নহে এবং পুণ্য ফলোপজীবীও নহে?

নৈরয়িক প্রাণিগণ উত্থান কিংবা পুণ্য ফলোপজীবী নহে।

৩৭. তমঃতমোপরায়ণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক নীচকুলে পুনর্জন্মগ্রহণ করে। যেমন চণ্ডাল কুলে, নিষাদকুলে, বেণকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ুদারকুলে কিংবা অন্ন-পান-ভোজন অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলে—যেখানে অতিশয় দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। যাহার ফলে সে দুর্বর্ণ, দুর্দর্শনীয়, কুৎসিত, খর্বাকৃতি বহু রোগগ্রস্ত, কানা, কুনি, খঞ্জ অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। অল্পান্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান-মালা-গন্ধদ্রব্য, পেষণ-লেপন, শয্যাসন, আবাস ও তৈলবর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করিতে পারে না। এবং ইহজীবনে সে কায়-মনো-বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা দুশ্চরিতের আচরণ করিয়া দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। এরূপ লোক তমঃতমোপরায়ণ নামে কথিত।

৭৪. তমঃজ্যোতিপরায়ণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক নীচকুলে পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন চণ্ডালকুলে, নিষাদকুলে, বেণকুলে, চর্মকারকুলে, ঝাড়ুদারকুলে কিংবা অন্নপান-ভোজন অভাবক্লিষ্ট দরিদ্রকুলে, যেখানে অতি দুঃখকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়। যাহার ফলে সে কুশ্রী, দুর্দর্শনীয়, কুৎসিত, খর্বাকৃতি, বহু রোগগ্রস্ত, কানা, কুনি, খঞ্জ কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে অল্পান্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, বাহন, মালা-গন্ধ-দ্রব্য, পেষণ, লেপন, শয্যাসন, আবাস ও তৈলবর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সে ইহজীবনে কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত্রের আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা তাহা আচরণপূর্বক দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় এরূপ লোক তমঃজ্যোতিপরায়ণ নামে অভিহিত।

৭৫. জ্যোতিঃতমোপরায়ণ লোক কাহাকে বলে?

এই জগতে কোনো লোক উচ্চবংশে পুনর্জন্মগ্রহণ করে। যেমন, মহাবিভবশালী গৃহপতিবংশে অথবা ধনাঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যসম্পন্ন, প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন কিংবা প্রভূত ধন-ধান্যসম্পন্ন পরিবারে। সে অতীব সুশ্রী সুদর্শন, সুপ্রসন্ন ও পরম বর্ণসৌন্দর্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মালা, গন্ধ-দ্রব্য, পেষণ, লেপন, শয্যাসন, আবাস ও তৈলবর্তিকা ইত্যাদি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। অতঃপর সে এই সকল উপভোগ্য দ্রব্য লাভ করিয়া সর্বদা কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত্র ও মনোদুশ্চরিত আচরণ করে। এইরূপ আচরণ করিতে করিতে দুষ্কর্মহেতু

দেহান্তে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপ পুদ্‌গল জ্যোতিঃতমোপরায়ণ নামে অভিহিত।

৭৬. মানুষ কিরূপে জ্যোতিঃজ্যোতিপরায়ণ হন?

এ জগতে কোনো লোক উচ্চবংশে পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন, মহাবিভবশালী ক্ষত্রিয়বংশে, মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণবংশে, কিংবা মহাবিভবশালী গৃহপতিবংশে অথবা ধনাঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যসম্পন্ন, প্রভূত বিত্তোপকরণসম্পন্ন, প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন পরিবারে। তথায় সে অতীব সুশ্রী, সুদর্শন, সুপ্রসন্ন পরম বর্ণসৌন্দর্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানবাহন, মালা, গন্ধদ্রব্য, পেষণ-লেপন, শয্যাসন আবাস ও তৈলবর্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার লাভ করে। অতঃপর সে এই সকল উপভোগ্য বস্তু লাভ করিয়া কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণ করে। এইরূপে কায়-মনো-বাক্যে সুচরিতের অনুশীলনপূর্বক দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। এরূপ লোক জ্যোতিঃজ্যোতিপরায়ণ নামে অভিহিত।

৭৭-৮০. (ক) অবনতাবনত, (খ) অবনতোন্নত, (গ) উন্নতাবনত, (ঘ) উন্নতোন্নত।

(এই পুদ্‌গল চতুষ্টয় পূর্বোক্ত পুদ্‌গল বর্ণনার অনুরূপ)

৮১-৮৪. চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদ্‌গল কে কে? চারি প্রকার বৃক্ষ।

কোনো বৃক্ষ আঁশময়—সারবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ সারময়—আঁশবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ আঁশময়—আঁশবেষ্টিত।

কোনো বৃক্ষ সারময়—সারবেষ্টিত।

(আঁশ বলিতে বৃক্ষের বার, বাকলা বা সার ব্যতিরিক্ত অংশ বুঝায়)।

এই চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদ্‌গল জগতে বিদ্যমান।

(ক) কিরূপ পুদ্‌গল আঁশময়—সারবেষ্টিত?

কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ, কিন্তু তাহার পরিষদ শীলসম্পন্ন, কল্যাণধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময়—সারবেষ্টিত। এরূপ পুদ্‌গল আঁশময়—সারবেষ্টিত।

(খ) কিরূপ পুদ্‌গল সারময়—আঁশবেষ্টিত?

কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ, কিন্তু তাহার পরিষদ দুঃশীল, দুরাচার, পাপধর্মপরায়ণ। যেমন : কোনো বৃক্ষসারময়—কিন্তু আঁশপরিবেষ্টিত। এরূপ পুদ্‌গল সারময়—আঁশবেষ্টিত নামে খ্যাত।

(গ) কিরূপ পুদ্গল আঁশময়—আঁশবেষ্টিত?

কোনো পুদ্গল স্বয়ং দুঃশীল, দুরাচার, পাপধর্মপরায়ণ এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গও দুঃশীল, দুরাচার ও পাপধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ আঁশময় আঁশবেষ্টিত। এরূপ পুদ্গল আঁশযুক্ত ও আঁশপরিবৃত।

(ঘ) কিরূপ পুদ্গল সারসমন্বিত ও সারপরিবৃত?

কোনো পুদ্গল স্বয়ং সুশীল সদাচার ও কল্যাণধর্মপরায়ণ এবং তাহার পরিষদও সুশীল সদাচার ও কল্যাণ ধর্মপরায়ণ। যেমন কোনো বৃক্ষ সারসম্পন্ন ও সারবেষ্টিত। এরূপ পুদ্গল সারসমন্বিত ও সারপরিবৃত।

এই চারি প্রকার বৃক্ষোপম পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।

৮৫. রূপপ্রিয়, রূপপ্রসন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল অঙ্গসৌষ্ঠব, নাতিদীর্ঘহ্রস্ব নাতি স্থূলকৃশাদি দেহের সুষ্ঠু পরিসর, রূপ-লাবণ্যময় আকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণতা লক্ষ করিয়া রূপমর্যাদা দান করিয়া ইহার প্রতি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ পুদ্গল রূপপ্রিয় রূপপ্রসন্ন নামে কথিত।

৮৬. ঘোষপ্রিয় ঘোষপ্রসন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল পরের মুখে আপন গুণ কীর্তন, স্তুতিবাদ, প্রশংসা, চাটুবাদ শ্রবণ করিয়া বা (গান-বাদ্যাদি সুরলহরীতে মুগ্ধ হইয়া) ইহার প্রতি মর্যাদা দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ পুদ্গল ঘোষপ্রিয়, ঘোষপ্রসন্ন নামে অভিহিত।

৮৭. রুক্ষতাপ্রিয়, রুক্ষতাপ্রসন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল পাত্রচীবর রূঢ়তা (ভিক্ষাপাত্র ও পোষাক পরিচ্ছদের জীর্ণশীর্ণতা, ছিন্নভিন্নতা, বিবর্ণতা ইত্যাদি) শয্যাসনরূঢ়তা (বিছানাপত্রের বিবর্ণতা, কর্কশতা, অপরিষ্কার অপরিছন্নতা, কণ্টকময়তা) নানাবিধ দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন (ঊর্ধ্ববাহু হইয়া থাকা, গাত্রে ভস্মলেপন, বিবস্ত্রতা, লৌহসলাকা দ্বারা লিঙ্গচ্ছেদ, অনাহার ইত্যাদি) লক্ষ করিয়া এগুলির প্রতি মর্যাদা দান করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এরূপ পুদ্গল রুক্ষতাপ্রিয়, রুক্ষতাপ্রসন্ন নামে খ্যাত।

৮৮. ধর্মপ্রিয়, ধর্মপ্রসন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল (অন্য ব্যক্তির মধ্যে) শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা দর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এরূপ ব্যক্তি ধর্মপ্রিয় ধর্মপ্রসন্ন নামে প্রসিদ্ধ।

৮৯. কিরূপ পুদ্গল আত্মহিতে তৎপর, নহে পরহিতে?

কোনো পুদ্গল স্বয়ং শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন,

বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন, কিন্তু অপরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পদে উন্নতি লাভের জন্য উৎসাহিত করেন না। এরূপ ব্যক্তি আত্মহিতে তৎপর, নহে পরহিতে।

৯০. কিরূপ পুদ্‌গল পরহিতে তৎপর, নহে আত্মহিতে?

কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং শীলবান নহে, সমাধিপরায়ণ নহে, প্রজ্ঞাবান নহে, বিমুক্তিলাভী নহে, বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পদ লাভে প্রেরণা দিয়া থাকে। এরূপ পুদ্‌গল পরহিতে তৎপর, নহে আত্মহিতে।

৯১. কিরূপ পুদ্‌গল আত্মপর উভয় হিতে তৎপর?

কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন এবং পরকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পদে উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত করেন। এরূপ পুদ্‌গল আত্মপর উভয় হিতে তৎপর।

৯২. কিরূপ পুদ্‌গল নহে আত্মহিতে, নহে পরহিতে তৎপর?

কোনো পুদ্‌গল স্বয়ং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পদে অনুপ্রেরিত ও উৎসাহিত করে না। এরূপ পুদ্‌গল নহে আত্মহিতে, নহে পরহিতে তৎপর।

৯৩. কিরূপে পুদ্‌গল আত্মনিগ্রহকারী, আত্মনিগ্রহ বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে নিযুক্ত?

কোনো পুদ্‌গল নগ্নক্ষপণক, মুক্তাচারী বা বাহ্য প্রস্রাব পান-ভোজনাদি কর্ম সাধারণ আচার বর্হিভূত—দণ্ডায়মান হইয়া সম্পাদন করেন। হস্তাবলেহী, 'ভদন্ত আসুন, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন' বলিয়া নম্রতার সহিত অনুরোধ করিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। 'ভদন্ত দাঁড়ান, ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন' বলিয়া ভদ্রতার সহিত অনুরোধ জানাইলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। পূর্ব হইতে কেহ ভিক্ষা দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সেই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। পূর্ব হইতে উদ্দেশ্য করিয়া প্রস্তুত রাখিলে সেই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। কোনো প্রকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কুম্ভীমুখ বা রন্ধন পাত্রাভ্যন্তর হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। কালোপিমুখ বা কটোরাভ্যন্তর হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পাছে তাহাতে চামচের আঘাত লাগে। পাত্র উনানের উপরে রাখিয়া কেহ ভিক্ষান্ন দিতে চাহিলে গ্রহণ করেন না, পাছে সে উনানে পড়িয়া যায়। দণ্ড বা মুষল মাঝে রাখিয়া কেহ ভিক্ষান্ন দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ

করেন না, পাছে সে দণ্ড বা মুষলে উঝট লাগিয়া পড়িয়া যায়। ভোজনে প্রবৃত্ত দুই ব্যক্তির একজনকে উঠিয়া ভিক্ষান্ন দিতে হইলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পাছে তাহার আহারের ব্যাঘাত ঘটে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষান্ন দিলে গ্রহণ করেন না, পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্যপানে নিরতা মাতা ভিক্ষান্ন দিলে গ্রহণ করেন না, পাছে শিশুর স্তন্যপানের ব্যাঘাত ঘটে। সংকীর্তিত ভোজন বা দুর্ভিক্ষ সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত থাকিলে তথা হইতে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। যেখানে কুকুর আহার্য লাভের আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহারের উদ্দেশ্য একত্রে সঞ্চরণ করে, সেখান হইতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। মৎস্য-মাংস আহার করেন না। সুরা-মৈরয়-মদ্য পান করেন না। মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন গ্রহণ করেন। দুই গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে দুই গ্রাস ভোজন করেন।... সাত গৃহ হইতে সংগ্রহীত ভিক্ষান্ন হইতে সাত গ্রাস ভোজন গ্রহণ করেন।

মাত্র এক চামচ পরিমিত আহারে দিন যাপন করেন। মাত্র দুই চামচ আহারে দিন যাপন করেন। এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর...সাত দিন অন্তর এক চামচ পরিমিত আহারে দিন কাটাইয়া দেন।

এইরূপে অর্ধমাস অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থান করেন। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবার বা তৃণ তণ্ডুলভোজী দর্দুর (এক প্রকার শাক), আলু প্রভৃতি তরী তরকারির খোসাভোজী, শৈবালভোজী, কণা বা শস্যের কণাভোজী, আচাম বা ভাতের মাড়ভোজী। পিণ্যাক বা তিল কল্পভোজী, তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার বা ভূপতিত ফলভোজী হইয়া দিন যাপন করেন। তিনি শান বাক ধারণ করেন। মশান বা শ্মশান লব্ধ বস্ত্র, শবাচ্ছাদন বস্ত্র, পাংশুকূল বা পরিত্যক্ত নক্তক, তিরীট বা বল্কল অজিন, কুশচীর, বাক্চীর, দারুচীর, কেশ কম্বল, ব্যার্ণ কম্বল, উলুক পক্ষ বা পেঁচার পাল নির্মিত বস্ত্রধারণ করেন। কেশশ্মশ্রু উৎপাটন কার্যে নিরত হন। উৎকুটিক বা পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া সারা দিবস রজনী উপবিষ্ট থাকেন। উৎভ্রষ্টিক বা তদ্রূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় দিনরাত্রি যাপন করেন। আসন পরিত্যাগপূর্বক এই সব উৎকট সাধনে নিরত থাকেন। কণ্টকময় শয্যায় শয়ন করেন। দিবসে তিনবার অবগাহন করেন। তীর্থস্থানে পাপ ধৌত করিবার মানসে জলে ভাসা ডুবার কাজে নিরত থাকেন।

এইরূপে বহু প্রকার আত্ম-তাপন বা আত্মনিগ্রহ, বহুবিধ আত্মতাপন পরিতাপন কার্যে নিরত থাকেন বলিয়া এই পুদ্গল আত্মতাপী, আত্ম

পরিতাপনে নিযুক্ত নামে অভিহিত।

৯৪. কিরূপ পুদ্‌গল পরতাপী, পর পরিতাপনে নিযুক্ত?

কোনো পুদ্‌গল গরু, ভেঁড়া, শূকর, মৃগ ও পক্ষী হত্যাকারী, ব্যাধ, মনুষ্য ঘাতক, চোর, চোর ঘাতক, কারাধ্যক্ষ এবং এই জাতীয় অন্যান্য ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি পর নির্যাতক, পর নির্যাতনে নিযুক্ত।

৯৫. কিরূপ পুদ্‌গল আত্মতাপী, আত্ম পরিতাপে তৎপর এবং পরতাপী, পর পরিতাপে তৎপর?

কোনো রাজ্যাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা বা মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণ রাজধানী নগরীর পূর্বদিকে যজ্ঞাগার নির্মাণ করেন। অতঃপর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কৃষ্ণসার মৃগের খুরযুক্ত অজিন পরিধান করিয়া সর্পি তৈল দ্বারা কায় মর্দন করিয়া মৃগ বিষাণ দ্বারা পৃষ্ঠ কণ্ডূয়ন করিতে করিতে তাঁহার অগ্রমহিষী ও পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেন।

তথায় তিনি হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত সংকীর্ণ ভূমিতে শয়ন করেন। একবর্ণ বিশিষ্ট সবৎস গাভীর এক স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে রাজা, দ্বিতীয় স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে মহিষী, তৃতীয় স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে পুরোহিত ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করেন এবং চতুর্থ স্তন্য লব্ধ দুগ্ধে হোমাহূতি প্রদান করা হয়। আর অবশিষ্ট দুগ্ধ যদি কিছু থাকে, তদ্বারা বৎস জীবন ধারণ করিবে। 'যজ্ঞের জন্য এতটা ষাঁড়, এতটা বাছুর, এতটা বকনা, এতটা অজ, এতটা ভেড়া হনন কর, সুপের জন্য এতটা বৃক্ষছেদন কর, বেদীর জন্য এতটা কূশ কাট বলিয়া তিনি আদেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার দাস প্রেষ্য কর্মচারীরূপে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা সর্বদা ভয়তর্জিত দণ্ডতর্জিত অশ্রু মুখ ও রোরুদ্যমান থাকিয়া কর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্‌গল আত্মতাপী, আত্মপরিতাপে নিযুক্ত এবং পরতাপী, পরপরিতাপনে নিযুক্ত।

৯৬. কিরূপ পুদ্‌গল নহেন আত্মতাপী, আত্মপরিতাপে তৎপর এবং নহেন পরতাপী, পরপরিতাপে তৎপর?

তিনি (বুদ্ধ তথাগত) না-আত্মতাপী, না-পরতাপীরূপে ইহজীবনে তৃষ্ণাশূন্য নির্বৃত্ত, ক্লেশরাহিত্যে শৈত্যপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং বিশুদ্ধভাবে শ্রেষ্ঠ জীবনযাপন করেন। জগতে তথাগত আবির্ভূত হন—অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দম্যসারথী, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবানরূপে। তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোকসহ শ্রমণ ব্রাহ্মণমণ্ডল জীবলোক, দেবাখ্যভূষিত

রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মনুষ্যসহ এই সমগ্র জগৎ স্বীয় অভিজ্ঞান প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন—যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, যাহা অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনাযুক্ত (গভীরার্থ ব্যঞ্জক), সর্বদিকে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য—তাহা প্রকাশ করেন। গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন অথবা অন্য বংশে পুনর্জন্ম পরিগ্রহকারী ব্যক্তি এই ধর্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন। তিনি তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন যে সংসার জীবনযাপন অতীব বিঘ্ন সঙ্কুল, বহু ক্লেশপূর্ণ, প্রব্রজ্যাই ধর্ম জীবনের পক্ষে উন্মুক্ত আকাশতুল্য অবকাশ, সংসার জীবনের মাধ্যমে একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মচর্য আচরণ করা সুসাধ্য নহে। যাহা হউক আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি অল্প বা বেশি ভোগ সম্পদ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করেন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন।

এইরূপে তিনি প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষুগণের জীবন শিক্ষাপদ গ্রহণ করেন; যথা : প্রাণিহিংসা পরিহারপূর্বক প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হন। অধিকন্তু নিহিতশস্ত্র, বিনয়ী, দয়াপন্ন সর্বপ্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছা ও অনুকম্পা পরবশ হইয়া অবস্থান করেন। অদত্তগ্রহণ (চুরি) পরিহারপূর্বক অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হন। প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহীতা ও প্রদত্ত দ্রব্যাকাঙ্ক্ষীরূপে আধ্যাত্মিক সততা ও পবিত্রতার সহিত অবস্থান করেন। অব্রহ্মচর্য পরিহারপূর্বক ব্রহ্মচারীরূপে ভিক্ষাচারে জীবনযাপন করেন এবং মৈথুন রূপ হীনধর্ম হইতে বিরত থাকেন। মিথ্যাকথন পরিহারপূর্বক মিথ্যা কথন হইতে বিরত হন। তিনি সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, দৃঢ়বাদী, বিশ্বস্তবাদী, কদাচ জগতের কাহারো প্রতি বিশ্বাসঘাতক হন না। পিশুন বাক্য পরিহারপূর্বক পিশুন বাক্যে বিরত থাকেন এই স্থানে কিছু শুনিয়া এখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে অন্যত্র গিয়া বলেন না কিংবা অন্যত্র কিছু শুনিয়া সেখানকার লোকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি মানসে এখানে আসিয়া বলেন না। অধিকন্তু বিবদমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, মিত্রগণের মধ্যে অধিকতর মৈত্রীপূর্ণ উৎসাহদাতা, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যরত, ঐক্যনন্দিত ও ঐক্যোৎপাদক বাক্য ভাষণ করেন। পরুষ বাক্য পরিহারপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। যে সব বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, প্রীতিকর, হৃদয়গ্রাহী, পুরজনোচিৎ, জনপ্রিয়, বহুজনমনোজ্ঞ—সে সকল বাক্য বলিয়া

থাকেন। বৃথাবাক্য পরিত্যাগপূর্বক উহা হইতে বিরত হন। স্বভাবত কালবাদী, যথার্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং সময় অবস্থানুকূল সুবিন্যস্ত যুক্তিসঙ্গত, অর্থযুক্ত মূল্যবান বাক্য বলিয়া থাকেন।

তিনি বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে বিরত। একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিরত। তিনি নৃত্য গীত-বাদ্য ও অশ্লীল প্রদর্শনী দর্শনে বিরত। মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। উচ্চ ও জাঁকজমকপূর্ণ শয্যা গ্রহণে বিরত। অপক্ব মাংস গ্রহণে বিরত। স্ত্রী ও কুমারী স্পর্শনে বিরত। দাসদাসী গ্রহণে বিরত। মেষ ও ছাগ গ্রহণে বিরত। মুরগী ও শূকর গ্রহণে বিরত। হাতি, গরু, ঘোটক, ঘোটকী গ্রহণে বিরত। ক্ষেত্র, বাস্তুভিটা গ্রহণে বিরত। দূতরূপে প্রেরিত হইতে ও সংবাদ বাহকের কর্ম সম্পাদনে বিরত। ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত। তুলাদণ্ড, মানদণ্ড সম্পর্কিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। উৎকোচ গ্রহণ, বঞ্চনা, শাঠ্য, নকল মূদ্রা বিন্যাস ও প্রচলন হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত।

তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্নে ও গাত্রাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবরে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি যখন যে দিকেই গমন করেন, পাত্রচীবর সম্বল লইয়াই গমন করেন। যেমন পক্ষী কেবল নিজের পক্ষ ও চঞ্চু নিয়াই উড়িয়া যায়, সেইরূপ তিনি কেবল তাহার পাত্রচীবর নিয়াই যে কোনো দিকে গমন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ভিক্ষু কায়াচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট। যখন যে দিকে প্রস্থান করেন পাত্র-চীবর সম্বল করিয়াই প্রস্থান করেন। এইরূপে তিনি এই আর্যশীলরাশি-সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ উপভোগ করেন।

তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ (দৃশ্যবস্তু) দর্শন করিয়া নিমিত্তগ্রাহী (স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদে শুভ নিমিত্তগ্রাহী) হন না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী (হস্ত-পদ হাস্য লাস্য-বাক্য-দৃষ্টি ভেদে) কামব্যঞ্জক ভাবগ্রাহী হন না। যে কারণে চক্ষেন্দ্রিয় সম্পর্কে অসংযতরূপে বিচরণ করিলে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক দুঃখ) পাপ অকুশলধর্ম উৎপন্ন হয়, তিনি উহার সংযমের জন্য নিযুক্ত হন। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন এবং চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযমিত হন। শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রাণ ও গন্ধ, জিহ্বা এবং রূপ, কায় ও স্পর্শ, মন এবং ধর্ম (ভাব) সম্বন্ধে ও অনুরূপ। তিনি এইরূপে আর্য ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা সমন্বিত হইয়া অধ্যাত্ম ক্লেশশূন্য সুখ অনুভব করেন।

তিনি অভিগমনে, প্রত্যাগমনে, অবলোকনে, বিলোকনে, সংকোচনে,

প্রসারণে, সঙ্ঘাটি পাত্রচীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্র ত্যাগে, গতিতে স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তিতে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীভাবে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি এইরূপ আর্য শীলসমষ্টি, এইরূপ আর্য ইন্দ্রিয়সংযম, এইরূপ আর্য স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান দ্বারা সমন্বিত হইয়া নির্জন শয্যাসন ভজনা করেন; যথা : অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ উন্মুক্ত আকাশতল ও তৃণকুটির ইত্যাদি। তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণপূর্বক ভোজনকৃত্য সমাপনান্তে বিহারে ফিরিবার সময় পদ্মাসনে আসীন হইয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি জগতে অভিধ্যা (লোভ) পরিহারপূর্বক অভিধ্যা বিগত চিত্তে বিচরণ করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, ব্যাপাদ (ক্রোধ) এবং দ্বেষ প্রকোপ পরিহারপূর্বক অব্যাপন্ন বা মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সর্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া বিচরণ করেন, ব্যাপাদ ও দ্বেষপ্রকোপ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন, স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য ও তজ্জনিত হেমনের জড়তা) পরিহারপূর্বক স্ত্যানমিদ্ধ বিগত, আলোক সংজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া বিচরণ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (উগ্রতা-অনুশোচনা) পরিহারপূর্বক অনুদ্ধত ও অধ্যাত্মে উপশান্তচিত্ত হইয়া বিচরণ করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন। বিচিকিৎসা (সন্দেহ) পরিহারপূর্বক বিচিকিৎসা উত্তীর্ণ হইয়া অবস্থান করেন। কুশলধর্মের প্রতি সন্দেহহীন হইয়া সন্দেহ হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

এইরূপে তিনি পঞ্চবিধ অন্তরায়করধর্ম পরিহারপূর্বক চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করিয়া যাবতীয় কামাদি অকুশলধর্ম হইতে বিচ্যুত হন এবং সবিতর্ক সবিচার বিবেক প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত বিচরণ করেন। বিতর্ক বিচার উপশমে অধ্যাত্ম প্রসাদযুক্ত চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান স্তরে উপনীত হইয়া বিচরণ করেন। প্রীতিতে বিরাগী হইয়া উপেক্ষা ভাবাপন্নরূপে বিচরণ করেন। স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানে সমন্বিত হইয়া নামকায় দ্বারা সুখ অনুভব করেন। ধ্যানের যে স্তরে আরোহণ করিলে আর্যগণ ধ্যানপরায়ণকে উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান, সুখবিহারী বলিয়া বর্ণনা করেন, ধ্যানের সেই তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইয়া তাহাতে বিচরণ করেন। সর্ব দৈহিক সুখদুঃখ পরিহারপূর্বক পূর্বেই সৌমনস্য দৌর্মনস্য (মনের হর্ষবিষাদ) অস্তমিত করিয়া না-সুখ-না-দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিপরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ

করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন।

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনঙ্গন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, অবিচল, নিষ্কম্প অবস্থায় জাতিস্মর জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি নানা প্রকারে পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি শত সহস্র জন্ম, বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত বিবর্ত কল্প ওই ওই স্থানে ছিলেন। এই ছিল তাঁহার নাম, এই ছিল গোত্র, এই ছিল জাতি বর্ণ। এই তাঁহার আহার, এরূপ তাঁহার সুখদুঃখ অনুভূতি, এই তাঁহার পরমায়ু। তিনি তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে উৎপন্ন হন। তথায় তাঁহার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এই সুখদুঃখ অনুভূতি, এই পরমায়ু ছিল। তথা হইতে চ্যুত হইয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে আকার, উদ্দেশ্য, স্বরূপ, গতিসহ নানা প্রকারে বহু পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন।

এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, অনঙ্গন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, নিষ্কম্প অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্তনমিত করেন, সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ একযোনি হইতে চ্যূত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে।

প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সুগতি, দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল মহানুভব জীব কায়দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক্‌দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হইতেছে অথবা এই সকল জীব কায়সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্‌সুচরিত্র-সমন্বিত, মনোসুচরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কর্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পান—জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন—হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম অধমবর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্মানুসারে সুগতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

৫৪. এইরূপে তিনি সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত অনঙ্গন,

বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, অবিচলিত, নিষ্কম্প অবস্থায় আসক্তিক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে তাঁহার চিত্ত অভিনমিত করেন। সেই অবস্থায় তিনি যথার্থভাবে জানিতে পারেন যে, ''ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখনিরোধ, ইহা দুঃখ নিরোধ গামিনী পন্থা''। ''ইহা আসক্তি, ইহা আসক্তির কারণ, ইহা আসক্তির নিরোধ, ইহা আসক্তির নিরোধ গমনের পন্থা''। তদবস্থায় তাঁহার এইভাবে আর্যসত্য জানিবার ও দর্শন করিবার ফলে কামাসক্তি, ভবাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি হইতে চিত্তবিমুক্ত হয়। বিমুক্তচিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান উদিত হয় এবং প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারেন যে, চিরতরে জন্ম নিরুদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। যাহা কিছু কর্তব্য তাহা সবই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আর কিছু করিবার নাই।

এরূপ পুদ্‌গল নহেন আত্মতাপী, আত্মপরিতাপে তৎপর এবং নহেন পরতাপী, পরপরিতাপে তৎপর। না-আত্মতাপী না-পরতাপীরূপে ইহজীবনেই তৃষ্ণাহীন, নিবৃত, আধ্যাত্মিক শৈত্যপ্রাপ্ত ও পরম সুখানুভব করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রভাবে বিরাজ করেন।

৯৭. সরাগ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই পুদ্‌গলের রাগ (আসক্তি) পরিত্যক্ত হয় নাই—তাহাকে সরাগ পুদ্‌গল বলে।

৯৮. সদ্বেষ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই পুদ্‌গলের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয় নাই—তাহাকে সদ্বেষ পুদ্‌গল বলে।

৯৯. সমোহ পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই পুদ্‌গলের মোহ ধ্বংসীভূত হয় নাই—তাহাকে সমোহ পুদ্‌গল বলে।

১০০. স-মান পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

যেই পুদ্‌গলের মান প্রহীন হয় নাই—তাহাকে স-মান পুদ্‌গল বলে।

১০১. কিরূপ পুদ্‌গল অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নহেন?

কোনো পুদ্‌গল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন, কিন্তু লোকোত্তরমার্গ কিংবা ফল লাভ করেন না। এরূপ পুদ্‌গল অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী, অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নহেন।

১০২. কিরূপ পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী, অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী নহেন?

কোনো পুদ্‌গল লোকোত্তরমার্গ ও ফল লাভ করেন কিন্তু রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন না। এরূপ পুদ্‌গল অধিপ্রজ্ঞাধর্ম

বিদর্শনলাভী, অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী নহেন।

১০৩. কিরূপ পুদ্‌গল অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী এবং অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী?

কোনো পুদ্‌গল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যান লাভ করেন এবং বিদর্শন ধ্যান প্রভাবে মার্গ ও ফল লাভ করেন। এরূপ পুদ্‌গল... লাভী হন।

১০৪. কিরূপ পুদ্‌গল অধ্যাত্ম চিত্তশমথলাভী কিংবা অধিপ্রজ্ঞাধর্ম বিদর্শনলাভী নহে?

কোনো পুদ্‌গল রূপসহগত বা অরূপসহগত সমাপত্তি ধ্যানলাভীও নহে। কিংবা বিদর্শন ধ্যান প্রভাবে মার্গফললাভীও নহে। এরূপ পুদ্‌গল... লাভী নহে।

১০৫. অনুস্রোতগামী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল কামসেবন ও নানাবিধ পাপকর্ম সম্পাদন করে। এরূপ পুদ্‌গল অনুস্রোতগামী।

১০৬. প্রতিস্রোতগামী পুদগল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল কামসেবনও করেন না এবং পাপকর্ম সম্পাদনও করেন না। তিনি দুঃখক্লেশ ও দৌর্মনস্য (মানসিক বিষাদ) দ্বারা উত্যক্ত হইয়া অশ্রুমুখে রোদন করিতে করিতে ত্রিবিধ শিক্ষায় পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন। এরূপ পুদ্‌গল প্রতিস্রোতগামী নামে অভিহিত।

১০৭. স্থিতাত্ম পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন (যাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযোগ করে) ক্ষয়ে ঔপপাতিক হন। অর্থাৎ (শুদ্ধবাস) ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সেখান হইতে আর কামলোক প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপ পুদ্‌গল স্থিতাত্ম নামে অভিহিত।

১০৮. তীর্ণ পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গল আসক্তিক্ষয়ে অনাসক্তিযুক্ত চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া ইহজীবনে স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিচরণ করেন। এরূপ পুদ্‌গল তৃষ্ণাস্রোত হইতে উত্তীর্ণ, চিরশান্তি নির্বাণ পারগত, অর্হত্ত্ব সমাপত্তি স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ।

১০৯. অল্পশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্‌গলের সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভূতধর্ম ও বেদল্য—এই নবাঙ্গ শাসন সম্পর্কে অল্পমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ

হইয়া থাকে। তিনি সেই নামমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না, জীবনে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদ্গল অল্পশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন নামে কথিত।

১১০. অল্পশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গলের সূত্রাদি নবাঙ্গ শাসন সম্বন্ধে অল্পমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি সেই নামমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না, জীবনে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদ্গল অল্পশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন পুদ্গল নামে খ্যাত।

১১১. বহুশ্রুত, শ্রুতানুৎপন্ন কাহাকে বলে?

কোনো পুদগলের সূত্রাদি নবাঙ্গ শাসন সম্বন্ধে বহুজ্ঞান থাকে, কিন্তু তিনি ইহাদের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন না। জীবনে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগী হন না। এরূপ পুদগল বহুশ্রুত শ্রুতানুৎপন্ন পুদ্গল নামে খ্যাত।

১১২. বহুশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গলের সূত্রাদি নবাঙ্গ শাসন সম্বন্ধে বহুজ্ঞান থাকে। তিনি সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের মর্মার্থ ও ধর্মার্থ সম্যক উপলব্ধি করিয়া ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং জীবনে আয়ত্ত করিতে উদ্যোগী হন। এরূপ পুদ্গল বহুশ্রুত, শ্রুতোৎপন্ন নামে খ্যাত।

১১৩. শ্রমণাচল পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদগল ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত) সাধন করিয়া স্রোতাপন্ন হন, নরকাদিতে অপতনশীল মার্গাদি সম্যক নিয়ামে নিরত সম্বোধিপরায়ণ। এরূপ পুদ্গল শ্রমণাচল নামে কথিত।

১১৪. শ্রমণপদ্ম পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয়সাধন করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা সম্পাদন করিয়া সকৃদাগামী হন। একবার মাত্র ইহলোকে আসিয়া দুঃখান্ত সাধন করিয়া থাকেন। এরূপ পুদ্গল শ্রমণপদ্ম নামে পরিচিত হন।

১১৫. শ্রমণপুণ্ডরীক পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো কোনো পুদগল পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন ক্ষয়সাধন করিয়া ঔপপাতিক হন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন। তথা হইতে আর কামলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপ পুদ্গল শ্রমণ পুণ্ডরীক নামে খ্যাত।

১১৬. শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল কাহাকে বলে?

কোনো কোনো পুদ্‌গল আসক্তিক্ষয়ে ইহজীবনে আপনার অভিজ্ঞান প্রভাবে অনাসক্তিপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিচরণ করেন। এরূপ পুদ্‌গল শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ-সুকোমল নামে অভিহিত হন।

[চতুষ্ক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

৫. পঞ্চক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১. (ক) যে পুদ্‌গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনকারী ও অনুশোচনাকারী, তজ্জন্য তিনি চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন না, যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ অশেষভাবে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য—'আয়ুষ্মানের নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং অনুশোচনাজনিত আসক্তি বিনোদন করিয়া চিত্ত (শমথ-ভাবনা) ও প্রজ্ঞা (বিদর্শন-ভাবনা) ভাবনায় আত্মনিয়োগ করুন, তাহা হইলে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুরুষতুল্য হইতে পারিবেন'।

(খ) যে পুদ্‌গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনকারী, কিন্তু তজ্জন্য অনুশোচনাকারী নহেন। তদ্ধেতু তিনি চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ নিরবশেষ নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য—'আয়ুষ্মানের শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপজনিত আসক্তি বর্ধিত হয় না। হে আয়ুষ্মান, সাধু, সাধু, নীতি লঙ্ঘনজনিত পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত ও প্রজ্ঞাভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আপনি পঞ্চম পুরুষতুল্য হইতে সমর্থ হইবেন"।

(গ) যে পুদ্‌গল একবার নীতি লঙ্ঘন করিলেও আর কখনো লঙ্ঘন করেন না, অথবা সেই লঙ্ঘনজনিত অপরাধস্খলনের জন্য অনুশোচনা ত্যাগ করিতে পারেন না। সর্বদা অনুশোচনা করেন। তদ্ধেতু তিনি চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাভূত উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ নিরবশেষ নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য—আয়ুষ্মানের আপত্তিজনিত আসব বিদ্যমান নাই, কিন্তু অনুশোচনাজনিত আসব বর্ধিত হইতেছে। হে আয়ুষ্মান, সাধু, সাধু, অনুশোচনাজনিত আসব বিনোদন করিয়া চিত্ত ও প্রজ্ঞাভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আপনি পঞ্চম পুরুষ ক্ষীণাসব সমতুল্য হইতে পারিবেন।

(ঘ) যে পুদ্গল শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনও করেন না এবং কোনোরূপ অনুশোচনাও করেন না। কিন্তু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথার্থ উপলব্ধি করেন না। যাহা লাভ করিতে পারিলে উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মের সম্ভাবনা নিরবশেষ ধ্বংসীভূত হইত। তিনি এরূপ উপদেশের যোগ্য—আয়ুষ্মানের নীতি লঙ্ঘনজনিত আসক্তি বিদ্যমান নাই। খেদমূলক আসক্তি বর্ধিত হইতেছে না। সাধু, সাধু, হে আয়ুষ্মান, চিত্ত ও প্রজ্ঞাভাবনায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুরুষ সমতুল্য হইতে সমর্থ হইবেন।

(ঙ) এইরূপে পূর্বোক্ত চারি পুদ্গল অমুক পঞ্চম পুরুষ (ক্ষীণাসব অর্হৎ পুদ্গল) কর্তৃক উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইয়া অনুক্রমে আসক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হন।

২. (ক) কিরূপে পুদগল দান করিয়া অবজ্ঞা করেন?

কোনো পুদ্গল চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও রোগীর ওষুধ-পথ্যাদি অন্যকে দিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহার এইরূপ ভাবের উদয় হয় যে, 'এই ব্যক্তি আপন প্রতিভাবলে চারি প্রত্যয় সংগ্রহ করিতে পারে না, আমি তাহাকে দিতেছি। আর সে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।' অন্যের নিকটও এই ভাবের উক্তি করিয়া থাকে। এইরূপ অহংকারযুক্ত চিত্তে অপরকে অবজ্ঞা করেন। এইরূপ পুদ্গল দান করিয়া অবজ্ঞা করেন।

(খ) কিরূপে পুদ্গল সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন?

কোনো পুদ্গল অপর লোকের সহিত দুই তিন বৎসর একস্থানে অবস্থান করেন। প্রথমত, গৌরব ও সম্মানের চক্ষে দেখিলেও পরে বড়ই অগৌরব ও অবমাননা করিয়া থাকেন। এরূপ পুদ্গল সংবাস দ্বারা অবজ্ঞা করেন।

(গ) আধেয়্যমুখী পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল অপরের সুকীর্তি কিংবা দুষ্কীর্তি রটিত হইতে দেখিলে সহজে ও সহসা মূর্ছিত হইয়া পড়ে। এরূপ পুদ্গলকে আধেয়্যমুখী পুদ্গল বলে।

(ঘ) লোল পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল স্বল্পমাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দুর্বল ভক্তিসম্পন্ন, শ্লথপ্রেমিক ও দোদুল্যমান প্রসাদসমন্বিত। এইসব গুণ তাঁহার অন্তরে ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। এরূপ পুদ্গল লোল নামে কথিত।

(ঙ) মন্দ মোহযুক্ত পুদ্গল কাহাকে বলে?

কোনো পুদ্গল কুশলাকুশলধর্ম জানে না, সদোষ-নির্দোষধর্ম জানে না। হীনোৎকৃষ্টধর্ম বুঝে না। কৃষ্ণশুক্ল বা পাপপুণ্য সম্পর্কিত ধর্মে অনভিজ্ঞ। এরূপ পুদ্গল মন্দ-প্রাজ্ঞ, মোহাভিভূত নামে কথিত হয়।

৩. পঞ্চ পেশাদারী যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদ্গল কে কে? পঞ্চ যুদ্ধোপজীবী :

(ক) কোনো যুদ্ধোপজীবী শত্রুপক্ষের হস্তী-অশ্বের পদপ্রহারে উপরোত্থিত ধূলিরাশি দর্শন করিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না, সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহা জগতে প্রথম যুদ্ধোপজীবীরূপে বিদ্যমান।

(খ) পুনশ্চ, কোনো যুদ্ধোপজীবী শত্রুপক্ষের ধূলিরাশি সহ্য করিতে পারে। কিন্তু হস্তীপৃষ্ঠে বা রথোপরে উত্তোলিত ধ্বজাপতাকা দর্শন করিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না। সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবীরূপে জগতে বিদ্যমান।

(গ) পুনশ্চ, কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি সহ্য করে, ধ্বজাগ্রভীতি সহ্য করে, কিন্তু হস্তী-অশ্বের বিকট শব্দ শুনিয়া ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, অস্থির হইয়া যায়। যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস পায় না। এরূপ যে এক জাতীয় যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই তৃতীয় যুদ্ধোপজীবীরূপে জগতে বিদ্যমান।

(ঘ) পুনশ্চ, কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি, ধ্বজাগ্র ও বিকট শব্দভীতি সহ্য করে। কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হয়, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই চতুর্থ যুদ্ধোপজীবীরূপে জগতে বিদ্যমান।

(ঙ) পুনশ্চ, কোনো যুদ্ধোপজীবী ধূলিরাশি, ধ্বজাগ্র, মহারব ও প্রহার সহ্য করেন এবং বীরবিক্রমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিজয়ীরূপে বিজিত রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করেন। এইরূপ যে এক প্রকার যুদ্ধোপজীবী আছে, ইহাই পঞ্চম যুদ্ধোপজীবী নামে জগতে বিদ্যমান।

এরূপ পঞ্চবিধ যুদ্ধোপজীবী তুল্য পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান। পঞ্চবিধ কিরূপ?

(ক) কোনো ভিক্ষু রজাগ্র দেখিয়া দুর্ভাবনায় আক্রান্ত হইয়া তাহাতে ডুবিয়া যান। ভগ্নোৎসাহ হন, ভিক্ষুত্বে স্থির থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারেন না, ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ভিক্ষুত্ব প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনত্ব বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পক্ষে রজাগ্র কী? ভিক্ষু শুনিয়া থাকেন যে অমুক গ্রাম কিংবা নিগমে অভিরূপা দুদর্শনা, প্রসাদময়ী, পরম বর্ণবিশিষ্টা স্ত্রী বা কুমারী রহিয়াছে।

তিনি তাহা শুনিয়া মনোদ্বারে মিথ্যা কামবিতর্কে বিভোর ও নিমগ্ন হইয়া যান। স্থির থাকিতে বা ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে সক্ষম হন না। ফলে তিনি শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা জ্ঞাপন করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীনত্ব বা

গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে রজাগ্র।

যেমন, প্রথমোক্ত যুদ্ধোপজীবী রজাগ্র দর্শনে ত্রাসে ডুবিয়া যায়, ভগ্নোৎসাহ হয়, স্থির থাকিতে পারে না, সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল। এরূপ যে প্রথম যুদ্ধোপজীবী তুল্য এক প্রকার পুদ্‌গল যিনি ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান আছেন।

(খ) পুনশ্চ, কোনো ভিক্ষুর রজাগ্র সহ্য করেন, কিন্তু ধ্বজাগ্র দর্শনে মিথ্যা কামবিতর্কে নিমগ্ন হন। হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। ইহাতে স্থির থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য ধারণে অক্ষম হন। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা জ্ঞাপন করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ধ্বজাগ্র কী? ভিক্ষু শুধু শুনিতেই পান না যে অমুক গ্রামে বা নিগমে অভিরূপা, সুদর্শনা, প্রসাদময়ী, পরম বর্ণ বিশিষ্টা স্ত্রী বা কুমারী রহিয়াছে। অধিকন্তু লাবণ্যময়ী স্ত্রী বা কুমারীকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি তদর্শনে তত্রাসক্ত, নিমগ্ন ও নিমিত্তগ্রাহী হন। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া হীনত্ব বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। যেমন ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবী পুদ্‌গল রজাগ্র সহ্য করিয়া ধ্বজাগ্র দর্শনে সন্ত্রস্ত, বিত্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইহাতে স্থির থাকিতে এবং সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল। এরূপ যে দ্বিতীয় যুদ্ধোপজীবী তুল্য এক প্রকার পুদ্‌গল, যিনি ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান আছেন।

(গ) পুনশ্চ, কোনো ভিক্ষু রজাগ্র সহ্য করেন, ধ্বজাগ্র সহ্য করেন। কিন্তু হস্তী অশ্বের বিকট চীৎকার শুনিয়া সন্ত্রস্ত হন। ডুবিয়া যান হতাশ ও অস্থির হইয়া পড়েন। ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে পারেন না। ফলে, শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর জীবনের পক্ষে বিকট চীৎকার কী? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত বা শূন্যাগারগত হইলে মাতৃজাতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উপহাস করে, বাক্যালাপ করে, করতালির সহিত অট্টহাস্য করে, অশ্লীলবাক্য ব্যবহার করে, তাঁহার সহিত একাসনে উপবেশন করে। এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত উপহাস, বাক্যালাপ, অট্টহাস্য অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ ও একাসনে উপবেশন করিয়া কামবিতর্কে আক্রান্ত হন নারী চিন্তাভিভূত হন। স্থির থাকিতে কিংবা ব্রহ্মচর্য ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। অবশেষে শিক্ষাপদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হীনত্ব প্রাপ্ত হন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে বিকট চীৎকার।

যেমন, তৃতীয় যুদ্ধোপজীবী রজাগ্র, ধ্বজাগ্র সহ্য করিতে সক্ষম। কিন্তু

যুদ্ধাস্ত ও হস্তীর বিকট রবে ভীত ত্রাসিত হইয়া অস্থির হয় এবং সংগ্রামে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল। এইরূপও যে এক শ্রেণির পুদ্‌গল আছেন, ইনিই তৃতীয় যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদ্‌গল যিনি ভিক্ষুগণের মধ্যে বিদ্যমান।

(ঘ) পুনশ্চ কোনো ভিক্ষু রজাগ্র, ধ্বজাগ্র ও ভৈরব রব সহ্য করেন, কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হন। ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর জীবনের পক্ষে প্রহার কী? ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত, শূন্যাগার গত হইলে মাতৃজাতি তদ্‌সকাশে উপস্থিত হইয়া নিকট বা একাসনে উপবেশন, শয়ন ও অবস্থান করে। এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত একস্থানে এবং একাবস্থায় উপবেশন ও শয়ন করিয়া শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান না করিয়া দৌর্বল্য জ্ঞাপন না করিয়া মৈথুনধর্ম সেবন করেন। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে প্রহার। যেমন, চতুর্থ যুদ্ধোপজীবী রজাগ্র সহ্য করে, ধ্বজাগ্র সহ্য করে, বিকট শব্দ সহ্য করে, কিন্তু সামান্য প্রহারে নিহত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল। এরূপ যে এক প্রকারের পুদ্‌গল আছেন, ইনিই চতুর্থ যুদ্ধোপজীবীতুল্য পুদ্‌গল যিনি ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান।

(ঙ) পুনশ্চ, কোনো ভিক্ষু রজাগ্র, ধ্বজাগ্র, বিকট চিৎকার ও সামান্য প্রহার সহ্য করেন। বিক্রমের সহিত প্রত্যক্ষ সমরে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভ করিয়া রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অবস্থান করেন। এইক্ষেত্র ভিক্ষু জীবনের পক্ষে বিজিত সংগ্রাম কী? এখানে ভিক্ষু অরণ্যগত, বৃক্ষমূলগত, শূন্যাগারে গত হইলে মাতৃজাতি তদ্‌সকাশে উপস্থিত হইয়া নিকট বা একাসনে উপবেশন শয়ন ও অবস্থান করে এইরূপে তিনি মাতৃজাতির সহিত একস্থানে এবং একাবস্থায় উপবেশন ও শয়ন করা হতে ফিরাইয়া দিয়া কাম হতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান (যাত্রা) করেন।

এখানে ভিক্ষু অরণ্য, তরুতল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপথ কিংবা শূন্যাগারকে ভজনা (প্রশংসা) করেন। তিনি অরণ্য, বৃক্ষমূল, শূন্যাগারে গিয়া পদ্মাসীন হইয়া দেহাগ্রভাগ ঋজুভাবে রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি জগতের প্রতি অভিধ্যা (লোভ) পরিত্যাগপূর্বক বিগতাভিধ্য হইয়া বিচরণ করেন। অভিধ্যা হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করেন। এইরূপে ব্যাপাদ (পরের অহিত কামনা), দ্বেষ ও প্রকোপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অব্যাপন্ন (মৈত্রী) চিত্তে সর্বজীবের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। ব্যাপাদ ও দ্বেষ হইতে চিত্ত বিশুদ্ধ করেন। স্ত্যানমিদ্ধ (তন্দ্রালস্য, মানসিক জড়তা) পরিত্যাগ করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ

জ্ঞানালোকে উদ্বুদ্ধ এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানসমন্বিত হইয়া কালাতিপাত করেন। বিচিকিৎসা হইতে চিত্ত পরিশুদ্ধ করেন।

তিনি পঞ্চবিধ অন্তরায়কর ধর্ম ধ্বংস করিয়া যাবতীয় পাপ ও অকুশল হইতে বিমুক্ত সবিতর্ক সবিচার... প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিরঞ্জন, বিগতোপক্লেশ, মৃদুভূত, কর্মযোগ্য, স্থির ও অচঞ্চলতাপ্রাপ্ত অবস্থায় আসক্তিক্ষয়জনক জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন। উন্নত জ্ঞানে যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন যে 'ইহা দুঃখার্যসত্য, ইহা দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, ইহা দুঃখ নিরোধার্যসত্য, ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য। ইহা আসক্তি, ইহা আসক্তির হেতু, ইহা আসক্তির নিরোধ, ইহা আসক্তির নিরোধগামিনী মার্গ' এইরূপে আর্যসত্য উপলব্ধি ও দর্শন করিবার প্রভাবে কাম, ভব, (দৃষ্টি) ও অবিদ্যাসক্তি হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্তচিত্তে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান উদিত হয়। তিনি উন্নত জ্ঞানে আরও জানিতে সক্ষম হন যে তাঁহার জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপন সমাপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, তাহার সব কিছু সমাধা করা হইয়াছে। এখানে (জন্ম-মৃত্যুর কবলে) আর আসিতে হইবে না। ইহাই ভিক্ষুর জীবনে যুদ্ধ বিজয়।

যেমন পঞ্চ যুদ্ধোপজীবী যুদ্ধের রজাগ্র, ধ্বজাগ্র, মহারব, প্রহার সহ্য করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বীর বীরক্রমে অবতরণপূর্বক জয়লাভ করিয়া বিজয়ী হন। অতঃপর বিজিত রাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করেন। তদ্রূপ এই পুদ্‌গল। এরূপও যে একপ্রকারের পুদ্‌গল আছেন, ইনিই পঞ্চম যুদ্ধোপজীবী তুল্য পুদ্‌গল যিনি ভিক্ষুগণের মধ্যে বিদ্যমান।

৪. পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিক পুদ্‌গল কে কে?

(ক) অজ্ঞানতা ও মোহবশত পিণ্ডপাতিক হন।

(খ) পিণ্ডপাতিক হইলে লজ্জাশীল, ধর্মপরায়ণ বলিয়া গুণধর্মের সম্ভাব্যতা প্রকাশ পাইবে। এইরূপ পাপেচ্ছাপরায়ণ ও লোভবশবর্তী হইয়া পিণ্ডপাতিক হন।

(গ) চিত্ত বিক্ষেপ ও উন্মত্ততাবশত পিণ্ডপাতিক হন।

(ঘ) এই পিণ্ডপাত নীতি বুদ্ধ বা বুদ্ধের শ্রাবক কর্তৃক উপদিষ্ট, বর্ণিত ও প্রশংসিত বলিয়া পিণ্ডপাতিক হন।

(ঙ) অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং এমন কি, ভিক্ষালব্ধ আহারে যথেষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা—ইত্যাদি অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া পিণ্ডপাতিক হন।

এক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে যিনি অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং ভিক্ষালব্ধ আহারকে যথেষ্ট ভাবিয়া পিণ্ডপাতিক হন, তিনি উক্ত পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য, মুখ্য, উত্তম, প্রবর।

যেমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত, হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই ঘৃতমণ্ডই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র বলিয়া গণ্য। তদ্রূপ এই পঞ্চম পিণ্ডপাতিকই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাও পঞ্চপিণ্ডপাতিক।

[ভিক্ষাবৃত্তির আকারে পরিভোগ্য পিণ্ড বা খাদ্যভোজ্যের যেই পাত বা অন্বেষণ, তাহাই পিণ্ডপাত। অথবা পরপ্রদত্ত খাদ্যভোজ্য বা পিণ্ডের ভিক্ষাপাত্রে পতনই পিণ্ডপাত। যিনি উদ্দেশ্যকৃত আহার, নিমন্ত্রণ, দানপ্রদত্ত আহারে জীবিকানির্বাহ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি পিণ্ডপাতিক নামে অভিহিত।]

৫. পঞ্চবিধ না-পশ্চাদ্ভোক্তা পুদ্‌গল কে কে?

[এখানে 'খলু' পালি শব্দ নিষেধাত্মক নিপাত পদ। যথারীতি আহার গ্রহণের পর নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও অনুরোধ বা লোভের বশবর্তী হইয়া যেই আহার পুনঃ গ্রহণ করা হয়—'তাহাকে পশ্চাৎ ভোজন' বলা হয়। এই প্রত্যাখ্যাত আহার পশ্চাতে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া যিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি খলুপশ্চাদ্ভোক্তা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত কোনোরূপ আহার পুনঃ গ্রহণকারী নহেন, তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

৬. পঞ্চবিধ একাসনিক পুদ্‌গল কে কে?

[যিনি আপনার নির্ধারিত উপযুক্ত ভোজনাসনে বসিয়া একবেলা মাত্র আহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আহারকৃত্য সমাপ্ত না হইতে যদি কোনো কারণে আসন হইতে উত্থিত হন কিংবা ভোজন আর করিবেন না বলিয়া ভোজন পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লন। তাহা হইলে তিনি আর সেদিন ভোজনাসনে বসিবেন না। অর্থাৎ দিবসে একবেলা আহার করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণকারী ব্যক্তিই একাসনিক নামে খ্যাত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

৭. পঞ্চবিধ পাংশুকূলিক পুদ্‌গল কে কে?

[পথ, ঘাট, শ্মশান-মশান ও আবর্জনাস্তূপাদির কোথাও স্থিত, নিক্ষিপ্ত, পতিত চীবর বা চীবরোপযোগী কাপড়কে পাংশুকূল বলা হইয়াছে। পাংশু বা ধূলিবালির উপরে যাহা পাওয়া যায় তাহাই পাংশুকূল। যে ব্যক্তি এই পাংশুকূল পরিচ্ছদ ব্যতীত দানলব্ধ পরিচ্ছদ গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পাংশুকূলিক নামে অভিহিত। তাঁহারাও

পঞ্চবিধ।]

৮. পঞ্চবিধ ত্রৈ-চীবরিক পুদ্‌গল কে কে?

[সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস—এই ত্রিবিধ কাষায়বস্ত্র বা চীবরকে ত্রিচীবর বলা হয়। যে ব্যক্তি এই ত্রিচীবর অধিষ্ঠান করিয়া ইহাদের দ্বারাই জীবনযাপন করেন, চতুর্থ চীবর বা অন্যান্য কোনোরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন না এবং দানরূপে গ্রহণ করিলেও অপরকে দিয়া ফেলেন। এই নীতিমূলক ব্রত যিনি গ্রহণ করেন তিনি ত্রৈচীবরিক নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

৯. পঞ্চবিধ আরণ্যক পুদ্‌গল কে কে?

[যে ব্যক্তি গ্রামাভ্যন্তরে বসবাস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন, তিনি আরণ্যক নামে খ্যাত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

১০. পঞ্চবিধ তরুতলবাসী কে কে?

[যে ব্যক্তি আচ্ছন্ন গৃহতল পরিত্যাগপূর্বক বৃক্ষমূলে বাস করিবেন বলিয়া অধিষ্ঠান করেন, তিনি বৃক্ষমূলিক বা তরুতলবাসী নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

১১. পঞ্চবিধ উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী কে কে?

[যে ব্যক্তি আচ্ছন্ন গৃহ বা তরুতল ত্যাগ করিয়া খোলা, উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরবাসী নামে অভিহিত। তাঁহারাও পঞ্চবিধ।]

১২. পঞ্চবিধ নৈশজ্জিক বা উপবেশক কে কে?

[গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন—এই চারি অবস্থাকে ঈর্যাপথ বলে। প্রতিক্ষণে জীব এই চারি অবস্থার অন্যতম অবস্থায় থাকিতে হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত 'শয়ন' ঈর্যাপথজনিত শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ ও মিদ্ধসুখ পরিত্যাগ করিয়া অপর তিনটি ঈর্যাপথে জীবনযাপন করিবেন বলিয়া যিনি অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাকে নৈশজ্জিক বা উপবেশক বলা হয়। তাঁহারাও পাঁচ প্রকার।]

১৩. পঞ্চবিধ যথাস্তরণ ধুতাঙ্গধারী কে কে?

[যেই শয্যাসন যেরূপভাবে পাতিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় যে, 'ইহা তোমার জন্য পাতা হইয়াছে বা ইহা তোমার ব্যবহার্য।' শয্যাসনের প্রতি লোলুপতাবশত অন্য শয্যাসন গ্রহণ না করিয়া যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করিবেন বা অন্য শয্যা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যথাস্তরণ ধুতাঙ্গধারী। তাঁহারাও পাঁচ প্রকার।]

১৪. পঞ্চবিধ শ্মশানিক পুদ্‌গল কে কে?

[যে ব্যক্তি শ্মশান ব্যতীত অন্যত্র বাস করিবেন না বলিয়া নীতি গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি শ্মশানিক নামে অভিহিত। তাঁহারাও পাঁচ প্রকার।]

(পঞ্চম পুদ্গল বর্ণনায় ৪-১৪ নম্বরযুক্ত প্রত্যেক পুদ্গলের বর্ণনা এক সদৃশ; শুধু নাম ও বিষয়ের পার্থক্য।)

[পঞ্চক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

৬. ষষ্ঠক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

(ক) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ বলে প্রভুত্ব লাভ করেন, তিনি সম্যকসম্বুদ্ধরূপে দ্রষ্টব্য।

(খ) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু সর্বজ্ঞতা কিংবা দশবিধ বলে প্রভুত্বলাভী নহেন, তিনি 'প্রত্যেক' বুদ্ধরূপে দ্রষ্টব্য।

(গ) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনে দুঃখান্তলাভী এবং শ্রাবক-পারমিতা (জ্ঞানের পরিপূর্ণতা) প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সারিপুত্র-মোদ্গাল্যায়ন নামে দ্রষ্টব্য।

(ঘ) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করিয়া ইহজীবনে দুঃখান্তলাভী কিন্তু শ্রাবক-পারমিতা প্রাপ্ত নহেন, অবশিষ্ট অর্হৎগণ এই পদের যোগ্য বলিয়া দ্রষ্টব্য।

(ঙ) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহজীবনে দুঃখের সম্পূর্ণ অন্তঃসাধন করিতে না পারিয়া নির্দিষ্ট লোকান্তরে গমন করেন এবং অনাগামীরূপে অভিহিত হন, ইহলোকে পুনরাগমন করেন না বলিয়া অনাগামীরূপে দ্রষ্টব্য।

(চ) যে পুদ্‌গল অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে স্বয়ং চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু ইহজীবনে সর্বতোভাবে দুঃখান্তসাধন করিতে পারেন না। আংশিক সাধনপূর্বক ইহলোকে পুনরাগমন করেন বলিয়া আগমনকারী নামে অভিহিত হন। তাঁহারা স্রোতাপন্ন-সকৃদাগামী নামে দ্রষ্টব্য।

[ষষ্ঠ নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত]

৭. সপ্তক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১. (ক) কিরূপ পুদ্গল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন?

কোনো পুদ্গল ঘোর পাপ, অকুশলধর্ম-সমন্বিত (নাস্তিক, অহেতুক ও অক্রিয়বাদ নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন)। এরূপ পুদ্গল একবার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ মতবাদের যেকোনো বাদের অনুসারী হইলে তাহার কুশলকর্ম সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। এরূপ পুদ্গল একবার নিমগ্ন হইলে নিমগ্নই থাকেন।

(খ) কিরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন?

কোনো পুদ্গল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধা, হ্রী, (লজ্জা,) ঔত্তপ্য (ভয়), বীর্য ও প্রজ্ঞাকে সাধু, উত্তম বলিয়া তাহাতে উদ্ধুদ্ধ হন। কিন্তু তাঁহার এই শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য, বীর্য ও প্রজ্ঞা অন্তরে স্থায়ী হয় না। বর্ধিত হয় না, বরং হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া পুনঃ নিমগ্ন হন।

(গ) কিরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন?

কোনো পুদ্গল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য বীর্য ও প্রজ্ঞাকে সাধু, উত্তম বলিয়া জীবনে আয়ত্ত করে।

ইহাদিগকে যেরূপ লাভ করেন সেইরূপ অবস্থাতেই স্থিত থাকে। বর্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া স্থিত থাকেন।

(ঘ) কিরূপে পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া বিদর্শন ও বিলোকন করেন?

কোনো পুদ্গল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্ম সাধু, উত্তম বলিয়া ইহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া বিদর্শন ও বিলোকন করেন। তিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছেদন করিয়া নরকাদিতে পতনরহিত, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন হন। এইরূপে পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া বিদর্শন ও বিলোকন করেন।

(ঙ) কিরূপ পুদগল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ হন?

কোনো পুদ্গল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্মকে উত্তম, সাধু ভাবিয়া আয়ত্ত করিয়া তৎদ্বারা উত্তীর্ণ হন। তিনি ত্রিবিধ সংযোজন ছেদন করিয়া রাগ-দ্বেষ মোহের ক্ষীণতা সম্পাদন করিয়া সকৃদাগামী হন। একবার মাত্র ইহলোকে জন্মধারণ করিয়া দুঃখান্ত সাধন করেন। এইরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ।

(চ) কিরূপ পুদ্গল উন্মগ্ন হইয়া প্রতিষ্ঠালাভী?

কোনো পুদগল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্ম উত্তম, সাধু মনে করিয়া ইহাদিগকে আয়ত্ত করেন তিনি পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন ছেদন করিয়া ঔপপাতিক হন, অর্থাৎ 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং তথায় প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া আসেন না। এরূপ পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া প্রতিষ্ঠালাভী।

(ছ) কিরূপ পুদ্‌গল উন্মগ্ন হইয়া উত্তীর্ণ, পারগত ও স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ?

কোনো পুদ্‌গল কুশলধর্মের মধ্যে শ্রদ্ধাদি গুণধর্মকে উত্তম, সাধু বলিয়া ইহাদিগকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তদ্‌প্রভাবে তিনি আসক্তিক্ষয় সাধন করিয়া ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা-প্রভাবে অনাসক্তিযুক্ত চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিয়া উত্তীর্ণ পারগত স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।

২. (ক) উভয় ভাগ বিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(খ) প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(গ) কায়সাক্ষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(ঘ) দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(ঙ) শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(চ) ধর্মানুসারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(ছ) শ্রদ্ধানুসারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

(একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশে ৩০-৩৬ নম্বরবিশিষ্ট পুদ্গল বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।)

[সপ্তম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত]

৮. অষ্টক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

চতুর্বিধ মার্গসমন্বিত ও চতুর্বিধ ফলসমন্বিত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

১. স্রোতাপন্ন, ২. স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে তৎপর, ৩. সকৃদাগামী, ৪. সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে তৎপর, ৫. অনাগামী, ৬. অনাগামীফল সাক্ষাতে তৎপর, ৭. অর্হৎ, ৮. অর্হত্বফল সাক্ষাতে তৎপর।

[অষ্টম নির্দেশ বর্ণনা সমাপ্ত]

৯. নবক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১. সম্যকসম্বুদ্ধ কাহাকে বলে?

২. প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকে বলে?

৩. উভয় ভাগবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৪. প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৫. কায়সাক্ষী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৬. দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৭. শ্রদ্ধাবিমুক্ত পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৮. ধর্মানুসারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

৯. শ্রদ্ধানুসারী পুদ্‌গল কাহাকে বলে?

একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ বর্ণনায় এই সকল পুদ্গলের বর্ণনা করা হইয়াছে। একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশের ২৮-৩৬ নম্বরযুক্ত পুদ্গলের বর্ণনার অনুরূপ।

[নবক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

১০. দশক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১. কোন কোন পঞ্চ পুদ্‌গলের ইহলোক-নিষ্ঠা?

(ক) সাত জন্ম-পরিগ্রাহক স্রোতাপন্ন,

(খ) কোলংকোল স্রোতাপন্ন অর্থাৎ যে স্রোতাপন্ন পুদ্‌গল স্রোতাপত্তিফল লাভ হইতে ছয় জন্মের মধ্যে নির্বাণ লাভ করেন।

(গ) একবীজ স্রোতাপন্ন অর্থাৎ যে স্রোতাপন্ন ইহজীবনেই অবশিষ্ট মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ লাভ করেন।

(ঘ) সকৃদাগামী।

(ঙ) এবং অর্হৎ। এই কামাবচর ভূমিতে নির্বাণ লাভ করেন বলিয়া এই পাঁচ প্রকার পুদ্‌গল 'ইহলোক-নিষ্ঠ' নামে অভিহিত।

২. কোন কোন পঞ্চ পুদ্‌গলের ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোক-নিষ্ঠা?

(ক) অন্তর পরিনির্বাণলাভী অনাগামী, (খ) অসাংস্কারিক পরিনির্বাণলাভী, (গ) সসাংস্কারিক পরিনির্বাণলাভী, (ঘ) ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অনাগামী (ঙ) এবং অকনিষ্ঠগামী।

এই পঞ্চবিধ পুদ্‌গল কামাবচর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

[দশক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ সমাপ্ত]

[এই পর্যন্ত পুদ্‌গলগণের পুদগল-প্রজ্ঞপ্তি]

[পুদ্‌গল-প্রজ্ঞপ্তি প্রকরণ সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

একক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১-২. যে বিমোক্ষ সাময়িক, যাহা শুধু ধ্যানমগ্নকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাহা সময়বিমোক্ষ। সময়-বিমোক্ষ বলিতে সমাপত্তি ধ্যানকে বুঝায়। পৃথগ্‌জন ব্যক্তি লোকসম্মত লৌকিক সমাপত্তিধ্যান লাভ করিলেও কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যাসব ধ্যানাভ্যাসক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত হইতে অপসারিত থাকে। জলের উপরিস্থ ভাসমান পানা সরাইয়া পরিচ্ছন্ন জল আহরণ করিলেও ক্ষণকাল পরে পুনরায় যেমন জল পানাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমাপত্তি ধ্যানমগ্ন চিত্ত সাময়িক ক্লেশমুক্ত হয় মাত্র। ধ্যানোত্থিত হইলে পুনঃ ক্লেশসমাবেশ ঘটিয়া থাকে। কারণবশত এই সমাপত্তি ধ্যান হইতে পতন ঘটাও অসম্ভব নহে। সাধনার পরিপন্থী ধর্মসমূহের প্রতি সামান্য প্রমত্ততাবশত স্খলন সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সময়বিমুক্তি বলিতে শুধু অষ্ট সমাপত্তিকে লক্ষ করিয়া বলেন নাই, যেহেতু এখানে আসবের কিয়দংশ ক্ষয়ের কথা উল্লেখ আছে। আবার ক্ষীণাসব বলিতে সম্পূর্ণ আসবক্ষয়কারী অর্হৎকেই বুঝায়। অতএব সময়বিমুক্ত বলিতে অষ্ট সমাপত্তিলাভী এবং তদসঙ্গে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী এই ত্রিবিধ আর্যমার্গ ও ফললাভীর অন্যতম যেকোনো ব্যক্তি হইতে পারেন। অসময়-বিমোক্ষ বলিতে আর্য চারি মার্গ ও চারি ফলকে বুঝায়। এক্ষেত্রে অসময়-বিমুক্ত বলিতে শুধু শুষ্ক-বিদর্শক অর্হৎকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন।

৩-৪. কুপ্পাকুপ্প বা বিনাশ-অবিনাশ শুধু অষ্ট সমাপত্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে। বিনাশধর্মী বলিতে অষ্ট সমাপত্তিলাভী পৃথগ্‌জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী পুদ্‌গলকে বুঝায়। শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পরিপন্থী ধর্মসমূহ সমূলে উৎপাটিত না হইলে সামান্য প্রমত্ততাবশত সমাপত্তি ধ্যানসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। শীলবিপত্তি কিংবা বৃহত্তর নীতি লঙ্ঘন তো দূরের কথা, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ব্রত-প্রতিব্রতের ত্রুটিতেও যে সমাপত্তি নষ্ট হইয়া যায়, এই সম্পর্কে অট্‌ঠকথার একটি গল্প প্রণিধানযোগ্য।

একদিন সমাপত্তিলাভী এক ভিক্ষু গ্রামে পিণ্ডাচরণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গ্রামের ছেলেরা বিহারে আসিয়া খেলা করিয়াছে। তজ্জন্য সমগ্র বিহার অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। ভিক্ষু বিহার সম্মার্জন করা উচিত বিবেচনা

করিলেন বটে, কিন্তু সম্মার্জন করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধ্যানচিত্ত উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁর মধ্যে শীলবিপত্তি কিংবা আচারবিপত্তি আছে কি না তিনি অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিহারের অসম্মার্জনজনিত ওই ব্রতভেদ লক্ষে পড়িল। তখন আসন হইতে উঠিয়া বিহার ঝাঁট দিলেন এবং পুনরায় ধ্যানাসনে উপবেশন করেন। এইবার তিনি যথারীতি ধ্যানচিত্ত উৎপাদনে সমর্থ হইলেন। সুতরাং দেখা গেল, এইরূপ সামান্য ব্রতভেদজনিত ত্রুটির ন্যায় দোষ-ত্রুটি ধ্যাননাশের কারণ হইতে পারে।

অবিনাশধর্মী বলিতে গিয়া অষ্ট সমাপত্তিলাভী অনাগামী ও ক্ষীণাসব অর্হৎকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন। ধ্যানের প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ ধ্বংস করিয়া অচ্যুতির পক্ষে যতদূর শক্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত ততদূর শক্তি ধারণ করিয়া ধ্যানসমূহ লাভ করেন। তাই তাঁহাদের ধ্যানের বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই। অধিকন্তু, লোকোত্তরধর্ম আয়ত্তীভূত বলিয়া বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, ইহা অচল অটল।

৭-৮. চেতনাভব্য শব্দের অর্থ সমাপত্তি ধ্যানে আবিষ্ট, অবহিত, সচেতন। যে চেতনাভব্য পুদ্‌গল যত বেশি মনোযোগ রাখিতে পারেন, তিনি তত সুষ্ঠুভাবে ধ্যানসমূহ রক্ষা করিতে সমর্থ। মনোনিবেশের অভাব ঘটিলে কিংবা বিস্মৃত হইলে ধ্যানচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অনুরক্ষণভব্য অর্থ সমাপত্তি ধ্যানসমূহের প্রতিপক্ষ বা অন্তরায়কর ধর্মের মূলোৎপাটন এবং স্বপক্ষীয় হিতাবহ ধর্মের সম্যক অনুশীলন করিয়া সর্বদা রক্ষণশীল। কাজেই চেতনা অপেক্ষা অনুরক্ষণ ধ্যানের স্থায়িত্বের পক্ষে অধিকতর নিশ্চয়তাজ্ঞাপক ও বলবত্তর। চেতনাভব্য পুদ্‌গল স্বপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নহেন। কাজেই কখনো কখনো ইষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অনিষ্টকর ধর্মের আশ্রয় গ্রহণও তার পক্ষে বিচিত্র নয়, যাহাতে ধ্যানচ্যুতি ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনুরক্ষণভব্য পুদ্‌গল হিত-অহিতকর ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। সর্বদা বিপক্ষীয় ধর্ম বর্জন ও স্বপক্ষীয় ধর্মের অনুশীলনে যত্নবান। সুতরাং অনুরক্ষণভব্য পুদ্‌গলের ধ্যানচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এখানে উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতে পারে : দুইজন ক্ষেত্রপাল। তন্মধ্যে একজন পাণ্ডুরোগগ্রস্ত। সে শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অক্ষম। বাড়ি হইতে অন্যত্র গমনাগমনে অসমর্থ। শস্যক্ষেত্রগুলি দিবারাত্র চৌকি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই সুযোগে দিনে নানা জাতীয় পক্ষী, রাত্রে

মৃগ, শূকর প্রভৃতি বন্যপশুগুলি শস্য খাইয়া ফেলে ও নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে তাহার অক্ষমতাবশত ঠিকমতো ফসল লাভ করিতে পারে না, এমনকি সময়ে তাহার পুনঃ পত্তনের জন্য বীজ পাওয়াও দুষ্কর হইয়া পড়ে। অপর ব্যক্তি সুস্থ, সবল। তীব্র শীত গ্রীষ্ম সহনক্ষম। দিবারাত্র শস্যক্ষেত্র চৌকি দেয়। ফলে, পশুপক্ষীরা ক্ষেত্রে আসিতে পারে না। ক্ষেত্রগুলি শস্যে পরিপূর্ণ থাকে। যথাকালে সে গোলা গোলা শস্য লাভ করে। এখানে চেতনাভব্য পুদ্‌গল পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ও অনুরক্ষণভব্য পুদ্‌গল সুস্থ সবলকায় ক্ষেত্রপালের সঙ্গে তুলনীয়।

৯. বৌদ্ধশাস্ত্রে মানব জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পৃথগ্‌জন ও আর্য। চারি মার্গ ও চারি ফল লাভী ব্যক্তিকে আর্য, এ ছাড়া অপর সাধারণ পৃথগ্‌জন বা প্রাকৃতজন। এই পৃথগ্‌জন দুইভাগে বিভক্ত অন্ধ-পৃথগ্‌জন ও কল্যাণ-পৃথগ্‌জন। যারা লোভ-দ্বেষ-মোহযুক্ত সংসারিক জীবনযাপন করে তারা অন্ধ-পৃথগ্‌জন এবং যাঁরা এই লোভ-দ্বেষ-মোহ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আর্যমার্গ ও ফল লাভের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর তাঁরা কল্যাণ-পৃথগ্‌জন নামে কথিত।

১০. অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ করিবার কালে চিত্তের উন্নত জীবনের গৌরবময় এক চিত্তক্ষণের নাম গোত্রভূ। গোত্রভূক্ষণে চিত্ত কামাবচর গোত্র বা কামলোকের স্বরূপ অভিভূত করিয়া রূপাবচর বা অপরূপাবচর গোত্রে উপনীত হইবার প্রয়াস পায় এবং তদনুযায়ী আরম্মণ গ্রহণ করে। ইহার অব্যহিত পরবর্তী চিত্তক্ষণেই অর্পণা-ধ্যান উৎপন্ন হয়। গোত্রভূক্ষণটি ধ্যানরাজ্যে প্রবেশের সবশেষ চিত্তক্ষণ। ইহার অব্যবহিত পরেই মার্গচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ক্লেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গোত্রভূক্ষণে কোনোরূপ ক্লেশ ধ্বংস করা যায় না, ইহা ধ্যানলাভ বা মার্গলাভের জন্য শক্তিসম্পন্ন ও উন্নতিমুখী বীথিচিত্তের বৈশিষ্ট্য মহত্বপূর্ণ চিত্তক্ষণ মাত্র। গণনায় ইহা জবন-স্থানের চতুর্থ।

১১-১২. স্রোতাপত্তিমার্গজ্ঞান হইতে অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান পর্যন্ত—এই সপ্তবিধ পুদগলকে ভয়াবরুদ্ধ বলা হয়। এখানে ভয় বলিতে দুর্গতি, বট্ট, ক্লেশ ও অপবাদ—এই চারি প্রকার ভয়কে বুঝায়। শীলবান, ধর্মপ্রাণ পৃথগ্‌জন উক্ত চতুর্বিধ ভয়ে অভিভূত হইয়া অকুশলকর্ম সম্পাদন করেন না। স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী—এই ত্রিবিধ আর্যপুদ্‌গল এমন কোনো পাপকর্ম সম্পাদন করেন না যদ্বারা অপায় গমন করিতে পারেন। তদ্ধেতু তাঁহারা প্রথম দুর্গতি ভয়ের অতীত। অপর ত্রিবিধ ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা পাপকর্মে

লিপ্ত হন না। অর্হত্ত্বমার্গস্থ পুদ্‌গল দুঃখময় সংসারবট্ট (বন্ধন) এখনো সমূলে ছিন্ন হইল না, বলিয়া ভীত হন, কিন্তু ফলপ্রাপ্তির পর সর্ববিধ আসব পরিক্ষীণ হয়, সংসারবট্ট উচ্ছিন্ন, যাবতীয় ক্লেশরাশি ধ্বংসীভূত, তাই তিনি অভয়াকুল বা নির্ভীক। তাঁহার আর কোনোরূপ ভয়ের কারণ নাই সুতরাং যতদিন অন্তর্নিহিত অবিদ্য-তৃষ্ণাদি ক্লেশ বিদ্যমান থাকে, ততদিন ভয়ও থাকে। অবিদ্যা-তৃষ্ণাদি ক্লেশই ভয়ের কারণ।

১৩-১৪. নিয়াম বলিতে এই বুঝায় যে ইহ জীবন পরিত্যাগ করিয়া পর জীবন গ্রহণ করিবার কালে সুনির্দিষ্ট কর্মবিধানের ফল প্রদানে যেই নিশ্চয়তা তাহাই নিয়াম। মিথ্যা নিয়াম ও সম্যক নিয়াম ভেদে নিয়াম দুই প্রকার। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষচিত্তে বুদ্ধের দেহ হইতে রক্তপাত ও সংঘভেদ—এই সকল অকুশলকর্মের মধ্যে একটি কর্মও কাহারো জীবনে একবার সম্পাদিত হইলে অকুশল গুরুকর্মরূপে তদ্‌পরবর্তী জীবনের জন্মক্ষণে ফলদান করিবেই। অহেতুক, অক্রিয়া ও নাস্তিক নামক নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে ফলদান অবশ্যম্ভাবী। এই পঞ্চবিধ গুরুকর্ম সম্পাদনকারী ও বিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে ফলদান সুনিশ্চিত বলিয়া ইহারা মিথ্যা নিয়াম নামে কথিত। স্রোতাপত্তি হইতে অনাগামী পর্যন্ত এই ষড়বিধ মার্গফললাভীর কোথায় কীরূপে কতদূর শক্তি লইয়া জন্ম পরিগৃহীত হয় তাহা সুনির্দিষ্ট। অর্হত্ত্বমার্গফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভব-সংযোজন উচ্ছিন্ন হইয়া জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত না হওয়ার কারণ স্থির-নিশ্চিত হয় বলিয়া ইহারা সম্যক নিয়াম। ধ্যানলাভীর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সমাপত্তি ধ্যানসমূহের স্থির নিশ্চয়তা থাকে না ও সাধারণ কারণে ভঙ্গুর বলিয়া ইহাদিগকে নিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। নচেৎ, ক্ষমতানুসারে নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে জন্মরূপ ফল প্রদান করিলে সমাপত্তি ধ্যানসমূহকে সম্যক নিয়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই দ্বিবিধ নিয়ামের অন্যতম নিয়ামে প্রবিষ্ট হইলেই নিয়ত পুদ্‌গল নামে কথিত। অপর সাধারণ অনিয়ত। আকাশে উৎক্ষিপ্ত দণ্ড যেমন ভূপতিত হইবার কালে দণ্ডের অগ্র, পশ্চাৎ না—মধ্যভাগ ভূমিতে পড়ে ইহার কোনোরূপ নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ অনিয়ত পুদ্‌গল কোন কর্মবিপাকে কোথায় গিয়া জন্মপরিগ্রহ করে কিছুরই স্থিরতা থাকে না।

১৫-১৬. সাধারণ কথায় আবরণ বলিতে আচ্ছাদন, ঢাকনি, বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক বুঝায়। এক্ষেত্রে স্বর্গ-মোক্ষের পথ আচ্ছাদন করিয়া রাখে এই অর্থে আবরণ। এমন সব আবরণ বা অন্তরায়কর ধর্ম মানুষের

জীবনে অতীত ও বর্তমান জীবনের অকুশলকর্ম বিপাকরূপে বিদ্যমান থাকে যাহা অভীষ্ট সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক, সেই অকুশল কর্মজাত প্রতিবন্ধকই আবরণ বা অন্তরায়। আবরণধর্ম এক্ষেত্রে তিন প্রকার : কর্মাবরণ, ক্লেশাবরণ ও বিপাকাবরণ। এই কর্মাবরণ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, দ্বেষচিত্তে বুদ্ধদেহ হইতে রক্তপাত ও সংঘভেদ—এই পাঁচ প্রকার দুষ্কর্মকে কর্মাবরণ বলে। এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে কাহারো জীবনে এক বা একাধিক কর্ম সম্পাদিত হইলে শত সৎকর্মে ডুবিয়া থাকিলেও নরক গমন তার অবশ্যম্ভাবী। নির্বাণ তো দূরের কথা, সাধারণ স্বর্গ-মোক্ষ কিংবা সুগতি ভূমিতে জন্মলাভও সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই সকল দুষ্কর্মা প্রাণীগণ অবীচি মহানরকে গমন করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। মৃত্যুর পূর্বে সময় ও সুযোগ পাওয়া গেলে দুষ্কর্মের বিপাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া যদি ইহার প্রতিকারার্থ নানাবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে, তবে নরকের আয়ুষ্কাল কমাইতে পারে। মহানরকে উৎপন্ন না হইয়া সাধারণ নরকে গমন করে। যেমন বুদ্ধদেহ হইতে রক্তপাত করার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে দেবদত্তের নরক পরিবর্তন ঘটিল। যেমন অজাতশত্রুর পিতৃহত্যাজনিত অপরাধস্খালন করিবার জন্য পিতার দেহ সৎকার, বার বার দুষ্কর্মের অনুশোচনা ভোগ, ত্রিরত্নের শরণাগতি ইত্যাদি সৎকর্ম প্রভাবে নরকের পরিবর্তন ঘটিল। মহাদুঃখপূর্ণ অবীচি মহানরকে অনন্ত কালের জন্য পতিত না হইয়া লৌহ কুম্ভীপাক নরকে উৎপন্ন হইলেন। অধিকন্তু দুষ্কর্ম সম্পাদনার পর অনুতাপ, ত্রিরত্নের শরণাগতি ও বিবিধ কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া দূর ভবিষ্যতে একেকটি পরম সৌভাগ্যের উৎস সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা অনাগতে অনন্ত কালগর্ভে একদিন পৃথিবীতে 'প্রত্যেকবুদ্ধ' রূপে অবতীর্ণ হবেন।

দ্বিতীয় প্রকার আবরণ ক্লেশবরণ। ইহারা ত্রিবিধ। যথা : অহেতুক-দৃষ্টি, অক্রিয়া দৃষ্টি ও নাস্তিক দৃষ্টি। মানুষ মনে করে, এ জগতে স্থাবর জঙ্গম সম্পদ, যত জীবিত সত্তা, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি জাগতিক সর্ব পদার্থের সৃষ্টির মূলে কোনো হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। কোনো ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তিতে সর্ব পদার্থের সৃষ্টি ও বিলয় ঘটিয়া থাকে। হেতু-প্রত্যয় সম্পর্কে অবিশ্বাসসূচক এরূপ ধারণাকে অহেতুক দৃষ্টি বলে। মানুষ মনে করে, এ জগতে দান, শীল ও ভাবনা বলিতে কোনোরূপ কুশলকর্ম কিংবা প্রাণিহিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, নেশাপান বলিতে কোনোরূপ অকুশলকর্ম নাই। কুশলাকুশল কর্মের ফল বলিতে কিছু নাই। যাহা কিছু করা যায় করার সঙ্গে

সঙ্গে সব কিছু নিঃশেষ হইয়া যায়। সংক্ষেপে কর্ম ও ফলে অবিশ্বাসসূচক এরূপ ধারণাকে অক্রিয়া দৃষ্টি বলে। মানুষ ধারণা করে, ইহজন্মে কুশলাকুশল কর্ম করা হইলেও ভবিষ্যৎ জন্মে উহাদের কোনো বিপাক ফলিবে না। অতীত কর্মের কোনোরূপ ফল বর্তমান জন্মে সংক্রমিত হয় না অর্থাৎ অতীত অনাগত জন্মে অবিশ্বাসমূলক ধারণাকে নাস্তিক দৃষ্টি বলে। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, সন্দেহ, আলস্য, অবসাদ, ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য ও দৃষ্টি—এই দশবিধ ক্লেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টির নাম ক্লেশাবরণ। এই আবরণ যার অন্তরে সন্নিহিত সেও আবদ্ধ, মোক্ষ বা নির্বাণ লাভে চিরতরে বঞ্চিত। আরেক প্রকার আবরণ, ইহার নাম বিপাকাবরণ। ইহা পূর্ব পূর্ব জীবনের অকুশল কর্ম ও ক্ষীণ পুণ্যকর্মের প্রভাবে ইহজন্মের প্রতিসন্ধি বা জন্মক্ষণে সংঘটিত হয়। অকুশল অহেতুক—কুশল অহেতুক, দ্বিহেতুক এবং ত্রিহেতুকবশে জন্ম ত্রিবিধ। পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ অকুশল অহেতুক জন্মের অন্তর্গত। জন্মবধির, অন্ধ, খঞ্জ, কানা, কূণি, বোবা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মনুষ্যগণ এবং ভূম্যাশ্রিত নিম্ন শ্রেণির অসুরাদি কুশল অহেতুক জন্মাধীন। পুণ্যবয়বসম্পন্ন মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও বলবৎ সংস্কারের অভাবে দ্বিহেতুক (অলোভ-অদ্বেষহেতু) সত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করে। ফলে তাহাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, স্মৃতি, জ্ঞান দুর্বল হয়, তাহাতে তাহারা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ত্রিবিধ বলবান হেতুসম্প্রযুক্ত (আলোভ-অদ্বেষ-অমোহ হেতু) জন্ম-পরিগ্রাহক বিচক্ষণ ব্যক্তিই চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও নির্বাণ লাভে সক্ষম। প্রথম তিন প্রকার জন্ম-পরিগ্রাহক প্রাণীগণের মার্গফল লাভের যে আবরণ তাহা জন্মগত, পূর্বজন্মার্জিত। অপুণ্য ও ক্ষীণ পুণ্য-সংস্কারজনিত। তাহাও মোক্ষ নির্বাণের বাধা।

শাস্ত্রের আজ্ঞা-অমান্য-অন্তরায়, উপবাদান্তরায় নামে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। উহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই : ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণ-শ্রামণী প্রভৃতি যারা নির্বাণপথের অভিযাত্রী সাজিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা যদি তাঁহাদের জীবনের ব্রত-ধর্মবিনয়ের নীতি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে শত সাধনা সত্ত্বেও মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। কাজেই বিনয়নীতি লঙ্ঘন করা পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বর্গ-মোক্ষের আবরণ। ইহাই আজ্ঞা-অমান্য-অন্তরায়। আর, আর্যপুদ্গলের প্রতি গালি, নিন্দা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অপবাদ প্রভৃতি অপমানসূচক কায়, মন বা বাক্য-সহকারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করাকে উপবাদান্তরায় বলে। কাহারো জীবনে আর্যপুদ্গলের প্রতি এরূপ উপবাদান্তরায় সম্পাদিত হইলে সাধনমার্গে উন্নতি

করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করা না হয়। উপবাদান্তরায়ের একমাত্র প্রতিকার হইতেছে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যাঁর প্রতি অপরাধ করা হয়। ইহাও স্বর্গ-মোক্ষের আবরণ।

১৯. সমশীর্ষক তিন প্রকার। যথা : ঈর্ষাপথ-সমশীর্ষক, রোগ-সমশীর্ষক ও জীবিত-সমশীর্ষক। যিনি গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন—এই চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অন্যতম যে অবস্থায় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থাতেই পরিনির্বাণ লাভ করেন, তাঁহাকে ঈর্ষাপথ-সমশীর্ষক বলা হয়। যিনি কোনো রোগগ্রস্ত হইয়া তদবস্থাতেই বিদর্শন ভাবনার বৃদ্ধি-বৈপুল্য সাধন করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন ও পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে রোগ-সমশীর্ষক বলে। অট্‌ঠকথায় তের প্রকার 'সীস' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা : পলিবোধ সীসঞ্চ তণ্‌হা, বন্ধন সীসঞ্চ মানো, পরামস সীসঞ্চ দিট্‌ঠি, বিক্‌খেপ সীসঞ্চ উদ্ধচ্চং, কিলেস সীসঞ্চ অবিজ্জা, অধিমোক্‌খ সীসঞ্চ সদ্ধা, পগ্‌গহ সীসঞ্চ বিরিযং, উপট্‌ঠান সীসঞ্চ সতি, অধিক্‌খেপ সীসঞ্চ সমাধি, দস্‌সন সীসঞ্চ পঞ্‌ঞা, পবত্ত সীসঞ্চ জীবিতিন্দ্রিযং, গোচর সীসঞ্চ বিমোক্‌খো, সঙ্খার সীসঞ্চ নিরোধো'তি।

এখানে লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, একমাত্র অর্হত্ত্বচিত্তই অবিদ্যা-ক্লেশকে ধ্বংস এবং একমাত্র চ্যুতিচিত্তই প্রবর্তন নামক জীবিতেন্দ্রিয়কে ধ্বংস করিতে সক্ষম। অবিদ্যাবিধ্বংসী চিত্ত জীবিতেন্দ্রিয়কে কিংবা জীবিতেন্দ্রিয়-বিধ্বংসী চিত্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে অক্ষম। যেহেতু অবিদ্যা-বিনাশক ও জীবিতেন্দ্রিয়-বিনাশক চিত্ত এক নহে, দুই বিভিন্ন চিত্ত। অথচ অবিদ্যা ও জীবিতেন্দ্রিয় এই উভয় শীর্ষ যাঁহার অপূর্ব-অপশ্চাৎ যুগপৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—তাঁহাকে জীবিত সমশীর্ষক বলে ইহা কিরূপে সম্ভব? কিরূপে দুই বিভিন্ন চিত্তের সমতা সাধন করা যাইতে পারে?

তদারম্মন, জবন, ব্যবস্থাপন ও মোঘ নামক চিত্তোৎপত্তির চারি প্রকার বীথি বা স্তর। এই চারি প্রকার বীথি বা স্তরের মধ্যে যেকোনো এক বীথির সমতায় আসবক্ষয় ও পরিনির্বাণের সমতা-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। যখন নিম্নতন ত্রিবিধ মার্গজ্ঞানের উদ্বোধন হয়, তখন পঞ্চবিধ প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত উৎপন্ন হয়। যথা : মার্গলাভ, ফলোপভোগ, নির্বাণোপলব্ধি, বিদূরীত-ক্লেশ ও বিদূরীতব্য-ক্লেশ প্রত্যবেক্ষণ। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত ত্রিবিধ মার্গ-ভেদে ৩ x ৫ = ১৫ প্রকার। অর্হত্ত্বমার্গক্ষণে শুধু প্রথম চারিটি প্রত্যবেক্ষনীয়। ইহাতে বিদূরীতব্য-ক্লেশ থাকে না, যেহেতু ইহা ক্লেশের পূর্ণ ধ্বংসাবস্থা। অতএব এই একুন বিংশতি (১৫+৪=১৯) প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভবাঙ্গে

(চিত্তের লীনাবস্থায়) অবতরণপূর্বক পরিনির্বাণ লাভ করা যায়। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বীথির মধ্যে যেই বীথিতে অবিদ্যাদি ক্লেশ ধ্বংসীভূত হয়। সেই বীথিতেই প্রবর্তনসূচক জীবিতেন্দ্রিয়ের চ্যুতি ঘটিয়া পরিনির্বাণ লাভ হয়। এইরূপে অবিদ্যা ও জীবিতেন্দ্রিয়-নাশক চিত্তের সমতা সাধিত হইতে পারে।

২০. কল্প বিনাশ অর্থ—লক্ষ-কোটি চক্রবাল বা এই মহাপৃথিবীর প্রলয় বা ধ্বংস। বুদ্ধের ধর্মশাসনের আয়ু বিদ্যমান থাকিলে এই কল্প ধ্বংস হইতে পারে না। আবার, কল্প ধ্বংসকালেও ধর্মশাসন থাকে না। লক্ষ-কোটিকাল গত হইলে কল্পবিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য বুদ্ধ তথাগত চারি মার্গের যেকোনো মার্গলাভী পুদ্গলের ফল লাভে অন্তরায়-অভাব বা গুরুত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। মার্গস্থ পুদ্গলের ফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত কল্পের ধ্বংসকাল উপস্থিত হইলেও কতিপয় চিত্তক্ষণ স্থগিত থাকিবে, ফল লাভে অন্তরায় হইবে না, ফল লাভ হইবেই। তিন অনুলোম, এ গোত্রভূ এক মার্গ, দুই ফল এবং পঞ্চ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান—এই কয়েক চিত্তক্ষণের মধ্যে কল্প বিনাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না। উপমাচ্ছলে আরও উক্ত হইয়াছে : যদি ত্রিগুণবিশিষ্ট রজ্জুতে একটি বিশাল পাষাণ মার্গলাভীর মস্তকোপরি ঝুলানো থাকে, তবে রজ্জুর একগুণ ছিন্ন হইলে পাষাণ দ্বিগুণে নির্ভর করিবে। দ্বি-গুণ ছিন্ন হইলে এক-গুণে থাকিবে এবং অবশিষ্ট গুণটি ছিন্ন হইলে পাষাণটি শুষ্ক তৃণতুল্য আকাশে বায়ুর প্রভাবে স্থিত থাকিবে, তথাপি ফল লাভ না করা পর্যন্ত এই বিশাল পাষাণটি মার্গলাভীর শিরে পতিত হইবে না।

২৬-২৭. যে সকল ধর্ম 'বিদ্যা' রূপে উল্লিখিত-তাহাই আবার 'অভিজ্ঞারূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন : পূর্বনিবানুস্মৃতি-জ্ঞান, দিব্যচক্ষুজ্ঞান, আসবক্ষয়-জ্ঞান—এইগুলি ত্রিবিদ্যা নামে কথিত। আবার এই ত্রিবিদ্যাসহ পরচিত্ত-বিজাননজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যশ্রুতিজ্ঞান—এই ষড়বিধ জ্ঞানকে 'অভিজ্ঞা' বলে। বিদ্যা ও অভিজ্ঞা শব্দ দুইটির মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য থাকিলেও অর্থের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। ইহাদের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান। ইহারা লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একমাত্র আসবক্ষয়-জ্ঞানই লোকোত্তর অভিজ্ঞা। ইহা দুঃখমুক্তির প্রকৃত কারণ। অপর পাঁচটি লোকীয় ইহাদের সঙ্গে তৃষ্ণাক্ষয় বা দুঃখমুক্তির সম্বন্ধ গৌণ। নিম্নে ষড়াভিজ্ঞার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

(১) পূর্বনিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান প্রভাবে চিত্ত যখন পরিশুদ্ধ, ক্লেশশূন্য ও ক্ষমতাশালী হয়,

তখন পূর্বজন্মের যাবতীয় জন্মবৃত্তান্তের প্রতি চিত্তকে অভিনমিত করিয়া বহু জন্ম-জন্মান্তর, বহু কল্পকাল স্মরণ করা যায়। কোন জন্মে কোথায় কোন সত্ত্ব-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল? পূর্ব পূর্ব জন্মের নাম, গোত্র, জাতি, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখানুভূতি, পরামায়ু, আকার, উদ্দেশ, স্বরূপ, স্বভাব, গতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া এই অভিজ্ঞার নাম পূর্বনিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর-জ্ঞান। ইহা এই গ্রন্থের চতুর্থ নির্দেশে বিশদরূপে বর্ণিত।

(২) দিব্যশ্রুতি জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান বা সাধনার প্রভাবে চিত্ত উপক্লেশ হইতে মুক্ত, সমাহিত ও পারদর্শী হইলে দিব্যশ্রুতি জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত্রধাতু দ্বারা নিকটবর্তী, দূরবর্তী, দেব কী মনুষ্য সর্ববিধ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আজকাল যেমন জড়বিজ্ঞান প্রভাবে পৃথিবীর এক প্রান্তের শব্দ অপর প্রান্তে শুনিতে পাওয়া যায়। তেমন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে যাবতীয় শব্দ শ্রবণ সম্ভবপর হয়। তবে জড়বিজ্ঞান সসীম, মনোবিজ্ঞান অসীম।

(৩) দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

রূপাবচর সাধনা প্রভাবে ক্ষমতাশালী ও সমাহিত চিত্ত সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে অলৌকিক দৃষ্টি লাভ করে। ইহাতে প্রাণিগণের ইহ-পরজন্মের জীবনবৃত্তান্ত দেখিতে পায়। বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে লক্ষ করিতে পারে যে কোন প্রাণীটি কিরূপ কর্ম প্রভাবে কোথায় হইতে চ্যুত হইয়া কোথায় গিয়া জন্মধারণ করে এবং তাহার জীবনচরিত, জীবন-বৃত্তান্তই বা কিরূপ? যেমন চৌমুহনী রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চ প্রাসাদোপরি কোনো কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নতন প্রাণিগণকে লক্ষ করে যে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বহির্গমন করিতেছে, কেহ এক রাস্তায় আসিয়া অন্য রাস্তা ধরিতেছে। কেহ আসিতেছে, কেহ বা যাইতেছে, কেহ বা উপবিষ্ট, কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা শায়িত। কেহ কর্মব্যস্ত, কেহ উন্নত, কেহ অনুন্নত, কেহ সুশ্রী, কেহ বা বিশ্রী ইত্যাদি।

(৪) পরচিত্ত-বিজানন জ্ঞান।

রূপাবচর ধ্যান বলে চিত্ত সর্বতোভাবে শক্তিশালী হইলে অপরাপর সত্ত্বগণের চিত্তের গতি জানিবার জন্য আপন চিত্তকে অনুধাবিত করা যায়। সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত, সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত, বীতদ্বেষ চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারে। এরূপে পরচিত্তের

ভাব-বিন্যাস জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন মণ্ডন বিলেপন বিলাসী যুবা দর্পণ দ্বারা মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স-কণিকা হইলে সকণিকারূপে, অকণিকা হইলে অকণিকারূপে, পরিচ্ছন্ন হইলে পরিচ্ছন্নরূপে, মলিন হইলে মলিনরূপে স্পষ্টভাবে দর্শন করে।

(৫) বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান বা অলৌকিক বিভূতি।

রূপাবচর ধ্যান প্রভাবে চিত্ত যখন সমাহিত পরিশুদ্ধ ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্তকে বিবিধ ঋদ্ধিময় জ্ঞানাভিমুখে ধাবিত করা যায়। যেমন : এক হইয়া বহুরূপ ধারণ, বহু হইয়া একরূপ ধারণ, হঠাৎ আবির্ভাব, হঠাৎ তিরোভাব, আকাশে পক্ষীর অসংলগ্নভাবে গমনাগমন করার ন্যায় দেয়াল, প্রাকার ও পর্বতের অন্তরালে অসংলগ্নভাবে গমনাগমন, জলে ডুবা-ভাসার ন্যায় এই মৃত্তিকাময় পৃথিবীতে নিমগ্ন উন্মগ্ন হওয়া, আকাশে পর্যঙ্কবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় ভাসিয়া চলা, চন্দ্র-সূর্যকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা ইত্যাদি অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করা। দক্ষ কুম্ভকার কিংবা স্বর্ণকার যেমন মৃত্তিকা ও সোনারূপাদি দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার ও অলংকার পত্র প্রস্তুত করে, তেমনই ঋদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম।

(৬) আসবক্ষয় জ্ঞান।

রূপাবচর কিংবা অরূপাবচর ধ্যান প্রভাব থাকুক আর না-ই থাকুক যখন বিদর্শন জ্ঞান প্রভাবে চিত্ত সমাহিত, পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত অনঞ্জন, বিগত ক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, অচঞ্চল ও শক্তিশালী হয়, তখন চিত্ত আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে ধাবিত হয়। চিত্তের তদবস্থায় জানিতে পারা যায়—"ইহা দুঃখসত্য, ইহা সমুদয়সত্য, ইহা নিরোধসত্য, ইহা নিরোধগামিনী প্রতিপদ সত্য"। এইরূপে আর্যসত্য দর্শন ও উপলব্ধির ফলে কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যাসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হয়। আসব হইতে চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানোদয় হয়। এই প্রসঙ্গে আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় যে চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য ব্রতোদ্যাপন সম্পূর্ণ হইয়াছে। সর্ববিধ কর্তব্য সমাপ্ত। অতঃপর কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। যেমন : স্বচ্ছ, প্রসন্ন, নির্মল, গভীর, পবিত্র জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পান যে জলাশয়টি স্বচ্ছ, নির্মল, প্রসন্ন এবং তথায় সাপ, গোন্ধা, মৎস্য প্রভৃতি জলজপ্রাণী বিচরণ করিতেছে। তদর্শনে পুনরায় ভাবোদয় হয়—'এগুলি সাপ, এগুলি ঘোন্ধা, এগুলি মৎস্য' ইত্যাদি।

২৮-২৯. অন্তিম জীবনে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পূর্বে কাহারো সমীপে এই ধর্ম শুনিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া অশ্রুতপূর্ব। বোধিসত্ত্বগণ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হইয়া শাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন এবং তদনুযায়ী ব্রত প্রতিব্রত সম্পাদন করেন। অধিকন্তু কর্মস্থান বা সাধনব্রত গ্রহণপূর্বক সুদৃঢ় চিত্তৈকাগ্রতা সম্পাদন করেন। এতদ্‌সঙ্গে জন্মে জন্মে পারমিতা (জ্ঞানের পরিপূর্ণতা) সাধন করিয়া আসেন, যাহার ফলে অন্তিম জীবনে বোধিসত্ত্বগণ আচার্য ব্যতিরেকে স্বয়ং মার্গফল লাভ করিতে সক্ষম হন। এইরূপ চারি আর্যসত্যের সম্যক উপলব্ধি ও সম্বোধির প্রত্যেক অঙ্গ নিরবশেষ পরিপূর্ণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ জ্ঞানবল উৎপাদন করেন। যেমন মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়কুল সুজাত সুকৃতী ক্ষত্রিয় সুকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সর্বৈশ্বর্যের অধিকারী হন। কোনোরূপ সম্পদের উপর অনধিকার থাকে না, তেমনই পারমিতাসম্পন্ন ব্যক্তির অর্হত্ত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞতা ও দশবিধ বল প্রভৃতি সর্ব সম্পদ লাভ হয়। এই দশবিধ বল উপার্জনের জন্য বুদ্ধের অপর আখ্যা 'দশবল'। সেই দশবিধ বল কী কী? এখন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব :

(১) ঠানঞ্চ ঠানতো অট্‌ঠানঞ্চ অট্‌ঠানতো যথাভূতং ঞাণং।

জগতের যেকোনো কার্য ইহার কারণ হইতে উদ্ভূত। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। প্রত্যেক কর্মের কারণকে কারণরূপে এবং অকারণকে অকারণরূপে দর্শন বা জ্ঞানই তথাগতের প্রথম জ্ঞান বল। যেমন : এমন কোনো হেতু-প্রত্যয় বিদ্যমান নাই—যদ্বারা পৃথগ্‌জন ব্যক্তি সংস্কারনিচয়কে নিত্য-সুখ-আত্মাবশে গ্রহণ না করিয়া অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম বলে গ্রহণ করিতে পারে না। আবার এমন কোনো হেতু-প্রত্যয় বিদ্যমান নাই যদ্বারা আর্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কার-ধর্মকে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মবশে গ্রহণ না করিয়া নিত্য-সুখ-আত্মাবশে গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ কারণ-অকারণ সম্পর্কে অবিচলিত জ্ঞানই তথাগতের প্রথম বল।

(২) অতীতানাগত-পচ্চুপ্পন্নানং কম্মসমাদানানং ঠানসো হেতুসো বিপাকং যথাভূতং ঞাণং।

অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই তিন কালের মধ্যে কৃত-অকৃত কর্মের বিপাকোৎপত্তি নিরপেক্ষ নহে। ইহা কারণ ও হেতুসাপেক্ষ। যেই কারণ ও হেতুবলে কর্মের বিপাক ফলিয়া উঠে কিংবা যে কারণ ও হেতু প্রভাবে কর্ম বিপাক দান করিতে পারে না অথবা যে সব কারণ ও হেতুর অনুকূল-প্রতিকূল শক্তিতে সর্বদা কর্মান্তর ও বিপাকান্তর প্রাপ্ত হয়—তদ্‌সম্পর্কে যথাভূত ও

পরিপূর্ণ জ্ঞানই তথাগতের দ্বিতীয় বল।

(৩) সব্বত্থগামিনী পটিপদং যথাভূতং ঞাণং।

সর্বত্র গামিনী প্রতিপদা বা মার্গ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান। প্রাণীগণ কর্মবিপাকে যেখানেই গমন করুক, যেখানেই জন্মপরিগ্রহ করুক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, নরক কিংবা পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি কুলের যেখানেই গমন করুক না কেন, যখন যে মার্গ অবলম্বন করিয়া যেই কর্ম বিপাকে গমন করে—সেই সমুদয় প্রতিপদা বা মার্গ সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানই দশবলের তৃতীয় বল।

(৪) অনেক ধাতু নানাধাতু লোকং যথাভূতং ঞাণং।

স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর নানা প্রকার বৈষম্যে এই বিশাল বিশ্বের জড়-চেতনময় অবস্থিতি বহুধা। তাই, এই বিশ্বসংসার অসংখ্য ধাতুর অসংখ্য গঠন, অসদৃশ তার প্রণালি। এরূপ অনেক ধাতু নানাধাতুর লোকোৎপত্তি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই চতুর্থ বল।

(৫) সত্তানং নানাধিমুত্তিকতং যথাভূতং ঞাণং।

সাধারণত সত্ত্বগণ নানা অভিপ্রায় প্রণোদিত। অসংখ্য জীবের মধ্যে স্বরূপের কোনোরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। সত্ত্বগণের মধ্যে কিরূপ অভিপ্রায় বা স্বভাবের সামঞ্জস্যহেতু একের সহিত অন্যের সম্মিলন ঘটে, বন্ধুত্ব জন্মে এবং কিরূপে অসামঞ্জস্যহেতু বিরহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহার মূলীভূত স্বরূপ সম্পর্কে দশবলের যেই প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাই পঞ্চম বল।

(৬) পরসত্তানং পরপুগ্গলানং ইন্দ্রিযপরো পরিযত্তং যথাভূতং ঞানং।

অপরাপর সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয়-বৈষম্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের সবলতা-দুর্বলতা, জ্ঞান লাভে ক্ষমতা-অক্ষমতা, ইহাদের সাম্য-অসাম্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানই দশবলের ষষ্ঠ বল।

(৭) ঝান বিমোক্খ সমাধি সমাপত্তিনং সংকিলেসং বেদানং বুট্ঠানং যথাভূতং ঞানং।

ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির বিঘ্ন কী? অন্তরায় কী? পক্ষান্তরে ইহার শুদ্ধি, পবিত্রতা, সহায়ক ও উপকারক ধর্মই বা কিরূপ? কীরূপে ইচ্ছামত ধ্যানারূঢ় হওয়া বা ধ্যানাসন হইতে গাত্রোত্থান করা যায়—ইত্যাদি সম্পর্কে দশবলের সুনিশ্চিত জ্ঞানই সপ্তম বল।

(৮) পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান।

(৯) সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান।

(১০) আসবক্ষয় জ্ঞান।

এই দশবিধ বলের মধ্যে কোনো কোনোটি সম্যকসম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, অগ্রশ্রাবকের মধ্যে সমতুল্য। কোনোটি শুধু সম্যকসম্বুদ্ধেরই বৈশিষ্ট্য, তাহাতে অন্যের অনধিকার। কোনো কোনো বলের মধ্যে আংশিক অধিকার সকলেরই থাকে। আসবক্ষয় জ্ঞানে সকলের অধিকার সমতুল্য, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বলে সর্বজ্ঞ সম্যকসম্বুদ্ধের জ্ঞানই অসাধারণ ও অদ্বিতীয়। অপর আট প্রকার বলে প্রত্যেকবুদ্ধ ও অগ্রশ্রাবকের জ্ঞান সসীম, কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধের জ্ঞান অসীম।

৩৭-৪০. যাঁহারা প্রথম মার্গফল লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা স্রোতাপন্ন নামে অভিহিত। তাঁহারা আবার শক্তির পার্থক্যানুসারে ত্রিবিধ। ঊর্ধ্বতন ত্রিবিধ মার্গ-ফল লাভের উপযোগী ও শক্তিশালী বিদর্শন জ্ঞানবলে স্রোতাপত্তি লাভ করিলে তিনি 'একবীজি' স্রোতাপন্ন, তদপেক্ষা দুর্বলতর হইলে 'কোলংকোল' এবং দুর্বলতম হইলে 'সত্তক্খত্তুপরম' স্রোতাপন্ন নামে আখ্যা প্রাপ্ত হন। নিম্নোক্ত ত্রিবিধ স্রোতাপন্ন পৃথিবীতে যতবার জন্ম পরিগ্রহ করেন—শুধু দেবলোকে ও মনুষ্যলোকেই করিয়া থাকেন। 'একবীজী' স্রোতাপত্তি একবার মাত্র মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থকথার বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়, শুধু যে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া থাকেন, এমনও নহে দেবলোকেও জন্ম পরিগৃহীত হইতে পারে।

চতুর্বিধ সকৃদাগামী পুদ্গলের মধ্যে যিনি ইহলোকে মার্গফল লাভ করিয়া দেবভবনে উৎপন্ন হন এবং যথায়ু অবস্থান করিয়া তথা হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করেন। এখানে এরূপ সকৃদাগামী পুদ্গলের বিষয়ই উদ্দিষ্ট। জন্মপরিগ্রহ লইয়া বিচার করিলে 'একবীজী' স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদ্গলের মধ্যে এরূপ পার্থক্য বোধ জন্মে যে 'একবীজী' স্রোতাপন্ন একবার জন্ম ধারণ ও সকৃদাগামী দুইবার জন্মধারণ করেন।

দুক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

১৩,৩৩. একটি দর্শন-কৃত্য সম্পাদন করিতে হইলে চিত্ত, চক্ষুপ্রসাদ, রূপ ও আলোক এই কয়েকটি প্রত্যয়ের সম্মিলিত সম্পর্ক প্রয়োজন। চিত্ত চক্ষুপ্রসাদ ছাড়া রূপ দর্শনে অক্ষম। চিত্ত ব্যতীত চক্ষু প্রসাদ দ্বারা রূপ দর্শন করা যায় না। মোট কথা, পূর্বোক্ত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যেকোনো একটি বাদ পড়িলে অন্যগুলি দ্বারা দর্শনকৃত্য সম্পাদিত হয় না। 'ধনুর্বিদ্ধ' বলিতে যেমন

শুধু ধনু দ্বারা বিদ্ধ বুঝিলে পুর্ণাঙ্গ তত্ত্ববোধ জন্মে না, যদ্যপি অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে ধনুর প্রয়োজন অপরিহার্য, তেমন চক্ষুদ্বারা রূপদর্শনে চক্ষুপ্রসাদের সাহায্য প্রধান ও অপরিহার্য। বস্তুত বিচার করিতে গেলে চক্ষেন্দ্রিয়ে সংবরণ-অসংবরণ কিংবা চক্ষুপ্রসাদকে আশ্রয় করিয়া স্মৃতি-অস্মৃতি, কুশলাকুশল কোনো কর্মই হয় না। যখন চক্ষুদ্বারে রূপারম্মন উপস্থিত হয়, তখন সর্বাগ্রে দুইবার চিত্ত উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনন্তর ক্রিয়া-মনোধাতু আবর্তনকৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া গেলে ইহার অব্যবহিত পরেই চক্ষুবিজ্ঞান দর্শনকৃত্য সম্পাদন করে। অতঃপর উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয়ধর্মের মাধ্যমে ক্রমশ বিপাক মনোধাতু-সম্প্রতিচ্ছ, বিপাকাহেতু মনোবিজ্ঞান-সন্তীরণ, ক্রিয়াহেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু ব্যবস্থাপন-চিত্ত স্ব স্ব কৃত্য সম্পাদন করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর সপ্ত জবন চিত্ত জবিত হইবার পর অন্যান্য তদারম্মনাদি ক্রিয়া ও যথাবিধি সম্পাদিত হয়। এই জবন চিত্তেই কুশলাকুশল, সংবরণ-অসংবরণ, সুশীলতা, দুঃশীলতা সংগঠিত হয়। বস্তুত চক্ষুবিজ্ঞান নামক চিত্তক্ষণ সদসৎ, কুশলাকুশলাদি কর্মগঠনে অক্ষম। তথাপি চক্ষেন্দ্রিয়ে সংবরণ-অসংবরণ ইত্যাদি কুশলাকুশল সংগঠিত হয় বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে চক্ষুদ্বার বারিত বা রুদ্ধ থাকিলে অনায়াসে যেকোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। অবারিত বা মুক্ত থাকিলে যেকোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতে বা যেকোনো ঘটনা ঘটিতে পারে যেমন নগরের প্রধান তোরণসমূহ উন্মুক্ত থাকিলে অভ্যন্তরস্থ দ্বার বন্ধ থাকিলে, দস্যু তস্কর ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ চক্ষু দ্বার অতিক্রম করিয়া জবন-স্থানে গিয়া পড়িলেই যেকোনো কর্ম সংগঠিত হইতে পারে। এজন্য চক্ষাদি দ্বারপথে রূপাদি অবলম্বনের প্রবেশ অপ্রবেশ লইয়া দ্বারসমূহের গুপ্তি-অগুপ্তি বলা হইয়াছে। কাজেই চক্ষাদি তোরণসমূহ অবস্থা বিবেচনায় বন্ধ রাখাই সংবরণের প্রথম ও প্রধান উপায়।

১৪,৩৪. শাস্ত্রান্তর মতে, অনবধান চিত্তে অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত চিত্তে ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্য হইতে যেই সকল রসরক্তাদি উপাদান শরীরে গৃহীত হয়, তাহাও লোভ, দ্বেষ ও মোহ-গুণবিশিষ্ট হয়। ফলে, লোভ-দ্বেষ-মোহ-গুণবিশিষ্ট এই শরীর ধর্মজীবন বা ব্রহ্মচর্যজীবন যাপনের প্রতিকূল হয়। এরূপ যুক্তির অবতারণা কোনো শাস্ত্রে থাকিলেও তাহা সর্বৈর সত্য নহে। অবশ্য এই কথা অনস্বীকার্য যে ব্রহ্মচর্যজীবনের উদ্‌যাপনার্থ অলোভাদি গুণযুক্ত বিশুদ্ধ মানসিকতার যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ শারীরিক আনুকূল্যও

সমতুল্য প্রয়োজন। দ্রব্যগুণের প্রাধান্যেই এই আনুকূল্য সাধিত হয়। মানসিক শক্তির প্রাবল্য যখন যেভাবে সঞ্চিত হয়, শারীরিক আনুকূল্য তদনুসারে নমিত না হইয়া পারে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রমতে বাহ্যিক রূপাদি বিষয়সমূহ, চক্ষ্বাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ও ভোজন-লব্ধ রসরক্তাদি রূপস্কন্ধ। এই রূপস্কন্ধ বা জড় পদার্থ মাত্রই অহেতুক। রূপস্কন্ধ কখনো লোভ, দ্বেষ, মোহ কিংবা তদ্বিপরীত অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহযুক্ত হইতে পারে না। যেহেতু ইহারা সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থা। লোভ-দ্বেষ-মোহমুক্ত, অধিকন্তু শ্রদ্ধাদি গুণধর্মসমন্বিত মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিই উচ্চতর ধর্মজীবন যাপনের মূখ্য কারণ। শারীরিক আনুকূল্যের প্রয়োজন অনুভূত হইলেও তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। (১) সাবদ্ধ-কায়[১] কিংবা (২) প্রশ্রদ্ধ-কায়ের[২] গঠন আহারের উপরই নির্ভর। তাই বলিয়া মনঃপ্রসূত শক্তি দৈহিক ধাতুতে সমিশ্রণ ও সংবর্তন করে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক চোর ও চৌর্যবস্তুর মধ্যে চোরের অপরাধ সিদ্ধান্ত না করিয়া চৌর্যবস্তুর অপরাধ সপ্রমাণ হইলে যেমন অযুক্তিকর তদ্রূপ মানসিক বিকারের জন্য দৈহিক দুষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে যাওয়াও হাস্যকর। ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপনের অগ্রগতির পথে শারীরিক অকর্মন্যতা, অবসাদ, অসুস্থতা, ভোজন-অমাত্রাজনিত উপদ্রব ইত্যাকারের অবস্থাই যুক্তিযুক্ত অন্তরায়। অবশ্য একথাও সত্য যে দেহ ও মনের সম্পর্ক অতীব নৈকট্য। পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। তাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সমুদ্রযাত্রা যেমন নৌকা ও মাঝি উভয়ের সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়, একের অভাবে অন্য অচল অক্ষম, তেমনই ভব-জলধি উত্তীর্ণ হওয়ার বেলায়ও শারীরিক আনুকূল্য ও মানসিক ক্ষমতা উভয়ের সমতুল্য সহযোগিতা প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম জীবনে উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর নহে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যদিও খাদ্য-অখাদ্য সম্পর্কে বিধি-নিষেধসূচক বিশেষ কোনো যুক্তি অরোপ করেন নাই, কিন্তু ভোজন-পরিমিতি সম্পর্কে যেরূপ কঠোরতা ও সূক্ষ বিচার করিয়াছেন তাহা অপূর্ব, চূড়ান্ত, সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অলোভাদি-যুক্ত চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আহার করা কর্তব্য যে, নাট্টাভিনয়ী যেমন নৃত্য-গীতবাদ্যে পারদর্শিতা অর্জনার্থ আহার গ্রহণ করে, ধর্ম জীবনের পক্ষে এই আহার নৃত্য-গীত-বাদ্যে

---

[১]। সারদ্ধ-কায়—যে-কায় অস্বস্তিকর, অশান্ত, অস্তব্ধ, দুঃখ-জনক, আলস্যপরায়ণ, ধ্যান-সমাধির প্রতিকূল।

[২]। প্রশ্রদ্ধ-কায়—যে-কায় প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, নিরলস, সুখজনক ও ধ্যান-সমাধির অনুকূল।

কৌতূহল প্রদর্শনের জন্য নহে। রাজা, রাজ-মহামাত্য যেমন অতিরিক্ত মদমত্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার অভিলাষে উত্তম রাজভোগ্য আহার করেন, ধর্মজীবন যাপনের পক্ষে এই আহার সেইরূপ মত্ততার জন্য নহে। অন্তঃপুরবাসিনী বিলাসিনী কুমারী যেমন হস্তপদের সুগোলতা, সুঠামতা, দৈহিক রূপলাবণ্য ও সুপ্রসন্ন বর্ণ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি মানসে স্নিগ্ধ, মৃদু উপাদেয় আহার্য আহার করিয়া থাকেন, এই আহার সেরূপ মণ্ডলের জন্য নহে। বীর, মল্ল পালোয়ান যেমন যুদ্ধে জয় লাভার্থ ও ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত, দুঃসহনীয় প্রহারাদি সহ্যার্থ মৎস্য-মাংস-মদ প্রভৃতি উষ্ণ-বীর্য আহার গ্রহণ করে, শরীরকে সুদৃঢ় করে, এই আহার সেইরূপ নামযশ লাভের প্রত্যাশায় নহে। তবে আহারের প্রয়োজন এইজন্য যে যতদিন এই কায় স্থিত ও জীবিত থাকে ততদিন এই জীবিতেন্দ্রিয়ের রক্ষা-হেতু আহার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, শরীর রক্ষা মানসেই আহারের প্রয়োজন। জীবনধারণ আহার করিবার উদ্দেশ্য নহে। এই আহার যেন অনাহারজনিত অস্বস্তি, ক্ষুধা, ক্লেশ বা অতি ভোজনজনিত উপদ্রব ইত্যাদি বিষয় দূরীভূত হয়। অধিকন্তু ব্রহ্মচর্যজীবনের সহায়তা করে। চারি ইর্যাপথে জীবনযাপন করিতে কিংবা আর্যধর্মের অনুশীলনে আলস্য-অবসাদ না জন্মে, যাহাতে আহারজনিত কোনোরূপ অন্তরায় না হয়—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্মৃতিসহকারে ভোজন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

ত্রিক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

৪৩-৪৫. শীল পরিপূরক বলিতে এই বুঝায় যে, মৈথুন-সেবন, চুরি, মনুষ্যহত্যা ও লোকোত্তরধর্ম সম্পর্কিত মিথ্যাকথন হইতে বিরতি নামে যে মহাশীল, যাহা আদি ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যের আদিকল্যাণ, যাহার লঙ্ঘন ব্রহ্মচারীর শিরচ্ছেদতুল্য, লঙ্ঘন করিলে যাহা প্রতীকারাতীত তাহা জীবনান্তেও যাঁহারা লঙ্ঘন করেন না, অবশিষ্ট শীলবিপত্তি ও আচারবিপত্তি যাহা প্রতীকারাধীন—তাহা লঙ্ঘন করিলেও প্রতীকারপূর্বক যাঁহারা শীল পরিপূর্ণ রাখেন, শীল বিশুদ্ধি রক্ষা করেন, তাঁহারা তথাকথিত স্রোতাপন্ন ও সকৃতাগামী পুদ্গল। তাঁহারাই শীল-পরিপূরক নামে অভিহিত। তাঁহারা সংগোপনেও ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো প্রকার শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করেন না, শিক্ষাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষা পদের অনুশীলনে সর্বদা যত্নবান।

সমাধির প্রতিপক্ষ কামরাগ ও ব্যাপাদ, প্রজ্ঞার প্রতিবন্ধক ও সত্যের প্রতিচ্ছাদক মোহ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সমাধি ও প্রজ্ঞাভাবনার পূর্ণাঙ্গ

সাধন করিতে যাহা কর্তব্য, যতদূর শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন, স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী পুদ্‌গল দ্বারা তাহার কিয়দংশ সম্পাদিত হয় মাত্র। পরিপূর্ণ সমাধি ও নিরবশেষ মোহ ধ্বংসকর প্রজ্ঞা লাভ করা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। তদ্ধেতু তাঁহারা সমাধি ও প্রজ্ঞাভাবনায় অল্পমাত্র সম্পাদনকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, অনাগামী পুদ্‌গলই শীল ও সমাধি-পরিপূরক।

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ করিবার দরকার যে, সমাধি বলিতে শুধু সমাপত্তি ধ্যানগুলিই বুঝিতে হইবে। কারণ, যাঁরা বিদর্শন ভাবনায় অর্হত্ত্বলাভ বা আসবক্ষয় সাধন করেন, তাঁহারা সমাপত্তি ধ্যানলাভী নাও হইতে পারেন। এদিকে আবার, সমাপত্তি ধ্যানলাভী ব্যক্তিকে বিদর্শক বলা চলে না। অথচ অনাগামীকে সমাধি পরিপূরক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমাপত্তিবীথিতে গোত্রভূ-ক্ষণের পর অর্পণা ও মার্গফলবীথিতে গোত্রভূ-ক্ষণের পর মার্গক্ষণ। সমাপত্তি-ধ্যান লাভের কালে যেই গোত্রভূ-চিত্ত আর মার্গফল লাভক্ষণে যেই গোত্রভূ-চিত্ত এই উভয় চিত্ত একই শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং অনাগামী মাত্রই সমাধি পরিপূরক নামে অভিহিত। অনাগামীর মার্গবীথির এই গোত্রভূ-ক্ষণকে 'বোদান' বলা হয়। বোদান অর্থ শোধন। ক্লেশকে শোধন বা ধ্বংস করে বলিয়া ইহার নাম বোদান।

অর্হৎগণ সর্বাসব ক্ষয় ও সর্বক্লেশ ধ্বংস করেন বলিয়া শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার পরিপূরক নামে বিখ্যাত।

চতুষ্ক পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি নির্দেশ

৮৫-৮৮. ভগবান বুদ্ধের প্রতি চতুর্বিধ কারণে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষিত হয়। রূপ, নাম-যশ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও ধর্মজ্ঞান। তিনি এই চারি গুণে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার অসাধারণত্ব প্রমাণ করিবার জন্য জনসমাজকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। লোকসমাজের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক বুদ্ধের অপূর্ব রূপশ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট। পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোক বুদ্ধের অতুল্য যশকীর্তি শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত। রাজকীয় সর্বৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ, বন-বনান্তে ছয় বৎসর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা লক্ষ করিয়া জগতে দশ ভাগের নয় ভাগলোক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। তথাগত বুদ্ধের জীবন শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাময়। তাঁহার জীবনদর্শনে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ ভাগের এক ভাগ লোক পরমানন্দ লাভ করেন।

সাধারণ প্রসঙ্গে মানুষের চরিত্র বিচার করিলেও দেখা যায়—জগতের অধিক সংখ্যক লোকই রূপ-লাবণ্যে বর্ণসৌন্দর্যে আকৃষ্ট। তদপেক্ষা কম

সুনাম-সুযশে, প্রিয় বচনে এবং গানবাদ্যে। সুনাম-সুযশে, কিংবা শব্দ মাধুর্যে যত লোক মুগ্ধ, তদপেক্ষা খুব কম লোকই সন্তুষ্ট, কঠোর কৃচ্ছ্রতায়, জীবনের সরলতা ও অনারম্বরতায়, নিষ্ঠাপূর্ণ আচার-ব্যবহারে। চতুর্থত, ধর্মের নির্মল-আনন্দে আপ্লুত লোকের সংখ্যা জগতে সর্বাপেক্ষা লঘু।

এই চতুর্বিধ রূপপ্রসন্ন প্রভৃতি পুদ্‌গল বর্ণনায় ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং সাধারণ বর্ণনায় রূপ, কীর্তি, কৃচ্ছ্রতা ও ধর্ম—এই চতুর্বিধ আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রদর্শিত হইলেও জগতে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অতীব নগণ্য।

১০১-১০৪. শমথ ও বিদর্শন ভেদে সাধনার ধারা দ্বিবিধ। জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া চিত্তের একাগ্রতা, প্রশান্তি ও চিত্তবৃত্তির নিরোধকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তির অনুশীলনকে শমথ বলে। শমথ-ভাবনা প্রভাবে অকুশল মনোবৃত্তির সাময়িক নিরসন ঘটাইয়া চিত্তের শান্তভাব ধারণই শমথের লক্ষণ। ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তিপ্রসূত চিত্তের শান্তি বিধানকে মুখ্য উদ্দেশ্য না করিয়া জ্ঞানের উদ্দেশ্যসাধনকে প্রধান লক্ষ করিয়া যোগ সাধনার অভ্যাসকে বিদর্শন বলে। সর্ব-সংস্কারজাত ধর্মকে বিবিধাকারে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মবশে দর্শনই বিদর্শন। মানবচরিত্রের নানাবিধ পার্থক্যানুসারে শমথ-ভাবনার আলম্বন বা বিষয়বস্তু চল্লিশ প্রকার। রোগানুযায়ী ওষুধের ব্যবস্থার ন্যায় মানুষের চরিত্রানুযায়ী চল্লিশ প্রকার ধ্যেয়বস্তুর মধ্যে এককালে একটি বিষয় গুরু কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ইহাদের আলম্বন বহুবিধ হইলেও সাধনার পদ্ধতি, নীতিধারা বিভিন্ন নহে প্রাথমিক কর্তব্য স্বরূপ ধ্যানাভ্যাসকারীর পঞ্চ অন্তরায়িক ধর্ম হইতে মুক্তি, শীল-বিশুদ্ধি, জনকোলাহল পরিত্যাগ, নির্জনবাস অত্যাবশ্যক। তাহা ছাড়া লাভ-ক্ষতি, কার্য-ভার, দেশ-ভ্রমণ, গ্রন্থাদি লিখন-পঠন, জনতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি পরিত্যাগ সাময়িকভাবে কর্তব্য। শুধু বিশুদ্ধ জলই যেমন উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে, মেঘে পরিণত হইতে সক্ষম, সমল সলিলের পক্ষে আকাশে উড়া অসম্ভব, তেমন নির্মল চরিত্র, শুদ্ধ চিত্তই ধ্যান-জ্ঞান লাভে সক্ষম। চিত্ত বিশুদ্ধ ও সরল হইলেই ধ্যেয়বস্তুতে শীঘ্র শীঘ্র একাগ্র, নিবিষ্ট ও তন্ময় হয় এবং ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। এইরূপে ধ্যেয়বস্তুর প্রতি পুনঃপুন অভিনিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সমাহিত চিত্ত দ্বারা চারি প্রকার রূপ-সমাপত্তি এবং চারি প্রকার অরূপ-সমাপত্তি লাভ, এমনকি রূপাবচর পঞ্চম ধ্যানজ পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা—লোকীয় ঋদ্ধি আয়ত্ত করা যায়। এই ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তিগুলি

চিত্তের একান্ত একাগ্রতাপ্রসূত। ইহারা পঞ্চবিধ 'নীবরণ' হইতে চিত্তকে শান্ত রাখে, কাম-ক্রোধাদি ক্লেশসমূহ সংযত রাখিয়া চিত্তকে শক্তিশালী করে এবং প্রজ্ঞা লাভের উপযোগী করে মাত্র। কিন্তু চিত্ত হইতে একেবারে নির্মূল করিতে পারে না। এই ধ্যান হইতে পতনও অসম্ভব নহে। শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। যে কত কত ধ্যানীপুরুষের ধ্যানচ্যুতি ঘটিয়াছে। যেহেতু ইহারা সাময়িক, লৌকিক। বিশেষত ইহারা সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে। ভগবান বুদ্ধের পূর্বেই আড়ার কালাম, রামপুত্র রুদ্রক প্রভৃতি ভারতীয় যোগী ঋষিগণের এইসব ধ্যান-ধারণায় অভ্যাস ছিল। তথাগত বুদ্ধ তদূর্ধ্বে আরোহণপূর্বক আরেক প্রকার সমাপত্তি আয়ত্ত করিয়া ছিলেন, যাহার নাম সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ। ইহা অপূর্ব, বুদ্ধায়ত্ত লোকোত্তর সমাপত্তি। পূর্বোক্ত আটটির সঙ্গে গণনা করিলে ইহা নবম হয়। প্রথম আট প্রকার সমাপত্তির প্রভাবে সাময়িক চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও মুক্তির ক্ষণিক আস্বাদ অনুভব সম্ভব হইলেও ইহাদের স্বরূপ ও আলম্বন ভব অর্থাৎ লোকীয়, নির্বাণ নহে। ধ্যান-মগ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয় সম্পর্কে মনস্কার সক্রিয় থাকে। ইহাই শমথ-ধ্যানের বৈশিষ্ট্য কিন্তু নবম সমাপত্তিতে মনস্কারও নিষ্ক্রিয়। বাহ্যদৃষ্টিতে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তিতে কোনো পার্থক্য নাই। মহাবেদল্য সূত্রে উক্ত হইয়াছে : 'যিনি মৃত কালপ্রাপ্ত তাঁহার কায়ক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তদ্ধ, বাকক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তদ্ধ, চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ নিস্তদ্ধ, আয়ুসংস্কার পরিক্ষীণ, উষ্মা উপশান্ত, ইন্দ্রিয়-গ্রাম ছিন্নভিন্ন হয়। সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ সমাপন্ন ব্যক্তির কায়ক্রিয়া, বাকক্রিয়া, চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ ও নিস্তদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আয়ুসংস্কার পরিক্ষীণ হয় না, উষ্মা উপাশান্ত হয় না, ইন্দ্রিয়-গ্রাম অনাবিল থাকে'। মৃত ব্যক্তি ও সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য। ইহার স্বরূপ ও আলম্বন—নির্বাণ, ভব বা লৌকিক নহে। ইহার নিমগ্নকাল সাধকের অধিষ্ঠানানুযায়ী নির্ধারিত হয় এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ ইত্যাদি। মার্গফল ব্যতীত অষ্ট সমাপত্তি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু নিরোধসমাপত্তি আর্যমার্গ ও ফলের সমন্বয় ছাড়া লাভ করা যায় না। ইহা সদ্ধর্মের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পূর্বে এই দেহমনে যে বিমুক্তিরসের আস্বাদন করা, নির্বাণের পরমা শান্তি অনুভব করা, অমৃতের আভাষ পাওয়া—এই নিরোধসমাপত্তিই তার প্রকৃষ্ট স্থল।

এসব অর্পণা-সমাধি সমাপত্তি লাভার্থ চেষ্টা ব্যতীত সোজা সরল স্মৃতিচর্চা দ্বারা বিদর্শন ভাবনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করিতে করিতে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। ইহাতে সর্বাসব ক্ষয় সাধন করিয়া ক্ষীণাসব অর্হৎ হওয়া যায়। শাস্ত্রে

ক্ষীণাসব অর্হৎকে 'শুষ্ক বিদর্শক' বলা হইয়াছে। তিনি সমাপত্তিলাভী নাও হইতে পারেন। সাধারণ অর্হত্ত্ব লাভের জন্য এই সব ধ্যান-ধারণা অপরিহার্য নহে। কিন্তু অর্পণা-সমাধিগুলি লাভ হইলেও চিত্তের অনুশয় নিরবশেষ ধ্বংসের জন্য বিদর্শন জ্ঞান অপরিহার্য আবশ্যক। এই বিদর্শন-জ্ঞান বৃদ্ধি বৈপুল্য প্রাপ্ত হইয়াই লোকোত্তর আর্যমার্গ ও ফলে পরিণতি লাভ করে। ইহার পতন বা ধ্বংস অসম্ভব। মূখ্যত বুদ্ধধর্ম বলিতে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি, চারি মার্গ, চারি ফল ও নির্বাণকেই বুঝায়। ইহারাই বুদ্ধধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য ও বৌদ্ধসাধনার চরম নিষ্ঠা।

এক্ষেত্রে পুদ্‌গল বর্ণনায় অধ্যাত্ম চেতশমথ অর্থাৎ সমথ ধ্যান ও অধিপ্রজ্ঞা ধর্ম বিদর্শন অর্থাৎ বিদর্শন জ্ঞান—এই দুইয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই পুদ্‌গল চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

শব্দপঞ্জি

(অ)

অট্ঠবিমোক্খ : ১, ১ম নির্দেশ, আট প্রকার বিমোক্ষ। চারি প্রকার রূপধ্যান এবং চারি প্রকার অরূপ-সমাপত্তি—এইগুলি অষ্ট বিমোক্ষ নামে বর্ণিত।

অরিয : ২১, ১ম = সাধারণার্থে আর্য, সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শ স্থানীয়। বিশেষার্থে বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধনালব্ধ জ্ঞানের স্তর আট প্রকার— স্রোতাপত্তিমার্গ ও স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ ও সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ ও অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও অর্হত্ত্বফল। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্তরে আরোহণ করিলেই আর্যখ্যাতির অধিকারী হন। এই অষ্টবিধ জ্ঞান লাভই বুদ্ধধর্ম ও সাধনার উদ্দেশ্য। এই আট প্রকার স্তরের মধ্যে অন্তত প্রথম স্তরে উন্নীত হইতে না পারিলে আর্যখ্যাতির অধিকারী হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন অপর সব অনার্য পদবাচ্য।

অনাগামী : ৪১, ১ম = সাধনালব্ধ জ্ঞানস্তরের মধ্যে অনাগামীমার্গফল তৃতীয়। প্রত্যক্ষ জীবনে সাধক অধোভাগীয় পাঁচ প্রকার সংযোজন উৎসন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। জন্ম-হেতু ইহলোকে পুনরাগমন করেন না বলিয়াই অনাগামী নামে খ্যাত। অবশিষ্ট সংযোজন ব্রহ্মলোকেই ধ্বংস করিয়া জ্ঞান সাধনার পূর্ণত্ব সাধন করেন। সংযোজন সম্পর্কে সংযোজন শব্দ বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

অরহা : ৫০, ১ম = সর্ববিধ অরিকে নিরবশেষ নিহত করেন বলিয়া অর্হৎ। এই অর্হত্ত্ব সাধনলব্ধ জ্ঞানের চতুর্থ স্তর বা পরম ও চরম উৎকর্ষ। অর্হত্ত্বে সর্ববিধ ক্লেশ ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

অবিদ্যা : ৫০, ১ম = অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, বিশেষার্থে—দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা। পূর্বান্ত, অপরান্ত এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা।

অন্তরা পরিনিব্বাযী অসঙ্খরা পরিনিব্বাযী : ৪২, ৪৪, ১ম = অনাগামী পুদ্গলের বিশেষার্থ-জ্ঞাপক। 'শুদ্ধবাস' ব্রহ্মলোকের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের মধ্যে যে অনাগামী পুদ্গল [শব্দপঞ্জির অঙ্কগুলি পুদ্গল নম্বর ও নির্দেশ নম্বর জ্ঞাপক] পরিনির্বাণ লাভ করেন তাঁহাকে 'অন্তরা পরিনিব্বাযী' বলা হয়। আর, যে অনাগামী ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক বিনাযত্নে বিনাক্লেশে পরিনির্বাণ লাভ করেন তাঁহাকে 'অসঙ্খারা পরিনিব্বাযী' বলা হয়।

অহিরিকং, অনোত্তপ্পং : ১০, ২য় নির্দেশ = কায়দুশ্চরিতাদির প্রতি লজ্জা ও ঘৃণাই হ্রী এবং আত্মমর্যাদাবোধই এই হ্রী বা লজ্জার কারণ। আর, কায়দুশ্চরিতাদি পাপ কর্মের প্রতি ভয়, উদ্বিগ্নতাই অপত্রপা। লোকনিন্দা, দুর্গতিভয়, কারাদণ্ড ইত্যাদি বাহ্যিক আধিপত্যই অপত্রপার কারণ। হ্রী ও অপত্রপা—এই কুশল মনোবৃত্তি যাহার আছে। তাহার পাপপ্রবৃত্তি বর্জন ও পুণ্যময় প্রবৃত্তির গঠনে অন্যের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। মনুষ্যজীবনে ইহারা দেবসম্পদস্বরূপ, মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ, মহৎ করিয়া রাখে। এজন্য ইহাদের অপর নাম লোকপালক। ইহাদের বিপরীত অহ্রী ও অনপত্রপা বা লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা যাহা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে।

অনুসয় : ১৬, ২য় = কতকগুলি বিশিষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মনোবৃত্তির নাম অনুশয়। অনুশয় সাত প্রকার : কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও অবিদ্যানুশয়। একটি বীজের মধ্যে যেমন ইহার ভবিষ্যতের অঙ্কুর, বৃক্ষশাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, ফুলফল ইত্যাদি যাবতীয় সন্ততি প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে নিহিত থাকে এবং মাটি, আদ্রতা জল বায়ু ইত্যাদি উপযুক্ত উপাদান লাভ করিয়া পুনঃ গজাইয়া উঠে, তেমন এই অনুশয়গুলি প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে প্রাণীগণের চিত্ত বা ভাবপ্রবাহে সুপ্ত, শায়িত থাকে। রূপ-রস-গন্ধাদি অনুকূল অবলম্বন পাইলেই ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির জ্বলিয়া উঠার ন্যায় জাগিয়া উঠে। এই জাগরণই প্রাণীগণের জীবনে কাম-ক্রোধাদির তাড়না। জ্ঞানসাধনার চরম উৎকর্ষে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্তরের এই সুপ্ত শক্তিগুলি নির্মূল হয় না।

অভিজ্ঝা : ১৩, ২য় = অভিধ্যা, স্পৃহা, পরসম্পদে লোভ।

অপ্পটিসঙ্খা অযোনিসো : ১৪, ৩৪, ২য় = চিত্তের অনভিনিবেশ ও অনবধান-সহকারে। **অনুপাযেন পথেন পচ্চবেক্খিত্বা,** অর্থাৎ অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মাকে আত্মারূপে জানিয়া সত্যের প্রতিকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ, সমন্নাহার তাহাই অপ্রতিসঙ্খা ও অযোনিশযুক্ত। তদ্বিপরীত, **পটিসঙ্খা যোনিসো** অর্থাৎ চিত্তের অভিনিবেশ ও জ্ঞানবধান-সহকারে। **উপাযেন পথেন পচ্চবেক্খিত্বা** অর্থাৎ অনিত্যকে অনিত্য, দুঃখকে দুঃখ, অনাত্মাকে অনাত্মারূপে জানিয়া সত্যের অনুকূলে চিত্তের যে আবর্তন, অনাবর্তন, আভোগ ও সমন্নাহার তাহাই পটিসঙ্খা যোনিশ, অপ্রতিসঙ্খা অযোনিশ—

সংসারবন্ধনের কারণ, অবিদ্যামুখী এবং প্রতিসঙ্খা যোনিশ—সংসারমুক্তির উপায়, অবিদ্যা ধ্বংসের কারণ।

অসম্পজঞ্ঞং : ১৬, ২য় = অসম্প্রজ্ঞান, অজ্ঞানতা, মোহ, অবিদ্যা।

সম্পজঞ্ঞং : সম্প্রজ্ঞান, জ্ঞান, অমোহ, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, স্মৃতি সাতত্য। অসম্প্রজ্ঞান—সংসার গতি নির্ধারক এবং সম্প্রজ্ঞান—নির্বাণ মার্গে-পরিচালক।

অত্তা : ৪৯, ৫১, ৩য় = আত্মা, স্বয়ং, নিজ। বুদ্ধধর্মে এই আত্মাকে সৎকায় মিথ্যাদৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান অর্থাৎ মুক্তির অন্তরায়রূপে এবং জন্মমৃত্যুর মূলীভূত কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার অভাবই অনাত্ত বা অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ত্ব উপলব্ধিই দুঃখমুক্তির অন্যতম উপায়। ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। সর্বসংস্কার অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মময়। আত্মভাবের চরম নিবৃত্তিই নির্বাণ। উপনিষদ গ্রন্থাবলিতে উক্ত হইয়াছে : সর্ষপ, যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট অজর, অমর, অব্যয়, অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিদ্যমান। ইহা পরমাত্মার অংশ জৈনমতে আত্মা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা অনিত্য, পরিণামী গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনর্জন্ম আছে।

অভিসম্পরাযং : ৮৯, ৪১, ৩য় = পরলোকে, পরজীবনে।

(আ)

আয়তন : দ্বার ও আলম্বনের আকারে যাহা সর্বত্র প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে তাহা আয়তন। আয়তন অর্থ উৎপত্তিস্থান, নিবাসস্থান। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন—এই ষড়বিধ দ্বারসম্মত দেহস্থ আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য ও ধর্ম (ভাব) এই ষড়বিধ আলম্বনভূত বহিঃস্থ আয়তন মোট দ্বাদশায়তন।

আসব : ১, ১ম = আসব সাধারণার্থে সুরাদি মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত—যাহাতে মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। বৌদ্ধদর্শনে আসব চারি প্রকার, কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টি-আসব, অবিদ্যাসব। জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রাণীগণের চিত্তপ্রবাহে স্রবিত বা প্রবাহিত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনায় দৃষ্টি-আসবের উল্লেখ নাই। আমরা অনেক ক্ষেত্রে আসবকে আসক্তিরূপে অনুবাদ করিয়াছি।

(ই)

ইন্দ্রিয় : ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলিয়া ইন্দ্রিয় । চক্ষু যখন দর্শনকার্য সম্পাদনে চক্ষুবিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকাদির উৎপত্তিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে, তখন ইহা ইন্দ্রিয় নামে কথিত। চক্ষু দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হইলে তদুৎপন্ন বিজ্ঞানাদিও দুর্বল কিংবা তীক্ষ্ণ হয়। এরূপ অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধদর্শনে দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে।

ইস্‌সা : ৫, ২য় = ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। অন্যের মান, যশ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি সহিঞ্চুতা ও তজ্জনিত চিত্তক্ষোভ ঈর্ষার লক্ষণ। ঈর্ষা সর্বতোভাবে অহিতকর ও ভয়ঙ্কর অকুশল মনোবৃত্তি। মুদিতা বা পরসম্পদে আনন্দবোধ ইহার বিপরীত।

(উ)

উদ্ধচ্চ : ৫০, ১ম = ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, অবিনয়। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া ঔদ্ধত্য উৎপন্ন হয়—তাহার প্রতি উগ্রতার সহিত পুনঃপুন উৎক্ষেপণেই ঔদ্ধত্য। চিত্তের অশান্তি ইহার লক্ষণ এবং অস্থিরতা সম্পাদন ইহার কৃত্য। শান্তি, শিষ্টতা ইহার বিপরীত।

উপনাহ : ২, ২য় = যাহা পূর্বকালে ক্রোধ তাহা অপরকালে উপনাহ বা বদ্ধবৈর। সাময়িক শত্রুতাকে অন্তরে বহুকাল ব্যাপিয়া রাখার নামক উপনাহ।

উব্বেজিতা : ৪৯, ৪র্থ = উৎপীড়িত।

উক্কুটিক : ৯৩, ৪র্থ = উৎকুটিক অর্থাৎ যিনি পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া সারা দিবস-রজনী উপবিষ্ট থাকেন।

উব্‌ভট্‌ঠক : ৯৩, ৪র্থ = উৎভ্রষ্টিক অর্থাৎ যিনি পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া দিনরাত্রি যাপন করেন।

উচ্ছেদবাদ : ৪৯-৫১, ৩য় = যিনি আত্মাকে ইহজীবনে ধ্রুব-শাশ্বত বলিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করিলেও পরজীবনে ধ্রুব-শাশ্বত বলিয়া মানেন না তিনিই উচ্ছেদবাদী।

(ও)

ওপপাতিক : ৪১, ১ম = মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত স্বয়ংজাত প্রাণী। স্বর্গ, ব্রহ্ম ও নারকীয় প্রাণীগণ ঔপপাতিক নামে কথিত।

(ক)

কলম্বুজাত : ১, ৩য় = পাপকাসক্ত, পাপপরায়ণ। যার চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহাদিরূপ কষাটে অভিভূত।

কপ্প : ৯৬, ৪র্থ = কল্পনার বিষয় বলিয়া কল্প। ইহা অনাদি-অনন্তকালের এমন একটি অনির্দিষ্ট পরিধি—যাহা অদ্ভুত কাল্পনিক উপমা ছাড়া সাধারণ-মানুষের ধারণায় আনা সম্ভবপর নয়। কাহারো মতে, প্রলয় দশা না আসা পর্যন্ত বিশ্বের স্থিতিকাল—সংবর্তকল্প এবং প্রলয় দশা হইতে পুনাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের অন্তর্ধানকাল—বিবর্তকল্প। আবার বিশ্বের ক্ষয়শীল যুগকে বলা হয় সংবর্তকল্প এবং বিশ্বের বর্ধনশীল যুগকে বলা হয় বিবর্ত কল্প। বিশ্বের বর্তমান কাল সংবর্ত বা ক্ষয়শীল যুগ বলিয়া বর্ণিত।

কল্যাণ : ৯৬, ৪র্থ = মঙ্গল, উপকার, হিত, সৎ। আদি-মধ্য-অন্তকল্যাণ বলিয়া কুশলধর্মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ধর্মজীবনের পক্ষে শীলবিশুদ্ধি ও দৃষ্টিবিশুদ্ধি আদি-কল্যাণ, আর্যধর্মের অনুশীলন অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা যোগসাধনাদি কর্ম—মধ্যকল্যাণ এবং নির্বাণ—অন্তকল্যাণ।

কায : ১, ১ম = কায় দুই প্রকার। রূপ-কায় ও নামকায়। পৃথিবীধাতু, আপধাতু, বায়ুধাতু ও তেজধাতু প্রভৃতি ধাতু ও ধাতব পদার্থযুক্ত দেহকে রূপকায় বলে এবং বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার লইয়া যেই চেতনাময় তাহাকে নামকায় বলে। প্রথম নির্দেশের এক অঙ্ক চিহ্নিত পুদ্‌গল বর্ণনায় 'কায়' শব্দ দ্বারা নামকায়কেই বুঝায়।

(খ)

খন্ধ : সাধারণার্থে স্কন্ধ, কাঁধসমূহ, রাশি, কায়। বৌদ্ধদর্শনে স্কন্ধ পাঁচ প্রকার। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। ধাতু ও ধাতব পদার্থকে রূপ; ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে সুখ-দুঃখাদি অনুভূতিকে বেদনা, নীল, পীত, রাম, শ্যাম প্রভৃতি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে পৃথক পৃথক লক্ষণ বা পার্থক্য, সেই লাক্ষণিক জ্ঞান কিংবা তুলনামূলক প্রাথমিক পার্থক্যবোধই সংজ্ঞা। যাহা হেতু-প্রত্যয়জাত, সমবায়ে উৎপন্ন, মূলত কুশলাকুশল, অব্যাকৃত (কুশলাকুশলাকারে অনির্দিষ্ট) চিত্তবৃত্তিই প্রকৃত সংস্কার। স্থান ভেদে একমাত্র নির্বাণ ব্যতীত জগতের সব কিছু সংস্কাররূপে বর্ণিত। আর উপরোক্ত চতুর্বিধ স্কন্ধ যার কর্তৃতাধীনে পরিচালিত হয়, যেসব কিছুর অগ্রগামী তাহাকে বিজ্ঞান বা

চিত্ত বলা হয়।

(গ)

গুপ্তদ্বার : ১৩, ২য় = চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন—এই ষড়্বিধ ইন্দ্রিয়দ্বারে যিনি সংযত তিনি গুপ্তদ্বার নামে কথিত।

গোত্রভূ : ১০, ১ম = প্রাকৃতজনের গোত্র বা রীতি-ধর্ম উৎসাদন করিয়া আর্যজনোচিত নীতিধর্মে উন্নীত ব্যক্তিই গোত্রভূ। ইহার বর্ণনা পরিশিষ্টে বিশদ।

(চ)

চেতোবিমুক্তি : ৫ম = চিত্তের শমথ, সমাধি, প্রশান্তি। চিত্তের সাময়িক বিমুক্তি ইহা চিত্তের ধ্যানাবিষ্ট একাগ্রতা। চারি রূপধ্যান ও চারি অরূপধ্যানই প্রকৃত চিত্তবিমুক্তি, চিত্তশমথও বলে।

(ছ)

ছল্‌ভিঞ্‌ঞ : ২৭, ৫ম = ছয় প্রকার অভিজ্ঞা। সাধনালব্ধ অলোকিক শক্তিবিশেষ। তাহা পরিশিষ্টে বিশদভাবে বর্ণিত।

(ত)

তিত্থিযা : ৫৭, ৪র্থ = তীর্থিক বা তৈর্থিক। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন; যথা : পুরাণকশ্যপ, মক্কলী-গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুদ-কাত্যায়ন, সঞ্জয়-বেলাস্থিপুত্র, নির্গ্রন্থ-নাথপুত্র, জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদিগকে 'অঞ্‌ঞতিত্থিযা' বলা হইয়াছে 'অন্য তৈর্থিক' অর্থ ভিন্ন মতাবলম্বী, যাঁহাদের ধর্মের মূলাদর্শের সঙ্গে বুদ্ধমত সঙ্গীতিহীন।

তেবিজ্জা : ২৬, ১ম = তিন প্রকার বিদ্যা। ইহারও সাধনলব্ধ শক্তিবিশেষ; যথা : পূর্ব পূর্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান বা জাতিস্মর জ্ঞান। অপরাপর প্রাণীগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত জ্ঞান এবং স্বীয় আসক্তিক্ষয় জ্ঞান। এই ত্রিবিধ শক্তিকে ত্রিবিদ্যা বলে।

(দ)

দিট্‌ঠি : ৯৫, ১ম = দৃষ্টি, দর্শন। ইহা দুই প্রকার : মিথ্যাদৃষ্টি ও সম্যক দৃষ্টি। কোনো বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ না দেখিয়া অন্যভাবে দেখার নাম মিথ্যাদৃষ্টি। দিক্‌ভ্রমের ন্যায় বিপরীত দর্শন, মরীচিকার ন্যায় ভ্রম

দর্শন। জীবনের উন্নতি অবনতির পক্ষে স্বীয় কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস না করিয়া অন্য শক্তির অহেতুক ইচ্ছাময়তার উপর বিশ্বাস করাই মিথ্যাদৃষ্টি। পাপ-পুণ্যে নাস্তিক্যই মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যাদৃষ্টি অনিত্যকে নিত্য মিথ্যাকে সত্য, দুঃখকে সুখ, নিঃসারকে সার বলিয়া মনে করে। যথার্থ দর্শনই সম্যক দৃষ্টি। সত্য দর্শনানুসারে সম্যক দৃষ্টির অপর নাম জ্ঞান, প্রজ্ঞা।

দিট্‌ঠেব ধম্মে : প্রত্যক্ষ জীবনে, ইহ জন্মে।

দুব্বচ : ১১, ২য় = দুর্বিনীত, অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী। তদ্বিপরীত শব্দ।

সুবচ : বিনীত, অনুগত, সত্যানুসন্ধী।

দোমনস্‌স : ১৩, ২য় = দৌর্মনস্য, মানসিক দুঃখানুভূতি, অশান্তি। বিপরীত, **সোমনস্‌স**—মানসিক সুখ, আনন্দানুভূতি, শান্তি।

(ধ)

ধম্ম-বিনয : ৩১, ১ম = ধর্ম ও বিনয়। ‘ধর্ম’ বলিতে সূত্র ও অভিধর্মপিটককেই বুঝায় এবং ‘বিনয়’ বলিতে বিনয়পিটককে বুঝায়। সাধারণার্থে ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ বহু ব্যাপক। ব্যবহার ভেদে অর্থের বৈষম্য। সাধারণত গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতসিক, পদার্থ পুণ্য, আচার, ব্যবহার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গফল, নির্বাণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, বিধি, নীতি, নিয়ম, অনুনয়, শিষ্টতা, শিক্ষা, শাসন, দমন, শীলতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ধাতু : নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে বলিয়া ধাতু। দর্শনকার্যে সাহায্য করিবার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে, এ জন্য চক্ষু ‘ধাতু’। তদ্রূপ শ্রবণাদি কার্যে শ্রোত্রাদি সকল ধাতু এক সদৃশ। অভিধর্মপিটকে **১৮** প্রকার ধাতুর উল্লেখ আছে।

(ন)

নিযত : ১৫, ১ম = পঞ্চবিধ অকুশল আনন্তার্য ধর্ম অকুশল নিয়তি, ত্রিবিধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি—অকুশল নিয়তি এবং অষ্টবিধ আর্য মার্গফল—কুশল নিয়তি। এই সব কুশলাকুশল নিয়তি যাঁহাদের নির্ধারিত তাঁহাদিগকে নিয়ত পুদ্‌গল বলে। এ ছাড়া অপর সব অনিয়ত বা অনির্দিষ্ট।

নিযাম : ১৩, ১ম = ধ্যান, সমাধি ও মার্গফলই সম্যক নিয়াম নামে কথিত।

নিট্‌ঠা : ১, ১০ম = ভক্তি, শ্রদ্ধা, দৃঢ়তা, শেষ লক্ষ্য, চরম প্রাপ্তি, পরিসমাপ্তি। পপঞ্চসূদনীতে উক্ত হইয়াছে : ব্রাহ্মণদিগের নিষ্ঠা—ব্রহ্মলোক, তাপসদিগের নিষ্ঠা—আভাস্বর দেবলোক, পরিব্রাজকগণের নিষ্ঠা—সুভকৃৎস্নলোক, আজীবকগণের নিষ্ঠা—অনন্তমান স্বরূপে কল্পিত অসংজ্ঞীভব এবং বুদ্ধশাসনের নিষ্ঠা—অর্হত্ত্ব।

নীবরণ : যাহা উন্নতি পথে নিবারণ, বাধা, বিপত্তি, অন্তরায়। শাস্ত্রমতে 'নীবরণ' পঞ্চবিধ ১. কামছন্দ বা আসঙ্গ লিপ্সা, ২. ব্যাপাদ বা পরের অহিত চিন্তা, ৩. স্ত্যানমিদ্ধ বা নামকায়ের জড়তা, আলস্য, অকর্মণ্যতা, তন্দ্রা, বিজম্ভণ, ৪. ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য বা চিত্তের উৎক্ষেপণ অশান্তি, অস্থিরতা, অনুশোচনা, অনুতাপ, উৎকণ্ঠা, ৫. বিচিকিৎসা বা সন্দেহ অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, দ্বি-মতি। স্বর্গ-মোক্ষের অন্তরায় করে বলিয়া এ সবের নাম 'নীবরণ'।

(প)

পঞ্ঞত্তি : মনের ধারণা, অনুমান, সর্ববিদিত বিশ্বাস, সর্বসম্মত নাম বা আখ্যা।

পটিপদা : ৮, ১ম = প্রতিপদা, মার্গ, উপায়, পন্থা।

পঞ্ঞা : ১, ১ম = প্রজ্ঞা, সংক্ষেপে ভাবনা বা সাধনালব্ধ জ্ঞানই প্রজ্ঞা।

পলাস : ৪, ২য় = পর্যাস, পরগুণের সহিত নিজ গুণের সমীকরণের অহংকারযুক্ত প্রবৃত্তিই—পর্যাস।

পঞ্ঞা-বিমুত্তি : ১, ১ম = প্রজ্ঞাবিমুক্তি। সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে বিমুক্তি অর্থাৎ চারি প্রকার আর্যমার্গফলই—প্রজ্ঞাবিমুক্তি। অধিপঞ্ঞা—বিদর্শন বা স্মৃতি সাধনা দ্বারা লব্ধ প্রজ্ঞাই অধিপ্রজ্ঞা।

পিসুন : ৯৬, ৪র্থ = পিশুন-বাক্য, চুকলি-কথা, ভেদবচন। বিপরীত—মিলনাত্মক বাক্য, সম্প্রীতিসূচক কথা।

পুগ্গল : সত্ত্ব, নর, পুরুষ, ব্যক্তি।

পুথুজ্জন : ৯, ১ম = পৃথগ্‌জন, প্রাকৃতজন। যে ব্যক্তি আর্যমার্গফল রূপজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই তিনি পৃথগ্‌জন। অন্ধ ও কল্যাণ-ভেদে পৃথগ্‌জন দ্বিবিধ। সাংসারিক মোহাবদ্ধ ব্যক্তি অন্ধ ও মার্গফল বা জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি কল্যাণ-পথ্‌কজন নামে কথিত।

(ফ)

ফরুস : ৯৬, ৪র্থ = পরুষ বা কর্কশ বাক্য, কটুবাক্য, রুক্ষোক্তি। বিপরীত—শ্রুতিমধুর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, প্রীতিপ্রদ, মনোহর বাক্য।

(ব)

বিদস্‌সন : ১০১, ৪র্থ = বিশেষভাবে দর্শনই বিদর্শন। বৌদ্ধ সাধনার দুইটি দিক শমথ ও বিদর্শন। শমথ ভাবনা বা যোগ সাধনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন সাম্য, ধ্যেয়বস্তুতে লীন-ভাব, রূপধ্যান ও অরূপধ্যান লাভ হয়। বিদর্শন ভাবনা বা স্মৃতি ভাবনা দ্বারা, চারি মার্গ ও চারি ফল লাভ হয়।

বিমুত্তি : ৯২, ৪র্থ = বিমুক্তি, চরম প্রাপ্তি, পূর্ণসিদ্ধি, অর্হত্ত্ব। বিমুক্তি ত্রিবিধ; যথা : চিত্তবিমুক্তি, শ্রদ্ধাবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি। চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনপূর্বক যে সাময়িক বিমুক্তি লাভ করা যায় তাহা চিত্তবিমুত্তি। বোধিপক্ষীয় ধর্ম—কুশল জাতীয় চৈতসিক—শ্রদ্ধার আধিক্যে যেই বিমুক্তি তাহা শ্রদ্ধাবিমুক্তি। বিদর্শন সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা যেই বিমুক্তি অর্জিত হয়, তাহা প্রজ্ঞাবিমুক্তি।

বিমুত্তিঞাণ-দস্‌সন : ৯২, ৪র্থ = বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন। উনিশ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞানই বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন। যখন স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামীমার্গ-জ্ঞানের উদ্বোধন হয় তখন পঞ্চবিধ প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত উৎপন্ন হয়, যথা : মার্গ লাভ ফলোপভোগ নির্বাণোপলব্ধি বিদূরীত ক্লেশ ও বিদূরীতব্য ক্লেশ। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ-চিত্ত পূর্বোক্ত ত্রিবিধ মার্গ ভেদে ৩×৫=১৫ প্রকার হয়। অর্হত্ত্বমার্গে বিদূরীতব্য ক্লেশ ব্যতীত অপর চারিটি সহ (১৫+৪=১৯) মোট উনিশ প্রকার প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান। ইহাই বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন।

বেদনা : ৪৬, ৩য় = অনুভূতি বিষয়বস্তুর রসানুভব। বেদনা তিন প্রকার। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ-বেদনা।

(ভ)

ভাবনা : চিন্তা, দুশ্চিন্তা। বিশেষার্থে ধ্যান, সমাধি, যোগ সাধনা।

মগ্‌গ : ৩৫, ১ম = মার্গ, নীতি, উপায়, পন্থা, মার্গই নির্বাণ লাভের উপায়। **মার্গ আট প্রকার**—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

মক্‌খ : ৩, ২য় = ম্রক্ষণ স্বভাব। পরগুণ নাশের ও পরগুণ আচ্ছাদনের প্রবৃত্তিই ম্রক্ষ।

মচ্ছরিযং : ৬, ২য় = মাৎসর্য, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা। আত্মসম্পত্তি গোপনেচ্ছা 'এই সম্পদ আমার হউক, অন্যের না হউক' এরূপ মনোবৃত্তিই মাৎসর্য।

মান : ৫০, **১**ম = মনে করে বলিয়া মান। মান, অভিমান, অহংকার, আমিত্ববোধ। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষ কিংবা হীন-নীচ মনে করে বলিয়া মান। ধন, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষে অন্যের সহিত তুলনা করাই মনের লক্ষণ।

মায়া : ৮, ২য় = মার, ছলনা, মরীচিকা, কপটতা, বঞ্চনা, ধূর্ততা, প্রতারণা। ইহার বিশদ বর্ণনা অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

(র)

রাগ : ৪০, **১**ম = লোভ, কাম, আসক্তি, বিষয়বস্তুকে মনোরম করিয়া চিত্তকে বিষয়বস্তুর দিকে আকর্ষণ বা রঞ্জন করে বলিয়া রাগ। সাধারণ বাংলা সাহিত্যে রাগ অর্থ ক্রোধ।

রূপসহগত সমাপত্তি : ৩, **১**ম = সাধারণ মনুষ্য চিত্ত যোগাভ্যাসের ফলে রূপ ব্রহ্মলোকের চিত্তে পরিণত হইতে পারে। সাধনা প্রভাবে কামভূমির চিত্ত রূপভূমির চিত্তে পরিণতি বা রূপভূমির আলম্বন আকারে চিত্ত আকারিত হওয়ার নামই রূপসহগত সমাপত্তি। আর চিত্ত যখন অরূপালম্বন গ্রহণপূর্বক সাধনা-প্রভাবে অরূপ ব্রহ্মলোকের চিত্তের শক্তি সম্প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অরূপ-ব্রহ্মলোকীয় চিত্তে পরিণতি লাভ করে তখন ইহাকে অরূপসহগত সমাপত্তি বলা হয়।

(গ)

সচ্চ : ২৮, **১**ম = সত্য। সত্য বলিতে সাধারণত চতুরার্যসত্যকে বুঝায়। যথা : দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। এই চতুরার্যসত্যই বুদ্ধধর্মের উৎপত্তির মূল ভিত্তি। ইহাদের উপলব্ধিই বুদ্ধধর্মে সাফল্য।

সংযোজন : ২৮, **১**ম = জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযোগ বা বন্ধন করে বলিয়া সংযোজন। এই সংযোজন দ্বিবিধ : পঞ্চ অধোভাগীয় ও পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয়। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ বা

ব্রতশুদ্ধিবাদ, কামরাগ ও ব্যাপাদ—এগুলি অধোভাগীয় সংযোজন। রূপরাগ অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্য—এগুলি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। এই সকল সংযোজন মার্গ ও ফল লাভেই সমূলে উৎপন্ন হয়।

সেখা : ২৩, ১ম = শৈক্ষ্য, শিশিক্ষু, শিক্ষাব্রতী। অসেখা—অশৈক্ষ্য, শিক্ষোত্তীর্ণ, শিক্ষার অতীত, যার শিক্ষা সমাপ্ত। আট প্রকার আর্য পুদ্‌গলের প্রথম হইতে সাতজন শৈক্ষ্য। অষ্টম ব্যক্তি অশৈক্ষ্য, শিক্ষোত্তীর্ণ। তাহা ছাড়া অপর সাধারণ শৈক্ষ্যও নহে, অশৈক্ষ্যও নহে।

সদ্ধা : ৩৪, ১ম = শ্রদ্ধা, উন্মাদনাবর্জিত ভক্তি, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, পরোক্ষ জ্ঞান।

সঙ্কস্‌সর : ১, ৩য় = শঙ্কা দ্বারা স্মরণযোগ্য, আশঙ্কা বা আতঙ্কের সহিত ভাবিবার বিষয়।

সমাধি : ধ্যান, সমাধি, মানসিক একাগ্রতা, চিত্তের প্রশান্তি।

সম্পপ্পলাপ : ৯৬, ৪র্থ = সংপ্রলাপ, বৃথাবাক্য, অনর্থক বাক্যবিন্যাস, বাচালতা। বিপরীতে—অর্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত, কালোচিত ও সত্যবাক্য।

সুত্তাদি নবাঙ্গ সত্থুসাসন : ৩৩, ৪র্থ = সূত্রাদি নবাঙ্গবিশিষ্ট বুদ্ধশাসন। (১) সূত্র নামক বুদ্ধবচনই সূত্র। (২) সগাথা সূত্রের নাম গেয়্য। (৩) গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা-বিবৃতি। (৪) পদ্যে বিরচিত সূত্রের নাম গাথা। (৫) ভাবোদ্দীপক উল্লাসপূর্ণ উক্তির নাম উদান। (৬) ভগবদুক্তিরূপে উদ্ধৃত উক্তির নাম ইত্যবুত্তক। (৭) বোধিসত্ত্বের জীবন চরিতই জাতক নামে অভিহিত। (৮) যে-সকল সূত্রে অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর বিষয়ের উল্লেখ আছে উহাদের নাম অদ্ভুত-ধর্ম। (৯) বেদযুক্ত তুষ্টিদায়ক সূত্রের নাম বেদল্য।

সস্‌সতবাদ : ৪৯, ৩য় = শাশ্বতবাদী, যিনি ইহ-পরজীবনে আত্মাকে ধ্রুব, শাশ্বত, অক্ষয়, অব্যয়, বলিয়া মত প্রতিষ্ঠা করেন তিনি শাশ্বতবাদী।

[অভিধর্মপিটকে পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি সমাপ্ত]

অভিধর্মপিটকে

কথাৰথু

(বিতর্কের বিষয়)

জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

অভিধর্মপিটকে কথাবত্থু
(বিতর্কের বিষয়)

জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশ
(পূজ্য বনভন্তের ৯৮তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে)
৮ জানুয়ারি ২০১৭
২৫ পৌষ ১৪২৩
২৫৬০ বুদ্ধাব্দ

প্রথম প্রকাশনায়
২০১৬ সালে উন্নীত পূজ্য বনভন্তের
স্থবির শিষ্যগণ

প্রথম প্রকাশনার নিবেদন

কথাবত্থু হলো অভিধর্মপিটকের পঞ্চম গ্রন্থ। অভিধর্মপিটকের এই মূল্যবান গ্রন্থটি মূল পালি হতে বাংলায় এবারই প্রথম অনুবাদ করা হলো। কথাবত্থুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ধর্মরাজ অশোকের আমলে মহাপ্রজ্ঞাবান মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির তৎকালে যে-সব বিতর্কিত বিষয়গুলো উৎপন্ন হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, সে-সবের জবাব দেয়ার জন্য ষাট লক্ষ ভিক্ষুর সমাগমে কথাবত্থু বিষয়ে শাস্তা কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়সূচিকে বিস্তারিত করে বিভাজন করে নিজস্ব মতবাদের পাঁচশ সূত্র এবং অন্য মতবাদের পাঁচশ সূত্র—এক হাজার সূত্র আহরণ করে 'কথাৰত্থু' গ্রন্থটি বিবৃত করেছিলেন।

অনুবাদক জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু এই কথাৰত্থু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন, "কথাৰত্থু মানে হচ্ছে কথাবার্তার বিষয়, বিতর্কের বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে আছে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে থেরবাদী ও অন্যান্য মতবাদীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঝড় (ঘূর্ণিঝড়ও বলতে পারেন!), রয়েছে যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির সমাহার।" এই উক্তির দ্বারা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন সবাই, এই গ্রন্থে অভিধর্মের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মোট তেইশটি বর্গে বিভিন্ন বিতর্কিত ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে থেরবাদী ও ভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে বিতর্ক বা আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থটি পড়ে অনেক বিষয়ে সন্দেহ বিদূরিত হবে এবং জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে, এই আশা করা যায়। তবে একটি কথা না বললেই নয়, অনুবাদকের কথামতো 'কথাৰত্থু' গ্রন্থটিকে প্রশ্নোত্তরের ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় বলা যায় বটে। তাই এই গ্রন্থটি সহজ-সরল ভাষায় অনূদিত হওয়ার পরও, বিষয়বস্তুগুলো ভালোভাবে বুঝার জন্য এটি পুনঃপুন পাঠ করতে হবে।

বুদ্ধ বলেছেন, ধর্মদান সকল দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এই 'কথাৰত্থু' গ্রন্থটি পড়ে যেন বহুজনের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হয়, সদ্ধর্ম জ্ঞান ও সুখ লাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ২০১৬ সালে স্থবিরে উন্নীত হওয়া উপলক্ষে আমাদের এই ধর্মদান বা প্রকাশনা। গ্রন্থটি পড়ে অনেকেই অনেক নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারলে এবং বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধিতে কিঞ্চিৎ অবদান রাখতে

পারলে আমাদের এই প্রকাশনা সার্থক হবে। যে-কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আর্থিক বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর 'কথাৰত্থু' গ্রন্থটি আকারেও বৃহৎ। স্বাভাবিকভাবেই অনেক খরচের ব্যাপার। কিন্তু এবারের স্থবির ভিক্ষুগণের শ্রদ্ধার বলে ও সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাদের আর্থিক সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

এই বছর স্থবিরে উন্নীত হয়েছেন ভদন্ত অর্থদর্শী ভিক্ষু, ভদন্ত সত্যনন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত মৈত্রীসার ভিক্ষু, ভদন্ত মঙ্গলদর্শী ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাদর্শী ভিক্ষু, ভদন্ত প্রজ্ঞাহিত ভিক্ষু, ভদন্ত প্রিয়রত্ন ভিক্ষু, ভদন্ত শোভিত ভিক্ষু, ভদন্ত শ্রদ্ধাবোধি ভিক্ষু, ভদন্ত মানবজ্যোতি ভিক্ষু, ভদন্ত শ্রদ্ধাপ্রিয় ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবোধি ভিক্ষু, ভদন্ত বঙ্গীস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত বক্কুলি ভিক্ষু, ভদন্ত শীলদর্শী ভিক্ষু, ভদন্ত গিরিমানন্দ ভিক্ষু, ভদন্ত সোভিয় ভিক্ষু, ভদন্ত শুভপ্রিয় ভিক্ষু এবং ভদন্ত অধিমুক্ত ভিক্ষু।

'কথাৰত্থু' বইয়ের বাংলা অনুবাদক এবং বইটি প্রকাশ বা ধর্মদান করতে গিয়ে যে সকল ভিক্ষুগণ ও গৃহীগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রী রইল। সকলের এই পুণ্যচেতনা চিরদিন ও জন্ম-জন্মান্তরেও অমলিন থাকুক ও বর্ধিত হোক এবং যে কারণে এই কুশলকর্ম সম্পাদন, স্বীয় প্রার্থনা অনুসারে সেই নির্বাণসুখ নিরুপদ্রবে লাভ হোক, এই কামনা ও প্রত্যাশা রইল।

"সকল প্রাণী সুখী হোক"

নিবেদনে
২০১৬ সালে উন্নীত স্থবির ভিক্ষুগণ
রাজবন বিহার, রাঙামাটি
২৩ অক্টোবর ২০১৬

ভূমিকা

অনেক মাস ধরে 'কথাৰত্থু' বইটা নিয়ে পড়ে ছিলাম। অবশেষে তা কোনো রকমে শেষ করতে পারলাম। অনুবাদ খুব একটা ভালো হয়েছে বলে দাবি করব না, কারণ অন্য কেউ করলে হয়তো বইটা আরও ভালো হতো। আমি জানি, আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান অনুবাদক রয়েছেন, তারা আশা করি আমার অনুবাদের বেহাল দশা দেখে একটু সদয় হয়ে অন্যান্য পিটকীয় বই ও অর্থকথার অনুবাদে এগিয়ে আসবেন।

আমাকে বইটা অনুবাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তে। আমি তৎক্ষণাৎ না করে দিয়েছিলাম, অমন খটোমটো বই অনুবাদ আমার দ্বারা এ জনমে হবে না। অন্য অনেক ভন্তে আছেন যারা পালি জানেন, তারা অনুবাদেও দক্ষ, তাই অনুবাদের কাজটা তাদেরকেই দিন। কিন্তু তিনি জোর করে আমাকে বুঝিয়ে ছাড়লেন যে এই কাজটা নাকি আমিই পারবো! অগত্যা অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো।

কথাবত্থু মানে হচ্ছে কথাবার্তার বিষয়, বিতর্কের বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে আছে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে থেরবাদী ও অন্যান্য মতবাদীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঝড় (ঘূর্ণিঝড়ও বলতে পারেন!), রয়েছে যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির সমাহার। আপনারা পড়তে গিয়ে দেখবেন একই প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রথমে হ্যাঁ-বোধক জবাব দিয়েছে, আবার এর ঠিক পরপরই ভিন্ন কিছু ভেবে নিয়ে না-বোধক জবাব দিয়ে বসেছে। আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে, এভাবে একই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন জবাবের পেছনে কারণ আছে। কিন্তু আমি বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে সেই কারণগুলো আর অর্থকথা থেকে যোগ করলাম না। বিশ্বাস করুন, সেটা করলে এই বই তখন দ্বিগুণ বড় হয়ে যেত।

প্রায় প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে আমি অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে অর্থকথা থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এতে যে-সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে তাতে দেখেছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই আমি থেরবাদীদের দলে নই বরং ভিন্নবাদীদের দলে গিয়ে পড়েছি! আমি নিশ্চিত, এই বই না পড়লে আপনারাও অনেক বিষয়ে ভিন্নবাদী মতবাদই অনুসরণ করবেন। কাজেই নিজেদের মতামতগুলো বিশোধনের জন্য প্রত্যেক ভিক্ষুর এই বইটা পড়া খুবই জরুরি।

তার পরেও বইটা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য লাগতে পারে। এতে অভিধর্মের অনেক তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, অনেকগুলো টার্ম নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে, অভিধর্ম এবং অর্থকথা স্টাডি না করলে সেগুলো বুঝার কথা নয়। আমি ধর্মসঙ্গণী বা বিভঙ্গ মোটেও স্টাডি করি নি, তাই বহু বিষয় আমার কাছেও ধোঁয়াটে রয়ে গেছে। সেগুলো স্টাডি করলে হয়তো এই অনুবাদ আরও প্রাঞ্জল হতে পারত।

বাংলাতে কথাবত্থুর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এর আগে হয় নি। ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছেন শোয়ে জা অং এবং মিসেস রীজ ডেভিস। তারা বইটির নাম দিয়েছেন "Points of Controversy"। তাদের অনুবাদটি আমার বাংলা অনুবাদে খুব সহায়ক হয়েছে। বাংলায় আমি এর নাম দিয়েছি "বিতর্কের বিষয়"। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে অনুসরণ করি নি, মূল পালি থেকেই অনুবাদ করেছি। বুঝতে সমস্যা হলে তখন অর্থকথা দেখেছি, ইংরেজি অনুবাদটা দেখেছি।

অনেকগুলো মজার জিনিস আছে এখানে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদে ভগবান বুদ্ধের পায়খানা ও প্রস্রাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোনো কোনো ভিন্নবাদী ভিক্ষুদের দল নাকি মনে করত যে, ভগবানের পায়খানা ও প্রস্রাব হচ্ছে দুনিয়ার সেরা সুগন্ধি! এমন সুগন্ধি এ জগতে মিলবে না। তখন থেরবাদী প্রতিবাদ করেছে এই বলে, বুদ্ধের পায়খানা ও প্রস্রাব কেউ সুগন্ধি হিসেবে গায়ে মাখত, বাজারে বেচত বলে তো শুনি নি! সেটা হচ্ছে বুদ্ধের প্রতি অযৌক্তিক ভক্তি ও অনুরাগ মাত্র। অযৌক্তিক ভক্তি ও অনুরাগ যে মানুষকে কতটা অন্ধ বানিয়ে দেয় এবং থেরবাদে যে এ ধরনের অযৌক্তিক ভক্তির কোনো স্থান নেই এখান থেকেই তার প্রমাণ মেলে। তবুও আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি, অনেকেই নাকি পূজ্য বনভন্তের গোসলের পানি বোতলে ভরে নিয়ে যেতেন ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এমনকি আমারই সুপরিচিত একজন ভন্তে গর্বভরে বলেন যে, তার নাকি কোনো ওষুধেই কাজ হতো না, একমাত্র বনভন্তের গোসলের পানি খেলে তবেই তার জ্বর কমত। আমি তাকে বললাম, কিন্তু এখন তো বেশ কয়েক বছর হলো বনভন্তে নেই, তার গোসলের পানিও তো আর নেই। এখন জ্বর হলে কী করেন? তিনি আফসোসের সাথে বলেন, এজন্যই এখন জ্বর হলে খুব ভুগতে হয়। বাজারের ওষুধে তেমন কাজ হয় না, কোনোমতে দিন চলে যায় আর কী!

স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে একটু আলোচনা করা যাক। আমি ঘুমের মধ্যে প্রায়ই স্বপ্ন দেখি যে, পানিতে ভেসে যাচ্ছি, অথবা আকাশে উড়ছি। মাঝে

মাঝে সেখানে টানটান উত্তেজনা থাকে, হয়তো ভয়াবহ একটা সাপ আমার পিছে পিছে তাড়া করছে, অথবা দুনিয়া সংসার সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, আমি বাঁচার জন্য দৌড়াচ্ছি, এক চুল অসতর্ক হলেই আমি শেষ! এভাবে আমি ঘুমের মধ্যে নানান ধরনের স্বপ্ন দেখি। কখনো ভালো স্বপ্ন, কখনো দুঃস্বপ্ন। কখনো কুশল, কখনো অকুশল। স্বপ্নে দেখলাম দান করছি, তাতে কি আমার পুণ্য হলো? স্বপ্নে দেখলাম ব্যভিচার করছি, তাতে কি খুব পাপ হয়ে গেল? কথাৰত্থুর বাইশতম অধ্যায়ের ৮ম পরিচ্ছেদ বলছে যে, এতে খুব বেশি পুণ্য বা পাপ না হলেও কিছুটা অবশ্যই হয়। অর্থকথা বলছে যে, স্বপ্ন দেখার সময়ে যেসব চিত্তের উৎপত্তি হয় সেগুলো আপত্তির পর্যায়ভুক্ত না হলেও কুশল এবং অকুশল চিত্তের পর্যায়ভুক্ত। এটা জেনে আমি এখন ঘুমানোর ব্যাপারে রীতিমতো আতঙ্কিত!

বইটির অনুবাদ করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় লেগেছে। আবার মজাও পেয়েছি প্রচুর। তবে এই বইয়ের পরে আর কোনো বই অনুবাদ করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত কয়েক বছর ধরে আরণ্যিক জীবন আমাকে খুব টানছে। কিন্তু এই বইগুলো অনুবাদ না করলেই নয়, তাই বাধ্য হয়ে অনুবাদের কাজে আঁটকে গিয়েছিলাম। এখন ধ্যান-সাধনা ও একাচারী আরণ্যিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বইগুলো অনুবাদ হয়ে গেছে। ধ্যানের নির্দেশনার জন্য **জানা ও দেখা** এবং **বিশুদ্ধিমার্গ** অনুবাদ হয়েছে। বিনয়ের যেকোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য **বৌদ্ধ ভিক্ষু বিধি** অনুবাদ হয়েছে। আর কী চাই? এখন দরকার একটু ধ্যান-সাধনা, প্র্যাকটিক্যালি ধর্মটাকে আচরণ করা। সেটাই আমার প্রব্রজ্যার লক্ষ্য।

এই বইটা ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হতে যাওয়া সমগ্র ত্রিপিটক সেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, যেটা সম্ভবত ২০১৯ সাল নাগাদ বিতরণ করা হবে। কিন্তু তার আগেই ২০১৬ সালে স্থবির হওয়া ভিক্ষুরা এটা ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এই মহান প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা শ্রদ্ধেয় শোভিত ভন্তেসহ সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এই বইয়ের পেছনে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে তাদের সবার প্রতি রইল অসীম কৃতজ্ঞতা। এই পুণ্য আমাদের সবারই অতিসত্বর নির্বাণ লাভে সহায়ক হোক।

জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
করুণাপুর বনবিহার, বালাঘাটা, বান্দরবান
১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সূচিপত্র

অভিধর্মপিটকে

(বিতর্কের বিষয়)

কথাবত্থুর উৎপত্তি

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার।
দেবলোকে দেবসংঘের সামনে বসে,
দেবতাসহ সারা জগতের মধ্যে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী,
যিনি সকল প্রজ্ঞপ্তি বা ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণায় দক্ষ,
জগতের মধ্যে উত্তম পুরুষ সেই শাস্তা
এই প্রজ্ঞপ্তি বা ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণাকে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি বা ব্যক্তির ধারণাকে প্রকাশ করেছিলেন।
এরপর ব্যক্তির কথা ইত্যাদি কথার বিষয়বস্তু হিসেবে
তিনি কথাবত্থু গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে দেশনা করেছিলেন।

সেই দেবলোকে তিনি কেবল
এর বিষয়সূচিকেই প্রকাশ করেছিলেন,
মোগ্গলিপুত্র কর্তৃক এই ধরাতলে
তা বিস্তারিত আকারে বিভাজিত হয়েছে।
এখন যেহেতু এর অর্থ-বর্ণনার পালা এসেছে,
তাই সেটাকে আমি বর্ণনা করব,
তা সবাই মন দিয়ে শুনুন।

উৎপত্তি-কথা

যুগ্ম অলৌকিক ঘটনা (*যমকপাটিহারিয*) প্রদর্শনের পরে ভগবান তাবতিংস ভবনে পারিজাত বৃক্ষের গোড়ায় পাণ্ডুকম্বল শিলায় বর্ষাবাসে প্রবেশ

করেছিলেন। তিনি সেখানে তার মাকে সাক্ষী রেখে দেবপরিষদে অভিধর্ম দেশনার সময়ে ধর্মসঙ্গণী, ৰিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি গ্রন্থগুলো দেশনা করেছিলেন। এর পরে কথাবত্থু দেশনার পালা আসলে তিনি চিন্তা করলেন, 'ভবিষ্যতে মহাপ্রজ্ঞাবান **মোগ্গলিপুত্র তিষ্য থেরো** নামক আমার এক শিষ্য বুদ্ধশাসনের মল বিশোধন করে তৃতীয় সঙ্গীতিতে ভিক্ষুসংঘের মাঝে বসে নিজ মতবাদের পাঁচশ সূত্র এবং অন্য মতবাদের পাঁচশ, এভাবে এক হাজার সূত্র একত্র করে এই গ্রন্থকে বিভাজিত করবে।' কাজেই তার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ব্যক্তিবাদ নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে চারটি প্রশ্নে দুই পঞ্চকে যে আটটি প্রধান যুক্তি সেগুলো উল্লেখ করে দিলেন এবং সেই পদ্ধতিতেই বাদবাকি বিতর্কের বিষয়গুলো অসম্পূর্ণভাবে কেবল বিষয়সূচি আকারে প্রকাশ করলেন।

এরপর অভিধর্মের অবশিষ্ট কথা বিস্তারিতভাবেই বলা শেষ করে বর্ষাবাসের পরে স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় সিঁড়ির মাঝে নির্মিত মণিময় সিঁড়ি দিয়ে দেবলোক থেকে সাঙ্কাশ্য নগরে অবতরণ করলেন। এর পরে তিনি জগতের সত্ত্বদের হিত সাধন করে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করে অনুপাদিশেষ বা অবশিষ্ট উপাদানবিহীন নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলেন।

এরপর **মহাকশ্যপের** নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যরা রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় ধর্মবিনয়কে সংগ্রহ করলেন। এর একশ বছর পরে বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা দশটি বিষয় প্রচার করল। সেগুলো শুনে কাকণ্ডক ব্রাহ্মণের পুত্র **যশ স্থবির** তখন সুসুনাগের পুত্র কালাশোক নামক রাজার সহায়তায় বারো লক্ষ ভিক্ষুর মধ্য থেকে সাতশ স্থবিরকে বেছে নিয়ে সেই দশটি বিষয়কে পদদলিত করে ধর্মবিনয়কে আবার সংগ্রহ করলেন।

কিন্তু তখন সেই ধর্মসংগ্রহকারী স্থবিরদের দ্বারা দোষারোপিত দশ হাজার বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষু তাদের পক্ষে সমর্থন খুঁজতে লাগল এবং নিজেদের অনুকূল দুর্বল পক্ষ (ধর্মবাদী ও অধর্মবাদীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য জানার মতো প্রজ্ঞার অভাব বলেই তাদেরকে দুর্বল বলা হয়েছে) লাভ করে **মহাসাংঘিক** নামক একটি আচার্যকুল গঠন করল। তা দুভাগে ভাগ হয়ে আরও দুটো আচার্যকুলের জন্ম হলো : **গোকুলিক** এবং **একব্যহারিক।** গোকুলিক নিকায় ভেঙে গিয়ে আরও দুটো আচার্যকুলের জন্ম হলো : **পণ্ণত্তিৰাদ** এবং **বাহুলিয।** **বহুস্সুতিক**ও হচ্ছে তাদেরই নাম। তাদের মাঝে **চেতিযৰাদ** নামক আরেকটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হলো। এভাবে মহাসাংঘিক আচার্যকুল হতে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাঁচটি আচার্যকুল উৎপন্ন হয়েছিল। সেগুলোসহ মহাসাংঘিকেরা

মিলে ছয়টি মতবাদ হয়েছিল।

সেই দ্বিতীয় শতাব্দীতেই থেরৰাদ থেকে আলাদা হয়ে দুটো আচার্যবাদ উৎপন্ন হলো : **মহিসাসক** এবং **ৰজ্জিপুত্তক।** বজ্জিপুত্তকবাদ থেকে আলাদা হয়ে অন্য চারটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হলো : **ধর্মুত্তরীয**, **ভদ্রযানিক**, **ছন্নাগারিক**, এবং **সমিতিয।** আবার সেই দ্বিতীয় শতবর্ষেই মহিসাসকবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে **সব্বত্থিৰাদ** এবং **ধম্মগুত্তিক** নামের দুটো আচার্যবাদ উৎপন্ন হলো। আবার সব্বত্থিৰাদ থেকে আলাদা হয়ে **কস্সপিক** নামক দলের জন্ম হলো। সেই আলাদা হয়ে যাওয়া কস্সপিকদের মাঝ থেকেও **সঙ্কন্তিক** নামে আরেকটি দলের জন্ম হলো। সঙ্কন্তিক থেকে ভেঙে আলাদা হয়ে **সুত্তৰাদ** নামে আরেকটি দল উৎপন্ন হলো। এভাবে এগারোটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হয়েছিল। থেরবাদসহ সেগুলো মিলে বারোটি হয়েছিল। এভাবে এই বারোটি এবং মহাসাংঘিকদের ছয়টি আচার্যবাদ মিলে মোট আঠারোটি আচার্যবাদ সেই দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎপন্ন হয়েছিল। আঠারোটি নিকায়, আঠারোটি আচার্যকুল, এগুলোও হচ্ছে তাদেরই নাম। তবে এগুলোর মধ্যে সতেরোটি মতবাদ হচ্ছে ভিন্ন (অর্থাৎ মূল সঙ্গীতি বা মূল নিকায় থেকে ভিন্ন), কেবল থেরবাদই হচ্ছে অভিন্ন।

দীপবংশেও বলা হয়েছে :

স্থবিরগণ কর্তৃক বের করে দেয়া পাপী বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা
অধর্মবাদী অন্যান্য বহুজনের সমর্থন লাভ করেছিল।
তারা দশ হাজার একত্রিত হয়ে ধর্মসংগ্রহ করলো,
তাই সেই ধর্মসঙ্গীতিকে মহাসঙ্গীতি বলা হয়ে থাকে।

মহাসঙ্গীতিকারী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের বিপরীত করে
মূল ধর্মসংগ্রহকে (অর্থাৎ প্রথম সঙ্গীতির ধর্মবিনয়কে)
ভেঙেচুরে আরেকটি ধর্মসংগ্রহ বানাল।
একখানে সংগৃহীত সূত্র তারা অন্যখানে ঢুকিয়ে দিল;
(অর্থাৎ দীর্ঘনিকায় ইত্যাদিতে সংগৃহীত সূত্রগুলো থেকে
কোনো কোনো সূত্রকে বের করে দিয়ে অন্যত্র ঢুকিয়ে দিল।
সংগৃহীত সূত্রগুলো বাদেও অসংগৃহীত সূত্র
অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দিল, অথবা বিকৃত করল);
তারা বিনয় এবং অবশিষ্ট পাঁচটি নিকায়ের
অর্থ ও ধর্মকে ধ্বংস করল।

সেই ভিক্ষুরা পরোক্ষভাবে এবং সরাসরিভাবে দেশিত
দেশনার স্বাভাবিক এবং পরোক্ষ অর্থকে না জেনেই
এক উদ্দেশ্যে বলা কথার অন্য অর্থ করল।
শব্দের ব্যঞ্জনাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে
সেই ভিক্ষুরা ধর্মের বহু অর্থকে ধ্বংস করল।

সূত্র ও গম্ভীর বিনয়ের একাংশ বাদ দিয়ে
তারা অনুরূপ অন্য সূত্র ও বিনয় রচনা করল।
পরিবার, অভিধর্মের ছয়টি গ্রন্থ এবং এর অর্থকথা,
প্রতিসম্ভিদা, নির্দেশ, এবং জাতকের একাংশকে
পরিত্যাগ করে তারা অন্যকিছু রচনা করেছিল।

নাম (বুদ্ধাদি নাম সংযুক্ত নয়, যেমন- মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি),
বেশভূষা (অন্তর্বাস ও চীবর পরার ধরন ইত্যাদি),
জিনিসপত্র (বাক্স বা ঝুড়ি ইত্যাদি),
অঙ্গভঙ্গি (দাঁড়ানো ইত্যাদির স্টাইল), এবং
কাজকর্মের (চীবর সেলাই ইত্যাদির)
স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করে তারা অন্যরকম করল।

তাদের মধ্যে মহাসঙ্গীতিকারীরা ছিল প্রথম ভিন্নবাদী।
তাদের অনুকরণে বহু ভিন্নবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।
এক সময়ে তাদের মধ্যে একটা ভেদ সৃষ্টি হলো।
ভিক্ষুরা গোকুলিক ও একব্যহারিক
এই দুভাগে ভাগ হয়ে গেল।
পরবর্তী সময়ে গোকুলিকরাও দুই ভাগ হলো,
এবং তাদের ভিক্ষুরা বহুস্সুতিক ও পঞ্ঞত্তি
দুভাগে ভাগ হয়ে গেল।
এদের বিপরীতে মহাসঙ্গীতি থেকে চেতিয়বাদীরা ভাগ হয়ে গেল।
এভাবে মূল মহাসঙ্গীতি থেকে পাঁচটি মতবাদ হয়েছিল।

তারা ধর্মসংগ্রহের একাংশের অর্থ ও ধর্মকে ধ্বংস করেছিল।
গ্রন্থগুলোর একটি অংশকে নিক্ষেপ করে
তারা অন্য গ্রন্থ রচনা করল।
নাম, বেশভূষা, জিনিসপত্র, অঙ্গভঙ্গি ও
কাজকর্মের স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করে

তারা অন্যরকম করে ফেলল।

বিশুদ্ধ থেরবাদও আবার ভেদ হয়ে গেল।
ভিক্ষুরা মহিসাসক এবং ৰজ্জিপুত্তক
এই দুই ভাগে ভাগ হলো।
ৰজ্জিপুত্তকবাদ থেকে ধম্মযুত্তিক, ভদ্দযানিক,
ছন্নাগারিক ও সমিতি এই চারটি ভাগ হলো।
অন্য এক সময়ে মহিসাসক ভিক্ষুরা
সব্বত্থিৰাদ এবং ধম্মগুত্তিক এই দুই ভাগে ভাগ হলো।
সব্বত্থিৰাদের ভিক্ষুরা কস্সপিক, এবং
কস্সপিক থেকে সঙ্কন্তিক,
সঙ্কন্তিক ভিক্ষুদের মধ্য থেকে সুত্তৰাদীরা ভাগ হয়ে গেল।
থেরৰাদ থেকে এই এগারোটি মতবাদ পৃথক হয়েছিল।
তারা ধর্মসংগ্রহের একাংশের
অর্থ ও ধর্মকে ধ্বংস করেছিল।
গ্রন্থগুলোর একটি অংশকে নিক্ষেপ করে
তারা অন্য গ্রন্থ রচনা করল।
নাম, বেশভূষা, জিনিসপত্র, অঙ্গভঙ্গি ও কাজকর্মের
স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করে অন্যরকম করে ফেলল।

সতেরোটি ভিন্ন মতবাদ,
কেবল একটি মতবাদ অভিন্ন,
এগুলো সব মিলিয়ে আঠারোটি মতবাদ হয়।
মহা বটবৃক্ষের মতো এদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে থেরবাদ,
সেখানে কোনো কিছু বাদ পড়ে নি,
নতুন কিছুও ঢুকিয়ে দেয়া হয় নি,
বরং সম্পূর্ণ জিনশাসনই আছে।
অবশিষ্ট মতবাদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল
গাছে জন্মানো পরগাছার মতো।
সেগুলো প্রথম শতাব্দীতে ছিল না, কিন্তু
দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝেই এই জিনশাসনে
সতেরোটি ভিন্নমতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

পরবর্তীকালে **হেমৰতিক**, **রাজগিরিক**, **সিদ্ধত্থিক**, **পুব্বসেলিয**, **অপরসেলিয**, **ৰাজিরিয** - এই ছয়টি আচার্যবাদও উৎপন্ন হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। পূর্বে উল্লেখিত আঠারোটি আচার্যবাদের ভিত্তিতেই তখন বুদ্ধশাসন চলছিল। ধর্মরাজ অশোক বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রতিদিন বুদ্ধপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, ধর্মপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, সংঘপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, নিজের আচার্য নিগ্রোধ স্থবিরের জন্য লক্ষমুদ্রা, এবং চারটি নগরদ্বারে ওষুধপত্রের জন্য লক্ষমুদ্রা, এভাবে পাঁচ লক্ষমুদ্রা অর্থ পরিত্যাগের মাধ্যমে বুদ্ধশাসনে মহা লাভ-সৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

তীর্থিয়রা তখন লাভসৎকার পরিহীন হয়ে সামান্য খাদ্যবস্ত্র পর্যন্ত না পেয়ে লাভ সৎকারের আশায় ভিক্ষুদের মাঝে প্রব্রজিত হয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে - 'এটিই ধর্ম, এটিই বিনয়, এটিই শাস্তার নির্দেশ' এভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগল। তারা প্রব্রজ্যা লাভ করতে না পারলে নিজেই মাথা কামিয়ে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে বিহারে বিহারে বিচরণ করে করে উপোসথকর্ম ইত্যাদি করার সময়ে সংঘের মাঝে প্রবেশ করত। ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধর্ম, বিনয় ও শাস্তার উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে অনুশাসন করা হলেও তারা ধর্মবিনয়ের অনুকূল আচরণ না করে বুদ্ধশাসনে অনেক প্রকারে বিশৃঙ্খলা, মল এবং কাঁটা সৃষ্টি করেছিল। কেউ অগ্নির উপাসনা করত, কেউ পঞ্চ তাপে তপ্ত হত, কেউ সূর্যকে উপাসনা করত, কেউ 'ধর্মবিনয়কে ধ্বংস করব' বলে সে-রকম প্রচেষ্টা চালাত। তখন ভিক্ষুসংঘ তাদের সাথে উপোসথও করত না, প্রবারণাও করত না। এ কারণে অশোকারামে সাত বছর উপোসথ হয় নি।

রাজা "আদেশের মাধ্যমে উপোসথ করাব" বলে প্রচেষ্টা চালালেও উপোসথ করাতে সক্ষম হলেন না, বরং মূর্খ মন্ত্রী তার কথাকে অন্যভাবে গ্রহণ করে অনেক ভিক্ষুকে হত্যা করে রাজার অনুশোচনার কারণ হলো। রাজা তখন সেই অনুশোচনা এবং বুদ্ধশাসনে উৎপন্ন বিশৃঙ্খলার উপশম করতে ইচ্ছুক হয়ে ভাবলেন, "এই কাজে এমন যোগ্য কে আছে?" সংঘকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি উত্তর পেলেন, "মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য থেরো, মহারাজ।" তা শুনে তিনি সংঘের কথায় অহোগঙ্গা পর্বত থেকে স্থবিরকে আনিয়ে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থবিরের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন এবং তাকে নিজের অনুশোচনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সেই অনুশোচনার উপশম করলেন। স্থবিরও তাকে রাজ উদ্যানে বসবাস করে সাতদিন ধরে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ধর্মশিক্ষা করে সপ্তম দিনে রাজা ভিক্ষুসংঘকে অশোকারামে সম্মিলিত করালেন। পর্দা ঘেরা দিয়ে সেই পর্দার মাঝে বসে এক এক

মতবাদী ভিক্ষুদেরকে এক এক জায়গায় একত্র করে এক এক ভিক্ষুদের দলকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী?' তা শুনে শাশ্বতবাদীরা "শাশ্বতবাদী" বলল। একাংশ-শাশ্বতবাদীরা... আত্মার অনন্তবাদীরা... বাইন মাছের মতো পিছলে যাওয়ার মতবাদীরা (*অমরাৰিকেখপিক*)... কারণ ছাড়াই উৎপন্ন মতবাদীরা (*অধিচ্চসমুপ্পন্ন*)... সংজ্ঞীবাদীরা... অসংজ্ঞীবাদীরা... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞাবাদীরা... উচ্ছেদবাদীরা... ইহজীবনেই নির্বাণবাদীরা "ইহ জীবনেই নির্বাণবাদী" বলল। রাজা প্রথমেই ধর্মমতগুলো শিক্ষা করার কারণে জানলেন, 'এরা ভিক্ষু নয়। এরা অন্যতীর্থিয়।' তিনি তাদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে প্রব্রজ্যা থেকে বের করে দিলেন। সেই অন্যতীর্থিয়রা সংখ্যায় ষাট হাজার ছিল।

এরপর অন্যান্য ভিক্ষুদেরকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী?' - "বিভাজ্যবাদী, মহারাজ।" এমনটা বলা হলে রাজা তখন স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ বিভাজ্যবাদী?' - "হ্যাঁ, মহারাজ।"

এরপর রাজা "ভন্তে, এখন বুদ্ধশাসন শুদ্ধ হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ উপোসথ করুন" এই বলে চারদিকে পাহারা বসিয়ে দিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। সমগ্র সংঘ একত্র হয়ে উপোসথ করল। সেই ভিক্ষুসংঘের সমাবেশে ষাট লক্ষ ভিক্ষু হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে যে বিতর্কিত বিষয়গুলো উৎপন্ন হয়েছিল, এবং যে বিতর্কিত বিষয়গুলো ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, তার সবগুলোর সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য সেই সমাগমে মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য থেরো শাস্তার প্রদত্ত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তথাগত কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়সূচিকে বিস্তারিত করে বিভাজন করে নিজের মতবাদের পাঁচশ সূত্র এবং অন্য মতবাদের পাঁচশ, এভাবে এক হাজার সূত্র আহরণ করে ভবিষ্যতের ভিন্ন মতবাদগুলোকে দমনকারী এই **কথাৰত্থু** গ্রন্থটি বিবৃত করলেন।

এরপর ষাট লক্ষ ভিক্ষুর মধ্য থেকে ত্রিপিটক ও পরিয়ত্তিধর এবং প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত এক হাজার ভিক্ষুকে বেছে নিয়ে মহাকশ্যপ স্থবির এবং যশস্থবিরের মতো করে ধর্মবিনয় আবৃত্তি করলেন। এভাবে সঙ্গীতি বা একসাথে আবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধশাসনের মল বিশোধিত হয়ে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অভিধর্ম আবৃত্তির সময়ে এই গ্রন্থটি যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই ধর্মসংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে :

এরপর ব্যক্তির-কথা ইত্যাদি কথার বিষয়বস্তু হিসেবে
তিনি কথাৰথু গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে দেশনা করেছিলেন।
সেই দেবলোকে তিনি কেবল
এর বিষয়সূচিকেই প্রকাশ করেছিলেন,
মোগ্গলিপুত্র কর্তৃক এই ধরাতলে
তা বিস্তারিত আকারে বিভাজিত হয়েছে।
এখন যেহেতু এর অর্থ-বর্ণনার পালা এসেছে,
তাই সেটাকে আমি বর্ণনা করব,
তা সবাই মন দিয়ে শুনুন।

(উৎপত্তি-কথা সমাপ্ত)

১. প্রথম বর্গ

১. ব্যক্তির কথা

শুধু সত্যিকার অর্থের আলোচনা

[আটটি যুক্তি খণ্ডন]

প্রথম যুক্তি খণ্ডন

[স্বপক্ষের পাঁচটি যুক্তি]

১. থেরবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

[[[এখানে "ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এই হচ্ছে প্রশ্ন। "হ্যাঁ" হচ্ছে তার উত্তর। কিন্তু কার প্রশ্ন, কার উত্তর? অমুকের প্রশ্ন, অমুকের উত্তর বলাটা ঠিক হবে না। কেননা ভগবান নানা প্রকার ধর্মমতকে বিশোধনের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্য পরম্পরায় এই গ্রন্থের মাতিকা বা বিষয়সূচিকে স্থাপন করে দিয়েছিলেন। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির সেটাকেই শাস্তার দেয়া পদ্ধতিতে ঐতিহ্য অনুসারে বিস্তারিত করে বিভাজিত করেছেন। এখানে যতগুলো মতবাদকে দেখানো হয়েছে, স্থবির যে ততগুলো মতবাদীর সাথে কথা বলে বলে বিতর্ক করেছেন এমন নয়। তবুও সেই সেই কথাগুলোর অর্থকে সহজবোধ্য করার জন্য আমরা থেরবাদীর (*সকবাদী*) প্রশ্ন, পরবাদীর প্রশ্ন, থেরবাদীর প্রতিজ্ঞা, পরবাদীর প্রতিজ্ঞা, এভাবে ভাগ করে দেখিয়ে অর্থবর্ণনা করব।

ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে থেরবাদীর প্রশ্ন। এর মাধ্যমে "যারা 'ব্যক্তি আছে' এমন মতাবলম্বী বা ব্যক্তিবাদী (*পুগ্গলবাদী*), তাদেরকে এভাবে জিজ্ঞেস করা উচিত" বলে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই **পুগ্গলবাদী** বা **ব্যক্তিবাদী**রা কারা? এই বুদ্ধশাসনের মধ্যে বজ্জিপুত্রক ও সমিতিয় ভিক্ষুরা এবং বুদ্ধশাসনের বাইরে বহু অন্যতীর্থিয় হচ্ছে এমন ব্যক্তিবাদী।

এখানে **ব্যক্তি** মানে হচ্ছে আত্মা, সত্ত্ব, জীব। **সত্যিকার অর্থে** মানে

হচ্ছে মায়া, মরীচিকা ইত্যাদির মতো অবাস্তব বলে অগ্রহণযোগ্য এমন নয়, অর্থাৎ বাস্তব অর্থে (*ভূতট্ঠো*)।

পারমার্থিকভাবে মানে হচ্ছে গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য এমন নয়, অর্থাৎ উত্তম অর্থে।

খুঁজে পাওয়া যায় মানে হচ্ছে প্রজ্ঞার দ্বারা লাভ করা যায়, অর্থাৎ জানা যায়। এভাবে ব্যক্তিকে পাঁচটি স্কন্ধ, বারোটি আয়তন, আঠারোটি ধাতু, বাইশটি ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে সাতান্ন প্রকার বিষয়ের মাধ্যমে জানা যায়।

হ্যাঁ বলার কারণ হচ্ছে, ভগবান কর্তৃক সূত্রে বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি রয়েছে।" যেহেতু ভগবান সত্যবাদী এবং মিথ্যা বলেন না, গুজব ইত্যাদির ভিত্তিতেও ধর্মদেশনা করেন না, বরং দেবলোকসহ সারা জগৎকে স্বয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে দেখে সেটাই প্রকাশ করেন, তাই তিনি যাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি রয়েছে" তাকে কেবল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়, এমন যুক্তি গ্রহণ করে এই ব্যক্তিবাদী এমন প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলে সায় দেয়।]]]

থেরবাদী : সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে কি [অন্যান্য পরমার্থের মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : সেটা বলা যায় না।

[[[পরবর্তীকালে ব্যক্তিবাদীর সামান্য কোনো কথার ছলচাতুরিকেও সুযোগ না দেয়ার উদ্দেশ্যে থেরবাদী এখানে "**সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ**..." এই প্রশ্নটি করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই- "কারণযুক্ত ও কারণবিহীন, সৃষ্ট ও অসৃষ্ট, শাশ্বত ও অশাশ্বত, নিমিত্তযুক্ত এবং নিমিত্তবিহীন" এভাবে রূপ ইত্যাদি সাতান্ন প্রকার বিষয়ের যে শ্রেণিবিভাগ আলোচিত হয়েছে সেটাকে সম্মতিসত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত নয়, গুজব ইত্যাদির ভিত্তিতেও গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং নিজেদের অস্তিত্ব আছে বলেই সেগুলো সত্যিকার অর্থ, এবং নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় বলে সেগুলো পরমার্থ। সেগুলোকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকেও কি [সেগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?"

এখানে **সে অনুসারে** কথাটি হচ্ছে করণকারকের। অর্থাৎ, সেই

ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে কি সেই পরমার্থের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়? রূপান্তর ইত্যাদির ভিত্তিতে, অথবা কারণযুক্ত ইত্যাদির আকারে সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থকে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিকেও কি সেই আকারে, সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

"সেটা বলা যায় না" কথাটি হচ্ছে ব্যক্তিবাদীর তাচ্ছিল্যসূচক কথা (*অবজাননা*), কারণ সে এরূপ ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে না বলেই তাচ্ছিল্যের সুরে এমনটা বলেছে।]]]

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।'

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

[চারটি পাল্টা যুক্তি]

২. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি তাহলে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে ব্যক্তিকে কি [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : সেটা বলা যায় না।

[[[এখন ব্যক্তিবাদী প্রশ্ন করছে। সে "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি রয়েছে" কথাটি গ্রহণ করে ধরে থাকার কারণে "ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি গ্রহণ করতে না পেরে এমন প্রশ্ন করছে। পারমার্থিকভাবে রূপ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যক্তিকে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই থেরবাদী সেই প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলেছে। অন্যজন তখন নিজের কথাটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে "তাহলে সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ..." এভাবে পরবর্তী প্রশ্নটি করেছে। সে এখানে সম্মতি সত্য ও পরমার্থ সত্যকে এক করে ফেলেছে। কিন্তু "ব্যক্তি" বলতে উপজাত প্রজ্ঞপ্তি বা প্রচলিত নাম ও স্বভাব হওয়ায় এবং দুটো সত্যকে এক করে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় এর উত্তরে থেরবাদী "সেটা বলা যায় না" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।]]]

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় বললে 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

[[[এখানে থেরবাদী প্রথমে পরমার্থ সত্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে স্বীকার করেছে, পরবর্তীকালে সম্মতিসত্যের কারণে অথবা মিশ্রিত হওয়ার কারণে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্যক্তিবাদী কিন্তু

"খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটিকে কেবল সাধারণ অর্থে গ্রহণ করেছে। "ছলনামূলক কথার আশ্রয়ে যা আপনি প্রথমে স্বীকার করেছেন, পরে তা আবার অস্বীকার করেছেন" এভাবে যুক্তির পাল্টা যুক্তি দেয়ার মতো নিজের তিরস্কৃত হওয়ার জবাবে "আপনার ভুলটা দেখুন" বলেছে। স্বপক্ষের পাঁচটি যুক্তির মাধ্যমে থেরবাদী যেভাবে তার নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় যুক্তির দ্বারা পরবাদীর কথার অসারতাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, সেই ঘটনার সুস্পষ্ট পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে ব্যক্তিবাদী এখন "ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়..." ইত্যাদি কথাগুলো বলেছে। সেটার অর্থ উপরের আলোচনার মতো করেই বুঝে নেয়া উচিত।]]]

[চারটি প্রত্যাখ্যানকারী যুক্তি]

[[[ব্যক্তিবাদী উপরোক্তভাবে পাল্টা যুক্তি দিয়েছে এবং সে আগেরবারে থেরবাদীর স্বপক্ষের পাঁচটি যুক্তি উপস্থাপনের সময়ে যেভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, সেটার জের ধরে কূটতর্কের উপর নির্ভর করে থেরবাদীর কাজটা যে খারাপ (*দুক্কট*) হয়েছে তা দেখানোর জন্য নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো বলেছে।]]]

৩. ব্যক্তিবাদী : কিন্তু আপনি যদি মনে করে থাকেন, "'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না", তাহলে তখন সেই যুক্তিকে [অর্থাৎ ২নং এর ১ম প্রশ্নটিকে] স্বীকার করার জন্য আপনাকে দোষারোপ করা উচিত। আপনাকে আমরা দোষারোপ করছি। আপনাকে দোষারোপ করা হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে:

ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।' আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না"

কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটাও বলা যায় না। আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

[চারটি সমাপ্তি আনয়নকারী যুক্তি]

৪. ব্যক্তিবাদী : এভাবে দোষারোপ করাটা যদি যথোচিত না হয়, তাহলে আপনার যুক্তিগুলো একটু দেখুন। [আমাদের মতে,] এটাই বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।" কিন্তু এমনটা বলা উচিত নয় : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।" আমরা এই যুক্তিগুলো স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু আমরা আপনার দ্বারা দোষারোপযোগ্য নই। তবুও আপনি আমাকে দোষারোপ করেছেন। আমি কিন্তু যথোচিতভাবে দোষারোপিত হই নি।

[[[উপরোক্তভাবে দোষারোপ করেও ব্যক্তিবাদী এখন "আপনার মতের বিরুদ্ধে কৃত আমার এই দোষারোপটি যদি অযথাযথ বা অনুচিত দোষারোপ (*নিগ্গহ*) হয়, তাহলে আপনি স্বপক্ষের পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরার সময়ে আমাকে যে দোষারোপ করেছিলেন সেটাও অনুচিত দোষারোপ হয়েছে" তা দেখানোর জন্য উপরোক্ত কথাগুলো বলেছে। আমরা আপনার দ্বারা দোষারোপযোগ্য নই... ইত্যাদি কথার মানে হচ্ছে- যেহেতু আপনার দ্বারা আমাকে যে দোষারোপ করা হয়েছে তা অযথার্থ দোষারোপ, তাই আপনার স্বপক্ষের পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরার সময়ে আমরা প্রথম যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে আবার পরে প্রত্যাখ্যান করলে "আপনার যুক্তির অসারতা দেখুন" বলে যে দোষারোপ করেছিলেন সেভাবে আমাদেরকে দোষারোপ করা একদমই উচিত নয়। এভাবে দোষারোপ করা অনুচিত হলেও আপনি আমাকে দোষারোপ করেছেন, তাই এই দোষারোপ দ্বারা আমরা অযথার্থভাবে বা অনুচিতভাবে দোষারোপিত হয়েছি।]]]

যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।" আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার

অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

যদি 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটিও বলা যায় না। আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

[চারটি সমাপ্তিসূচক যুক্তি]

৫. ব্যক্তিবাদী : [আমি আবারও বলছি,] আমরা এভাবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য নই (অর্থাৎ আমি আপনার দ্বারা যেভাবে দোষারোপিত হয়েছি, আমাকে সেভাবে দোষারোপ করা উচিত হয় নি। সেই প্রত্যাখ্যানটা যে অনুচিত হয়েছে সেটাই আমি প্রমাণ করলাম)। তাই "(১) 'ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।' (২) আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।"

(৩) যদি 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটিও বলা যায় না। (৪) আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি

মিথ্যা," এভাবে যে প্রত্যাখ্যানগুলো করা হয়েছে সেগুলো অনুচিত বা অযথার্থভাবে করা হয়েছে। [আমি দৃঢ়ভাবে দাবী করি যে] সেগুলোর সমুচিত পাল্টা জবাব দেয়া হয়েছে। তার প্রতিপাদন (অর্থাৎ যুক্তিগুলোর ধারাবাহিক প্রতিপাদনও) যথাযথ হয়েছে।

প্রথম যুক্তি খণ্ডন সমাপ্ত

দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন

[বিপক্ষের পাঁচটি যুক্তি]

৬. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি তাহলে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে কি [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : সেটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার এই প্রত্যাখ্যানটা একটু দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে

পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

[চারটি পাল্টা যুক্তি]

৭. থেরবাদী : 'ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?'

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে কি [অন্যান্য পরমার্থের মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : সেটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।'

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

[চারটি প্রত্যাখ্যানকারী যুক্তি]

৮. থেরবাদী : কিন্তু আপনি যদি মনে করে থাকেন, "'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না",

তাহলে তখন সেই যুক্তিকে [অর্থাৎ ৭নং এর ১ম প্রশ্নটিকে] স্বীকার করার জন্য আপনাকে দোষারোপ করা উচিত। আপনাকে আমরা দোষারোপ করছি। আপনাকে দোষারোপ করা হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে:

ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।' আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটাও বলা যায় না। আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

[চারটি সমাপ্তি আনয়নকারী যুক্তি]

৯. থেরবাদী : এভাবে দোষারোপ করাটা যদি যথোচিত না হয়, তাহলে আপনার যুক্তিগুলো একটু দেখুন। [আমাদের মতে,] এটাই বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।" কিন্তু এমনটা বলা উচিত নয় : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।" আমরা এই যুক্তিগুলো স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু আমরা আপনার দ্বারা দোষারোপযোগ্য নই। তবুও আপনি আমাকে দোষারোপ করেছেন। আমি কিন্তু যথোচিতভাবে দোষারোপিত হই নি।

যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : "সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।" আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার

অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

যদি 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটিও বলা যায় না। আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা।

[চারটি সমাপ্তিসূচক যুক্তি]

১০. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি,] আমাদেরকে এভাবে দোষারোপ করা উচিত নয় (অর্থাৎ আমি আপনার দ্বারা যেভাবে দোষারোপিত হয়েছি, আমাকে সেভাবে দোষারোপিত করা উচিত হয় নি। সেই দোষারোপটা যে অযথাযথ বা অনুচিত হয়েছে সেটাই আমি প্রমাণ করলাম)।

তাই "(১) 'ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।' (২) আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন মিথ্যা।"

(৩) যদি 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটিও বলা যায় না। (৪) আপনি সেখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সে অনুসারে সেই ব্যক্তিকে [অন্যান্য পরমার্থগুলোর মতো] সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে

খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন আপনার সেই কথাটি মিথ্যা," এভাবে যে দোষারোপগুলো করা হয়েছে সেগুলো অনুচিত বা অযথার্থভাবে করা হয়েছে। [আমি দৃঢ়ভাবে দাবী করি যে] সেগুলোর সমুচিত পাল্টা জবাব দেয়া হয়েছে। তার প্রতিপাদন (অর্থাৎ যুক্তিগুলোর ধারাবাহিক প্রতিপাদনও) যথাযথ হয়েছে।

দ্বিতীয় দোষারোপ সমাপ্ত

তৃতীয় যুক্তি খণ্ডন

[স্থানের সত্যিকার অর্থ]

১১. থেরবাদী : 'ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?'

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে কি [দেহের] **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : সেটা বলা যায় না।

[[[এখানে থেরবাদী উপরোক্ত প্রশ্নটি করেছে দেহ বা শরীরকে উপলক্ষ করে। কিন্তু ব্যক্তিবাদী দৃঢ়ভাবে ধরে নিয়েছে যে, "জীব আলাদা, শরীর আলাদা।" তাই সে রূপের মধ্যে আত্মা বা ব্যক্তিকে খুঁজে না পাওয়ার কারণে প্রশ্নটার না-বোধক জবাব দিয়েছে।]]]

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়।' এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

চতুর্থ যুক্তি খণ্ডন

[কালের সত্যিকার অর্থ]

১২. থেরবাদী : 'ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?'

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে কি **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : সেটা বলা যায় না।

[[[এখানে **সর্বদা** মানে বুঝাচ্ছে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জন্মগুলোতে এবং পরিনির্বাণের পরেও। থেরবাদী সেসব কাল বা সময়কে উপলক্ষ করেই পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু বিভিন্ন জন্মে সে কখনো ক্ষত্রিয়, কখনো ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যক্তির ভিন্নতা দেখার কারণে, এবং বর্তমান জন্মের পরে পরিনির্বাপিত হলে অবশিষ্ট কোনো কিছু আর থাকে না বলে ব্যক্তিবাদী তা প্রত্যাখ্যান করেছে।]]]

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায়।' এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

পঞ্চম যুক্তি খণ্ডন

[অবয়বের সত্যিকার অর্থ]

১৩. থেরবাদী : 'ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?'

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে কি সবকিছুর মাঝে (অর্থাৎ স্কন্ধ, আয়তন ইত্যাদির মাঝে) খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : সেটা বলা যায় না (রূপের মাঝে আত্মা আছে, চোখের মাঝে আত্মা আছে ইত্যাদি কথাগুলোতে দোষ দেখেছে বলেই ব্যক্তিবাদী এখানে তা প্রত্যাখ্যান করেছে)।

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সবকিছুর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।' এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সবকিছুর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সবকিছুর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায়, অথচ 'সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে ব্যক্তিকে সবকিছুর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়' কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

ষষ্ঠ যুক্তি খণ্ডন

[স্থানের সত্যিকার অর্থের ব্যাপারে বিপক্ষের পাঁচটি যুক্তি]

১৪. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : সেটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার এই প্রত্যাখ্যানটা একটু দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায় না।"

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বত্র** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

সপ্তম যুক্তি খণ্ডন

[কালের সত্যিকার অর্থের ব্যাপারে বিপক্ষের পাঁচটি যুক্তি]

১৫. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : সেটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার এই প্রত্যাখ্যানটা একটু দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায় না।"

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সর্বদা** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

অষ্টম যুক্তি খণ্ডন

[অবয়বের সত্যিকার অর্থের ব্যাপারে বিপক্ষের পাঁচটি যুক্তি]

১৬. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সবকিছুর মাঝে** খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : সেটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার এই প্রত্যাখ্যানটা একটু দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সবকিছুর মাঝে** খুঁজে পাওয়া যায় না।"

এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সবকিছুর মাঝে** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সবকিছুর মাঝে** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা

যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে 'ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না' কথাটি বলা যায়, অথচ "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে **সবকিছুর মাঝে** খুঁজে পাওয়া যায় না" কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।...

সত্যিকার অর্থ বর্ণনা সমাপ্ত

তুলনামূলক আলোচনা

[[[এখন রূপ ইত্যাদির সাথে ব্যক্তির তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, রূপ ইত্যাদিকে যেভাবে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যক্তিকেও কি সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?]]]

১৭. থেরবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়? রূপকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য।" এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় বলেও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...

১৮. থেরবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়? বেদনাকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... সংজ্ঞাকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... সংস্কারকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... বিজ্ঞানকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য।" এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় কিন্তু "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়ও বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা... ।

১৯. থেরবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়? চোখ-আয়তনকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... কান-আয়তনকেও... নাক-আয়তনকেও... জিহ্বা-আয়তনকেও... কায়-আয়তনকেও... রূপ-আয়তনকেও... শব্দ-আয়তনকেও... গন্ধ-আয়তনকেও... স্বাদ-আয়তনকেও... স্পর্শযোগ্য-আয়তনকেও... মন-আয়তনকেও... বিষয়-আয়তনকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...?

২০. থেরবাদী : চোখধাতুকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... কানধাতুকেও... নাকধাতুকেও... জিহ্বাধাতুকেও...

কায়ধাতুকেও... রূপধাতুকেও... শব্দধাতুকেও... গন্ধধাতুকেও... স্বাদ (*রস*) ধাতুকেও... স্পর্শযোগ্য (*ফোট্ঠব্ব*) ধাতুকেও... চোখবিজ্ঞানধাতুকেও... কানবিজ্ঞানধাতুকেও... নাকবিজ্ঞানধাতুকেও... জিহ্বাবিজ্ঞানধাতুকেও... কায়বিজ্ঞানধাতুকেও... মনোধাতুকেও... মনোবিজ্ঞানধাতুকেও... ধর্মধাতুকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

২১. থেরবাদী : ... চোখ-ইন্দ্রিয়কেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?... কান-ইন্দ্রিয়কেও... নাক-ইন্দ্রিয়কেও... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কেও... কায়-ইন্দ্রিয়কেও... মন-ইন্দ্রিয়কেও... জীবিতেন্দ্রিয়কেও... স্ত্রী-ইন্দ্রিয়কেও... পুরুষ-ইন্দ্রিয়কেও... সুখ-ইন্দ্রিয়কেও... দুঃখ-ইন্দ্রিয়কেও... খুশি (*সোমনস্স*)-ইন্দ্রিয়কেও... বিষাদ (*দোমনস্স*)-ইন্দ্রিয়কেও... উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়কেও... শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়কেও... উদ্যম (ৰীরিয)-ইন্দ্রিয়কেও... স্মৃতি-ইন্দ্রিয়কেও... সমাধি-ইন্দ্রিয়কেও... প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়কেও... "অজ্ঞাতকে জানব"-ইন্দ্রিয়কেও... জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও (*অঞ্ঞিন্দ্রিযঞ্চ*)... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও (*অঞ্ঞাতাৰিন্দ্রিযঞ্চ*) কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : তা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। ব্যক্তিকে যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত যে, "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য।" এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি যদি বলা না যায়, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় বলা উচিত নয়।

আপনি এখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না

বলে যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...

২২. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে" ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, এবং রূপকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে রূপ এক, ব্যক্তি অন্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন। ভগবান কর্তৃক যদি বলা হয়ে থাকে, "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", রূপকেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল : "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য"। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটাও বলা যায় না। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...

২৩. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে" ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে? বেদনাকেও... সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন। ভগবান কর্তৃক যদি বলা হয়ে থাকে, "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", বিজ্ঞানকেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল : "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য"। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটাও বলা যায় না। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...

২৪. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে" ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে? চোখ-আয়তনকেও... কান-আয়তনকেও... ধর্ম-আয়তনকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?...

২৫. চোখধাতুকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?... কায়ধাতুকেও... রূপধাতুকেও... স্পর্শযোগ্য-ধাতুকেও... চোখবিজ্ঞানধাতুকেও... মনোবিজ্ঞানধাতুকেও... ধর্মধাতুকেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?...

২৬. চোখ-ইন্দ্রিয়কেও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?... কান-ইন্দ্রিয়কেও... জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও (*অঞ্ঞিঞ্ঞতিন্দ্রিযঞ্চ*) কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?...

২৭. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে

পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে" ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে? জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও (*অঞ্ঞঞ্ঞাতাৰিন্দ্রিযঞ্চ*) কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন। ভগবান কর্তৃক যদি বলা হয়ে থাকে, "আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল : "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য"। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে তো "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটাও বলা যায় না। সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের পথে নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে', জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায়, অথচ "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা... ।

উপমাসহকারে তুলনামূলক আলোচনা

২৮. থেরবাদী : রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। [তাই] রূপ এক, বেদনা অন্য?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] রূপ এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। যদি রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বেদনা অন্য হয়, ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বেদনা অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বেদনা অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বেদনা অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা... ।

২৯. থেরবাদী : রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] রূপ এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। যদি রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য হয়, ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা... ।

৩০. থেরবাদী : বেদনাকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও... রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... ।

৩১. সংজ্ঞাকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও... রূপকেও... বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... ।

৩২. সংস্কারকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও... রূপকেও... বেদনাকেও... সংজ্ঞাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৩৩. বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও... বেদনাকেও... সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান অন্য, সংস্কার অন্য?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। যদি বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এক, সংস্কার অন্য, ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান এক, সংস্কার অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান এক, সংস্কার অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়,

বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "বিজ্ঞান এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৩৪. থেরবাদী : চোখ-আয়তনকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কান-আয়তনকেও... ধর্ম-আয়তনকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

কান-আয়তনকে... ধর্ম-আয়তনকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, চোখ-আয়তনকেও... মন-আয়তনকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৩৫. চোখধাতুকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কানধাতুকেও... ধর্মধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

কানধাতুকে... ধর্মধাতুকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, চোখধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... মনোবিজ্ঞানধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৩৬. চোখ-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কান-ইন্দ্রিয়কেও... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...

কান-ইন্দ্রিয়কে... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন তো। যদি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য, ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো

আপনার বলা উচিত : "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু " জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি " জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য। ব্যক্তিকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু " জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৩৭. ব্যক্তিবাদী : [আপনি স্বীকার করেছেন] রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। [তাহলে] রূপ এক, বেদনা অন্য?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : [তাহলে] রূপ এক, ব্যক্তি অন্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা (*পটিকম্মং*) দেখুন তো। যদি রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার

অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বেদনা অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বেদনা অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বেদনা অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এক, বেদনা অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপ এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৩৮. ব্যক্তিবাদী : রূপকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৩৯. বেদনাকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও... রূপকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪০. সংজ্ঞাকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারকেও... বিজ্ঞানকেও... রূপকেও... বেদনাকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪১. সংস্কারকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানকেও... রূপকেও... বেদনাকেও... সংজ্ঞাকেও সত্যিকার অর্থে

পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪২. বিজ্ঞানকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, রূপকেও... বেদনাকেও... সংজ্ঞাকেও... সংস্কারকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪৩. চোখ-আয়তনকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কান-আয়তনকেও... ধর্ম-আয়তনকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

কান-আয়তনকে... ধর্ম-আয়তনকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, চোখ-আয়তনকেও... মন-আয়তনকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪৪. চোখধাতুকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কানধাতুকেও... ধর্মধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

কানধাতুকে... ধর্মধাতুকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, চোখধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়... মনোবিজ্ঞানধাতুকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...।

৪৫. চোখ-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, কান-ইন্দ্রিয়কেও... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়...

কান-ইন্দ্রিয়কে... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, চোখ-ইন্দ্রিয়কেও... জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : [তাহলে] জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা (*পটিকম্মং*) দেখুন তো। যদি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক,

জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য"।

সেখানে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য হয়, ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়কেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় এক, ব্যক্তি অন্য" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

চারি পদ্ধতিতে তুলনামূলক আলোচনা

৪৬. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপই ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না (উচ্ছেদদৃষ্টি হবে ভেবে ব্যক্তিবাদী তা প্রত্যাখ্যান করেছে)।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল : "রূপই ব্যক্তি"।

সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "রূপই ব্যক্তি" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপই ব্যক্তি" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না। সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "রূপই ব্যক্তি" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...।

৪৭. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি কি [তাহলে] রূপের মধ্যে... ব্যক্তি কি রূপ বাদে অন্য কিছু... রূপ কি ব্যক্তির মধ্যে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল : "রূপ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে"।

সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "রূপ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না। সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "রূপ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...।

৪৮. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি বেদনার মধ্যে?... ব্যক্তি কি

বেদনা বাদে অন্য কিছু... বেদনা কি ব্যক্তির মধ্যে?...

সংজ্ঞাই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি সংজ্ঞার মধ্যে... ব্যক্তি কি সংজ্ঞা বাদে অন্য কিছু... সংজ্ঞা কি ব্যক্তির মধ্যে?...

সংস্কারই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি সংস্কারের মধ্যে... ব্যক্তি কি সংস্কার বাদে অন্য কিছু... সংস্কার কি ব্যক্তির মধ্যে?...

বিজ্ঞানই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি বিজ্ঞানের মধ্যে... ব্যক্তি কি বিজ্ঞান বাদে অন্য কিছু... বিজ্ঞান কি ব্যক্তির মধ্যে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল : "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে"।

সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না। সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...।

৪৯. থেরবাদী : ব্যক্তিকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তনই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখ-আয়তনের মধ্যে... ব্যক্তি কি চোখ-আয়তন বাদে অন্য কিছু... চোখ-আয়তন কি ব্যক্তির মধ্যে?... ধর্ম-আয়তনই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি ধর্ম-আয়তনের মধ্যে... ব্যক্তি কি ধর্ম-আয়তন বাদে অন্য কিছু... ধর্ম-আয়তন কি ব্যক্তির মধ্যে?...

চোখধাতুই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখধাতুর মধ্যে... ব্যক্তি কি চোখধাতু বাদে অন্য কিছু... চোখধাতু কি ব্যক্তির মধ্যে?... ধর্মধাতুই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি ধর্মধাতুর মধ্যে... ব্যক্তি কি ধর্মধাতু বাদে অন্য কিছু... ধর্মধাতু কি ব্যক্তির মধ্যে?...

চোখ-ইন্দ্রিয়ই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে... ব্যক্তি কি চোখ-ইন্দ্রিয় বাদে অন্য কিছু... চোখ-ইন্দ্রিয় কি ব্যক্তির মধ্যে?... জ্ঞানী-

ইন্দ্রিয়ই কি ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে... ব্যক্তি কি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় বাদে অন্য কিছু... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় কি ব্যক্তির মধ্যে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল : "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে"।

সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটিও বলা যায় না। সেখানে "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা যায়, অথচ "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" বলা যায় না বলে আপনি যে কথাটি বলেছেন তা মিথ্যা...।

৫০. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি আছে"?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : রূপই ব্যক্তি?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা (*পটিকম্মং*) দেখুন। যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "রূপই ব্যক্তি"।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপই ব্যক্তি" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "রূপই ব্যক্তি" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত

এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "রূপই ব্যক্তি" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৫১. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি আছে"?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তি কি রূপের মধ্যে?... ব্যক্তি কি রূপ বাদে অন্যকিছু?... রূপ কি ব্যক্তির মধ্যে?...

বেদনাই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি বেদনার মধ্যে?... ব্যক্তি কি বেদনা বাদে অন্যকিছু?... বেদনা কি ব্যক্তির মধ্যে?...

সংজ্ঞাই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি সংজ্ঞার মধ্যে?... ব্যক্তি কি সংজ্ঞা বাদে অন্যকিছু?... সংজ্ঞা কি ব্যক্তির মধ্যে?...

সংস্কারই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি সংস্কারের মধ্যে?... ব্যক্তি কি সংস্কার বাদে অন্যকিছু?... সংস্কার কি ব্যক্তির মধ্যে?...

বিজ্ঞানই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি বিজ্ঞানের মধ্যে?... ব্যক্তি কি বিজ্ঞান বাদে অন্যকিছু?... বিজ্ঞান কি ব্যক্তির মধ্যে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা (*পটিকম্মং*) দেখুন। যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে"।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "বিজ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৫২. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া

যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি আছে"?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : চোখ-আয়তনই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখ-আয়তনের মধ্যে?... ব্যক্তি কি চোখ-আয়তন বাদে অন্যকিছু?... চোখ-আয়তন কি ব্যক্তির মধ্যে?... ধর্ম-আয়তনই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি ধর্ম-আয়তনের মধ্যে?... ব্যক্তি কি ধর্ম-আয়তন বাদে অন্যকিছু?... ধর্ম-আয়তন কি ব্যক্তির মধ্যে?...

চোখধাতুই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখধাতুর মধ্যে?... ব্যক্তি কি চোখধাতু বাদে অন্যকিছু?... চোখধাতু কি ব্যক্তির মধ্যে?... ধর্মধাতুই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি ধর্মধাতুর মধ্যে?... ব্যক্তি কি ধর্মধাতু বাদে অন্যকিছু?... ধর্মধাতু কি ব্যক্তির মধ্যে?...

চোখ-ইন্দ্রিয়ই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি চোখ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে?... ব্যক্তি কি চোখ-ইন্দ্রিয় বাদে অন্যকিছু?... চোখ-ইন্দ্রিয় কি ব্যক্তির মধ্যে?... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়ই ব্যক্তি?... ব্যক্তি কি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে?... ব্যক্তি কি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় বাদে অন্যকিছু?... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় কি ব্যক্তির মধ্যে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা (*পটিকম্মং*) দেখুন। যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে"।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটি বলা না যায়, তাহলে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটিও বলা যায় না।

সেখানে "ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" এমনটা বলা যায়, কিন্তু "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

সংশ্লিষ্ট লক্ষণগুলোর কথা

৫৩. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি কি সকারণ (*সপ্পচ্চযো*)?... ব্যক্তি কি অকারণ (*অপ্পচযো*)... ব্যক্তি কি সৃষ্ট (*সঙ্খত*)... ব্যক্তি কি অসৃষ্ট (*অসঙ্খত*)... ব্যক্তি কি শাশ্বত... ব্যক্তি কি অশাশ্বত... ব্যক্তি কি সচিহ্ন (*সনিমিত্ত*)... ব্যক্তি কি অচিহ্ন (*অনিমিত্ত*)?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

৫৪. ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয়েছে : 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : [তাহলে] ব্যক্তি কি সকারণ?... ব্যক্তি কি অকারণ... ব্যক্তি কি সৃষ্ট... ব্যক্তি কি অসৃষ্ট... ব্যক্তি কি শাশ্বত... ব্যক্তি কি অশাশ্বত... ব্যক্তি কি সচিহ্ন... ব্যক্তি কি অচিহ্ন?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

বক্তব্য সংশোধন

৫৫. থেরবাদী : ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়, এবং যা খুঁজে পাওয়া যায় সেই হচ্ছে ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু যা খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তি, কিছু ব্যক্তি নয়।

থেরবাদী : [তার মানে] ব্যক্তির মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়, কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৫৬. থেরবাদী : ব্যক্তি কি সত্যিকার অর্থে (*সচ্চিকট্ঠো*) আছে, এবং যা সত্যিকার অর্থে আছে সেটাই কি ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যা আছে তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তি, কিছু ব্যক্তি নয়।

থেরবাদী : [তার মানে] ব্যক্তির মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকার অর্থে আছে, কেউ কেউ সত্যিকার অর্থে নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৫৭. থেরবাদী : ব্যক্তি কি বিদ্যমান (*ৰিজ্জমানো*) আছে, এবং যা বিদ্যমান আছে সেটাই কি ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যা বিদ্যমান আছে তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তি, কিছু ব্যক্তি নয়।

থেরবাদী : [তার মানে] ব্যক্তির মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যমান আছে, কেউ কেউ বিদ্যমান নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৫৮. থেরবাদী : ব্যক্তি কি সত্যিই বিদ্যমান (*সংৰিজ্জমানো*) আছে, এবং যা সত্যিই আছে সেটাই কি ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তি সত্যিই বিদ্যমান আছে। কিন্তু সত্যিই যা বিদ্যমান আছে তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তি, কিছু ব্যক্তি নয়।

থেরবাদী : [তার মানে] ব্যক্তির মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই বিদ্যমান আছে, কেউ কেউ সত্যিই বিদ্যমান নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৫৯. থেরবাদী : ব্যক্তি কি আছে (*অত্থি*), এবং যা আছে সেটাই কি ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : ব্যক্তি আছে। কিন্তু যা আছে তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ব্যক্তি, কিছু ব্যক্তি নয়।

থেরবাদী : [তাহলে] ব্যক্তির মধ্যে কেউ কেউ আছে, কেউ কেউ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬০. থেরবাদী : ব্যক্তি আছে (*অত্থি*), কিন্তু যা আছে তার সবই ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি নেই (*অত্থি*), কিন্তু যা নেই তার সবই ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণার ব্যাপারে আলোচনা

৬১. থেরবাদী : রূপলোকে যার রূপ আছে সেই হচ্ছে ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামলোকে যার কাম আছে সেই হচ্ছে ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬২. থেরবাদী : রূপলোকে যার রূপ আছে সেই হচ্ছে সত্ত্ব?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামলোকে যার কাম আছে সেই হচ্ছে সত্ত্ব?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬৩. থেরবাদী : অরূপলোকে যার অরূপ আছে সেই হচ্ছে ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামলোকে যার কাম আছে সেই হচ্ছে ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬৪. থেরবাদী : অরূপলোকে যার অরূপ আছে সেই হচ্ছে সত্ত্ব?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামলোকে যার কাম আছে সেই হচ্ছে সত্ত্ব?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬৫. থেরবাদী : রূপলোকে যার রূপ আছে সে হচ্ছে ব্যক্তি, অরূপলোকে যার অরূপ আছে সে হচ্ছে ব্যক্তি। কেউ কি আছে যে রূপলোক থেকে চ্যুত হয়ে অরূপলোকে উৎপন্ন হয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হয়ে অরূপী ব্যক্তির জন্ম হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬৬. থেরবাদী : রূপলোকে যার রূপ আছে সে হচ্ছে সত্ত্ব, অরূপলোকে যার অরূপ আছে সেও হচ্ছে সত্ত্ব। কেউ কি আছে যে রূপলোক থেকে চ্যুত হয়ে অরূপলোকে উৎপন্ন হয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী সত্ত্ব উচ্ছিন্ন হয়ে অরূপী সত্ত্ব জন্ম নেয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।...

৬৭. থেরবাদী : কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের কি একই অর্থ, এবং তারা কি সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি বা জীব, জীব বা ব্যক্তি, দুটোই ব্যক্তিকে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের কি একই অর্থ, এবং তারা কি সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীব আলাদা, শরীর আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়, ব্যক্তি বা জীব, জীব বা ব্যক্তি, দুটোই ব্যক্তিকে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়, কায় এক, ব্যক্তি অন্য হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "জীব আলাদা, শরীর আলাদা"।

সেখানে "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়; ব্যক্তি বা জীব, জীব বা ব্যক্তি, দুটোই ব্যক্তিকে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়; কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটা বলা যায়, কিন্তু "জীব আলাদা, শরীর আলাদা" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "জীব এক, শরীর অন্য" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়; ব্যক্তি বা জীব, জীব বা ব্যক্তি, দুটোই ব্যক্তিকে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়; কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটাও বলা যায় না।

সেখানে "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়; ব্যক্তি বা জীব, জীব বা ব্যক্তি, দুটোই ব্যক্তিকে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং তারা সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই

উৎপন্ন হয়; কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটা বলা যায়, কিন্তু "জীব আলাদা, শরীর আলাদা" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

৬৮. ব্যক্তিবাদী : কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের কি একই অর্থ, এবং তারা কি সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে"?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ব্যক্তিবাদী : আপনার জবাবটা দেখুন। যদি কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে", তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা"।

সেখানে "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটা বলা যায়, কিন্তু "কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি "কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটাও বলা যায় না।

সেখানে "কায় বা শরীর, শরীর বা কায়, দুটোই কায়কে একইভাবে নির্দেশকারী হিসেবে বিবেচনা করলে তাদের একই অর্থ হয়, এবং ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, 'আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত এমন ব্যক্তি আছে'" কথাটা বলা যায়, কিন্তু "কায় আলাদা, ব্যক্তি আলাদা" কথাটা বলা যায় না বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

পরলোকে গতির ব্যাপারে আলোচনা

৬৯. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭০. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্য ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭১. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে এবং অন্য কেউ ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে না, অন্য কেউও ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ব্যক্তি, অন্য ব্যক্তি, সে এবং অন্য ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে, এবং সে ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে না, অন্য কেউও

ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৪. ব্যক্তিবাদী : [তাহলে] "ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সেই ব্যক্তি সর্বোচ্চ সাতবার সংসরণ করে সকল সংযোজন ক্ষয় করে দুঃখের সমাপ্তিকারী হয়।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে নিশ্চিতই ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে।

৭৫. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি জানা যায় না। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ও তৃষ্ণা দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে পরিভ্রমণকারী সংসরণকারী সত্ত্বদের আদি খুঁজে পাওয়া যায় না।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে নিশ্চিতই ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে।

৭৬. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কেবল সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৭. থেরবাদী : ব্যক্তি ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষ হয়ে দেবতা হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই মানুষই কি সেই দেবতা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৮. থেরবাদী : সেই মানুষই কি সেই দেবতা?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আপনি "মানুষ হয়ে দেবতা হয়, দেবতা হয়ে মানুষ হয়, যে মানুষ হয়েছে সে এক, দেবতা অন্যজন", কথাটা স্বীকার করেছেন, [তাহলে] "যে মানুষ হয়েছে সে এভাবে [পরলোকে] গমন করে" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা...।

যদি [পরলোকে] গমনকারী ব্যক্তি এখান থেকে চ্যুত হয়ে পরলোকে গিয়ে অন্য কেউ না হয়, তাহলে তো মরণই হয় না, প্রাণিহত্যাও হয় না। তাহলে "কর্ম আছে, কর্মের ফল আছে, কৃতকর্মের ফল আছে, কুশল ও অকুশল কর্ম পরিপক্ব হওয়ার মাধ্যমে সে এভাবে গমন করে" কথাটা মিথ্যা।

৭৯. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষ হয়ে যক্ষ হয়, প্রেত হয়, নরকবাসী হয়, তির্যক প্রাণী হয়, উট হয়, গরু হয়, গাধা হয়, শূকর হয়, মোষ হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই মানুষই কি সেই মোষ?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮০. থেরবাদী : সেই মানুষই কি সেই মোষ?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আপনি "মানুষ হয়ে মোষ হয়, মোষ হয়ে মানুষ হয়, যে মানুষ হয়েছে সে আলাদা, মোষ আলাদা" কথাটা স্বীকার করেছেন, [তাহলে] "যে মানুষ হয়েছে সে এভাবে [পরলোকে] গমন করে" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা...।

যদি [পরলোকে] গমনকারী ব্যক্তি এখান থেকে চ্যুত হয়ে পরলোকে গিয়ে অন্য কেউ না হয়, তাহলে তো মরণই হয় না, প্রাণিহত্যাও হয় না। তাহলে "কর্ম আছে, কর্মের ফল আছে, কৃতকর্মের ফল আছে, কুশল ও অকুশল কর্ম পরিপক্ব হওয়ার মাধ্যমে সে এভাবে গমন করে" কথাটা মিথ্যা।

৮১. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ক্ষত্রিয়ই কি সেই ব্রাহ্মণ?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮২. থেরবাদী : ক্ষত্রিয় হয়ে বৈশ্য হয়, শূদ্র হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ক্ষত্রিয়ই কি সেই শূদ্র?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৩. থেরবাদী : ব্রাহ্মণ হয়ে বৈশ্য হয়, শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ব্রাহ্মণই কি সেই ক্ষত্রিয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪. থেরবাদী : বৈশ্য হয়ে শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় হয়, ব্রাহ্মণ হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই বৈশ্যই কি সেই ব্রাহ্মণ?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৫. থেরবাদী : শূদ্র হয়ে ক্ষত্রিয় হয়, ব্রাহ্মণ হয়, বৈশ্য হয়, এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই শূদ্রই কি সেই বৈশ্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৬. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : হাতকাটা হাতকাটাই হয়, পা-কাটা পা-কাটাই হয়, হাতপা-কাটা হাতপা-কাটাই হয়, কানকাটা... নাককাটা... কান-নাককাটা... আঙুলকাটা... নখকাটা... রগকাটা (*কণ্ডরচ্ছিন্নো*)... বাঁকা হাতওয়ালা... ফণাহাতওয়ালা... কুষ্ঠরোগী... ফোঁড়ারোগী... দাঁদরোগী... যক্ষারোগী... মৃগীরোগী... উট... গরু... গাধা... শূকর... মোষ মোষই হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৭. ব্যক্তিবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায় না, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে সেখানেও তো সে স্রোতাপন্নই হয়, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে সেখানেও সে স্রোতাপন্নই হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে।"

৮৮. থেরবাদী : স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে সেখানেও সে স্রোতাপন্নই হয়। এই কারণে সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে সেখানেও সে মানুষ হয়ে থাকে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৯. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে যায় বা আসে সে [তাহলে] অন্য কেউ নয়, অবিগত?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯০. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যে যায় বা আসে সে [তাহলে] অন্য কেউ নয়, অবিগত?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : হাতকাটা হাতকাটাই হয়, পা-কাটা পা-কাটাই হয়, হাতপা-কাটা হাত-পা-কাটাই হয়, কানকাটা... নাককাটা... কান-নাককাটা... আঙুলকাটা... নখকাটা... রগকাটা (*কণ্ডরচ্ছিন্নো*)... বাঁকা হাতওয়ালা... ফণাহাতওয়ালা... কুষ্ঠরোগী... ফোঁড়ারোগী... দাঁদরোগী... যক্ষারোগী... মৃগীরোগী... উট... গরু... গাধা... শূকর... মোষ মোষই হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯১. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি রূপ সহকারে (*সরূপো*) যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে কি রূপ সহকারে যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সে কি বেদনা সহকারে... সংজ্ঞা সহকারে... সংস্কার সহকারে... বিজ্ঞান সহকারে যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে কি রূপ সহকারে যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯২. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি রূপ ছাড়া (*অরূপো*) যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে কি রূপ ছাড়া যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীব আলাদা, শরীর আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সে কি বেদনা ছাড়া... সংজ্ঞা ছাড়া... সংস্কার ছাড়া... বিজ্ঞান ছাড়া যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে কি রূপ ছাড়া যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীব আলাদা, শরীর আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৩. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপই যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] রূপই যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাই... সংজ্ঞাই... সংস্কারই... বিজ্ঞানই যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] বিজ্ঞানই যায়, আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৪. থেরবাদী : সেই ব্যক্তিই ইহলোক থেকে পরলোকে যায়, পরলোক থেকে ইহলোকে আসে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ যায় না, আসে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] রূপ যায় না, আসে না?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীব আলাদা, শরীর আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান যায় না, আসে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] বিজ্ঞান যায় না, আসে না?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীব আলাদা, শরীর আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

ভগ্ন হতে থাকা স্কন্ধগুলোতে যদি সেই ব্যক্তিই ভগ্ন হয়,
তা উচ্ছেদ দৃষ্টি হয়, যা বুদ্ধ কর্তৃক বর্জিত হয়েছে।

ভগ্ন হতে থাকা স্কন্ধগুলোতে যদি ব্যক্তি ভগ্ন না হয়,
ব্যক্তি তখন শাশ্বত হয়, যা নির্বাণের সমপর্যায়ের হয়।

উপজাত ধারণার ব্যাপারে আলোচনা

৯৫. থেরবাদী : রূপের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ অনিত্য, সৃষ্ট (*সঙ্খত*), কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন (*পটিচ্চসমুপ্পন্ন*), ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিও অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৬. থেরবাদী : বেদনার কারণেই... সংজ্ঞার কারণেই... সংস্কারগুলোর কারণেই... বিজ্ঞানের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিজ্ঞান অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিও অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৭. থেরবাদী : রূপের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নীল রূপের কারণেই কি নীল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : হলদে রূপের কারণেই... লাল রূপের কারণেই... সাদা রূপের কারণেই... দৃশ্যমান (*সনিদস্সন*) রূপের কারণেই... অদৃশ্য (*অনিদস্সন*) রূপের কারণেই... সাংঘর্ষিক (*সপ্পটিঘ*) রূপের কারণেই... অসাংঘর্ষিক (*অপ্পটিঘ*) রূপের কারণেই কি অসাংঘর্ষিক ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৮. থেরবাদী : বেদনার কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বেদনার কারণেই কি কুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] কুশল বেদনার কারণেই কি কুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বেদনা ফল দেয়, বিপাক দেয়, আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল ব্যক্তিও কি ফল দেয়, বিপাক দেয়, আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯৯. থেরবাদী : বেদনার কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বেদনার কারণেই কি অকুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অকুশল বেদনার কারণেই কি অকুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বেদনা ফল দেয়, বিপাক দেয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, অতৃপ্তিকর ফল দেয়, দুঃখ দেয় এবং দুঃখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল ব্যক্তিও কি ফল দেয়, বিপাক দেয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, অতৃপ্তিকর ফল দেয়, দুঃখ দেয় এবং দুঃখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০০. থেরবাদী : বেদনার কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*) বেদনার কারণেই কি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অনির্দিষ্ট বেদনার কারণেই কি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট বেদনা অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট ব্যক্তিও অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০১. থেরবাদী : সংজ্ঞার কারণেই... সংস্কারগুলোর কারণেই... বিজ্ঞানের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বিজ্ঞানের কারণেই কি কুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] কুশল বিজ্ঞানের কারণেই কি কুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বিজ্ঞান ফল দেয়, বিপাক দেয়, আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল ব্যক্তিও কি ফল দেয়, বিপাক দেয়, আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০২. থেরবাদী : বিজ্ঞানের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বিজ্ঞানের কারণেই কি অকুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অকুশল বিজ্ঞানের কারণেই কি অকুশল ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বিজ্ঞান ফল দেয়, বিপাক দেয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, অতৃপ্তিকর ফল দেয়, দুঃখ দেয় এবং দুঃখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল ব্যক্তিও কি ফল দেয়, বিপাক দেয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, অতৃপ্তিকর ফল দেয়, দুঃখ দেয় এবং দুঃখবিপাক দেয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৩. থেরবাদী : বিজ্ঞানের কারণেই কি ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*) বিজ্ঞানের কারণেই কি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অনির্দিষ্ট বিজ্ঞানের কারণেই কি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট বিজ্ঞান অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট ব্যক্তিও অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৪. থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, চোখের কারণেই "চক্ষুষ্মান ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ নিরুদ্ধ হলে "চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, কানের কারণেই... নাকের কারণেই... জিহ্বার কারণেই... কায়ের কারণেই... মনের কারণেই "মনবান (*মনৰা*) ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মন নিরুদ্ধ হলে "মনবান ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৫. থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, মিথ্যাদৃষ্টির কারণেই "মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি নিরুদ্ধ হলে "মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, মিথ্যা সংকল্পের কারণেই... মিথ্যাবাক্যের কারণেই... মিথ্যাকর্মের কারণেই... মিথ্যা জীবিকার কারণেই... মিথ্যা প্রচেষ্টার কারণেই... মিথ্যা স্মৃতির কারণেই... মিথ্যা সমাধির কারণেই "মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যা সমাধি নিরুদ্ধ হলে "মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৬. থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, সম্যক দৃষ্টির কারণেই "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি নিরুদ্ধ হলে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এটা কি বলা যায় যে, সম্যক সংকল্পের কারণেই... সম্যক বাক্যের কারণেই... সম্যক কর্মের কারণেই... সম্যক জীবিকার কারণেই... সম্যক প্রচেষ্টার কারণেই... সম্যক স্মৃতির কারণেই... সম্যক সমাধির কারণেই
"সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটি এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সমাধি নিরুদ্ধ হলে "সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরুদ্ধ" কথাটি কি বলা যায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৭. থেরবাদী : রূপ ও বেদনার কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্কন্ধের কারণেই দুজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পাঁচটি স্কন্ধের কারণেই পাঁচজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৮. থেরবাদী : চোখ-আয়তন ও কান-আয়তনের কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো আয়তনের কারণেই দুজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন, কান-আয়তন,... ধর্ম-আয়তনের কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বারোটি আয়তনের কারণেই বারোজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০৯. থেরবাদী : চোখধাতু ও কানধাতুর কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো ধাতুর কারণেই দুজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখধাতু, কানধাতু,... ধর্মধাতুর কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আঠারোটি ধাতু থেকে আঠারোজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১০. থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় ও কান-ইন্দ্রিয়ের কারণেই ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো ইন্দ্রিয়ের কারণেই দুজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয়, কান-ইন্দ্রিয়,... জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় থেকে ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বাইশটি ইন্দ্রিয়ের কারণেই বাইশজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১১. থেরবাদী : এক স্কন্ধময় ভবের (*একৰোকারভৰ*) কারণেই একজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চার স্কন্ধের ভবের কারণেই চারজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক স্কন্ধের ভবের কারণেই একজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পাঁচ স্কন্ধের ভবের কারণে পাঁচজন ব্যক্তির ধারণা এসেছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক স্কন্ধের ভবে কেবল একটাই ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চার স্কন্ধের ভবে কেবল চারজন ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক স্কন্ধের ভবে কেবল একটাই ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পাঁচ স্কন্ধের ভবে কেবল পাঁচজন ব্যক্তি?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১২. থেরবাদী : গাছের কারণে যেমন ছায়ার ধারণা এসেছে, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে? গাছের কারণে যেমন ছায়ার ধারণা এসেছে, গাছও অনিত্য, ছায়াও অনিত্য, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে, রূপও অনিত্য, ব্যক্তিও অনিত্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গাছের কারণে যেমন ছায়ার ধারণা এসেছে, গাছ আলাদা, ছায়া আলাদা, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে, রূপ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১৩. থেরবাদী : গ্রামের কারণে যেমন গ্রামবাসীর ধারণা এসেছে, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে? গ্রামের কারণে যেমন গ্রামবাসীর ধারণা এসেছে, গ্রাম আলাদা, গ্রামবাসী আলাদা, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে, রূপ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১৪. থেরবাদী : রাষ্ট্রের কারণে যেমন রাজার ধারণা এসেছে, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে? রাষ্ট্রের কারণে যেমন রাজার ধারণা এসেছে, রাষ্ট্র আলাদা, রাজা আলাদা, ঠিক সেভাবে রূপের কারণে ব্যক্তির ধারণা এসেছে, রূপ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১৫. থেরবাদী : শেকল (*নিগল*) যেমন শেকলধারী (*নেগলিকো*) নয়, যার শেকল আছে সেই হচ্ছে শেকলধারী, ঠিক সেভাবে রূপ রূপবান নয়, যার রূপ আছে সেই হচ্ছে রূপবান? শেকল যেমন শেকলধারী নয়, যার শেকল আছে সেই হচ্ছে শেকলধারী, শেকল আলাদা, শেকলধারী আলাদা, ঠিক সেভাবে রূপ রূপবান নয়, যার রূপ আছে সেই হচ্ছে রূপবান, রূপ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১৬. থেরবাদী : প্রত্যেক চিত্তেই কি ব্যক্তির ধারণা থাকে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রত্যেক চিত্তেই কি ব্যক্তির জন্ম হয়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, আবার উৎপত্তি হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে বলা যায় না যে, "এটি সেই" অথবা "এটি অন্য কেউ"?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে বলা যায় না যে, "এটি বালক" অথবা "এটি বালিকা"?

ব্যক্তিবাদী : বলা যায়।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে যদি "এটি সেই" অথবা "এটি অন্য কেউ" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি বালক' বা 'এটি বালিকা' বলা যায় না।"

সেখানে "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি বালক' বা 'এটি বালিকা' বলা যায়" বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি বালক' বা 'এটি বালিকা' বলা যায়, তাহলে তো "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায়" কথাটাও বলা যায়।

সেখানে "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি বালক' বা 'এটি বালিকা' বলা যায়" বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

১১৭. থেরবাদী : দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায় না?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি নারী' বা 'এটি পুরুষ'... 'এটি গৃহস্থ' বা 'এটি প্রব্রজিত'... 'এটি দেবতা' বা 'এটি মানুষ' বলা যায় না?

ব্যক্তিবাদী : বলা যায়।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে যদি "এটি সেই" অথবা "এটি অন্য কেউ" কথাটা বলা না যায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি দেবতা' বা 'এটি মানুষ' বলা যায় না।"

সেখানে "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি দেবতা' বা 'এটি মানুষ' বলা যায়" বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি দেবতা' বা 'এটি মানুষ' বলা যায়, তাহলে তো "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায়" কথাটাও বলা যায়।

সেখানে "দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি সেই' অথবা 'এটি অন্য কেউ' বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে 'এটি দেবতা' বা 'এটি মানুষ' বলা

যায়" বলে আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা...।

১১৮. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যে দেখে, যা দেখে, যার দ্বারা দেখে, সে-ই দেখে, তা-ই দেখে, তার দ্বারাই দেখে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি যে দেখে, যা দেখে, যার দ্বারা দেখে, সে-ই দেখে, তা-ই দেখে, তার দ্বারাই দেখে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১১৯. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটি বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যে শোনে... যে ঘ্রাণ নেয়... যে আস্বাদ নেয়... যে স্পর্শ পায়... যে বিশেষভাবে জানে, যা বিশেষভাবে জানে, যার দ্বারা বিশেষভাবে জানে, সে-ই বিশেষভাবে জানে, তা-ই বিশেষভাবে জানে, তার দ্বারাই বিশেষভাবে জানে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি যে বিশেষভাবে জানে, যা বিশেষভাবে জানে, যার দ্বারা বিশেষভাবে জানে, সে-ই বিশেষভাবে জানে, তা-ই বিশেষভাবে জানে, তার দ্বারাই বিশেষভাবে জানে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১২০. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে দেখে না, যাকে দেখে না, যা দ্বারা দেখে না, সে-ই দেখে না, তাকে দেখে না, তা দ্বারা দেখে না, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি যে দেখে না, যাকে দেখে না, যা দ্বারা দেখে না, সে-ই দেখে না, তাকে দেখে না, তা দ্বারা দেখে না, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল না, "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"...

থেরবাদী : যে শোনে না... যে ঘ্রাণ নেয় না... যে আস্বাদ নেয় না... যে স্পর্শ পায় না... যে বিশেষভাবে জানে না, যা বিশেষভাবে জানে না, যার দ্বারা বিশেষভাবে জানে না, সে-ই বিশেষভাবে জানে না, তা-ই বিশেষভাবে জানে না, তার দ্বারাই বিশেষভাবে জানে না, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি যে শোনে না... যে ঘ্রাণ নেয় না... যে আস্বাদ নেয় না... যে স্পর্শ পায় না... যে বিশেষভাবে জানে না, যা বিশেষভাবে জানে না, যার দ্বারা বিশেষভাবে জানে না, সে-ই বিশেষভাবে জানে না, তা-ই বিশেষভাবে জানে না, তার দ্বারাই বিশেষভাবে জানে না, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল না, "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"...।

১২১. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" কথাটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জন্ম ও উৎপন্ন হতে থাকা সত্ত্বদেরকে মানুষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্যচোখে দেখে হীন, উত্তম, সুশ্রী, বিশ্রী, সুগত, দুর্গত যথাকর্মানুযায়ী উপনীত সত্ত্বদেরকে প্রকৃতভভাবে জানি"? সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : তাহলে নিশ্চয়ই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

১২২. থেরবাদী : "ভিক্ষুগণ, আমি জন্ম ও উৎপন্ন হতে থাকা সত্ত্বদেরকে মানুষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্যচোখে দেখে হীন, উত্তম, সুশ্রী, বিশ্রী, সুগত, দুর্গত যথাকর্মানুযায়ী উপনীত সত্ত্বদেরকে প্রকৃতভভাবে জানি" ভগবানের এই কথার কারণেই তাহলে ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান মানুষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্যচোখে রূপ দেখেন, নাকি ব্যক্তি দেখেন?

ব্যক্তিবাদী : তিনি রূপ দেখেন।

থেরবাদী : রূপই ব্যক্তি, রূপই চ্যুত হয়, রূপই উৎপন্ন হয়, রূপই যথাকর্ম অনুযায়ী উপনীত হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ভগবান মানুষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্যচোখে রূপ দেখেন, নাকি ব্যক্তি দেখেন?

ব্যক্তিবাদী : তিনি ব্যক্তি দেখেন।

থেরবাদী : [তাহলে] ব্যক্তিই রূপ? ব্যক্তিই রূপ-আয়তন, রূপধাতু, নীল, হলদে, লাল, সাদা? ব্যক্তিই চোখ দ্বারা জ্ঞাতব্য (*চক্খুবিঞ্ঞেয্যং*)? ব্যক্তিই চোখে আঘাত করে, চোখের দৃষ্টিপথে আসে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ভগবান মানুষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্যচোখে রূপ দেখেন, নাকি ব্যক্তি দেখেন?

ব্যক্তিবাদী : তিনি উভয়ই দেখেন।

থেরবাদী : [তাহলে] উভয়ই রূপ? উভয়ই রূপ-আয়তন, রূপধাতু? উভয়ই নীল, হলদে, লাল, সাদা? উভয়ই চোখ দ্বারা জ্ঞাতব্য (*চক্খুবিঞ্ঞেয্যং*)? উভয়ই চোখে আঘাত করে, চোখের দৃষ্টিপথে আসে? উভয়ই চ্যুত হয়, উৎপন্ন হয়, উভয়ই যথাকর্ম অনুযায়ী উপনীত হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।

উদ্যোগের ব্যাপারে আলোচনা

১২৩. ব্যক্তিবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ কি আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক (যে করে) ও কর্তা (যে কাজ করায়) আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৪. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাদের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৫. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] তাদের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তারা যদি তাদেরই কারক ও কর্তা হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ (*অনুপাদা*) নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৬. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তির কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৭. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৮. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে, মহাপৃথিবীর কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২৯. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাসমুদ্র আছে, মহাসমুদ্রের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩০. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর্বতরাজ সিনেরু আছে, পর্বতরাজ সিনেরুর কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩১. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পানি (*আপ*) আছে, পানির কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩২. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের

কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তেজ আছে, তেজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৩. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বায়ু আছে, বায়ুর কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৪. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালার কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৫. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আলাদা, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক ও কর্তা আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৬. ব্যক্তিবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৭. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৮. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তার অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৩৯. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪০. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪১. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪২. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল আলাদা, কল্যাণ ও পাপ কাজের ফল অনুভবকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৩. ব্যক্তিবাদী : দিব্যসুখ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৪. থেরবাদী : দিব্যসুখ আছে, দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৫. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তার অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৬. থেরবাদী : দিব্যসুখ আছে, দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তির অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৭. থেরবাদী : দিব্যসুখ আছে, দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৮. থেরবাদী : দিব্যসুখ আছে, দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৪৯. থেরবাদী : দিব্যসুখ আছে, দিব্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দিব্যসুখ আলাদা, দিব্যসুখ অনুভবকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫০. ব্যক্তিবাদী : মনুষ্যসুখ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫১. থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আছে, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫২. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তার অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৩. থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আছে, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৪. থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আছে, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৫. থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আছে, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৬. থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আছে, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মনুষ্যসুখ আলাদা, মনুষ্যসুখ অনুভবকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৭. ব্যক্তিবাদী : অপায়দুঃখ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৮. থেরবাদী : অপায়দুঃখ আছে, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৫৯. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তার অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬০. থেরবাদী : অপায়দুঃখ আছে, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬১. থেরবাদী : অপায়দুঃখ আছে, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬২. থেরবাদী : অপায়দুঃখ আছে, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৩. থেরবাদী : অপায়দুঃখ আছে, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অপায়দুঃখ আলাদা, অপায়দুঃখ অনুভবকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৪. ব্যক্তিবাদী : নিরয়দুঃখ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আছে, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৫. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীর অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তার অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৬. থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আছে, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৭. থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আছে, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৮. থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আছে, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৬৯. থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আছে, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিরয়দুঃখ আলাদা, নিরয়দুঃখ অনুভবকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭০. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক, কর্তা ও অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে করে, সে-ই অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭১. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে করে, সে-ই অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] সুখদুঃখ কি স্বয়ংকৃত (*সযঙ্কত*)?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭২. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক, কর্তা ও অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন করে, অন্যজন অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৩. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] একজন করে, অন্যজন অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] সুখদুঃখ কি অপরের কৃত (*অপরঙ্কত*)?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৪. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক, কর্তা ও অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে এবং অন্য কেউ করে, সে এবং অন্য কেউ অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৫. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে এবং অন্য কেউ করে, সে এবং অন্য কেউ অনুভব করে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] সুখদুঃখ কি স্বয়ংকৃত এবং অপরের কৃত (*অপরঙ্কত*)?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৬. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক, কর্তা ও অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে করে না, সে অনুভব করে না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ অনুভব করে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৭. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে করে না, সে অনুভব করে

না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ অনুভব করে না?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুখদুঃখ স্বয়ংকৃত নয়, অপরের কৃতও নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৮. থেরবাদী : কল্যাণ ও পাপ কাজ আছে, কল্যাণ ও পাপ কাজের কারক, কর্তা ও অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে করে, সে অনুভব করে, অন্যজন করে, অন্যজন অনুভব করে, সে এবং অন্য কেউ করে, সে এবং অন্য কেউ অনুভব করে, সে করে না, সে অনুভব করে না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ অনুভব করে না?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৭৯. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সে করে, সে অনুভব করে, অন্যজন করে, অন্যজন অনুভব করে, সে এবং অন্য কেউ করে, সে এবং অন্য কেউ অনুভব করে, সে করে না, সে অনুভব করে না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ অনুভব করে না?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুখদুঃখ স্বয়ংকৃত, সুখদুঃখ অপরের কৃত, সুখদুঃখ স্বয়ংকৃত এবং অপরের কৃত, সুখদুঃখ স্বয়ংকৃত নয়, অপরের কৃতও নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮০. ব্যক্তিবাদী : কর্ম আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কর্মকারী (*কম্মকারকো*) আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮১. থেরবাদী : কর্ম আছে, কর্মকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কর্মকারীর কর্তা (অর্থাৎ যে সেই কর্মকারীকে দিয়ে কর্ম করায় এমন কেউ) আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮২. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই কর্মকারীর কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তারই কর্তা হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৩. থেরবাদী : কর্ম আছে, কর্মকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তির কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৪. থেরবাদী : কর্ম আছে, কর্মকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণের কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৫. থেরবাদী : কর্ম আছে, কর্মকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালার কর্তা আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৬. থেরবাদী : কর্ম আছে, কর্মকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্ম আলাদা, কর্মকারী আলাদা?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৭. ব্যক্তিবাদী : কর্মফল (*ৰিপাকো*) আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কর্মফল অনুভবকারী আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৮. থেরবাদী : কর্মফল আছে, কর্মফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনুভবকারীকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৮৯. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেই অনুভবকারীকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে যদি তাকে অনুভবকারী হয়, তাহলে দুঃখের অন্তসাধন নেই, বৃত্ত উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল আছে, ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৯০. থেরবাদী : ফল আছে, ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৯১. থেরবাদী : ফল আছে, ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাপৃথিবী আছে... মহাসমুদ্র আছে... পর্বতরাজ সিনেরু আছে... পানি আছে... তেজ আছে... বায়ু আছে... ঘাস, কাঠ ও গাছপালা আছে, ঘাস, কাঠ ও গাছপালাকে অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৯২. থেরবাদী : ফল আছে, ফল অনুভবকারী আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ফল অন্য, ফল অনুভবকারী অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...। (সংক্ষিপ্ত)

অভিজ্ঞার ব্যাপারে আলোচনা

১৯৩. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : অলৌকিক শক্তিতে অন্যরূপ ধারণ করে এমন কেউ কেউ আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি অলৌকিক শক্তিতে অন্যরূপ ধারণ করে এমন কেউ কেউ থাকে, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১৯৪. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : দিব্যকানধাতু দ্বারা শব্দ শোনে... পরচিত্তকে বিশেষভাবে জানে... পূর্বজন্মগুলো স্মরণ করে... দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে... আসবক্ষয়কে সাক্ষাৎ করে এমন কেউ কেউ আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি আসবক্ষয়কে সাক্ষাৎ করে এমন কেউ কেউ থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১৯৫. থেরবাদী : অলৌকিক শক্তিতে অন্যরূপ ধারণ করে এমন কেউ কেউ আছে, সেই কারণেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে অলৌকিক শক্তিতে অন্যরূপ ধারণ করে কেবল সেই হচ্ছে ব্যক্তি, যে অলৌকিক শক্তিতে অন্যরূপ ধারণ করে না সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১৯৬. থেরবাদী : যে দিব্যকানধাতু দ্বারা শব্দ শোনে... পরচিত্তকে বিশেষভাবে জানে... পূর্বজন্মগুলো স্মরণ করে... দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে... আসবক্ষয়কে সাক্ষাৎ করে কেবল সেই হচ্ছে ব্যক্তি, যে আসবক্ষয়কে সাক্ষাৎ করে না সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

আত্মীয় ইত্যাদির ব্যাপারে আলোচনা

১৯৭. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : মা আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি মা থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১৯৮. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে

পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : বাবা আছে... ভাই আছে... বোন আছে... ক্ষত্রিয় আছে... ব্রাহ্মণ আছে... বৈশ্য আছে... শূদ্র আছে... গৃহস্থ আছে... প্রব্রজিত আছে... দেবতা আছে... মানুষ আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি মানুষ থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

১৯৯. থেরবাদী : মা আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মা না হয়ে মা হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি না হয়ে ব্যক্তি হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বাবা না হয়ে... ভাই না হয়ে... বোন না হয়ে... ক্ষত্রিয় না হয়ে... ব্রাহ্মণ না হয়ে... বৈশ্য না হয়ে... শূদ্র না হয়ে... গৃহস্থ না হয়ে... প্রব্রজিত না হয়ে... দেবতা না হয়ে... মানুষ না হয়ে মানুষ হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি না হয়ে ব্যক্তি হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২০০. থেরবাদী : মা আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মা হয়ে মা হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তি হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বাবা হয়ে... ভাই হয়ে... বোন হয়ে... ক্ষত্রিয় হয়ে... ব্রাহ্মণ হয়ে... বৈশ্য হয়ে... শূদ্র হয়ে... গৃহস্থ হয়ে... প্রব্রজিত হয়ে... দেবতা হয়ে... মানুষ হয়ে মানুষ হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তি হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

উপলব্ধি করার ব্যাপারে আলোচনা

২০১. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : স্রোতাপন্ন আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি স্রোতাপন্ন থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত ছিল: "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

২০২. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : সকৃদাগামী আছে... অনাগামী আছে... অর্হৎ আছে... উভয়ভাগ বিমুক্ত আছে... প্রজ্ঞাবিমুক্ত আছে... কায়সাক্ষী আছে... দৃষ্টিপ্রাপ্ত আছে... শ্রদ্ধাবিমুক্ত আছে... ধর্মানুসারী আছে... শ্রদ্ধানুসারী আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি শ্রদ্ধানুসারী থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

২০৩. থেরবাদী : স্রোতাপন্ন আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রদ্ধানুসারী না হয়ে শ্রদ্ধানুসারী হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি না হয়ে ব্যক্তি হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২০৪. থেরবাদী : সকৃদাগামী না হয়ে... অনাগামী না হয়ে... অর্হৎ না হয়ে... উভয়ভাগ বিমুক্ত না হয়ে... প্রজ্ঞাবিমুক্ত না হয়ে... কায়সাক্ষী না হয়ে... দৃষ্টিপ্রাপ্ত না হয়ে... শ্রদ্ধাবিমুক্ত না হয়ে... ধর্মানুসারী না হয়ে...

শ্রদ্ধানুসারী না হয়ে হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি না হয়ে ব্যক্তি হয় এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২০৫. থেরবাদী : স্রোতাপন্ন আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন হয়ে স্রোতাপন্ন হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তি হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী হয়ে... অনাগামী হয়ে অনাগামী হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি হয়ে ব্যক্তি হয় না এমন কেউ আছে?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

সংঘের ব্যাপারে আলোচনা

২০৬. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

২০৭. থেরবাদী : চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বুদ্ধ আবির্ভূত হলে তবেই চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বুদ্ধ আবির্ভূত হলে তবেই ব্যক্তি আবির্ভূত হয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] বুদ্ধ আবির্ভূত হলে তবেই ব্যক্তি আবির্ভূত হয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হওয়ায় ব্যক্তিও উচ্ছিন্ন হয়েছে, আর ব্যক্তি নেই?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

সত্যিকার অর্থের একই জাতীয় আলোচনা

২০৮. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি কি সৃষ্ট (*সঙ্খত*)?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ব্যক্তি কি অসৃষ্ট?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ব্যক্তি সৃষ্ট নয়, অসৃষ্টও নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২০৯. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] ব্যক্তি সৃষ্ট নয়, অসৃষ্টও নয়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তি তাহলে সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট বাদে তৃতীয় কোনো কিছু?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২১০. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] ব্যক্তি তাহলে সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট বাদে তৃতীয় কোনো কিছু?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই দুটো ধাতু। কোন দুটো? সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট ধাতু। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে দুটো ধাতু।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তো আপনার "ব্যক্তি হচ্ছে সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট বাদে তৃতীয় কোনো কিছু" এমনটা বলা উচিত নয়।

২১১. থেরবাদী : ব্যক্তি সৃষ্ট নয়, অসৃষ্টও নয়?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সৃষ্ট আলাদা, অসৃষ্ট আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
২১২. থেরবাদী : স্কন্ধ সৃষ্ট, নির্বাণ অসৃষ্ট, ব্যক্তি সৃষ্টও নয়, অসৃষ্টও নয়?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : স্কন্ধ আলাদা, নির্বাণ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
২১৩. থেরবাদী : রূপ সৃষ্ট, নির্বাণ অসৃষ্ট, ব্যক্তি সৃষ্টও নয়, অসৃষ্টও নয়?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : রূপ আলাদা, নির্বাণ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান সৃষ্ট, নির্বাণ অসৃষ্ট, ব্যক্তি সৃষ্টও নয়, অসৃষ্টও নয়?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিজ্ঞান আলাদা, নির্বাণ আলাদা, ব্যক্তি আলাদা?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
২১৪. থেরবাদী : ব্যক্তির উৎপত্তিকে দেখা যায়, বিলয়কে দেখা যায়, স্থিতির বদলে যাওয়াটা (*অঞ্ঞথত্ত*) দেখা যায়?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে ব্যক্তি হচ্ছে সৃষ্ট?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, সৃষ্টের এই তিনটি সৃষ্ট লক্ষণ। ভিক্ষুগণ, সৃষ্ট বিষয়গুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিলয় দেখা যায়, স্থিতির বদলে যাওয়াটা দেখা যায়।" যেহেতু ব্যক্তির উৎপত্তিকে দেখা যায়, বিলয়কে দেখা যায়, স্থিতির বদলে যাওয়াটা দেখা যায়, তাই ব্যক্তি হচ্ছে সৃষ্ট।
২১৫. থেরবাদী : ব্যক্তির উৎপত্তিকে দেখা যায় না, বিলয়কে দেখা যায় না, স্থিতির বদলে যাওয়াটা দেখা যায় না?
ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ব্যক্তি কি তাহলে অসৃষ্ট?
ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, অসৃষ্টের এই তিনটি অসৃষ্টলক্ষণ। ভিক্ষুগণ, অসৃষ্ট বিষয়গুলোর উৎপত্তি দেখা যায় না, বিলয় দেখা যায় না, স্থিতির বদলে যাওয়াটা দেখা যায় না।" যেহেতু ব্যক্তির উৎপত্তিকে দেখা যায় না, বিলয়কে দেখা যায় না, স্থিতির বদলে যাওয়াটা দেখা যায় না, তাই ব্যক্তি হচ্ছে অসৃষ্ট।

২১৬. থেরবাদী : পরিনির্বাপিত ব্যক্তি কি নির্বাণে থাকেন (*অত্থত্থিস্থি*), নাকি নির্বাণে থাকেন না (*নত্থত্থিস্থি*)?

ব্যক্তিবাদী : নির্বাণে থাকেন।

থেরবাদী : [তাহলে] পরিনির্বাপিত ব্যক্তি শাশ্বত?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] পরিনির্বাপিত ব্যক্তি কি নির্বাণে থাকেন (*অত্থত্থিস্থি*), নাকি নির্বাণে থাকেন না (*নত্থত্থিস্থি*)?

ব্যক্তিবাদী : নির্বাণে থাকেন না।

থেরবাদী : [তাহলে] পরিনির্বাপিত ব্যক্তি কি উচ্ছিন্ন?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২১৭. থেরবাদী : ব্যক্তি কী আশ্রয় করে স্থিত থাকে?

ব্যক্তিবাদী : ভবকে আশ্রয় করে স্থিত থাকে।

থেরবাদী : ভব অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন (*পটিচ্চসমুপ্পন্ন*), ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী (*ৰিপরিণামধম্মো*)?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ব্যক্তিও অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২১৮. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কেউ কেউ আছে যে সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে এমন কেউ থাকে, তাহলে তো আপনার বলা

উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

২১৯. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কেউ কেউ আছে যে দুঃখ বেদনা অনুভব করার সময়ে... অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে এমন কেউ থাকে, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়"।

২২০. থেরবাদী : সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে এমন কেউ কেউ আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে, কেবল সেই ব্যক্তি, সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে না, সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...

থেরবাদী : দুঃখ বেদনা অনুভব করার সময়ে... অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে, কেবল সেই ব্যক্তি, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে না, সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...

২২১. থেরবাদী : সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে প্রকৃতভাবে জানে এমন কেউ কেউ আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুখ বেদনা অন্য, সুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "সুখ

বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে সে অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী :... দুঃখ বেদনা অন্য... অদুঃখ-অসুখ বেদনা অন্য, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করার সময়ে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব করছি" বলে যে প্রকৃতভাবে জানে সে অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২২২. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ থাকে, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়।

২২৩. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : যদি ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ থাকে, তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায়।

২২৪. থেরবাদী : কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, কেবল সেই কি ব্যক্তি, যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে না, সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যে বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে

কেবল সেই কি ব্যক্তি, যে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে না, সে ব্যক্তি নয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২২৫. থেরবাদী : কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এমন কেউ আছে, সে-কারণেই কি ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায় অন্য, কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থানকারী অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা অন্য... চিত্ত অন্য... ধর্ম অন্য, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থানকারী অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২২৬. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে মোঘরাজ, স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে সর্বদা শূন্য হিসেবে দেখ, আত্মদৃষ্টিকে উৎপাটন কর, এভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম কর। এভাবে জগৎকে দেখলে মৃত্যুরাজ আর দেখা পায় না।" এমনটাই তো সূত্রে আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তো "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" বলা উচিত নয়।

২২৭. থেরবাদী : ব্যক্তিই দেখে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেবরাদী - রূপ সহকারে দেখে, নাকি রূপ বিনা দেখে?

ব্যক্তিবাদী : রূপ সহকারে দেখে।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কিন্তু সে যদি রূপ বিনা দেখে, তাহলে জীব অন্য, শরীর অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২২৮. থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] ব্যক্তিই দেখে?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অভ্যন্তরে থেকে দেখে, নাকি বাইরে বের হয়ে দেখে?

ব্যক্তিবাদী : অভ্যন্তরে থেকে দেখে।

থেরবাদী : সেটাই জীব, সেটাই শরীর?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কিন্তু সে যদি বাইরে বের হয়ে দেখে, তাহলে জীব অন্য, শরীর অন্য?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২২৯. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী (*অবিতথবাদী*), অ-অন্যথাবাদী (*অনঞঞথবাদী*), নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "আত্মহিতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি রয়েছে।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : এ কারণেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

২৩০. ব্যক্তিবাদী : "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এক ব্যক্তি জগতে উৎপন্ন হওয়ার সময় বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পার জন্য, দেবমানবের অর্থ, হিত ও সুখের জন্যই উৎপন্ন হয়"। এমনটাই তো সূত্রে আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ব্যক্তিবাদী : এ কারণেই ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

২৩১. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "সকল ধর্মই অনাত্ম।" এমনটাই তো সূত্রে আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩২. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "দুঃখ উৎপন্ন হওয়ার সময় উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরুদ্ধ হওয়ার সময় নিরুদ্ধ হয়' এতে তার সন্দেহ থাকে না, সংশয় থাকে না, এতে তার অ-পরাশ্রয়ী জ্ঞান (*অ-পর-পচ্চয-ঞাণ*) হয়। কচ্চান, এই হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি।" (সং.নি. ২.১৫) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৩. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বজিরা ভিক্ষুণী পাপমতি মারকে কি এরূপ বলেন নি : "সত্ত্ব"কে কেন তুমি ধরে আছ? মার, তুমি মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেছ। এটি তো শুদ্ধ সংস্কারপুঞ্জ মাত্র, এতে তুমি সত্ত্বকে খুঁজে পাবে না।

উপকরণ সহযোগে যেমন "রথ" হয়,

তেমনি স্কন্ধগুলো আছে বলে প্রচলিতভাবে "সত্ত্ব" হয়।
দুঃখই উৎপন্ন হয়, দুঃখেরই স্থিতি থাকে, দুঃখেরই বিলয় হয়,
দুঃখ বাদে অন্যকিছু উৎপন্ন হয় না, দুঃখ বাদে অন্যকিছু নিরুদ্ধ
হয় না। (স.নি. ১.১৭১)

এমনটাই তো সূত্রে আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৪. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান আনন্দ কি ভগবানকে এরূপ বলেন নি : "ভন্তে, 'জগৎ শূন্য, জগৎ শূন্য' বলা হয়। ভন্তে, কীসের প্রেক্ষিতে 'জগৎ শূন্য' বলা হয়?" [তখন কি ভগবান এরূপ বলেন নি] "আনন্দ, যেহেতু আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু (*অত্তনিয*) শূন্য, তাই 'জগৎ শূন্য' বলা হয়। হে আনন্দ, কী আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু শূন্য? আনন্দ, চোখ হচ্ছে আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু শূন্য। রূপ... চোখবিজ্ঞান... চোখের সংস্পর্শ... এই চোখের সংস্পর্শের কারণে অনুভূত যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ, তাও আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু শূন্য। কান... শব্দ... নাক... গন্ধ... জিহ্বা... স্বাদ... কায়... স্পর্শযোগ্য... মন... ধর্ম... মনোবিজ্ঞান... মনের সংস্পর্শ... এই মনের সংস্পর্শের কারণে অনুভূত যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ, তাও আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু শূন্য। যেহেতু আনন্দ, আত্মশূন্য বা আত্মের অধিকারভুক্ত কোনো কিছু শূন্য, তাই 'জগৎ শূন্য' বলা হয়।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৫. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী,

অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, আত্মার অধিকারভুক্ত কোনো কিছু থাকলে আমার আত্মার অধিকারভুক্ত কোনো কিছু কি থাকত?" -"হ্যাঁ, ভন্তে।" "ভিক্ষুগণ, আত্মার অধিকারভুক্ত কোনো কিছু থাকলে আমার আত্মা কি থাকত?" "হ্যাঁ, ভন্তে।" "ভিক্ষুগণ, আত্মার বা আত্মার অধিকারভুক্ত কোনো কিছু সত্যিকারভাবে নির্ভরযোগ্যভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে 'সেটাই জগৎ, সেটাই আত্মা, আমি ভবিষ্যতে সেটাই হবো যা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়; আমি সেভাবেই শাশ্বত হয়ে থাকব' এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এটা কি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ মূর্খধর্ম নয়?" "নয় কি ভন্তে, এক্কেবারে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ মূর্খধর্ম। (ম.নি. ১.২৪৪)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৬. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "সেনিয়, জগতে এই তিনজন শাস্তা বিদ্যমান থাকেন। কোন তিনজন? এখানে সেনিয়, কোনো কোনো শাস্তা ইহজন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, ভবিষ্যৎ জন্মেও আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন।

হে সেনিয়, কোনো কোনো শাস্তা এই জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না।

হে সেনিয়, কোনো কোনো শাস্তা এই জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না, ভবিষ্যৎ জন্মেও আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না।

হে সেনিয়, সেখানে যে শাস্তা এই জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে,

নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন ভবিষ্যৎ জন্মেও আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, তাকে বলা হয় শাশ্বতবাদী শাস্তা।

হে সেনিয়, সেখানে যে শাস্তা এই জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না, তাকে বলা হয় উচ্ছেদবাদী শাস্তা।

হে সেনিয়, সেখানে যে শাস্তা এই জন্মে আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না, ভবিষ্যৎ জন্মেও আত্মাকে সত্যিকার হিসেবে, নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেন না, তাকেই বলা হয় সম্যকসম্বুদ্ধ। হে সেনিয়, জগতে এই তিনজন শাস্তা বিদ্যমান থাকেন।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৭. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী, অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক "ঘিয়ের হাঁড়ি (*সপ্পিকুম্ভ*)" কথাটা বলা হয়েছে কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কেউ কি আছে যে ঘিয়ের হাঁড়ি বানায়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেবরাদী - এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না।

২৩৮. থেরবাদী : ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন সত্যবাদী, কালবাদী, ভূতবাদী, তথাবাদী,

অমিথ্যাবাদী, অ-অন্যথাবাদী, নয় কি?

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক "তেলের হাঁড়ি"... "মধুর হাঁড়ি"... "গুড়ের হাঁড়ি"... "দুধের হাঁড়ি"... "পানির হাঁড়ি"... "পানীয়ের হাঁড়ি (*পানীযকুম্ভ*)"... "পানীয়ের থালা (*থালক*)"... "পানীয়ের পাত্র (*কোসক*)"... "পানীয়ের পানপাত্র (*সরাৰক*)"... "নিত্য ভাত"... "ধ্রুবযাগু" কথাটা বলা হয়েছে কি**?**

ব্যক্তিবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কোনো যাগু কি আছে যা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়?

ব্যক্তিবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেবরাদী - এ কারণেই "ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়" এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

(ব্যক্তির কথা সমাপ্ত)

২. পরিহানি কথা

[[[অঙ্গুত্তরনিকায়ের দ্বিতীয় নিপাতে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, দুটো ধর্ম বা দুটো বিষয় শৈক্ষ্য ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়" (অ.নি. ২.১৮৫)। আবার পঞ্চম নিপাতে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় সময়বিমুক্ত ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়" (অ.নি. ৫.১৪৬)। এ ধরনের সূত্রগুলোর ভিত্তিতে কিছু কিছু ভিন্নবাদী ভিক্ষুর দল; যেমন : সম্মিতিয়, বজ্জিপুত্রক, সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাংঘিকদের কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হতেরও পরিহানি হয় বা অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়। এ বিষয় নিয়েই এদের সাথে থেরবাদীর যুক্তি ও পাল্টা যুক্তিগুলো এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।]]]

বাদযুক্তির প্রয়োগ

২৩৯. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় (*পরিহাযতি*)**?**

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : **সর্বত্রই** কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়**?**

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সর্বত্রই কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সর্বত্রই অর্হতের পরিহানি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : **সর্বদাই** কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সর্বদাই কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সর্বদাই অর্হতের পরিহানি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : **সকল অর্হতেরই** কি অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সকল অর্হতেরই কি অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল অর্হতেরই পরিহানি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : **অর্হতের অর্হত্ত্ব** থেকে পতন হওয়ার সময়ে কি চারি ফল থেকেও পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : চারলক্ষ ধনে ধনী শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীর মর্যাদা পেলেও যদি তার এক লক্ষ ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন কি তার শ্রেষ্ঠীত্বের পরিহানি হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [কিন্তু তখন] তার সকল ধন কি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চারলক্ষ ধনে ধনী শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীর মর্যাদা পেলেও যদি এক লক্ষ

ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এর পরেও কি তার সকল ধন ক্ষয় হওয়া সম্ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : **অর্হতের অর্হত্ত্ব** থেকে পতন হওয়ার সময়ে কি চারি ফল থেকেও পতন হওয়া সম্ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

আর্যব্যক্তির পতন

২৪০. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৪১. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ অর্হত্ত্ব থেকে পতিত হয়ে কোথায় দাঁড়ায়?
ভিন্নবাদী : অনাগামী ফলে।
থেরবাদী : অনাগামী অনাগামীফল থেকে পতিত হয়ে কোথায় দাঁড়ায়?

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামী ফলে।

থেরবাদী : সকৃদাগামী সকৃদাগামীফল থেকে পতিত হয়ে কোথায় দাঁড়ায়?

ভিন্নবাদী : স্রোতাপত্তি ফলে।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন স্রোতাপত্তিফল থেকে পতিত হয়ে সাধারণ লোকের শ্রেণিতে (*পুথুজ্জনভূমিযং*) দাঁড়ায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি অর্হৎ অর্হত্ত্ব থেকে পতিত হয়ে অনাগামী ফলে দাঁড়ায়, অনাগামী অনাগামীফল থেকে পতিত হয়ে সকৃদাগামী ফলে দাঁড়ায়, সকৃদাগামী সকৃদাগামীফল থেকে পতিত হয়ে স্রোতাপত্তি ফলে দাঁড়ায়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্ন স্রোতাপত্তিফল থেকে পতিত হয়ে সাধারণ লোকের শ্রেণিতে দাঁড়ায়"।

থেরবাদী : অর্হৎ অর্হত্ত্ব থেকে পতিত হয়ে স্রোতাপত্তিফলে এসে দাঁড়ায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফলের পরপরই কি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৪২. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অর্হতের নাকি স্রোতাপন্নের?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অর্হতের নাকি

সকৃদাগামীর?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অর্হতের নাকি অনাগামীর?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অনাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

ভিন্নবাদী : অনাগামীর।

থেরবাদী : যদি অনাগামীর বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

২৪৩. থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অনাগামীর নাকি সকৃদাগামীর?

ভিন্নবাদী : অনাগামীর।

থেরবাদী : যদি অনাগামীর বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, সকৃদাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীর।

থেরবাদী : যদি সকৃদাগামীর বেশি ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

২৪৪. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অর্হতের, নাকি স্রোতাপন্নের?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের মার্গভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার সতিপট্ঠান ভাবনা... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*) ভাবনা... অলৌকিক শক্তির ভিত্তির (*ইদ্ধিপাদ*) ভাবনা... ইন্দ্রিয় ভাবনা... বল ভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অর্হতের, নাকি স্রোতাপন্নের?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অর্হতের, নাকি সকৃদাগামীর?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অর্হতের, নাকি অনাগামীর?

ভিন্নবাদী : অর্হতের।

থেরবাদী : যদি অর্হতের বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়"।

২৪৫. থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অনাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

থেরবাদী : অনাগামীর।

থেরবাদী : যদি অনাগামীর বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে,

তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"।

থেরবাদী : অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, অনাগামীর নাকি সকৃদাগামীর?

থেরবাদী : অনাগামীর।

থেরবাদী : যদি অনাগামীর বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়"...।

২৪৬. থেরবাদী : সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কার মার্গভাবনা... বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়েছে, সকৃদাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

থেরবাদী : সকৃদাগামীর।

থেরবাদী : যদি সকৃদাগামীর বোধ্যঙ্গ ভাবনা অধিকমাত্রায় হয়ে থাকে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়, তাহলে তো আপনার বলা উচিত : "স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়"...।

২৪৭. থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **সমুদয়** বা উৎপত্তি দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক সমুদয় দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **নিরোধ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **মার্গ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক মার্গ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **চারিসত্য** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক উৎপত্তি (*সমুদয়*) দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক তো **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক উৎপত্তি (*সমুদয়*) দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৪৮. থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক তো **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক উৎপত্তি (*সমুদয়*) দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক তো **দুঃখ** দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক উৎপত্তি দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৪৯. থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক উৎপত্তি দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তবুও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫০. থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক দুঃখ দৃষ্ট হয়েছে, তাই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক উৎপত্তি দৃষ্ট হয়েছে... নিরোধ দৃষ্ট হয়েছে... মার্গ দৃষ্ট হয়েছে... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কর্তৃক চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই

অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কর্তৃক দুঃখ... চারিসত্য দৃষ্ট হয়েছে, তাই সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫১. থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... মান পরিত্যক্ত হয়েছে... মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে... সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... আলস্য পরিত্যক্ত হয়েছে... চঞ্চলতা (*উদ্ধচ্চং*) পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্লজ্জতা (*অহিরিকং*) পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট (*অণুসহগত*) কামরাগ পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট
বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫২. থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় (*ৱিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর সংশয় (*ৱিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর সংশয় (*ৱিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থুল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থুল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর সংশয় (*ৱিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থুল

বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৩. থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*) পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৪. থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৫. থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা (*অনোত্তপ্পং*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৬. থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৭. থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৮. থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৫৯. থেরবাদী : স্রোতাপন্নের আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... অপায় গমনযোগ্য মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে... স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, [তাই] সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৬০. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে (*তালৰত্থুকতো*), সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো পুনরায় গজাতে অক্ষম হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... মান পরিত্যক্ত হয়েছে... মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে... সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... আলস্য পরিত্যক্ত হয়েছে... চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্লজ্জতা পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে (*তালৰত্থুকতো*), সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্লজ্জতা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল

উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবিত হয়েছে... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*) ভাবিত হয়েছে... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*) ভাবিত হয়েছে... ইন্দ্রিয় ভাবিত হয়েছে... বল ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

২৬১. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন। তার করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে, কল্যাণ লব্ধ হয়েছে,

ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে। তিনি সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছেন, বাধা সরিয়ে ফেলেছেন, পরিখা ভরাট করে ফেলেছেন (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*), উঠে গেছেন (*অব্বূল্হেসিকো*), অর্গলহীন হয়েছেন, আর্য হয়েছেন, পতাকা নামিয়ে নিয়েছেন, ভার নামিয়ে নিয়েছেন, বিসংযুক্ত হয়েছেন, বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছেন। দুঃখ তার পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে, উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে, মার্গ ভাবিত হযেছে। যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে, যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে, যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে, যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে, যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন হয়ে থাকেন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

২৬২. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়, অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না। সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, তবুও সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, তবুও অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত, তবুও সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের পাপে নির্ভয়তা, তবুও অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবিত হয়েছে... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*) ভাবিত হয়েছে... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*) ভাবিত হয়েছে... ইন্দ্রিয় ভাবিত হয়েছে... বল ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন। তার করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে, কল্যাণ লব্ধ হয়েছে, ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে। তিনি সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছেন, বাধা সরিয়ে ফেলেছেন, পরিখা ভরাট করে ফেলেছেন (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*), উঠে গেছেন (*অব্বূল্হেসিকো*), অর্গলহীন হয়েছেন, আর্য হয়েছেন, পতাকা নামিয়ে নিয়েছেন, ভার নামিয়ে নিয়েছেন, বিসংযুক্ত হয়েছেন, বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছেন। দুঃখ তার পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে, উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে, মার্গ ভাবিত হয়েছে। যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে, যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে, যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে, যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে, যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৬৩. থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, [তাই] অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, [তাই] সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত, [তাই] অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত, [তাই] সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, [তাই] অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, [তাই] সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, [তাই] অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, [তাই] সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসময়বিমুক্ত অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, [তাই] অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সময়বিমুক্ত অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, [তাই] সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৬৪. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সারিপুত্র স্থবিরের কি অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়েছিল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহামোগ্গলান স্থবিরের... মহাকশ্যপ স্থবিরের... মহাকচ্চায়ন স্থবিরের... মহাকোট্ঠিত স্থবিরের... মহাপন্থক স্থবিরের কি অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়েছিল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সারিপুত্র স্থবিরের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় নি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সারিপুত্র স্থবিরের অর্হত্ত্ব থেকে পতন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

মহামোগ্গলান স্থবিরের... মহাকশ্যপ স্থবিরের... মহাকচ্চায়ন স্থবিরের... মহাকোট্ঠিত স্থবিরের... মহাপন্থক স্থবিরের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় নি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মহাপন্থক স্থবিরের অর্হত্ত্ব থেকে পতন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

সূত্র থেকে প্রমাণ

২৬৫. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "উঁচুনিচু এই পথটি শ্রমণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, সেই পাড়ে দুবার পার হতে হয় না, এই পাড়ে আর একবারও আসা লাগে না।" সূত্রে তো এমনই বলা হয়েছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে-কারণে আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা ছিন্ন হয়েছে, তা কি আর ছিন্ন করার দরকার হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা ছিন্ন হয়েছে, তা কি আর ছিন্ন করার দরকার হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "তৃষ্ণাহীন, বন্ধনহীন (*অনাদানো*) যার আর কোনো কাজ নেই, ছিন্নের ছেদনীয় কিছু নেই, প্লাবন ও শৃঙ্খল সব অপসারিত হয়েছে।" সূত্রে তো এমনই বলা হয়েছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে-কারণে আপনার "যা ছিন্ন হয়েছে, তা আবার ছিন্ন করার দরকার হয়" বলাটা উচিত নয়।

২৬৬. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা কৃত হয়েছে, সেটার কি আর সঞ্চয় হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"সম্যকভাবে বিমুক্ত সেই শান্তচিত্ত ভিক্ষুর যা কৃত হয়েছে,
সেটার আর সঞ্চয় নেই, আর করণীয় নেই।
নিরেট পাথর যেমন বাতাসে কাঁপে না,
তেমনি কাম্য এবং অকাম্য রূপ, স্বাদ,
শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ তাকে কম্পিত করে না।
তার স্থির বিমুক্তচিত্ত কেবল সেগুলোর বিলয়কে দর্শন করে।"

সূত্রে তো এমনই বলা হয়েছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে-কারণে আপনার "যা কৃত হয়েছে, সেটার সঞ্চয় হয়" বলাটা উচিত নয়।

২৬৭. ভিন্নবাদী : "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় সময়বিমুক্ত ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়। কোন পাঁচটি? জাগতিক কাজকর্মে আনন্দ পাওয়া (*কম্মারামতা*), অনর্থক আলাপে আনন্দ পাওয়া (*ভস্সারামতা*), ঘুমের মাঝে আনন্দ পাওয়া (*নিদ্দারামতা*), সঙ্গী-সাথীর সাথে আনন্দ পাওয়া (*সঙ্গণিকারামতা*), যেভাবে চিত্ত বিমুক্ত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ না করা। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় সময়বিমুক্ত ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়।

থেরবাদী : অর্হৎ কি জাগতিক কাজকর্মে আনন্দ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অর্হৎ কি জাগতিক কাজকর্মে আনন্দ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি রাগ বা লোভ থাকে? কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ (*কামচ্ছন্দনীবরণ*) থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হৎ কি অনর্থক আলাপে... ঘুমের মাঝে... সঙ্গী-সাথীর সাথে আনন্দ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অর্হৎ কি সঙ্গী-সাথীর সাথে আনন্দ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি রাগ বা লোভ থাকে? কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ (*কামচ্ছন্দনীৰরণ*) থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

২৬৮. থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতনের সময় কীসে অভিভূত হয়ে তার পতন ঘটে?

ভিন্নবাদী : লোভে অভিভূত হয়ে তার পতন ঘটে।

থেরবাদী : এই অভিভূত হওয়াটা কীসের কারণে হয়?

ভিন্নবাদী : অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতার কারণে হয়।

থেরবাদী : [তাহলে] অর্হতের অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অর্হতের অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা (*কামরাগানুসয*) আছে? ক্রোধের (*পটিঘ*) সুপ্তপ্রবণতা আছে? মান বা অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা আছে? মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা আছে? সংশয়ের (*ৰিচিকিচ্ছা*) সুপ্তপ্রবণতা আছে? ভবরাগের সুপ্তপ্রবণতা আছে? অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতনের সময় কীসে অভিভূত হয়ে তার পতন ঘটে?

ভিন্নবাদী : দ্বেষে অভিভূত হয়ে তার পতন ঘটে... মোহে অভিভূত হয়ে তার পতন ঘটে।

থেরবাদী : এই অভিভূত হওয়াটা কীসের কারণে হয়?

ভিন্নবাদী : অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতার কারণে হয়।

থেরবাদী : [তাহলে] অর্হতের অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] অর্হতের অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা... অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতনের সময়ে কী সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : রাগ বা লোভ সঞ্চিত হয়।

থেরবাদী : আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) সঞ্চিত হয়, সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) সঞ্চিত হয়, শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : দ্বেষ সঞ্চিত হয়... মোহ সঞ্চিত হয়, আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) সঞ্চিত হয়, সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) সঞ্চিত হয়, শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*) সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয় করেন (*আচিনতি*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হৎ ক্ষয় করেন (*অপচিনতি*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হৎ পরিত্যাগ করেন (*পজহতি*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হৎ আঁকড়ে ধরেন (*উপাদিযতি*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : অর্হৎ ছড়িয়ে ফেলেন (*ৰিসিনেতি*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : অর্হৎ কুড়িয়ে নেন (*উস্সিনেতি*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : অর্হৎ নিভিয়ে দেন (*ৰিধূপেতি*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : অর্হৎ জ্বালিয়ে দেন (*সন্ধূপেতি*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয় করেন না, ক্ষয়ও করেন না। বরং ক্ষয় করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হৎ সঞ্চয় না করেন, ক্ষয়ও না করেন, বরং ক্ষয় করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ পরিত্যাগ করেন না, আঁকড়েও ধরেন না, পরিত্যাগ করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হৎ সঞ্চয় না করেন, ক্ষয়ও না করেন, পরিত্যাগ করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ ছড়িয়ে ফেলেন না, কুড়িয়ে নেন না, ছড়িয়ে ফেলেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হৎ ছড়িয়ে না ফেলেন, কুড়িয়ে না নেন, বরং ছড়িয়ে ফেলেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ নিভিয়ে দেন না, জ্বালিয়ে দেন না, নিভিয়ে দিয়েই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ নিভিয়ে না দেন, জ্বালিয়ে না দেন, নিভিয়ে দিয়েই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়" বলাটা উচিত নয়।

(পরিহানি কথা সমাপ্ত)

৩. ব্রহ্মচর্য কথা

[[[ব্রহ্মচর্য হচ্ছে দুই প্রকার; যথা : মার্গভাবনা এবং প্রব্রজ্যা। দেবতাদের মধ্যে প্রব্রজ্যার চর্চা নেই। কিন্তু অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোক বাদে অন্যান্য দেবলোকে মার্গভাবনা করা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু কিছু কিছু ভিন্নবাদী; যেমন : **সম্মিতিয়**রা মনে করে যে, পরনির্মিতবশবর্তী দেবতা থেকে শুরু করে উচ্চতর দেবলোকে মার্গভাবনাও নেই। এই বিষয়টি নিয়েই ভিন্নবাদীদের সাথে থেরবাদীদের যুক্তি এবং পাল্টাযুক্তিগুলো এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।]]]

শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য কথা

২৬৯. থেরবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল দেবতা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন (*জল*), বোবা ও বধির (*এলমূগ*), অবিজ্ঞ, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে (*হত্থসংবাচিকা*), সুভাষিত ও দুর্ভাষিত কথার অর্থ বুঝতে অসমর্থ? সকল দেবতা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, ভগবান বুদ্ধকে পরিচর্যা করে না, ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না, ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরে খুশি হয় না? সকল দেবতা কর্ম আবরণে ঢাকা, ক্লেশের আবরণে ঢাকা, বিপাক বা কর্মফলের আবরণে ঢাকা? সকল দেবতা অশ্রদ্ধাপূর্ণ, নিরুৎসুক, প্রজ্ঞাহীন (*দুপ্পঞ্ঞা*), কুশল বিষয়ে সম্যক পথে থেকে স্বাভাবিক নিয়মকে আর অতিক্রম করতে পারে না? সকল দেবতা মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক, অর্হৎঘাতক, রক্তপাতকারী, সংঘভেদকারী? সকল দেবতা প্রাণিহত্যাকারী, অদত্ত বস্তু গ্রহণকারী, ব্যভিচারী, মিথ্যুক, বিভেদমূলক কথা বলে, কর্কশ কথা বলে, বৃথা আলাপকারী, পরের সম্পত্তির প্রতি লোভী, হিংসুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এমন দেবতা আছে যারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নয়(*অজল*), বোবা ও বধির নয়, বিজ্ঞ, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে না, সুভাষিত ও দুর্ভাষিত কথার অর্থ বুঝতে সমর্থ, নয় কি? এমন দেবতা আছে যারা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভগবান বুদ্ধকে পরিচর্যা করে, ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরে খুশি হয়, নয় কি? এমন দেবতা আছে যারা কর্ম আবরণে ঢাকা নয়, ক্লেশের আবরণে ঢাকা নয়, বিপাক বা কর্মফলের আবরণে ঢাকা নয়, নয় কি? এমন দেবতা আছে যারা শ্রদ্ধাপূর্ণ, উৎসুক, প্রজ্ঞাবান, কুশল বিষয়ে সম্যক পথে থেকে স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে, নয় কি? এমন দেবতা আছে যারা মাতৃঘাতক নয়, পিতৃঘাতক নয়, অর্হৎঘাতক নয়, রক্তপাতকারী নয়, সংঘভেদকারী নয়, নয় কি? এমন দেবতা আছে যারা প্রাণিহত্যাকারী নয়, অদত্ত বস্তু গ্রহণকারী নয়, ব্যভিচারী নয়, মিথ্যুক নয়, বিভেদমূলক কথা বলে না, কর্কশ কথা বলে না, বৃথা আলাপকারী নয়, পরের সম্পত্তির প্রতি লোভী নয়, হিংসুক নয়, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন দেবতা থাকে যারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, বোবা ও বধির নয়, বিজ্ঞ, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে না, সুভাষিত ও দুর্ভাষিত কথার অর্থ বুঝতে সমর্থ... যদি এমন দেবতা থাকে যারা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, তাহলে তো আপনার "ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে নেই" বলাটা উচিত নয়।

২৭০. ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেখানে কি তাহলে প্রব্রজ্যার চর্চা আছে? মাথা ন্যাড়া করা, কাষায় বস্ত্র পরিধান করা, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করার চর্চা আছে? দেবতাদের মধ্যে কি সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন? প্রত্যেকবুদ্ধ উৎপন্ন হন? শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রব্রজ্যার চর্চা নেই, তাই বলে দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে প্রব্রজ্যা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে প্রব্রজ্যা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে প্রব্রজ্যা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে প্রব্রজ্যা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে প্রব্রজিত হয় কেবল তারই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, যে প্রব্রজিত হয় না তার ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে মাথা ন্যাড়া করার চর্চা নেই, তাই বলে দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে মাথা ন্যাড়া করার চর্চা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে মাথা ন্যাড়া করার চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে মাথা ন্যাড়া করার চর্চা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে মাথা ন্যাড়া করার চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে মাথা ন্যাড়া করে কেবল তারই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, যে মাথা ন্যাড়া করে না তার ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে কাষায়বস্ত্র পরিধানের চর্চা নেই, তাই বলে দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে কাষায়বস্ত্র পরিধানের চর্চা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে কাষায়বস্ত্র পরিধানের চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে কাষায়বস্ত্র পরিধানের চর্চা

আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে কাষায়বস্ত্র পরিধানের চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে কেবল তারই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, যে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে না তার ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে ভিক্ষাপাত্র ধারণের চর্চা নেই, তাই বলে দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণের চর্চা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণের চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণের চর্চা আছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণের চর্চা নেই, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে কেবল তারই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, যে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে না তার ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন না, তাই দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান লুম্বিনিতে জন্মেছেন, বোধিমূলে অভিসম্বুদ্ধ হয়েছেন, বারাণসিতে ভগবান কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় , অন্য কোথাও ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রত্যেকবুদ্ধ উৎপন্ন হন না, তাই দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে প্রত্যেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে প্রত্যেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে প্রত্যেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে প্রত্যেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মধ্য জনপদগুলোতে প্রত্যেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, তাই কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, অন্য কোথাও ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন না, তাই দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন, কেবল সেখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস আছে, যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন না, সেখানে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাসের চর্চাও নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকযুগল মগধে উৎপন্ন হয়েছেন, তাই কেবল সেখানেই

ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়, অন্য কোথাও ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৭১. ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল দেবতাদের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা মানুষদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল মানুষদের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা মানুষদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাদের আনাগোনা নেই, সেই বর্বর ও অজ্ঞদের মাঝে কি ব্রহ্মচর্য নিয়ে
বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা দেবতাদের মধ্যে আছে?

থেরবাদী : [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই।

ভিন্নবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যেই কি [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই? সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যেই কি [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : দেবতাদের মধ্যে [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন দেবতারা] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] কোথায় আছে, কোথায় নেই?

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা নেই, সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে।

ভিন্নবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : মানুষদের মাঝে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা আছে?

থেরবাদী : [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই।

ভিন্নবাদী : প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাদের আনাগোনা নেই, সেই বর্বর ও অজ্ঞদের মাঝে [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই, আবার মধ্য জনপদগুলোতে [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : মানুষদের মাঝে [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে, [এমন মানুষজন] আছে যেখানে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে

বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] কোথায় আছে, কোথায় নেই?

থেরবাদী : প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাদের আনাগোনা নেই, সেই বর্বর ও অজ্ঞদের মাঝে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই। মধ্য জনপদগুলোতে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে।

ভিন্নবাদী : প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাদের আনাগোনা নেই, সেই বর্বর ও অজ্ঞদের মাঝে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : মধ্য জনপদগুলোতে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : মধ্য জনপদগুলোতে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : প্রত্যন্ত জনপদগুলোতে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাদের আনাগোনা নেই, সেই বর্বর ও অজ্ঞদের মাঝে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : দেবতাদের মধ্যে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, জম্বুদ্বীপের মানুষেরা তিনটি ক্ষেত্রে উত্তরকুরুর মানুষ ও তাবতিংসের দেবতাদের চেয়ে এগিয়ে। কোন তিনটি? শৌর্যবীর্য (*সূরা*), স্মৃতিমান হওয়া এবং ব্রহ্মচর্যবাস"। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই দেবতাদের মধ্যে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] নেই।

থেরবাদী : শ্রাবস্তীতে ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "এখানেই ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস হয়", নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবস্তীতেই কেবল ব্রহ্মচর্যবাস হয়, অন্য কোথাও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

২৭২. থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তির পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন পরিত্যক্ত, পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অপরিত্যক্ত। সে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে উৎপন্ন হলে কোথায় তার ফল উৎপত্তি হয়?

ভিন্নবাদী : সেখানেই।

থেরবাদী : যদি অনাগামী ব্যক্তির পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন পরিত্যক্ত, পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অপরিত্যক্ত হয়, এবং সে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে উৎপন্ন হলে সেখানেই তার ফল উৎপত্তি হয়, তাহলে আপনার "দেবতাদের মধ্যে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তির পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন পরিত্যক্ত, পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অপরিত্যক্ত। সে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে উৎপন্ন হলে কোথায় তার ভার নামিয়ে রাখা হয়, কোথায় দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, কোথায় ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়, কোথায় নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, কোথায় অচলাকে (*অকুপ্প*) উপলব্ধি (*পটিবেধ*) করা হয়?

ভিন্নবাদী : সেখানেই।

থেরবাদী : যদি অনাগামী ব্যক্তির পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন পরিত্যক্ত, পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অপরিত্যক্ত হয়, এবং সে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে উৎপন্ন হলে সেখানেই তার অচলাকে (*অকুপ্প*) উপলব্ধি (*পটিবেধ*) করা হয়ে যায়, তাহলে আপনার "দেবতাদের মধ্যে [ব্রহ্মচর্য নিয়ে বসবাস করাটা] আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তির পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন পরিত্যক্ত, পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অপরিত্যক্ত। সে এখান থেকে চ্যুত হয়ে সেখানে উৎপন্ন হলে সেখানেই তার ফল উৎপন্ন হয়, সেখানেই তার ভার নামিয়ে রাখা হয়, সেখানেই দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, সেখানেই ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়, সেখানেই নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, সেখানেই অচলাকে উপলব্ধি করা হয়ে যায়, তাহলে কোন অর্থে বললেন, "দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যবাস নেই"?

ভিন্নবাদী : কারণ, অনাগামী ব্যক্তি এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারাই সেখানে

ফল সাক্ষাৎ করে থাকে।

ব্রহ্মচর্যবাসের ব্যাপারে উপসংহার

২৭৩. থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তি এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন ব্যক্তি সেখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা এখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তি এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে সকৃদাগামী ব্যক্তি এখানে পরিনির্বাপিত হয়, সে সেখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা এখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন ব্যক্তি এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা এখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তি সেখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : যে সকৃদাগামী ব্যক্তি এখানে পরিনির্বাপিত হয়, সে এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা এখানেই ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী ব্যক্তি সেখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এখান থেকে (*ইধ ৱিহায*) [শুদ্ধাবাসভূমিতে গিয়ে] পরিপূর্ণতালাভী ব্যক্তির (*নিট্ঠ পুগ্গলস্স*) মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এখান থেকে [শুদ্ধাবাসভূমিতে গিয়ে] পরিপূর্ণতালাভী ব্যক্তির মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির... অর্হত্ত্ব সাক্ষাতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, কিন্তু ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির একসাথে মার্গ ভাবিত হয় ও ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এখান থেকে [শুদ্ধাবাসভূমিতে গিয়ে] পরিপূর্ণতালাভী ব্যক্তির একসাথে মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির... অর্হত্ত্ব সাক্ষাতের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির একসাথে মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এখান থেকে [শুদ্ধাবাসভূমিতে গিয়ে] পরিপূর্ণতালাভী ব্যক্তির একসাথে মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : করণীয় কৃত হয়েছে, ভাবনা ভাবিত হয়েছে এমন অনাগামী ব্যক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের পুনর্জন্ম আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের পুনর্জন্ম আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ ভব থেকে ভবে গমন করে? গতি থেকে গতিতে, সংসার থেকে সংসারে, উৎপত্তি থেকে উৎপত্তিতে গমন করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : করণীয় কৃত হয়েছে, ভাবনা ভাবিত হয়েছে, কিন্তু ভার নামিয়ে রাখা হয় নি এমন অনাগামী ব্যক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভার নামিয়ে রাখার জন্য আবার মার্গ ভাবনা করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : করণীয় কৃত হয়েছে, ভাবনা ভাবিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় নি... ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় নি... নিরোধ সাক্ষাৎ হয় নি... অচলাকে উপলব্ধি করা হয় নি এমন অনাগামী ব্যক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অচলাকে উপলব্ধি করার জন্য আবার মার্গ ভাবনা করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : করণীয় কৃত হয়েছে, ভাবনা ভাবিত হয়েছে, অথচ ভার নামিয়ে রাখা হয় নি এমন অনাগামী ব্যক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভার নামিয়ে রাখার জন্য আবার মার্গ ভাবনা করে না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভার নামিয়ে না রেখেই সে সেখানে পরিনির্বাপিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : করণীয় কৃত হয়েছে, ভাবনা ভাবিত হয়েছে, অথচ দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় নি... ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় নি... নিরোধ সাক্ষাৎ হয় নি... অচলাকে উপলব্ধি করা হয় নি এমন অনাগামী ব্যক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়, কিন্তু অচলাকে উপলব্ধি করার জন্য (*অকুপ্পপটিৰেধায*) আবার মার্গ

ভাবনা করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অচলাকে উপলব্ধি না করেই সে সেখানে পরিনির্বাপিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা উচিত নয়। হরিণ যেমন তিরবিদ্ধ হলে দূরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক সেভাবে অনাগামী ব্যক্তিও এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে ফল সাক্ষাৎ করে থাকে।

থেরবাদী : হরিণ যেমন তিরবিদ্ধ হলে দূরে গিয়ে তিরসহকারে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক সেভাবে অনাগামী ব্যক্তিও এখানে ভাবিত মার্গের দ্বারা সেখানে তিরসহকারেই পরিনির্বাপিত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা উচিত নয়...।

আংশিক কথা

২৭৪. থেরবাদী : ক্লেশগুলো একটু একটু করে পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*), সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*) এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা (*সীলব্বতপরামাস*) এবং এগুলোর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়? একাংশ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*সত্তক্খত্তুপরম*), একাংশ সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*কোলঙ্কোলো*), একাংশ আর মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*একবীজি*), একাংশ বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, একাংশ ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়... একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **সমুদয়** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : আত্মবাদ পরিত্যক্ত হয়, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে

থাকা এবং এগুলোর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়?... একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **নিরোধ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা এবং এগুলোর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়?... একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **মার্গ** দর্শন দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা এবং তার সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়? একাংশ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ স্রোতাপত্তিফল দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয়, একাংশ সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয়, একাংশ আর মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয়, একাংশ বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, একাংশ ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়... একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৭৫. থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : স্থুল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, স্থুল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়? একাংশ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে

অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **সমুদয়** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : স্থুল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, স্থুল বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়? একাংশ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **নিরোধ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : স্থুল বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়? একাংশ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **মার্গ** দর্শন দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : স্থুল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়, এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়? একাংশ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৭৬. থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : অবশিষ্ট কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়? একাংশ অনাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*)... একাংশ আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*)... একাংশ বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **সমুদয়** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : অবশিষ্ট কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়?... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **নিরোধ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়, এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়?... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মালোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **মার্গ** দর্শন দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়? একাংশ অনাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*)... একাংশ আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*)... একাংশ বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৭৭. থেরবাদী : অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা (*উদ্ধচ্চ*) ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়? একাংশ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?... একাংশ হচ্ছে লোভহীন (*বীতরাগ*)... দ্বেষহীন... মোহহীন... একাংশের করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে... ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে... কল্যাণ লব্ধ হয়েছে... ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে... একাংশ সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছে... বাধা সরিয়ে ফেলেছে... পরিখা ভরাট করে ফেলেছে (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*)... উঠে গেছে (*অব্বূল্হেসিকো*)... অর্গলহীন হয়েছে... আর্য হয়েছে... পতাকা নামিয়ে নিয়েছে... ভার নামিয়ে নিয়েছে... বিসংযুক্ত হয়েছে... বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছে... একাংশের দুঃখ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে... উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে... মার্গ ভাবিত হয়েছে... যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে... যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে... যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে... যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে... একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **সমুদয়** দর্শনের দ্বারা

কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : রূপরাগ ও অরূপরাগ পরিত্যক্ত হয়। মান, চঞ্চলতা ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়?... একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **নিরোধ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : মান পরিত্যক্ত হয়। চঞ্চলতা ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়?... একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **মার্গ** দর্শন দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : চঞ্চলতা ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

ভিন্নবাদী : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা (*উদ্ধচ্চ*) ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলো আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়? একাংশ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?... একাংশ হচ্ছে লোভহীন (*বীতরাগ*)... দ্বেষহীন... মোহহীন... একাংশের করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে... ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে... কল্যাণ লব্ধ হয়েছে... ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে... একাংশ সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছে... বাধা সরিয়ে ফেলেছে... পরিখা ভরাট করে ফেলেছে (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*)... উঠে গেছে (*অব্বূল্হেসিকো*)... অর্গলহীন হয়েছে... আর্য হয়েছে... পতাকা নামিয়ে নিয়েছে... ভার নামিয়ে নিয়েছে... বিসংযুক্ত হয়েছে... বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছে... একাংশের দুঃখ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত

হয়েছে... উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে... মার্গ ভাবিত হয়েছে... যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে... যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে... যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে... যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে... একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৭৮. ভিন্নবাদী : "আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "স্বর্ণকার যেভাবে সোনাকে বিশোধন করে, মেধাবীও তেমনি একটু একটু করে ক্ষণে ক্ষণে নিজের মল পরিষ্কার করবেন। (ধ.প. ২৩৯)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"তার দর্শনসম্পদের সাথে সাথে
আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা
এই তিনটা বিষয় পরিত্যক্ত হয়।
চারি অপায় থেকে সে একদম মুক্ত হয়।
ছয়টি গুরুতর কাজ (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা,
সংঘভেদ, বুদ্ধকে আহত করা, অন্যধর্ম গ্রহণ)
তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।" (খু.পা. ৬.১০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে আর্যশ্রাবকের নির্মল (*ৰিরজ*) বিমল ধর্মচোখ উৎপন্ন হয়, 'যা-কিছু উৎপত্তিধর্মী, সেসবই নিরোধধর্মী', সেই দর্শন উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন পরিত্যক্ত হয় - আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*), সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*), এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরে থাকা (*সীলব্বতপরামাসো*)।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "আংশিক আংশিক করে ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

(ব্রহ্মচর্য কথা সমাপ্ত)

৪. পরিত্যাগের কথা

[[[কোনো কোনো ভিন্নবাদী দল, যেমন- সম্মিতিয়রা মনে করে যে, ধ্যানলাভী সাধারণ ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধির সাথে সাথে অনাগামী হয়, এবং তার পৃথগজন বা সাধারণ অবস্থাতেই কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। এ ব্যাপারেই এখানে ভিন্নবাদীদের সাথে থেরবাদীদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে।]]]

সূত্রের উল্লেখ না করে কথা

২৭৯. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি (*পুথুজ্জন*) কামরাগ এবং বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চিরতরে (*অচ্চন্তং*) পরিত্যাগ করে থাকে?... নিঃশেষে (*অনৰসেসং*) পরিত্যাগ করে থাকে?... বিসংযুক্ত হয়ে (*অপ্পটিসন্ধিযং*) পরিত্যাগ করে থাকে? সমূলে পরিত্যাগ করে থাকে?... তৃষ্ণাসহ পরিত্যাগ করে থাকে?... সুপ্তপ্রবণতা (*অনুসয*) সহ পরিত্যাগ করে থাকে?... আর্যজ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ করে থাকে?... আর্যমার্গ দ্বারা পরিত্যাগ করে থাকে?... অচলাকে (*অকুপ্পং*) উপলব্ধি করে পরিত্যাগ করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ এবং বিদ্বেষকে ধ্বংস করে থাকে (*ৰিকখম্ভেতি*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চিরতরে ধ্বংস করে থাকে?... নিঃশেষে ধ্বংস করে থাকে?... বিসংযুক্ত হয়ে ধ্বংস করে থাকে? সমূলে ধ্বংস করে থাকে?... তৃষ্ণাসহ ধ্বংস করে থাকে?... সুপ্তপ্রবণতা (*অনুসয*) সহ ধ্বংস করে থাকে?... আর্যজ্ঞান দ্বারা ধ্বংস করে থাকে?... আর্যমার্গ দ্বারা ধ্বংস করে থাকে?... অচলাকে (*অকুপ্পং*) উপলব্ধি করে ধ্বংস করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে ধ্বংস করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, সে কি তা চিরতরে পরিত্যাগ করে থাকে?... নিঃশেষে পরিত্যাগ করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, সে কি তা চিরতরে পরিত্যাগ করে থাকে?... নিঃশেষে পরিত্যাগ করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ ধ্বংস করে থাকে, সে কি তা চিরতরে ধ্বংস করে থাকে?... নিঃশেষে ধ্বংস করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে ধ্বংস করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ ধ্বংস করে থাকে, সে কি তা চিরতরে ধ্বংস করে থাকে?... নিঃশেষে ধ্বংস করে থাকে?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে ধ্বংস করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু সে তা চিরতরে পরিত্যাগ করে না?... নিঃশেষে পরিত্যাগ করে না?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু সে তা চিরতরে পরিত্যাগ করে না?... নিঃশেষে পরিত্যাগ করে না?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ ধ্বংস করে থাকে, কিন্তু সে তা চিরতরে ধ্বংস করে না?... নিঃশেষে ধ্বংস করে না?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে ধ্বংস করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ ধ্বংস করে থাকে, কিন্তু সে তা চিরতরে ধ্বংস করে না?... নিঃশেষে ধ্বংস করে না?... অনাগামীফল সাক্ষাৎ করে ধ্বংস করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কোন মার্গের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : রূপাবচর মার্গের মাধ্যমে।

থেরবাদী : রূপাবচর মার্গ কি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (*নিয্যানিকো*), ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী (*অপচযগামী*), আসবহীন, অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয়, অপ্লাবনীয় (*অনোঘনিযো*), অযোগনীয়, অনাবরণীয় (*অনীবরণীযো*), অস্পর্শিত (*অপরামট্ঠো*), অনুপজাত (*অনুপাদানিযো*), অকলুষিত (*অসংকিলেসিযো*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : রূপাবচর মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত, সংযোজনযুক্ত... কলুষিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপাবচর মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত, সংযোজনযুক্ত... কলুষিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "সাধারণ ব্যক্তি রূপাবচর মার্গের মাধ্যমে কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা

উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি অনাগামী মার্গের মাধ্যমে কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, এবং সেই মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন... অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি রূপাবচর মার্গের মাধ্যমে কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, এবং সেই মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন... অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি রূপাবচর মার্গের মাধ্যমে কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু সেই মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি অনাগামী মার্গের মাধ্যমে কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু সেই মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৮০. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামের প্রতি লোভহীন (*কামে বীতরাগো*) হয়ে ধর্মোপলব্ধির সাথে সাথেই (*সহ ধম্মাভিসময়া*) অনাগামীফলে স্থিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বেও স্থিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামের প্রতি লোভহীন হয়ে ধর্মোপলব্ধির সাথে সাথেই অনাগামীফলে স্থিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার একসাথে তিনটি মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তার একসাথে তিনটি মার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তার একসাথে তিনটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তার একসাথে তিনটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তিনটি শ্রামণ্যফলের তিন স্পর্শ, তিন বেদনা, তিন সংজ্ঞা, তিন চেতনা, তিন চিত্ত, তিন শ্রদ্ধা, তিন উদ্যম (*বীরিয*), তিন স্মৃতি, তিন সমাধি, তিন প্রজ্ঞা একত্রে ঘটে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামের প্রতি লোভহীন হয়ে ধর্মোপলব্ধির সাথে সাথেই অনাগামীফলে স্থিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটা কি স্রোতাপত্তি মার্গের মাধ্যমে হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী মার্গের মাধ্যমে হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে কোন মার্গের মাধ্যমে হয়?
ভিন্নবাদী : অনাগামী মার্গের মাধ্যমে।
থেরবাদী : অনাগামী মার্গের দ্বারা আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

সূত্র থেকে উল্লেখ করে কথা

২৮১. থেরবাদী : অনাগামী মার্গের দ্বারা আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগকেই ভগবান স্রোতাপত্তিফল হিসেবে অভিহিত করেছেন, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগকে ভগবান স্রোতাপত্তিফল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, তাহলে আপনার "অনাগামী মার্গের দ্বারা আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামী মার্গের দ্বারা স্থূল কামরাগ এবং স্থূল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ ও বিদ্বেষের মৃদুভাবকেই ভগবান সকৃদাগামীফল হিসেবে অভিহিত করেছেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কামরাগ ও বিদ্বেষের মৃদুভাবকে ভগবান সকৃদাগামীফল হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, তাহলে আপনার "অনাগামী মার্গের দ্বারা আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামের প্রতি লোভহীন হয়ে ধর্মোপলব্ধির সাথে সাথেই অনাগামীফলে স্থিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা যারা ধর্মোপলব্ধি করে, তারা সবাই ধর্মোপলব্ধির সাথে সাথেই অনাগামীফলে স্থিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা উচিত নয়...।

ভিন্নবাদী : "সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"অতীতে ছয়জন যশস্বী শাস্তা ছিলেন
নিরামিষভোজী, করুণাপ্রবণ, কামসংযোজনের অতীত।
কামরাগ থেকে মুক্ত হয়ে তারা ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়েছিলেন।
তাদের শ্রাবক ছিল বহু শত শত।
তারাও ছিল নিরামিষভোজী, করুণাপ্রবণ, কামসংযোজনের অতীত।
কামরাগ থেকে মুক্ত হয়ে তারাও ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়েছিল।"

(অ.নি. ৬.৫৪)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সুনেত্ত নামক সেই শাস্তা এমন দীর্ঘায়ু ছিলেন, এত দীর্ঘকাল যাবত বেঁচেছিলেন। তবুও আমি বলি, তিনি জন্ম, বার্ধক্য, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, বিষাদ, মনস্তাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি, দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারেন নি। তার কারণ কী? চারটি ধর্মকে না বুঝার কারণে, উপলব্ধি না করার কারণে। কোন চারটি ধর্মকে? আর্যশীলকে না বুঝা ও উপলব্ধি না করার কারণে, আর্যসমাধি, আর্যপ্রজ্ঞা, আর্যবিমুক্তিকে না বুঝা ও উপলব্ধি না করার কারণে। ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশীল বুঝা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, আর্যসমাধি বুঝা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, আর্যপ্রজ্ঞা বুঝা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, আর্যবিমুক্তি বুঝা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়েছে, ভবকামনা (*ভৰনেত্তি*) ক্ষয় হয়েছে, আর পুনর্জন্ম নেই।

শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিমুক্তি,
এই বিষয়গুলো যশস্বী গৌতম কর্তৃক বুঝা হয়েছে।
এভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝে নিয়ে শাস্তা ভিক্ষুদেরকে ধর্মব্যাখ্যা করেছেন।
দুঃখের অন্তসাধন করে সেই চক্ষুষ্মান এখন পরিনির্বাপিত।"

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "সাধারণ ব্যক্তি কামরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

(পরিত্যাগের কথা সমাপ্ত)

৫. "সবকিছু আছে"-র ব্যাপারে কথা

[[[অভিধর্মের বিভঙ্গে বলা হয়েছে : "অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের

যা-কিছু রূপ আছে... একেই বলা হয় রূপস্কন্ধ" (ৰিভ.২)। এ থেকে কোনো কোনো ভিন্নবাদী দল, যেমন- **সর্বাস্তিবাদীরা** মনে করে যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ধর্ম বা বিষয়গুলোই তাদের নিজ নিজ স্কন্ধস্বভাব বা পুঞ্জীভূত হওয়ার স্বভাবটা পরিত্যাগ করে না, তাই সবকিছু আছে। এ ব্যাপারেই এখানে ভিন্নবাদী সর্বাস্তিবাদীদের সাথে থেরবাদীদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে।]]]

বাদযুক্তি

২৮২. থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **সর্বত্র** সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **সর্বদা** সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **সবদিক দিয়ে** (*সব্বেন সব্বং*) সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **সবকিছুতে** সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **অযুক্ত অবস্থায়** সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : **যা নেই তাও** আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সবকিছু আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "'সবকিছু আছে' এমন যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা মিথ্যাদৃষ্টি", এমন যে দৃষ্টিভঙ্গি তা হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি, এমন আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না। (সংক্ষিপ্ত)

কালের ব্যাপারে আলোচনা

২৮৩. থেরবাদী : অতীত আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "অতীত আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবিষ্যতের তো এখনো জন্ম হয় নি (*অজাতং*), উদ্ভূত হয় নি (*অভূতং*), উৎপন্ন হয় নি (*অসঞ্জাতং*), উদয় হয় নি (*অনিব্বত্তং*), অভ্যুদয় হয় নি (*অনভিনিব্বত্তং*), আবির্ভূত হয় নি (*অপাতুভূতং*), নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি ভবিষ্যতের এখনো জন্ম না হয়, উদ্ভূত না হয়, উৎপন্ন না হয় নি, উৎপত্তি না হয়, অভ্যুদয় না হয়, আবির্ভূত না হয়, তাহলে আপনার "ভবিষ্যৎ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : বর্তমান আছে যে বর্তমান অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তমিত হয় নি, একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত আছে যে অতীত অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তমিত হয় নি, একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান আছে যে বর্তমানের জন্ম হয়েছে, উদ্ভূত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে, উদয় হয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে যে ভবিষ্যতের জন্ম হয়েছে, উদ্ভূত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে, উদয় হয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আছে যে অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান আছে যে বর্তমান নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে যে ভবিষ্যতের জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান আছে যে বর্তমানের জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৮৪. থেরবাদী : অতীত রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত রূপ তো নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত রূপ নিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "অতীত রূপ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপের তো এখনো জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎ রূপের এখনো জন্ম না হয়ে থাকে... আবির্ভূত

না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "ভবিষ্যৎ রূপ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে যে বর্তমান রূপ অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তমিত হয় নি, একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত রূপ আছে যে অতীত রূপ অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তমিত হয় নি, একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে যে বর্তমান রূপের জন্ম হয়েছে, উদ্ভূত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে, উদয় হয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে যে ভবিষ্যৎ রূপের জন্ম হয়েছে, উদ্ভূত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে, উদয় হয়েছে, অভ্যুদয় হয়েছে, আবির্ভূত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে যে অতীত রূপ নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে যে বর্তমান রূপ নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে যে ভবিষ্যত রূপের জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে যে বর্তমান রূপের জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বেদনা আছে?... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান তো নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "অতীত বিজ্ঞান আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের তো এখনো জন্ম হয় নি, উদ্ভূত হয় নি, উৎপন্ন হয় নি, উদয় হয় নি, অভ্যুদয় হয় নি, আবির্ভূত হয় নি, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের এখনো জন্ম না হয়ে থাকে... আবির্ভূত না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে যে বর্তমান বিজ্ঞান অনিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে যে অতীত বিজ্ঞান অনিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয় নি?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে যে বর্তমান বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে... আবির্ভূত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে... আবির্ভূত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে যে অতীত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে যে বর্তমান বিজ্ঞান নিরুদ্ধ... একদম অস্তমিত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে যে ভবিষ্যত বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি... আবির্ভূত হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে যে বর্তমান বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি... আবির্ভূত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৮৫. থেরবাদী : "বর্তমান রূপ" অথবা "রূপ বর্তমান" যেভাবেই এই কথাটি বলা হোক না কেন, দুটোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য না করলে তারা কি একার্থবোধক, সমান? তাদের কি একই বিষয় এবং একই উৎপত্তি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ নিরুদ্ধ হওয়ার সময়ে বর্তমানভাব পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপভাবও পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "বর্তমান রূপ" অথবা "রূপ বর্তমান" যেভাবেই এই কথাটি বলা হোক না কেন, দুটোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য না করলে তারা কি একার্থবোধক, সমান? তাদের কি একই বিষয় এবং একই উৎপত্তি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ নিরুদ্ধ হওয়ার সময়ে রূপভাব পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান ভাবও পরিত্যক্ত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "সাদা কাপড়" অথবা "কাপড় সাদা" যেভাবেই কথাটি বলা হোক না কেন, দুটোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য না করলে তারা কি একার্থবোধক, সমান? তাদের কি একই বিষয় এবং একই উৎপত্তি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাদা কাপড়কে রাঙানোর সময়ে সাদাভাব পরিত্যক্ত হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কাপড়ভাবও পরিত্যক্ত হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "সাদা কাপড়" অথবা "কাপড় সাদা" যেভাবেই কথাটি বলা হোক না কেন, দুটোর কোনোটাকেই অগ্রাহ্য না করলে তারা কি একার্থবোধক, সমান? তাদের কি একই বিষয় এবং একই উৎপত্তি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাদা কাপড়কে রাঙানোর সময়ে কাপড়ভাব পরিত্যক্ত হয় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাদাভাবও পরিত্যক্ত হয় না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৮৬. থেরবাদী : রূপ রূপভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ তাহলে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ রূপভাব পরিত্যাগ করে না, তবুও রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আপনার "রূপ রূপভাব পরিত্যাগ করে না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, তাই নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ রূপভাব পরিত্যাগ করে না, তাই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ রূপভাব পরিত্যাগ করে না, তবুও রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, তবুও নির্বাণ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আছে, তাই অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে, তাই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বর্তমান আছে, তাই বর্তমান বর্তমানভাব পরিত্যাগ করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে, এবং ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত আছে, এবং অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান আছে, এবং বর্তমান বর্তমানভাব পরিত্যাগ করে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত আছে, এবং অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আছে, এবং অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অতীত অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অতীত অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আপনার "অতীত আছে, এবং অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীত আছে, অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আছে, অতীত অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং

নির্বাণ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৮৭. থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে, ভবিষ্যৎ রূপ ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ বর্তমানভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে, ভবিষ্যৎ রূপ ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ বর্তমানভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত রূপ অনিত্য... পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আপনার "অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং নির্বাণ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বেদনা আছে... অতীত সংজ্ঞা আছে... অতীত সংস্কার আছে... অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান বর্তমানভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ভবিষ্যৎভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান বর্তমানভাব পরিত্যাগ

করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত বিজ্ঞান অনিত্য... পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আপনার "অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতভাব পরিত্যাগ করে না, এবং অতীত বিজ্ঞান অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণভাব পরিত্যাগ করে না, এবং নির্বাণ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

কথা সংশোধন

২৮৮. থেরবাদী : অতীতের অস্তিত্ব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীতের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে "অতীত আছে" কথাটি মিথ্যা। আর যদি অনতীত (*নো অতীত*) বা অতীত হয় নি এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তাহলেও "অতীত আছে" কথাটি মিথ্যা।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যতের অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে "ভবিষ্যৎ আছে" কথাটি মিথ্যা। আর যদি অ-ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যৎ হয় নি এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তাহলেও "ভবিষ্যৎ আছে" কথাটি মিথ্যা।

থেরবাদী : যা ভবিষ্যৎ হয়েছে সেটাই বর্তমান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই ভবিষ্যৎ, সেটাই বর্তমান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটাই ভবিষ্যৎ, সেটাই বর্তমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা [ভবিষ্যত] হয়েছে তা [বর্তমান] হয়, [সেটা আবার ভবিষ্যৎ] হয়ে [আবার বর্তমান] হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা [ভবিষ্যত] হয়েছে তা [বর্তমান] হয়, [সেটা আবার ভবিষ্যৎ] হয়ে [আবার বর্তমান] হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা [ভবিষ্যত] হয় নি তা [বর্তমান] হয় না, [সেটা আবার ভবিষ্যৎ] না হয়ে [আবার বর্তমান] হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা বর্তমান হয়েছে তা অতীত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা বর্তমান, সেটাই অতীত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা বর্তমান, সেটাই অতীত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা [বর্তমান] হয়েছে তা [অতীত] হয়, [সেটা আবার বর্তমান] হয়ে [আবার অতীত] হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা [বর্তমান] হয়েছে তা [অতীত] হয়, [সেটা আবার বর্তমান] হয়ে [আবার অতীত] হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা [বর্তমান] হয় নি তা [অতীত] হয় না, [সেটা আবার বর্তমান] না হয়ে [আবার অতীত] হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা ভবিষ্যৎ হয়েছে, তা বর্তমান হয়, বর্তমান হয়ে অতীত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই ভবিষ্যৎ, সেটাই বর্তমান, সেটাই অতীত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটাই ভবিষ্যৎ, সেটাই বর্তমান, সেটাই অতীত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [ভবিষ্যৎ] হয়ে [বর্তমান] হয়, [বর্তমান] হয়ে [অতীত] হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি, ভবিষ্যৎ] হয়ে [বর্তমান] হয়, [বর্তমান] হয়ে [অতীত] হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [ভবিষ্যৎ] না হয়ে [বর্তমান] হয় না, [বর্তমান] না হয়ে [অতীত] হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

অতীতের চোখ, রূপ ইত্যাদির কথা

২৮৯. থেরবাদী : অতীত চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের চোখ দিয়ে অতীত রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কান আছে, শব্দ আছে, কানবিজ্ঞান আছে, আকাশ

আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের কান দিয়ে অতীত শব্দ শোনা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত নাক আছে, গন্ধ আছে, নাকবিজ্ঞান আছে, বায়ু আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের নাক দিয়ে অতীত গন্ধ পাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত জিহ্বা আছে, স্বাদ আছে, জিহ্বাবিজ্ঞান আছে, পানি আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের জিহ্বা দিয়ে অতীত স্বাদ পাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কায় আছে, স্পর্শযোগ্য আছে, কায়বিজ্ঞান আছে, পৃথিবী আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের কায় দিয়ে অতীত স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত মন আছে, বিষয় (*ধম্মা*) আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের মন দিয়ে অতীত বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎ রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ কান আছে... নাক আছে... জিহ্বা আছে... কায়

আছে... মন আছে, বিষয় (*ধম্মা*) আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, বর্তমান চোখ দিয়ে বর্তমান রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, অতীতের চোখ দিয়ে অতীত রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান কান আছে... নাক আছে... জিহ্বা আছে... কায় আছে... মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, বর্তমান মন দিয়ে বর্তমান বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, অতীত মন দিয়ে অতীত বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, বর্তমান চোখ দিয়ে বর্তমান রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, ভবিষ্যৎ চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎ রূপ দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান কান আছে... নাক আছে... জিহ্বা আছে... কায় আছে... মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, বর্তমান মন দিয়ে বর্তমান বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা

ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, ভবিষ্যৎ মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু অতীতের চোখ দিয়ে অতীত রূপ দেখা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু বর্তমান চোখ দিয়ে বর্তমান রূপ দেখা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কান আছে... নাক আছে... জিহ্বা আছে... কায় আছে... মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু অতীত মন দিয়ে অতীত বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু বর্তমান মন দিয়ে বর্তমান বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎ রূপ দেখা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান চোখ আছে, রূপ আছে, চোখবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু বর্তমান চোখ দিয়ে বর্তমান রূপ দেখা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ কান আছে... নাক আছে... জিহ্বা আছে... কায় আছে... মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ মন দিয়ে ভবিষ্যৎ বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান মন আছে, বিষয় আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বাস্তু বা ভিত্তি আছে, মনোযোগ আছে, কিন্তু বর্তমান মন দিয়ে বর্তমান বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

অতীত জ্ঞান ইত্যাদির কথা

২৯০. থেরবাদী : অতীত জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে

জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয় না, নিরোধ সাক্ষাৎ হয় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয় না, নিরোধ সাক্ষাৎ হয় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা জানার কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয় না, নিরোধ সাক্ষাৎ হয় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয় না, নিরোধ সাক্ষাৎ হয় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

অর্হৎ ইত্যাদির কথা

২৯১. থেরবাদী : অর্হতের অতীত **লোভ** বা *রাগ* আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সেই রাগের কারণে **রাগযুক্ত** (*সরাগ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত **দ্বেষ** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সেই **দ্বেষের** কারণে **দ্বেষযুক্ত** (*সদোস*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত **মোহ** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সেই **মোহের** কারণে **মোহযুক্ত**?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত **মান** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সেই **মানের** কারণে **মানযুক্ত**?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত **মিথ্যাদৃষ্টি** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সেই **মিথ্যাদৃষ্টির** কারণে **মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত**?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত **সংশয়** (*বিচিকিচ্ছা*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ সেই **সংশয়ের** কারণে **সংশয়যুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হতের অতীত **আলস্য** (*থিনং*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ সেই **আলস্যের** কারণে **আলস্যযুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হতের অতীত **চঞ্চলতা** (*উদ্ধচ্চ*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ সেই **চঞ্চলতার** কারণে **চঞ্চলতাযুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হতের অতীত **পাপে নির্লজ্জতা** (*অহিরি*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ সেই **পাপে নির্লজ্জতার** কারণে **পাপে নির্লজ্জতাযুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হতের অতীত **পাপে নির্ভয়তা** (*অনোত্তপ্প*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ সেই **পাপে নির্ভয়তার** কারণে **পাপে নির্ভয়তাযুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর অতীত **আত্মবাদ** (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনাগামী সেই **মিথ্যাদৃষ্টির** কারণে **মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?**
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অনাগামীর অতীত **সংশয়** আছে... অতীত **শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা** আছে... অতীত **অবশিষ্ট কামরাগ** আছে... অতীত **অবশিষ্ট বিদ্বেষ** (*ব্যাপাদ*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনাগামী সেই **বিদ্বেষের** কারণে **বিদ্বেষীচিত্ত** (*ব্যাপন্নচিত্ত*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত **আত্মবাদ** আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী সেই **মিথ্যাদৃষ্টির** কারণে **মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?**

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত **সংশয়** আছে?... অতীত **শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা** আছে... অতীত **স্থূল কামরাগ** আছে... অতীত **স্থূল বিদ্বেষ** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী সেই **বিদ্বেষের** কারণে **বিদ্বেষীচিত্ত** (*ব্যাপন্নচিত্ত*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত **আত্মবাদ** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন সেই **মিথ্যাদৃষ্টির** কারণে **মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?**

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত **সংশয়** আছে?... অতীত **শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা** আছে... অতীত **অপায়ে গমনযোগ্য রাগ বা লোভ** আছে... অতীত **অপায়ে গমনযোগ্য দ্বেষ** আছে... অতীত **অপায়ে গমনযোগ্য মোহ** আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্ন সেই **মোহের** কারণে **মোহযুক্ত?**

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২৯২. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির (*পুথুজ্জন*) অতীত রাগ আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই রাগের কারণে রাগযুক্ত (*সরাগ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত রাগ আছে, অর্হৎ সেই রাগের কারণে রাগযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত দ্বেষ আছে...অতীত পাপে নির্ভয়তা আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই পাপে নির্ভয়তার কারণে পাপে নির্ভীক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত পাপে নির্ভয়তা আছে, অর্হৎ সেই পাপে নির্ভয়তার কারণে পাপে নির্ভীক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর অতীত আত্মবাদ আছে, অনাগামী সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত সংশয় আছে... অতীত অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর অতীত অবশিষ্ট বিদ্বেষ আছে, অনাগামী সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত আত্মবাদ আছে, সকৃদাগামী সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত সংশয় আছে... অতীত স্থূল বিদ্বেষ আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত স্থূল বিদ্বেষ আছে, সকৃদাগামী সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত আত্মবাদ আছে, স্রোতাপন্ন সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত সংশয় আছে... অতীত

অপায়গমনযোগ্য মোহ আছে, সাধারণ ব্যক্তি সেই মোহের কারণে মোহযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত অপায়গমনযোগ্য মোহ আছে, স্রোতাপন্ন সেই মোহের কারণে মোহযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত রাগ আছে, কিন্তু অর্হৎ সেই রাগের কারণে রাগযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত রাগ আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই রাগের কারণে রাগযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অতীত দ্বেষ আছে...অতীত পাপে নির্ভয়তা আছে, কিন্তু অর্হৎ সেই পাপে নির্ভয়তার কারণে পাপে নির্ভীক নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত পাপে নির্ভয়তা আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই পাপে নির্ভয়তার কারণে পাপে নির্ভীক নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর অতীত আত্মবাদ আছে, কিন্তু অনাগামী সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর অতীত সংশয় আছে... অতীত অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) আছে, কিন্তু অনাগামী সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত অবশিষ্ট বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত আত্মবাদ আছে, কিন্তু সকৃদাগামী সেই

মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর অতীত সংশয় আছে... অতীত স্থুল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) আছে, কিন্তু সকৃদাগামী সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত স্থুল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই বিদ্বেষের কারণে বিদ্বেষীচিত্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত আত্মবাদ আছে, কিন্তু স্রোতাপন্ন সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*) আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই মিথ্যাদৃষ্টির কারণে মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের অতীত সংশয় আছে... অতীত অপায়গমনযোগ্য মোহ আছে, কিন্তু স্রোতাপন্ন সেই মোহের কারণে মোহযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির অতীত অপায়গমনযোগ্য মোহ আছে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি সেই মোহের কারণে মোহযুক্ত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

অতীত হাত ইত্যাদির কথা

২৯৩. থেরবাদী : অতীত হাত আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] অতীত হাতে আদান-প্রদান করাটাও দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত পা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] অতীত পায়ে আসা-যাওয়া করাটাও দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত [হাত-পায়ের] পর্বগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] অতীত [হাত-পায়ের] পর্বগুলোর সংকোচন এবং প্রসারণও দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত পেট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] অতীত পেটের ক্ষুধা, পিপাসাও দেখা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] অতীত দেহ প্রহার ও উৎপীড়নের শিকার হয়, ছিন্নভিন্ন হয়, সাধারণভাবে কাক, শকুন ও বাজপাখির পরিভোগ্য হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত দেহের মধ্যে বিষ প্রবেশ করতে পারে, অস্ত্র প্রবেশ করতে পারে, আগুন প্রবেশ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত দেহকে রশি দিয়ে বাঁধা যায়? শেকল দিয়ে বাঁধা যায়? মফস্বলের কারাগারে আটকানো যায়? নগরের কারাগারে আটকানো যায়? জনপদের কারাগারে আটকানো যায়? গলাসহ পঞ্চবন্ধনে বাঁধা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের পানি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই পানি দিয়ে পানির কাজ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত তেজ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই তেজ দিয়ে তেজের কাজ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বায়ু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই বায়ু দিয়ে বায়ুর কাজ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

অতীত স্কন্ধ ইত্যাদির সম্মিলনের কথা

২৯৪. থেরবাদী : অতীত রূপস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ রূপস্কন্ধ আছে, বর্তমান রূপস্কন্ধ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] রূপস্কন্ধ তিনটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত পঞ্চস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ আছে, বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] পনেরোটি স্কন্ধ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত চোখ-আয়তন আছে, ভবিষ্যৎ চোখ-আয়তন আছে, বর্তমান চোখ-আয়তন আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] চোখ-আয়তন তিনটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত দ্বাদশ আয়তন আছে, ভবিষ্যৎ দ্বাদশ আয়তন আছে, বর্তমান দ্বাদশ আয়তন আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] ছত্রিশটি আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত চোখধাতু আছে, ভবিষ্যৎ চোখধাতু আছে, বর্তমান চোখধাতু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] চোখধাতু তিনটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আঠারোটি ধাতু আছে, ভবিষ্যৎ আঠারোটি ধাতু আছে, বর্তমান আঠারোটি ধাতু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] চুয়ান্নটি ধাতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত চোখ-ইন্দ্রিয় আছে, ভবিষ্যৎ চোখ-ইন্দ্রিয় আছে, বর্তমান চোখ-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] চোখ-ইন্দ্রিয় তিনটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বাইশটি ইন্দ্রিয় আছে, ভবিষ্যৎ বাইশটি ইন্দ্রিয় আছে, বর্তমান বাইশটি ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] ছেষট্টিটি ইন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত চক্রবর্তীরাজা আছেন, ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীরাজা আছেন, বর্তমান চক্রবর্তীরাজা আছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] তিন চক্রবর্তীরাজা মুখোমুখি হয়ে আছেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন, ভবিষ্যৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন, বর্তমান সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে] তিন সম্যকসম্বুদ্ধ মুখোমুখি হয়ে আছেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

পদ সংশোধন কথা

২৯৫. থেরবাদী : অতীত আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা আছে তা অতীত?

ভিন্নবাদী : যা আছে তা অতীত হতে পারে, আবার অতীত নাও হতে পারে।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি অতীত থাকে, যা আছে তা অতীত হয়, আবার অতীত নাও হয়, তাহলে অতীত অতীত নয়, আবার যা

অতীত নয় তা অতীত। আপনি "'অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, আবার অতীত নাও হতে পারে, তাই অতীত অতীত নয়, আবার যা অতীত নয় তা অতীত' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা। যদি অতীত অতীত না হয়, যা অতীত নয় তা অতীত হয়, তাহলে আপনার "অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, আবার অতীত নাও হতে পারে" বলাটা উচিত নয়। আপনি "'অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, আবার অতীত নাও হতে পারে, তাই অতীত অতীত নয়, আবার যা অতীত নয় তা অতীত' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা আছে তা ভবিষ্যৎ?

ভিন্নবাদী : যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, আবার ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি ভবিষ্যৎ থাকে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হয়, আবার ভবিষ্যৎ নাও হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, আবার যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ। আপনি "'ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, আবার ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে, তাই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, আবার যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা। যদি ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ না হয়, যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে আপনার "ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, আবার ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে" বলাটা উচিত নয়। আপনি "'ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, আবার ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে, তাই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, আবার যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা।

থেরবাদী : বর্তমান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা আছে তা বর্তমান?

ভিন্নবাদী : যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, আবার বর্তমান নাও হতে পারে।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি বর্তমান থাকে, যা আছে

তা বর্তমান হয়, আবার বর্তমান নাও হয়, তাহলে বর্তমান বর্তমান নয়, আবার যা বর্তমান নয় তা বর্তমান। আপনি "'বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, আবার বর্তমান নাও হতে পারে, তাই বর্তমান বর্তমান নয়, আবার যা বর্তমান নয় তা বর্তমান' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা। যদি বর্তমান বর্তমান না হয়, যা বর্তমান নয় তা বর্তমান হয়, তাহলে আপনার "বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, আবার বর্তমান নাও হতে পারে" বলাটা উচিত নয়। আপনি "'বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, আবার বর্তমান নাও হতে পারে, তাই বর্তমান বর্তমান নয়, আবার যা বর্তমান নয় তা বর্তমান' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা আছে তা নির্বাণ?

ভিন্নবাদী : যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, আবার নির্বাণ নাও হতে পারে।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি নির্বাণ থাকে, যা আছে তা নির্বাণ হয়, আবার নির্বাণ নাও হয়, তাহলে নির্বাণ নির্বাণ নয়, আবার যা নির্বাণ নয় তা নির্বাণ। আপনি "'নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, আবার নির্বাণ নাও হতে পারে, তাই নির্বাণ নির্বাণ নয়, আবার যা নির্বাণ নয় তা নির্বাণ' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা। যদি নির্বাণ নির্বাণ না হয়, যা নির্বাণ নয় তা নির্বাণ হয়, তাহলে আপনার "নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, আবার নির্বাণ নাও হতে পারে" বলাটা উচিত নয়। আপনি "'নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, আবার নির্বাণ নাও হতে পারে, তাই নির্বাণ নির্বাণ নয়, আবার যা নির্বাণ নয় তা নির্বাণ' এমনটা বলা উচিত" বলে যে কথাটা বলেছেন তা মিথ্যা।

সূত্র থেকে উদ্ধৃতি

২৯৬. ভিন্নবাদী : "অতীত আছে, ভবিষ্যৎ আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যা-কিছু রূপ আছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা কাছের, একেই বলা হয় রূপস্কন্ধ।... যা-কিছু বেদনা... যা-

কিছু সংজ্ঞা... যা-কিছু সংস্কার... বিজ্ঞান আছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরের বা কাছের, একেই বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ" (স.নি. ৩.৪৮)। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অতীত আছে, ভবিষ্যৎ আছে।

থেরবাদী : অতীত আছে, ভবিষ্যৎ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, ভাষা, নাম ও ধারণার ক্ষেত্রে এই তিনটি হচ্ছে গ্রহণযোগ্য, অতীতেও গ্রহণযোগ্য ছিল, এখনো গ্রহণযোগ্য, ভবিষ্যতেও গ্রহণযোগ্য হবে, এবং এই তিনটি হচ্ছে বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনস্বীকার্য। কোন তিনটি? ভিক্ষুগণ, (১) যে রূপ অতীত হয়ে গেছে, নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'ছিল' হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'ছিল' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'ছিল' হিসেবে; সেটাকে 'আছে' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'হবে' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। যে বেদনা... যে সংজ্ঞা... যে সংস্কার... যে বিজ্ঞান অতীত হয়ে গেছে, নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'ছিল' হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'ছিল' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'ছিল' হিসেবে; সেটাকে 'আছে' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'হবে' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না।

ভিক্ষুগণ, যে রূপ এখনো জন্মায় নি, আবির্ভূত হয় নি, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'হবে' হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'হবে' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'হবে' হিসেবে; সেটাকে 'আছে' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'ছিল' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। যে বেদনা... যে সংজ্ঞা... যে সংস্কার... যে বিজ্ঞান এখনো জন্মায় নি, আবির্ভূত হয় নি, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'হবে' হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'হবে' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'হবে' হিসেবে; সেটাকে 'আছে' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'ছিল' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না।

ভিক্ষুগণ, যে রূপ জন্মেছে, আবির্ভূত হয়েছে, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'আছে' হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'আছে' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'আছে' হিসেবে; সেটাকে 'ছিল' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'হবে' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। যে বেদনা... যে সংজ্ঞা... যে সংস্কার... যে বিজ্ঞান রূপ জন্মেছে, আবির্ভূত হয়েছে, সেটাকে বিবেচনা করা হয় 'আছে'

হিসেবে, সেটাকে প্রকাশ করা হয় 'আছে' হিসেবে, সেটাকে ধারণা করা হয় 'আছে' হিসেবে; সেটাকে 'ছিল' হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, 'হবে' হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না।

ভিক্ষুগণ, ভাষা, নাম ও ধারণার ক্ষেত্রে এই তিনটি হচ্ছে সুস্পষ্ট, অতীতেও সুস্পষ্ট ছিল, এখনো সুস্পষ্ট, ভবিষ্যতেও সুস্পষ্ট হয়ে থাকবে, এবং এই তিনটি হচ্ছে বিজ্ঞ শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনিন্দনীয়।

ভিক্ষুগণ, *উক্কল, বস্স* এবং *ভঞ্ঞ*বাদী লোকেরা, অকারণবাদীরা, অক্রিয়াবাদীরা, নাস্তিক্যবাদীরা - এমনকি তারাও এই ভাষা, নাম ও ধারণার ক্ষেত্রে এই তিনটিকে অনিন্দ্য এবং স্বীকারযোগ্য বলে মনে করত। তার কারণ কী? তাদের ছিল নিন্দা, অজনপ্রিয়তা ও বিরোধিতার ভয়।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অতীত আছে, ভবিষ্যৎ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অতীত আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান ফগ্গুন কি ভগবানকে এরূপ বলেন নি : "ভন্তে, সেই চোখ কি আছে যে চোখ দিয়ে অতীতের পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণার মায়া ছিন্ন, তৃষ্ণার পথ উচ্ছিন্ন, সংসারচক্রকে নিঃশেষ করা এবং সকল দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করা বুদ্ধদেরকে দেখার সময় দেখা যায়? ভন্তে, সেই জিহ্বা... মন কি আছে যে মন দিয়ে অতীতের পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণার মায়া ছিন্ন, তৃষ্ণার পথ উচ্ছিন্ন, সংসারচক্রকে নিঃশেষ করা এবং সকল দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করা বুদ্ধদেরকে দেখার সময় দেখা যায়?"

"ফগ্গুন, সেই চোখ নেই যে চোখ দিয়ে অতীতের পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণার মায়া ছিন্ন, তৃষ্ণার পথ উচ্ছিন্ন, সংসারচক্রকে নিঃশেষ করা এবং সকল দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করা বুদ্ধদেরকে দেখার সময় দেখা যায়। ফগ্গুন, সেই জিহ্বা... সেই মন নেই যে মন দিয়ে অতীতের পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণার মায়া ছিন্ন, তৃষ্ণার পথ উচ্ছিন্ন, সংসারচক্রকে নিঃশেষ করা এবং সকল দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করা বুদ্ধদেরকে দেখার সময় দেখা যায়। (স.নি. ৪.৮৩)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অতীত আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অতীত আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান নন্দক কি এরূপ বলেন নি, "অতীতে লোভ ছিল এবং তা ছিল অকুশল। এখন তা নেই, তাই এটা কুশল। অতীতে দ্বেষ... মোহ ছিল এবং তা ছিল অকুশল। এখন তা নেই, তাই এটা কুশল। (অ.নি.)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অতীত আছে" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "ভবিষ্যৎ আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, গ্রাস আহারে যদি লোভ থাকে, আনন্দ থাকে, তৃষ্ণা থাকে তাহলে সেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হয়। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হয় সেখানে নামরূপের প্রবেশ থাকে। যেখানে নামরূপের প্রবেশ থাকে সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়, সেখানে ভবিষ্যতে কোনো একটা ভবে পুনর্জন্ম থাকে। যেখানে ভবিষ্যতে কোনো একটা ভবে পুনর্জন্ম থাকে সেখানে ভবিষ্যতে জন্ম, বার্ধক্য ও মরণ থাকে। ভিক্ষুগণ, যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম, বার্ধক্য ও মরণ থাকে সেটাকে আমি শোকযুক্ত, ময়লাযুক্ত ও হতাশাযুক্ত (*সউপাযাস*) বলি।

ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনের চেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে যদি লোভ থাকে, আনন্দ থাকে... ময়লাযুক্ত ও হতাশাযুক্ত বলি। (স.নি. ২.৬৪)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ভবিষ্যৎ আছে।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, গ্রাস আহারে যদি লোভ না থাকে, আনন্দ না থাকে, তৃষ্ণা না থাকে, তাহলে সেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হয় না। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হয় না সেখানে নামরূপের প্রবেশ থাকে না। যেখানে নামরূপের প্রবেশ থাকে না সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না, সেখানে ভবিষ্যতে কোনো একটা ভবে পুনর্জন্ম থাকে না। যেখানে ভবিষ্যতে কোনো

একটা ভবে পুনর্জন্ম থাকে না সেখানে ভবিষ্যতে জন্ম, বার্ধক্য ও মরণ থাকে না। ভিক্ষুগণ, যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম, বার্ধক্য ও মরণ থাকে না সেটাকে আমি শোকহীন, ময়লাহীন ও হতাশাহীন (*অনুউপাযাস*) বলি।

ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনের চেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে যদি লোভ থাকে, আনন্দ থাকে... ময়লাহীন ও হতাশাহীন বলি। (স.নি. ২.৬৪)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ভবিষ্যৎ আছে" বলাটা উচিত নয়।

(“সবকিছু আছে”-র ব্যাপারে কথা সমাপ্ত)

৬. অতীত স্কন্ধ ইত্যাদির কথা

[[[এখানেও ভিন্নবাদী বলতে সর্বাস্তিবাদীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে তারা মনে করে যে, অতীত ও ভবিষ্যতের স্কন্ধগুলো তাদের নিজ নিজ স্বভাব অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই আছে। সেটা নিয়েই তাদের পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক।]]]

সূত্রের উল্লেখ না করে কথা

২৯৭. ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ**?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [তাহলে] অতীত আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **আয়তন**?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [তাহলে] অতীত আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **ধাতু**?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [তাহলে] অতীত আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**?

থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : [তাহলে] অতীত আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : **ভবিষ্যৎ** হচ্ছে **স্কন্ধ?**
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : [তাহলে] ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **আয়তন**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : [তাহলে] ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **ধাতু?**
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : [তাহলে] ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...। ভি
ন্নবাদী : **ভবিষ্যৎ** হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : [তাহলে] ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং অতীত আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **আয়তন**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **আয়তন**, এবং অতীত আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **ধাতু**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **ধাতু**, এবং অতীত আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং অতীত আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **আয়তন**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **আয়তন**, এবং ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **ধাতু**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **ধাতু**, এবং ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান আছে?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং ভবিষ্যৎ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং অতীত নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **আয়তন**, এবং অতীত নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **আয়তন**, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **ধাতু**, এবং অতীত নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **ধাতু**, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং অতীত নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং ভবিষ্যৎ নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ হচ্ছে **আয়তন**... ভবিষ্যৎ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং ভবিষ্যৎ নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বর্তমান হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান নেই?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : **অতীত রূপ** হচ্ছে **স্কন্ধ**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত রূপ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : **অতীত রূপ** হচ্ছে **আয়তন**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত রূপ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : **অতীত রূপ** হচ্ছে **ধাতু**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত রূপ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : **অতীত রূপ** হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অতীত রূপ আছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : **ভবিষ্যৎ রূপ** হচ্ছে **স্কন্ধ**?
থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : **ভবিষ্যৎ রূপ** হচ্ছে **আয়তন... ভবিষ্যৎ রূপ** হচ্ছে **ধাতু... ভবিষ্যৎ রূপ** হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান রূপ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং অতীত রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **আয়তন**... বর্তমান রূপ হচ্ছে **ধাতু**... বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান রূপ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং অতীত রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান রূপ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং ভবিষ্যৎ রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **আয়তন**... বর্তমান রূপ হচ্ছে **ধাতু**... বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং বর্তমান রূপ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন**, এবং ভবিষ্যৎ রূপ আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং অতীত রূপ নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান রূপ নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত রূপ হচ্ছে আয়তন... অতীত রূপ হচ্ছে ধাতু... অতীত রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং অতীত রূপ নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান রূপ নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং ভবিষ্যৎ রূপ নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান রূপ নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে আয়তন... ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে ধাতু... ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং ভবিষ্যৎ রূপ নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান রূপ নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত বেদনা... অতীত সংজ্ঞা... অতীত সংস্কার... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু...

ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং বর্তমান বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং অতীত বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং অতীত বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং বর্তমান বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং অতীত বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং অতীত বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে **স্কন্ধ**, এবং বর্তমান বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন... ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু... ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, এবং বর্তমান বিজ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

সূত্রের উল্লেখ করে কথা

২৯৮. থেরবাদী : "অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন নেই" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, ভাষা, নাম ও ধারণার ক্ষেত্রে এই তিনটি হচ্ছে গ্রহণযোগ্য...।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন নেই" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন নেই?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যা-কিছু রূপ আছে, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থুল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা কাছে, একেই বলা হয় রূপস্কন্ধ। যা-কিছু বেদনা... যা-কিছু সংজ্ঞা... যা-কিছু সংস্কার... যা-কিছু বিজ্ঞান আছে, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের... একেই বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন নেই"

বলাটা উচিত নয়।

(অতীত স্কন্ধ ইত্যাদির কথা সমাপ্ত)

৭. "একাংশ আছে"-র ব্যাপারে কথা

[[[কোনো কোনো ভিন্নবাদী দল, যেমন- **কস্সপিকা** দল মনে করে যে, অতীতের একাংশ আছে। তাদের সাথে থেরবাদীর পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।]]]

অতীত ইত্যাদির কিছু অংশের কথা

২৯৯. থেরবাদী : অতীত আছে?

ভিন্নবাদী : কিছু আছে, কিছু নেই।

থেরবাদী : কিছু নিরুদ্ধ, কিছু অনিরুদ্ধ? কিছু বিগত, কিছু অবিগত? কিছু অস্তমিত, কিছু অস্তমিত নয়? কিছু একদম অস্তমিত, কিছু একদম অস্তমিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব ফলদায়ী বিষয়গুলোর (*ৰিপাকধম্মা*) মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ব ফলদায়ী বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের ফলদায়ী নয় এমন বিষয়গুলোর (*অৰিপাকধম্মা*) মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কী আছে, কী নেই?

ভিন্নবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে, অতীতের পরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো নেই।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের ফলদায়ী নয় এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের ফলদায়ী নয় এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : যদি অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো সেগুলো আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ক যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে,

সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের ফলদায়ী নয় এমন যে বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের ফলদায়ী নয় এমন যে বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের পরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের একাংশ পরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো এবং একাংশ অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো, সেগুলো

আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো পরিপক্ব হবে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অতীতের অপরিপক্ব ফলদায়ী বিষয়গুলো পরিপক্ব হয়, তাহলে আপনার "অতীতের অপরিপক্ব যে ফলদায়ী বিষয়গুলো, সেগুলো আছে" বলা উচিত।

থেরবাদী : অতীতের অপরিপক্ব ফলদায়ী বিষয়গুলো পরিপক্ব হবে, তাই তারা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পরিপক্ব হবে বলেই কি সেটা বর্তমান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] পরিপক্ব হবে বলেই কি সেটা বর্তমান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বিষয়গুলো নিরুদ্ধ হবে বলেই কি সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভবিষ্যৎ ইত্যাদির কিছু অংশের কথা

৩০০. থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে?

ভিন্নবাদী : কিছু আছে, কিছু নেই।

থেরবাদী : কিছু জন্ম হয়েছে, কিছু জন্ম হয় নি? কিছু উদ্ভূত হয়েছে, কিছু উদ্ভূত হয় নি? কিছু উৎপন্ন হয়েছে, কিছু উৎপন্ন হয় নি? কিছু আবির্ভূত হয়েছে, কিছু আবির্ভূত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ কিছু আছে, কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কী আছে, কী নেই?

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আছে, ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো নেই।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন যে বিষয়গুলো সেগুলোও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো তো এখনো জন্ম হয় নি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো এখনো জন্ম না হয়, তাহলে আপনার "ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন যে বিষয়গুলো সেগুলো আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো এখনো জন্ম হয় নি, তবুও সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন বিষয়গুলোও এখনো জন্ম হয়

নি, সেগুলোও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে না এমন বিষয়গুলো এখনো জন্ম হয় নি, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো এখনো জন্ম হয় নি, সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো, সেগুলো আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো উৎপন্ন হবে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো উৎপন্ন হবে, তাহলে আপনার "ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো, সেগুলো আছে" বলা উচিত।

থেরবাদী : ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এমন বিষয়গুলো উৎপন্ন হবে, তাই সেগুলো আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপন্ন হবে বলেই কি সেটা বর্তমান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] উৎপন্ন হবে বলেই কি সেটা বর্তমান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান ধর্মগুলো নিরুদ্ধ হবে বলেই কি সেগুলো নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

(“একাংশ আছে”-র ব্যাপারে কথা সমাপ্ত)

৮. স্মৃতিপ্রতিষ্ঠার কথা

[[[সংযুক্তনিকায়ের সতিপট্ঠান-সংযুক্তে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, চারি সতিপট্ঠানের উৎপত্তি ও অস্তগমন সম্পর্কে দেশনা করব" (সং.নি. ৫.৪০৮)। এ থেকে কোনো কোনো ভিন্নবাদী যেমন- অন্ধকেরা মনে করে যে, সকল ধর্ম বা বিষয়ই হচ্ছে সতিপট্ঠান। এখনে অন্ধকেরা হচ্ছে পূর্বসেলিয়, অপরসেলিয়, রাজগিরিয়, এবং সিদ্ধার্থিক মতবাদীদের দল। সেটা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক।]]]

৩০১. থেরবাদী : সকল বিষয়ে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা হয় (*সব্বে ধম্মা সতিপট্ঠানা*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল বিষয়ই কি স্মৃতি, স্মৃতিন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, একমাত্র পথ, ক্ষয়গামী, বোধগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন, অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয় (*অগন্থনিয*), অপ্লাবনীয়, অযোগনীয়, অনাবরণীয় (*অনীবরণীয*), অস্পর্শিত (*অপরামট্ঠ*), অনুপজাত (*অনুপাদানিয*), অকলুষিত (*অসংকিলেসিক*)? সকল বিষয়ই কি বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সজ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয়ই কি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সব্বে ধম্মা সতিপট্ঠানা*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন কি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*চকখাযতনং সতিপট্ঠানং*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] চোখ-আয়তন কি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তনই কি স্মৃতি, স্মৃতিন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, একমাত্র পথ, ক্ষয়গামী, বোধগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন, অসংযোজনীয়... অকলুষিত (*অসংকিলেসিক*)? চোখ-আয়তনই কি বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সজ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতাস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কান-আয়তন... নাক-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন...

স্পর্শযোগ্য-আয়তন... লোভ (*রাগ*)... দ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তাই কি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*অনোত্তপ্পং সতিপট্ঠানং*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] পাপে নির্ভয়তাই কি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পাপে নির্ভয়তা কি স্মৃতি, স্মৃতিন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি... কায়গতাস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, এবং সেটাই হচ্ছে স্মৃতি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, এবং সেটাই স্মৃতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, এবং সেটাই হচ্ছে স্মৃতি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... লোভ (*রাগ*)... দ্বেষ... মোহ... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*অনোত্তপ্পং সতিপট্ঠানং*) এবং সেটাই স্মৃতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেটা স্মৃতি নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেটা স্মৃতি নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কান-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... লোভ (*রাগ*)... দ্বেষ... মোহ... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*অনোত্তপ্পং সতিপট্ঠানং*), কিন্তু সেটা স্মৃতি নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেটা স্মৃতি নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩০২. ভিন্নবাদী : "সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল বিষয়কে উপলক্ষ করেই তো স্মৃতি স্থিত হয়, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সকল বিষয়কে উপলক্ষ করে স্মৃতি স্থিত হয়, তাহলে "সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা" বলা উচিত।

থেরবাদী : সকল বিষয়কে উপলক্ষ করে স্মৃতি স্থিত হয়, তাই সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল বিষয়কে উপলক্ষ করে স্পর্শ স্থিত হয়, তাই সকল বিষয় হচ্ছে স্পর্শের প্রতিষ্ঠা (*ফস্সপট্ঠান*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয়কে উপলক্ষ করে স্মৃতি স্থিত হয়, তাই সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল বিষয়কে উপলক্ষ করে বেদনা স্থিত হয়... সংজ্ঞা স্থিত হয়... চেতনা স্থিত হয়... চিত্ত স্থিত হয়, তাই সকল বিষয় হচ্ছে চিত্তের প্রতিষ্ঠা (*চিত্তপট্ঠান*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল সত্ত্ব উপস্থিত স্মৃতি সহকারে থাকে, স্মৃতি সমন্বিত হয়ে থাকে, স্মৃতি দ্বারা মোহিত হয়ে থাকে; তাই সকল সত্ত্বের স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩০৩. থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, তারা অমৃত পরিভোগ করে না যারা কায়গতাস্মৃতি পরিভোগ করে না। ভিক্ষুগণ, তারা অমৃত পরিভোগ করে, যারা কায়গতাস্মৃতি পরিভোগ করে। (অ.নি. ১.৬০০)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল সত্ত্ব কি কায়গতাস্মৃতি পরিভোগ করে, লাভ করে,

অভ্যাস করে, ভাবনা করে, বহুলভাবে চর্চা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সত্ত্বদের বিশুদ্ধির জন্য, শোক ও বিলাপকে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ ও বিষাদের অস্তগমনের জন্য, জ্ঞান লাভের জন্য, নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য এই হচ্ছে একমাত্র পথ, যা হচ্ছে এই চারি স্মৃতির প্রতিষ্ঠা। (দী.নি. ২.৩৭৩)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল বিষয়ই কি একমাত্র পথ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে সপ্তরত্নের আবির্ভাব হয়। কোন সপ্তরত্ন? চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়... হস্তীরত্নের আবির্ভাব হয়... অশ্বরত্নের আবির্ভাব হয়... মণিরত্নের আবির্ভাব হয়... স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হয়... গৃহপতিরত্নের আবির্ভাব হয়... উপদেষ্টা (*পরিণায়ক*) রত্নের আবির্ভাব হয়। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে এই সপ্তরত্নের আবির্ভাব হয়।

ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গরত্ন আবির্ভূত হয়। কোন সাতটি? স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... ধর্মবিচার সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... উদ্যম সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়... উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ রত্নের আবির্ভাব হয়। ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে এই সপ্ত বোধ্যঙ্গরত্ন আবির্ভূত হয়। (স.নি. ৫.২২৩)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে সকল বিষয়ই কি স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের মতো হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে স্মৃতির প্রতিষ্ঠা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল বিষয়ই কি সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

(স্মৃতিপ্রতিষ্ঠার কথা সমাপ্ত)

৯. "এভাবেই আছে"-র ব্যাপারে কথা

[[[সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্মগুলো রূপ ইত্যাদির ভিত্তিতে আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ভিত্তিতে অতীত নেই, অথবা অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ নেই, অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের ভিত্তিতে বর্তমান নেই। এভাবে সবই আছে, আবার সবই নেই। এমন মতবাদী হচ্ছে অন্ধক দলীয় ভিন্নবাদীরা, যেমন- পূর্বসেলিয়, অপরসেলিয়, রাজগিরিয়, এবং সিদ্ধার্থিকদের দল। সেটা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক।]]]

৩০৪. থেরবাদী : অতীত আছে?

ভিন্নবাদী : এভাবে আছে, এভাবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ, আছে ভাব এবং নেই ভাব, নেই ভাব এবং আছে ভাব, "আছে" বা "নেই", "নেই" বা "আছে", এদের কি একই অর্থ, এবং এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ আছে?

ভিন্নবাদী : এভাবে আছে, এভাবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ, আছে ভাব এবং নেই ভাব, নেই ভাব এবং আছে ভাব, "আছে" বা "নেই", "নেই" বা "আছে", এদের কি একই অর্থ, এবং এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান আছে?

ভিন্নবাদী : এভাবে আছে, এভাবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩০৫. থেরবাদী : অতীত এভাবে আছে, এভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কীভাবে আছে, কীভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : অতীত অতীত হিসেবে আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ হিসেবে নেই, বর্তমান হিসেবেও নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ, আছে ভাব এবং নেই ভাব, নেই ভাব এবং আছে ভাব, "আছে" বা "নেই", "নেই" বা "আছে", এদের কি একই অর্থ, এবং এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ এভাবে আছে, এভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কীভাবে আছে, কীভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ হিসেবে আছে, কিন্তু অতীত হিসেবে নেই, বর্তমান হিসেবেও নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান এভাবে আছে, এভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কীভাবে আছে, কীভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : বর্তমান বর্তমান হিসেবে আছে, কিন্তু অতীত হিসেবে নেই, ভবিষ্যৎ হিসেবেও নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "অতীত এভাবে আছে, এভাবে নেই, ভবিষ্যৎ এভাবে আছে, এভাবে নেই, বর্তমান এভাবে আছে, এভাবে নেই" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত ভবিষ্যৎ হিসেবে আছে, অতীত বর্তমান হিসেবে আছে, ভবিষ্যৎ অতীত হিসেবে আছে, ভবিষ্যৎ বর্তমান হিসেবে আছে, বর্তমান অতীত হিসেবে আছে, বর্তমান ভবিষ্যৎ হিসেবে আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অতীত এভাবে আছে, এভাবে নেই, ভবিষ্যৎ এভাবে আছে, এভাবে নেই, বর্তমান এভাবে আছে, এভাবে নেই।

৩০৬. থেরবাদী : রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : এভাবে আছে, এভাবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ, নেই'-এর অর্থ এবং আছে'-র অর্থ, আছে ভাব এবং নেই ভাব, নেই ভাব এবং আছে ভাব, "আছে" বা "নেই", "নেই" বা "আছে", এদের কি একই অর্থ, এবং এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এভাবে আছে, এভাবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবারও বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ এভাবে আছে, এভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কীভাবে আছে, কীভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : রূপ রূপ হিসেবে আছে, কিন্তু বেদনা হিসেবে নেই... সংজ্ঞা হিসেবে নেই... সংস্কার হিসেবে নেই... বিজ্ঞান হিসেবেও নেই। থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান এভাবে আছে, এভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কীভাবে আছে, কীভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : বিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবে আছে, কিন্তু রূপ হিসেবে নেই... বেদনা হিসেবে নেই... সংজ্ঞা হিসেবে নেই... সংস্কার হিসেবে নেই।

থেরবাদী : সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেভাবে আছে, সেভাবে নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আছে'-র অর্থ এবং নেই'-এর অর্থ... এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং একই উৎস থেকে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "রূপ এভাবে আছে, এভাবে নেই, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান এভাবে আছে, এভাবে নেই" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : রূপ বেদনা হিসেবে আছে... রূপ সংজ্ঞা হিসেবে আছে... রূপ সংস্কার হিসেবে আছে... রূপ বিজ্ঞান হিসেবে আছে... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান রূপ হিসেবে আছে... বিজ্ঞান বেদনা হিসেবে আছে... বিজ্ঞান সংজ্ঞা হিসেবে আছে... বিজ্ঞান সংস্কার হিসেবে আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই রূপ এভাবে আছে, এভাবে নেই, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান এভাবে আছে, এভাবে নেই।

(“এভাবেই আছে”-র ব্যাপারে কথা সমাপ্ত)

(প্রথম বর্গ সমাপ্ত)

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. পরের উপহারের কথা

[[[কেউ কেউ অর্হত্ত্ব না পেয়েও অর্হত্ত্ব পেয়েছে বলে মনে করে তা প্রকাশ করে থাকে, অথবা কোনো কুহক বা ছলনাময়ী ভিক্ষু এভাবে অর্হত্ত্ব না পেয়েও অর্হত্ত্ব পেয়েছে বলে প্রকাশ করে থাকে। পরে বীর্যস্খলন হতে দেখে সে মনে করে, "মারকায়িক দেবতারাই আমার মতো অর্হতের কাছে অশুচি বীর্য এনে দিয়েছে!" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পূর্বসেলিয়** এবং **অপরসেলিয়রা।** সেটা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩০৭. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি রাগ, কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ (*কামচ্ছন্দনীবরণ*) আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের রাগ, কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের রাগ, কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়, [কেননা] তার রাগ, কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, [কেননা] তার রাগ, কামরাগ... কামেচ্ছার (*কামচ্ছন্দ*) আবরণ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, [কিন্তু] তার রাগ, কামরাগ...

কামেচ্ছার (*কামচ্ছন্দ*) আবরণ থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, [কিন্তু] তার রাগ, কামরাগ... কামেচ্ছার (*কামচ্ছন্দ*) আবরণ থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কী কারণে হয়?

ভিন্নবাদী : মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতাদের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতাদের অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মারকায়িক দেবতাদের অশুচি বীর্যস্খলন না হয়, তাহলে আপনার "মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা নিজেদের অশুচি বীর্যস্খলনকে দিয়ে দেয়, নাকি অন্যদের অশুচি বীর্যস্খলনকে দিয়ে দেয়, নাকি তারই অশুচি বীর্যস্খলনকে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা যে অশুচি বীর্যস্খলনকে দিয়ে দেয় তা নিজেদের নয়, অন্যদেরও নয়, তারও নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মারকায়িক দেবতারা যে অশুচি বীর্যস্খলনকে দিয়ে দেয় তা নিজেদের বা অন্যদের বা তার না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি তারা লোমকূপগুলোর মাধ্যমে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩০৮. থেরবাদী : মারকায়িক দেবতারা অশুচি বীর্যস্খলনকে অর্হতের কাছে দিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কী কারণে?

ভিন্নবাদী : তার মাঝে সংশয় উৎপন্ন করানোর জন্য।

থেরবাদী : অর্হতের সংশয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হতের সংশয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের শাস্তাকে নিয়ে সংশয় আছে? ধর্মকে নিয়ে সংশয় আছে? সংঘকে নিয়ে সংশয় আছে? আদিতে সংশয় আছে? শেষে সংশয় আছে? আদি ও শেষে সংশয় আছে? কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) সংশয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের শাস্তাকে নিয়ে সংশয় নেই? ধর্মকে নিয়ে সংশয় নেই? সংঘকে নিয়ে সংশয় নেই? আদিতে সংশয় নেই? শেষে সংশয় নেই? আদি ও শেষে সংশয় নেই? কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে (*পটিচ্চ সমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) সংশয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী যদি অর্হতের শাস্তাকে নিয়ে সংশয় না থাকে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে সংশয় না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের সংশয় আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের সংশয় আছে? তার কি শাস্তার প্রতি সংশয় আছে?... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে সংশয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতেরও কি সংশয় আছে? তার কি শাস্তার প্রতি সংশয় আছে?... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে সংশয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের সংশয় আছে, কিন্তু তার শাস্তার প্রতি সংশয় নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে সংশয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকেরও সংশয় আছে, কিন্তু তার শাস্তার প্রতি সংশয় নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে সংশয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় কীসের ফলে?

ভিন্নবাদী : খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে।

থেরবাদী : অর্হতের অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা যারা খায়, পান করে, ভোজন করে এবং আস্বাদন করে, তাদের সবারই কি এই অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] যারা যারা খায়, পান করে, ভোজন করে এবং আস্বাদন করে, তাদের সবারই কি এই অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শিশুরা খায়, পান করে, ভোজন করে এবং আস্বাদন করে, কিন্তু তাদের কি অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নপুংসকেরা খায়, পান করে, ভোজন করে এবং আস্বাদন করে, কিন্তু তাদের কি অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতারা খায়, পান করে, ভোজন করে এবং আস্বাদন করে, কিন্তু তাদের কি অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩০৯. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার [সেই বীর্যের জন্য কি বিশেষ কোনো] স্থান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের পায়খানা ও প্রস্রাব হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলনও হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে, এবং তার [সেই বীর্যের জন্য বিশেষ কোনো] স্থান নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের পায়খানা ও প্রস্রাব হয় খাওয়া, পান করা, ভোজন করা এবং আস্বাদন করার ফলে এবং তার [সেই পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য বিশেষ কোনো] স্থান নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩১০. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ যৌনমিলন করতে পারে, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে [অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে], কাশীর চন্দন

উপভোগ করতে পারে, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, এবং সাধারণ লোক যৌনমিলন করতে পারে, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে [অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে], কাশীর চন্দন উপভোগ করতে পারে, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, এবং অর্হৎ যৌনমিলন করতে পারে, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে [অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে], কাশীর চন্দন উপভোগ করতে পারে, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, কিন্তু অর্হৎ যৌনমিলন করতে পারে না, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে না, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে না[অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে না], কাশীর চন্দন উপভোগ করতে পারে না, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে না, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, কিন্তু সাধারণ লোক যৌনমিলন করতে পারে না, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে না, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে না[অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে না], কাশীর চন্দন উপভোগ করতে পারে না, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে না, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... মান পরিত্যক্ত হয়েছে... মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে... সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে... আলস্য পরিত্যক্ত হয়েছে... চঞ্চলতা পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্লজ্জতা পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে (*তালৰত্থুকতো*), সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

৩১১. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবিত হয়েছে... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*) ভাবিত হয়েছে... অলৌকিক

শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*) ভাবিত হয়েছে... ইন্দ্রিয় ভাবিত হয়েছে... বল ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন। তার করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে, কল্যাণ লব্ধ হয়েছে, ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে। তিনি সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছেন, বাধা সরিয়ে ফেলেছেন, পরিখা ভরাট করে ফেলেছেন (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*), উঠে গেছেন (*অব্বূল্হেসিকো*), অর্গলহীন হয়েছেন, আর্য হয়েছেন, পতাকা নামিয়ে নিয়েছেন, ভার নামিয়ে নিয়েছেন, বিসংযুক্ত হয়েছেন, বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছেন। দুঃখ তার পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে, উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে, মার্গ ভাবিত হযেছে। যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে, যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে, যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে, যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে, যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন হয়ে থাকেন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার

"অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

৩১২. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়, পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় না।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত... মোহ পরিত্যক্ত... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত... বোধ্যঙ্গ ভাবিত... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত... বোধ্যঙ্গ ভাবিত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত)

অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অশুচি বীর্যস্খলন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩১৩. থেরবাদী : অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা পৃথগজন বা সাধারণ লোক হয়েও শীলসম্পন্ন, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তাদের [ঘুমের মধ্যে] অশুচি বের হয় না। ভিক্ষুগণ, বুদ্ধশাসনের বাইরের যে ঋষিগণ কামের প্রতি লোভহীন, তাদেরও অশুচি বের হয় না। ভিক্ষুগণ, অর্হতের অশুচি বের হওয়ার কোনো কারণ নেই, কোনো সুযোগ নেই। (ম.ৰ. ৩৫৩)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অর্হতের অশুচি বীর্যস্খলন হয়" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "অর্হতের পরের উপহার আছে (*অত্থি অরহতো পরূপহারো*)" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎকে চীবর, খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান ও ঔষধপত্র অন্যরা এনে দিতে পারে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎকে চীবর, খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান ও ঔষধপত্র অন্যরা এনে দিতে পারে, তাহলে আপনার "অর্হতের পরের উপহার আছে (*অত্থি অরহতো পরূপহারো*)" বলা উচিত।

থেরবাদী : অর্হৎকে চীবর, খাদ্যদ্রব্য, বাসস্থান ও ঔষধপত্র অন্যরা এনে দিতে পারে, তাই অর্হতের পরের উপহার আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎকে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল

বা অর্হত্ত্ব অন্যরা এনে দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. অজ্ঞানতার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, "বিভিন্ন নারীপুরুষের নামধাম সম্পর্কে অর্হতের জ্ঞান থাকে না, তাই **অর্হতের অজ্ঞানতা আছে।** লোকজনের নামধামের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকায় **অর্হতের মাঝে সন্দেহও থাকে।** আর যেহেতু সেসমস্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে তথ্যাদি অন্যরাই অর্হৎকে দিয়ে থাকে, প্রকাশ করে থাকে, জানিয়ে দেয়, তাই **অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে।**" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে পূর্বসেলিয়রা। এই বিষয়গুলো নিয়েই ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ অধ্যায়ে থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩১৪. থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অবিদ্যা আছে? অবিদ্যার প্লাবন (*অৰিজ্জোঘো*), অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা (*অৰিজ্জানুসযো*), অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া (*অৰিজ্জাপরিযুট্ঠানং*), অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ (*নীৰরণ*) আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অবিদ্যা নেই? অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের অবিদ্যা না থাকে, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে এবং অবিদ্যা আছে, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, এবং অবিদ্যা আছে অবিদ্যার

প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু অবিদ্যা নেই? অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু অবিদ্যা নেই? অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ অজ্ঞানতাবশত প্রাণিহত্যা করতে পারে? অদত্ত জিনিস গ্রহণ করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, ভাঙনমূলক কথা বলতে পারে, কর্কশ কথা বলতে পারে, অনর্থক কথা বা বাজে আলাপে মগ্ন হতে পারে, সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে, লুটতরাজ করতে পারে, ডাকাতি করতে পারে, পরস্ত্রীর সাথে যেতে পারে, গ্রাম লুট করতে পারে, গঞ্জ (*নিগম*) লুট করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে, এবং সাধারণ লোক অজ্ঞানতাবশত প্রাণিহত্যা করতে পারে? অদত্ত জিনিস গ্রহণ করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, গঞ্জ ধ্বংস করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, এবং অর্হৎ অজ্ঞানতাবশত প্রাণিহত্যা করতে পারে? অদত্ত জিনিস গ্রহণ করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, গঞ্জ ধ্বংস করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু অর্হৎ অজ্ঞানতাবশত প্রাণিহত্যা করতে পারে না? অদত্ত জিনিস গ্রহণ করতে পারে না, মিথ্যা বলতে পারে না... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে না, গঞ্জ ধ্বংস করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু সাধারণ লোক অজ্ঞানতাবশত প্রাণিহত্যা করতে পারে না? অদত্ত জিনিস গ্রহণ করতে পারে না, মিথ্যা বলতে পারে না... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে না, গঞ্জ ধ্বংস করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা (*অঞ্ঞাণং*) আছে? ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, আদিতে অজ্ঞানতা আছে, শেষে অজ্ঞানতা আছে, আদি ও শেষে অজ্ঞানতা আছে, কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই? ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, আদিতে অজ্ঞানতা নেই, শেষে অজ্ঞানতা নেই, আদি ও শেষে অজ্ঞানতা নেই, কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা না থাকে, ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা না থাকে, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা না থাকে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞানতা না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে, এবং শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, এবং শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা

আছে, ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই, সংঘের ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩১৫. থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে (*তালৰত্তকতো*), সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম]

হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন হয়ে থাকেন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

৩১৬. থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?
ভিন্নবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অজ্ঞানতা আছে, পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অজ্ঞানতা নেই।
থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত)

অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে...পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে...পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অজ্ঞানতা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩১৭. থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? 'এই হচ্ছে রূপ, এই হচ্ছে রূপের উৎপত্তি, এই হচ্ছে রূপের অস্তগমন, এই হচ্ছে বেদনা... এই হচ্ছে সংজ্ঞা... এই হচ্ছে সংস্কার... এই হচ্ছে বিজ্ঞান, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের অস্তগমন।' ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৩.১০১)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? ভিক্ষুগণ, 'এই হচ্ছে দুঃখ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। 'এই হচ্ছে দুঃখের উৎপত্তি' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। 'এই হচ্ছে দুঃখের নিরোধ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। 'এই হচ্ছে দুঃখের নিরোধগামী পথ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে, এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৫.১০৯৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে না জেনে, পরিপূর্ণভাবে না জেনে, আলোকিত না করে, পরিত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে জেনে, পরিপূর্ণভাবে জেনে, আলোকিত করে, পরিত্যাগ করে তবেই দুঃখক্ষয় সম্ভব। (স.নি. ৪.২৬)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"দর্শনসম্পদের সাথে সাথে
তার আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা
এই তিনটা বিষয় পরিত্যক্ত হয়।
চারি অপায় থেকে সে একদম মুক্ত হয়।
ছয়টি গুরুতর কাজ (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা,
সংঘভেদ, বুদ্ধকে আহত করা, অন্যধর্ম গ্রহণ)
তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।" (খু.পা. ৬.১০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে আর্যশ্রাবকের বিরজ বিমল ধর্মচোখ উৎপন্ন হয় – 'যা-কিছু উৎপত্তিধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী' সেই দর্শন উৎপত্তির সাথে সাথে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন পরিত্যক্ত হয়, 'আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা।' " সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্র জানা নাও থাকতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানা নাও থাকতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানা নাও থাকতে পারে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্র জানা না থাকে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানা না থাকে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানা না থাকে, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "অর্হতের অজ্ঞানতা আছে"।

থেরবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্র জানা নাও থাকতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানা নাও থাকতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানা নাও থাকতে পারে, সে-কারণে অর্হতের অজ্ঞানতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল বা অর্হত্ত্বফলের ব্যাপারে জানে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. সন্দেহের কথা

৩১৮. থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ (*কঙ্খা*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের সংশয় (ৰিচিকিচ্ছা) আছে? সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ (*নীৰরণ*) আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) নেই? সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ (*নীৰরণ*) নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের সংশয় না থাকে, সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ (*নীৰরণ*) না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের সন্দেহ আছে এবং সংশয় আছে, সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে এবং সংশয় আছে, সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে, কিন্তু সংশয় নেই? সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের সন্দেহ আছে, কিন্তু সংশয় নেই? সংশয় দ্বারা অভিভূত হওয়া, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ (*কঙ্খা*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ (*কঙ্খা*) আছে? ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ আছে, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ আছে, শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, আদিতে সন্দেহ আছে, শেষে সন্দেহ আছে, আদি ও শেষে সন্দেহ আছে, কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষ

বিষয়গুলোর ব্যাপারে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ নেই? ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ নেই, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ নেই, শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, আদিতে সন্দেহ নেই, শেষে সন্দেহ নেই, আদি ও শেষে সন্দেহ নেই, কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ না থাকে, ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ না থাকে, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ না থাকে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ না থাকে, তাহলে আপনার "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের সন্দেহ আছে, এবং শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ আছে, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ আছে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে, এবং শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ আছে, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ আছে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ নেই, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের সন্দেহ আছে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে সন্দেহ নেই, ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ নেই, সংঘের ব্যাপারে সন্দেহ নেই... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩১৯. থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত

হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে... লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে; অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন হয়ে থাকেন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

৩২০. থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ আছে, পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ নেই।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে... লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে; নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা

পরিত্যক্ত হয়েছে... লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে; পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার সন্দেহ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২১. থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? 'এই হচ্ছে রূপ... এই হচ্ছে বিজ্ঞানের অস্তগমন।' ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৩.১০১)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? ভিক্ষুগণ, 'এই হচ্ছে দুঃখ'... 'এই হচ্ছে দুঃখের নিরোধগামী পথ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে, এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৫.১০৯৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে না জেনে, পরিপূর্ণভাবে না জেনে, আলোকিত না করে, পরিত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে জেনে, পরিপূর্ণভাবে জেনে, আলোকিত করে, পরিত্যাগ করে তবেই দুঃখক্ষয় সম্ভব। (স.নি. ৪.২৬)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"দর্শনসম্পদের সাথে সাথে তার
আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা
এই তিনটা বিষয় পরিত্যক্ত হয়।
চারি অপায় থেকে সে একদম মুক্ত হয়।
ছয়টি গুরুতর কাজ (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা,
সংঘভেদ, বুদ্ধকে আহত করা, অন্যধর্ম গ্রহণ)
তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।" (খু.পা. ৬.১০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে আর্যশ্রাবকের বিরজ বিমল ধর্মচোখ উৎপন্ন হয় – 'যা-কিছু উৎপত্তিধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী' সেই দর্শন উৎপত্তির সাথে সাথে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন পরিত্যক্ত হয়, 'আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা।' " সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

যখন উদ্যমী ধ্যানরত ব্রাহ্মণের কাছে
বিষয়গুলো (ধম্মা) আবির্ভূত হয়,
তখন সকল সন্দেহের নিরসন হয়,
যেহেতু তখন সে বিষয়গুলোকে কারণ সহকারে প্রকৃতভাবে জানে।

যখন উদ্যমী ধ্যানরত ব্রাহ্মণের কাছে
বিষয়গুলো (ধম্মা) আবির্ভূত হয়,
তখন সকল সন্দেহের নিরসন হয়,
যেহেতু তখন সে কারণগুলোর ক্ষয়কে জানে।

যখন উদ্যমী ধ্যানরত ব্রাহ্মণের কাছে
বিষয়গুলো (ধম্মা) আবির্ভূত হয়,
তখন সে মারসেনাদলকে হটিয়ে দিয়ে থাকে,
আকাশে সূর্যের আলোকিত করার মতো।

ইহলোক বা পরলোকের যেকোনো সন্দেহ,
সেটা থেরবাদীর হোক বা ভিন্নবাদীর হোক,
ধ্যানী তার সবগুলোকেই পরিত্যাগ করে,
এবং উদ্যমী হয়ে ব্রহ্মচর্য নিয়ে জীবনযাপন করে।

সন্দেহে অভিভূত প্রাণীদের মধ্যে যারা সন্দেহকে অতিক্রম করেছে,
যারা অসংশয়ী এবং বিসংযুক্ত, তাদেরকে দিলে মহাফল হয়।

এখানে এভাবে যে ধর্মকে প্রকাশ করা হয়েছে
তাতে কোনো শ্রাবকেরই কোনো সন্দেহ নেই।
সংশয় ছিন্নকারী, প্লাবন অতিক্রমকারী,
জনতার ইন্দ্র জিন বুদ্ধকে আমরা নমস্কার করি।
(দী.নি. ২.৩৫৪)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "অর্হতের সন্দেহ আছে" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা নিয়ে সন্দেহ থাকে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "অর্হতের সন্দেহ আছে"।

থেরবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, সে-কারণে অর্হতের সন্দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল বা অর্হত্ত্বফলের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪. অপরের সহায়তার কথা

৩২২. থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা (*পরৰিতারণ*) লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ তাহলে অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত, অন্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যের উপর বেঁচে থাকে, কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না, বিমূঢ়, অসম্প্রজ্ঞানী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত নয়, অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, অন্যের উপর বেঁচে থাকে না, সে জানে, দেখে, অবিমূঢ় এবং সম্প্রজ্ঞানী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত না হয়, অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়, অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়, অন্যের উপর না বাঁচে, সে জানে, দেখে, অবিমূঢ় এবং সম্প্রজ্ঞানী, তাহলে আপনার "অর্হতের অপরের

সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অপরের সহায়তা লাগে এবং সে অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত, অন্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যের উপর বেঁচে থাকে, কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না, বিমূঢ়, অসম্প্রজ্ঞানী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে এবং সে অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত, অন্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যের উপর বেঁচে থাকে, কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না, বিমূঢ়, অসম্প্রজ্ঞানী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে, কিন্তু সে অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত নয়, অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, অন্যের উপর বেঁচে থাকে না, সে জানে, দেখে, অবিমূঢ় এবং সম্প্রজ্ঞানী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অপরের সহায়তা লাগে, কিন্তু সে অন্যজন কর্তৃক পরিচালিত নয়, অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, অন্যের উপর বেঁচে থাকে না, সে জানে, দেখে, অবিমূঢ় এবং সম্প্রজ্ঞানী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের কি শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে? ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে, সংঘের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে, শিক্ষার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে, আদিতে অপরের সহায়তা লাগে, শেষে অপরের সহায়তা লাগে, আদি ও শেষে অপরের সহায়তা লাগে, কারণসাপেক্ষতা (*ইদপ্পচ্চযতা*) এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে (*পটিচ্চসমুপ্পন্নেসু ধম্মেসু*) অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না? ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা না লাগে,

ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা না লাগে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা না লাগে, তাহলে আপনার "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অপরের সহায়তা লাগে, এবং তার শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে, ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে, এবং তার শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে, ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না? ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ লোকের অপরের সহায়তা লাগে, কিন্তু তার শাস্তার ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না? ধর্মের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না... কারণসাপেক্ষতা এবং কারণসাপেক্ষ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২৩. থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের লোভ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়ে থাকে,

সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো [পুনরায় গজাতে অক্ষম] হয়েছে (*তালৰত্থুকতো*), সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়... অর্হতের লোভ পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... অর্হতের দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন হয়ে থাকেন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনার "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

৩২৪. থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে, পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ
বিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে না।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (রাগ) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তবুও তার অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে...পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে... লোভ (রাগ) পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... নিজ বিষয়ে দক্ষ (*সধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*ৰীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তবুও তার অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হতের লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়েছে, তাই তার অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত)

অর্হতের দ্বেষ পরিত্যক্ত হয়েছে... মোহ পরিত্যক্ত হয়েছে...পাপে নির্ভয়তা পরিত্যক্ত হয়েছে...... লোভ (রাগ) পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য... মোহ পরিত্যাগের জন্য... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগের জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে... পর-বিষয়ে দক্ষ (*পরধম্মকুসলস্স*) (অর্থাৎ উভয়ভাগ বিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিজ বিষয়ে দক্ষ (সধম্মকুসলস্স) (অর্থাৎ প্রজ্ঞাবিমুক্ত) অর্হৎ হচ্ছেন লোভহীন (*বীতরাগ*), দ্বেষহীন, মোহহীন... যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা তার সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, তাই তার অপরের সহায়তা লাগে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২৫. থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? 'এই হচ্ছে রূপ... এই হচ্ছে বিজ্ঞানের অস্তগমন।' ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৩.১০১)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয়ের ব্যাপারে বলে থাকি, না জেনে নয়, না দেখে নয়। ভিক্ষুগণ, কী জেনে, কী দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? ভিক্ষুগণ, 'এই হচ্ছে দুঃখ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। 'এই হচ্ছে দুঃখের উৎপত্তি'... 'এই হচ্ছে দুঃখের নিরোধ'... 'এই হচ্ছে দুঃখের নিরোধগামী পথ' এভাবে জেনে এবং দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে জেনে, এভাবে দেখে আসবগুলোর ক্ষয় হয়। (স.নি. ৫.১০৯৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে না জেনে, পরিপূর্ণভাবে না জেনে, আলোকিত না করে, পরিত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, সবকিছু বিশেষভাবে জেনে, পরিপূর্ণভাবে জেনে, আলোকিত করে, পরিত্যাগ করে তবেই দুঃখক্ষয় সম্ভব। (স.নি. ৪.২৬)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"দর্শনসম্পদের সাথে সাথে তার...
ছয়টি গুরুতর কাজ তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।"
(খু.পা. ৬.১০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে আর্যশ্রাবকের বিরজ বিমল ধর্মচোখ উৎপন্ন হয় – 'যা-কিছু উৎপত্তিধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী' সেই দর্শন উৎপত্তির সাথে সাথে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন পরিত্যক্ত হয়, 'আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা।' " সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"হে ধোতক, জগতে যে সংশয়াকীর্ণ,
আমি তাকে মুক্তি দিতে অক্ষম।
তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মকে জান এবং
এভাবেই এই প্লাবনকে অতিক্রম কর।"
(সু.নি. ১০৭০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণে "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের জন্য অপরের সহায়তা লাগে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগে, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে"।

থেরবাদী : অর্হতের নারী পুরুষের নাম-গোত্রের জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, কোনটা পথ কোনটা বিপথ তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, ঘাস কাঠ ও গাছপালার কোনটা কী নাম তা জানার জন্য অপরের সহায়তা লাগতে পারে, সে-কারণে অর্হতের অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল বা অনাগামীফল বা অর্হত্ত্বফলের ব্যাপারে অপরের সহায়তা লাগে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫. বাক্যোচ্চারণের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, "স্রোতাপত্তিমার্গক্ষণে প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তির মুখ থেকে 'দুঃখ' কথাটি উচ্চারিত হয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে পূর্বসেলিয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩২৬. থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ (*ৰচীভেদো*) হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির **সর্বত্র** বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ (*ৰচীভেদো*) হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির **সর্বদা** বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট **সবারই** বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সকল ধ্যানসমাপত্তিতে বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির দৈহিক অভিব্যক্তি (*কাযভেদো*) হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির দৈহিক অভিব্যক্তি হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য থাকে, এবং বাক্য উচ্চারণও হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির দেহ থাকে, এবং দৈহিক অভিব্যক্তিও হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির দেহ থাকে, কিন্তু দৈহিক অভিব্যক্তি হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য থাকে, কিন্তু বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২৭. থেরবাদী : দুঃখকে জেনে সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তিকে জেনে সে "উৎপত্তি" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখকে জেনে সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নিরোধকে জেনে সে "নিরোধ" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখকে জেনে সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মার্গকে জেনে সে "মার্গ" কথাটি উচ্চারণ করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে জেনেও সে "উৎপত্তি" কথাটি উচ্চারণ করে না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দুঃখকে জেনেও সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধকে জেনেও সে "নিরোধ" কথাটি উচ্চারণ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দুঃখকে জেনেও সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গকে জেনেও সে "মার্গ" কথাটি উচ্চারণ করে না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দুঃখকে জেনেও সে "দুঃখ" কথাটি উচ্চারণ করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২৮. থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র (*গোচর*) কী?
ভিন্নবাদী : [আর্য]সত্য হচ্ছে জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র।
থেরবাদী : [আর্য]সত্য কি কানের (অর্থাৎ কানবিজ্ঞানের) বিচরণক্ষেত্র?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কানের বিচরণক্ষেত্র কী?
ভিন্নবাদী : শব্দ হচ্ছে কানের বিচরণক্ষেত্র।
থেরবাদী : শব্দ কি জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়, [আর্য]সত্য হচ্ছে তার জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র, এবং শব্দ হচ্ছে তার কানের বিচরণক্ষেত্র?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি [আর্য]সত্য তার জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র হয়, এবং শব্দ তার কানের বিচরণক্ষেত্র হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়, [আর্য]সত্য হচ্ছে তার জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র, এবং শব্দ হচ্ছে তার কানের বিচরণক্ষেত্র?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেক্ষেত্রে তার দুটো স্পর্শ, দুটো বেদনা, দুটো সংজ্ঞা, দুটো চেতনা, দুটো চিত্ত কি একত্রে সংঘটিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩২৯. থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : পানিকৃৎস্ন... তেজকৃৎস্ন... বায়ুকৃৎস্ন... নীলকৃৎস্ন... হলদে কৃৎস্ন... লাল কৃৎস্ন... সাদা কৃৎস্ন... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ না হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : পানিকৃৎস্ন... তেজকৃৎস্ন... বায়ুকৃৎস্ন... নীলকৃৎস্ন... হলদে কৃৎস্ন... লাল কৃৎস্ন... সাদা কৃৎস্ন... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ না হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লৌকিয় সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি লৌকিয় সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ না হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : লৌকিয় প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি লৌকিয় প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ না হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : লৌকিয় দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি লৌকিয় চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ না হয়, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

৩৩০. থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট

ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লৌকিয় প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লৌকিয় দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

৩৩১. থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

৩৩২. ভিন্নবাদী : "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক বিচার হচ্ছে বাক্যসংস্কার, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, বিতর্ক বিচার হচ্ছে বাক্যসংস্কার, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার থাকে", তাহলে আপনার "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক বিচার হচ্ছে বাক্যসংস্কার, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", তাই প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্নের প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে, তাই পৃথিবীকৃৎস্নের প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক বিচার হচ্ছে বাক্যসংস্কার, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", তাই প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পানিকৃৎস্নের... তেজকৃৎস্নের... বায়ু কৃৎস্নের... নীল কৃৎস্নের... হলদে কৃৎস্নের... লাল কৃৎস্নের... সাদা কৃৎস্নের প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে, তাই সাদাকৃৎস্নের প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক থেকেই বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, বিতর্ক থেকেই বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার থাকে", তাহলে আপনার "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক থেকেই বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", তাই প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, সংজ্ঞা থেকে বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা আছে", তাই দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক থেকেই বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার আছে", তাই প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, সংজ্ঞা থেকে বাক্য উৎপন্ন হয়, এবং "তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা আছে", তাই নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

৩৩৩. থেরবাদী : ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য নিরুদ্ধ হয়"। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য নিরুদ্ধ হয়" সূত্রে এমনই আছে, এবং তবুও সেই ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক ও বিচার নিরুদ্ধ হয়" সূত্রে এমনই আছে, এবং তবুও সেই ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিতর্ক বিচার থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "প্রথম ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য নিরুদ্ধ হয়" সূত্রে এমনই আছে, এবং তবুও সেই ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "তৃতীয় ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রীতি নিরুদ্ধ হয়... চতুর্থ ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়... আকাশ-অনন্ত-আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়... আকিঞ্চনায়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়... অনুভূত সংজ্ঞার নিরোধে (*সঞ্ঞাৰেদযিতনিরোধং*) প্রবিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়," সূত্রে এমনই আছে, এবং তবুও অনুভূত সংজ্ঞার নিরোধে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা ও বেদনা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা, তাহলে আপনার বলা উচিত : "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়"।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা, তবুও ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, বিতর্ক-বিচার হচ্ছে দ্বিতীয় ধ্যানের কাঁটা... প্রীতি হচ্ছে তৃতীয় ধ্যানের কাঁটা... শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে চতুর্থ

ধ্যানের কাঁটা... রূপসংজ্ঞা হচ্ছে আকাশ-অনন্ত-আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির কাঁটা... আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা হচ্ছে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির কাঁটা... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা হচ্ছে আকিঞ্চনায়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির কাঁটা... আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা হচ্ছে নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা আয়তনে প্রবিষ্ট ব্যক্তির কাঁটা... সংজ্ঞা ও বেদনা হচ্ছে অনুভূত সংজ্ঞার নিরোধে (*সঞ্ঞাবেদযিত নিরোধ*) প্রবিষ্ট ব্যক্তির কাঁটা (অ.নি. ১০.৭২), তবুও অনুভূত-সংজ্ঞার-নিরোধে প্রবিষ্ট ব্যক্তির সজ্ঞা ও বেদনা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "আনন্দ, ভগবান অর্হৎ সিখি সম্যকসম্বুদ্ধের অভিভূ নামক শিষ্য ব্রহ্মলোকে থেকে দশহাজার বিশ্বজগতে (*লোকধাতুং*) নিজের কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল এই বলে -

উঠো, বেরোও, বুদ্ধশাসনে নিয়োজিত হও।
হাতি যেভাবে নলখাগড়া দিয়ে তৈরি ঘরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে,
তেমনি তোমরাও মৃত্যুরাজের সৈন্যদলকে ধ্বংস কর।
যে এই ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করে,
সে এই সংসারচক্রে জন্মগ্রহণকে পরিত্যাগ করে,
এবং দুঃখের অন্তসাধন করে। (স.নি. ১.২৮৫)"

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ধ্যানে প্রবিষ্ট ব্যক্তির বাক্য উচ্চারণ হয়।

৬. দুঃখ আহরণের কথা

[[[পুব্বসেলিয়দের অভিমত ছিল যে, " 'দুঃখ, দুঃখ' শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে দুঃখে জ্ঞান আহরিত হয় বা দুঃখে জ্ঞান আসে, সেটাকেই বলা হয় **দুঃখ আহরণ** (*দুক্খাহারো*)। তা হচ্ছে মার্গাঙ্গ এবং মার্গের অন্তর্ভুক্ত।" এই বিষয়টি নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৩৪. থেরবাদী : দুঃখ আহরণ হচ্ছে মার্গাঙ্গ এবং মার্গের অন্তর্ভুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে যারা "দুঃখ" শব্দ উচ্চারণ করে, তারা সবাই মার্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যারা "দুঃখ" শব্দ উচ্চারণ করে, তারা সবাই মার্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মূর্খ সাধারণ লোক "দুঃখ" শব্দ উচ্চারণ করে, তাহলে তারা মার্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাতৃঘাতক... পিতৃঘাতক... অর্হৎ হত্যাকারী... রক্তপাতকারী... সংঘভেদকারী "দুঃখ" শব্দ উচ্চারণ করে, তাহলে সংঘভেদকারী মার্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. চিত্তের স্থিতি কথা

[[[কেউ কেউ দেখে যে, সমাপত্তিচিত্ত বা ধ্যানচিত্ত এবং ভবাঙ্গচিত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। তা দেখে তারা মনে করে, "কেবল একটি চিত্তই চিরকাল ধরে বিরাজ করে"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে পূর্বোক্ত **অন্ধক মতবাদীরা।** এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৩৫. থেরবাদী : এক চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্ধেক দিন হয় তার উৎপত্তিক্ষণ, অর্ধেক দিন হয় তার বিলয়ক্ষণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক চিত্ত দুই দিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একদিন হয় তার উৎপত্তিক্ষণ, একদিন হয় তার বিলয়ক্ষণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক চিত্ত চার দিন থাকে... আট দিন থাকে... দশ দিন থাকে... বিশ দিন থাকে... এক মাস থাকে... দুই মাস থাকে... চার মাস থাকে... আট মাস থাকে... দশ মাস থাকে... সারা বছর থাকে... দুই বছর থাকে... চার বছর থাকে... আট বছর থাকে... দশ বছর থাকে... বিশ বছর থাকে... ত্রিশ বছর থাকে... চল্লিশ বছর থাকে... পঞ্চাশ বছর থাকে... একশ

বছর থাকে... দুইশ বছর থাকে... চারশ বছর থাকে... পাঁচশ বছর থাকে... এক হাজার বছর থাকে... দুই হাজার বছর থাকে... চার হাজার বছর থাকে... আট হাজার বছর থাকে... ষোলো হাজার বছর থাকে... এক কল্প থাকে... দুই কল্প থাকে... চার কল্প থাকে... আট কল্প থাকে... ষোলো কল্প থাকে... বত্রিশ কল্প থাকে... চৌষট্টি কল্প থাকে... পাঁচশ কল্প থাকে... এক হাজার কল্প থাকে... দুই হাজার কল্প থাকে... চার হাজার কল্প থাকে... আট হাজার কল্প থাকে... ষোলো হাজার কল্প থাকে... বিশ হাজার কল্প থাকে... চল্লিশ হাজার কল্প থাকে... ষাট হাজার কল্প থাকে... চুরাশি হাজার কল্প থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেয়াল্লিশ হাজার কল্প হয় সেই চিত্তের উৎপত্তিক্ষণ, বেয়াল্লিশ হাজার কল্প হয় বিলয়ক্ষণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্যান্য বিষয় কি আছে যেগুলো একদিনে বহুবার উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই বিষয়গুলো কি চিত্তের মতোই দ্রুত পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই বিষয়গুলো কি চিত্তের মতোই দ্রুত পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একটি বিষয়ও দেখছি না যা চিত্তের মতো এত দ্রুত পরিবর্তনশীল। ভিক্ষুগণ, চিত্ত যে কত দ্রুত পরিবর্তনশীল, তার উপমা দেয়া সহজ নয়। (অ.নি. ১.৪৮)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "সেই বিষয়গুলো চিত্তের মতোই দ্রুত পরিবর্তনশীল" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সেই বিষয়গুলো চিত্তের মতোই দ্রুত পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, বানর যেমন বনে অরণ্যে বিচরণকালে একটি ডাল ধরে, তা ছেড়ে দিয়ে আরেক ডালে যায়, তা ছেড়ে দিয়ে আরেক ডালে যায়, ঠিক এভাবেই, ভিক্ষুগণ, যেটাকে চিত্ত বলা হয়ে থাকে, সেটাই মন, সেটাই বিজ্ঞান, সেটাই রাতদিন একটা নিরুদ্ধ হলে আরেকটা উৎপন্ন হয়। (স.নি. ২.৬১)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "সেই বিষয়গুলো চিত্তের মতোই দ্রুত পরিবর্তনশীল" বলাটা উচিত নয়।

৩৩৬. থেরবাদী : এক চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কানবিজ্ঞান... নাকবিজ্ঞান... জিহ্বাবিজ্ঞান... কায়বিজ্ঞান... অকুশল চিত্ত... লোভযুক্ত... দ্বেষযুক্ত... মোহযুক্ত... মানযুক্ত... মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত... সংশয়যুক্ত... আলস্যযুক্ত... চঞ্চলতাযুক্ত... পাপে নির্লজ্জতাযুক্ত... পাপে নির্ভয়তাযুক্ত চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে চিত্তের দ্বারা চোখ দিয়ে রূপ দেখা হয়, সেই চিত্ত দ্বারা কান দিয়ে শব্দ শোনা হয়... নাক দিয়ে গন্ধ নেয়া হয়... জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেয়া হয়... কায় দিয়ে স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পাওয়া যায়... মন দিয়ে বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়... যে চিত্তের দ্বারা মন দিয়ে বিষয়কে বিশেষভাবে জানা যায়, সেই চিত্ত দ্বারা চোখ দিয়ে রূপ দেখা হয়... কান দিয়ে শব্দ শোনা হয়... নাক দিয়ে গন্ধ নেয়া হয়... জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেয়া হয়... কায় দিয়ে স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক চিত্ত একদিন থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে চিত্তের দ্বারা যাওয়া হয়, সেই চিত্তের দ্বারাই আসা হয়; যে

চিত্তের দ্বারা আসা হয়, সেই চিত্তের দ্বারাই যাওয়া হয়; যে চিত্তের দ্বারা সামনে তাকানো হয়, সেই চিত্তের দ্বারাই আশেপাশে তাকানো হয়; যে চিত্তের দ্বারা আশেপাশে তাকানো হয়, সেই চিত্তের দ্বারাই সামনে তাকানো হয়; যে চিত্তের দ্বারা হাত-পা গুটিয়ে নেয়া হয়, সেই চিত্তের দ্বারাই হাত-পা প্রসারিত করা হয়, যে চিত্তের দ্বারা হাত-পা প্রসারিত করা হয় সেই চিত্তের দ্বারাই হাত-পা গুটিয়ে নেয়া হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৩৭. থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের এক চিত্তই যাবজ্জীবন ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের এক চিত্তই যাবজ্জীবন ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের এক চিত্তই যাবজ্জীবন ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চতুর্মহারাজিক দেবতাদের... তাবতিংস দেবতাদের... যাম দেবতাদের... তুষিত দেবতাদের... নির্মাণরতি দেবতাদের... পরনির্মিত বশবর্তী দেবতাদের... ব্রহ্মপরিষদ দেবতাদের... ব্রহ্মপুরোহিত দেবতাদের... মহাব্রহ্মা দেবতাদের... পরিত্তাভ দেবতাদের... অপ্রমাণাভ দেবতাদের... আভস্সর দেবতাদের... পরিত্তশুভ দেবতাদের... অপ্রমাণশুভ দেবতাদের... শুভকিন্হ দেবতাদের... বেহপ্ফল দেবতাদের... অবিহ দেবতাদের... অতপ্প দেবতাদের... সুদর্শন দেবতাদের... সুদর্শী দেবতাদের... অকনিট্ঠ দেবতাদের এক চিত্তই যাবজ্জীবন ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের আয়ু হচ্ছে বিশ হাজার কল্প, সেই আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের এক চিত্তই বিশ হাজার কল্প ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের আয়ু হচ্ছে একশ বছর, মানুষদের এক চিত্তই একশ বছর ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের আয়ু হচ্ছে বিশ হাজার কল্প, সেই আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের এক চিত্তই বিশ হাজার কল্প ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চতুর্মহারাজিক দেবতাদের আয়ু হচ্ছে পাঁচশ বছর, সেই চতুর্মহারাজিক দেবতাদের এক চিত্তই পাঁচশ বছর ধরে থাকে... এক হাজার বছর ধরে থাকে... দুই হাজার বছর ধরে থাকে... চার হাজার বছর ধরে থাকে... আট হাজার বছর ধরে থাকে... ষোলো হাজার বছর ধরে থাকে... এক কল্পের তিনভাগের একভাগ সময় ধরে থাকে... আধা কল্প ধরে থাকে... এক কল্প ধরে থাকে... দুই কল্প ধরে থাকে... চার কল্প ধরে থাকে... আট কল্প ধরে থাকে... ষোলো কল্প ধরে থাকে... বত্রিশ কল্প ধরে থাকে... চৌষট্টি কল্প ধরে থাকে... পাঁচশ কল্প ধরে থাকে... এক হাজার কল্প ধরে থাকে... দুই হাজার কল্প ধরে থাকে... চার হাজার কল্প ধরে থাকে... আট হাজার কল্প ধরে থাকে... অকনিট্ঠ দেবতাদের আয়ু হচ্ছে ষোলো হাজার কল্প, সেই অকনিট্ঠ দেবতাদের এক চিত্তই ষোলো হাজার কল্প ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের চিত্ত মুহূর্তে উৎপন্ন হয়, মুহূর্তে নিরুদ্ধ হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতারা মুহূর্তে চ্যুত হয়, মুহূর্তে উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতাদের এক চিত্তই যাবজ্জীবন ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উৎপন্ন দেবতারা যে চিত্ত নিয়ে উৎপন্ন হয়, সেই চিত্ত নিয়েই চ্যুত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮. ছাইয়ের কথা

[[[সূত্রে আছে, "ভিক্ষুগণ, সবকিছু জ্বলছে (সং.নি. ৪.৩৮; মহাৰ. ৫৪)।" "সকল সংস্কার হচ্ছে দুঃখ (ধ.প. ২৭৮)।" এ ধরনের সূত্রগুলোকে বিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ না করে যারা মনে করে যে, "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে উত্তপ্ত ছাই, নিভে যাওয়া অঙ্গার মিশ্রিত ছাইয়ের নরকের মতো" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **গোকুলিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৩৮. থেরবাদী : নির্বিশেষে (*অনোধিং কত্বা*) সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুখ বেদনা আছে, দৈহিক সুখ, মানসিক সুখ, দিব্য সুখ, মনুষ্য সুখ, লাভসুখ, সৎকারসুখ, যানবাহন সুখ, শোয়ার সুখ, প্রশাসকের (*ইস্সরিয*) সুখ, আধিপত্য সুখ, গৃহীসুখ, শ্রামণ্যসুখ, আসবযুক্ত সুখ, আসবহীন সুখ, তৃষ্ণাযুক্ত সুখ, তৃষ্ণাবিহীন সুখ, আমিষযুক্ত সুখ, নিরামিষ সুখ, প্রীতিযুক্ত সুখ, প্রীতিহীন সুখ, ধ্যানসুখ, বিমুক্তিসুখ, কামসুখ, সংসারত্যাগ সুখ, নির্জনতা (*ৰিৰেক*) সুখ, উপশমসুখ, সম্বোধিসুখ আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সুখ বেদনা থাকে... সম্বোধিসুখ থাকে, তাহলে আপনার "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল সংস্কারই কি দুঃখ বেদনা, দৈহিক দুঃখ, মানসিক দুঃখ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, বিষণ্নতা, মনস্তাপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সবকিছুই জ্বলছে। ভিক্ষুগণ, কোন সবকিছু জ্বলছে? ভিক্ষুগণ, চোখ জ্বলছে, রূপ জ্বলছে, চোখবিজ্ঞান জ্বলছে, চোখের সংস্পর্শ জ্বলছে। এই যে চোখের সংস্পর্শের কারণে অনুভূত সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ উৎপন্ন হয় তাও জ্বলছে।

কীসের দ্বারা জ্বলছে? আমি বলি, 'তারা রাগ বা লোভের আগুনে জ্বলছে, দ্বেষের আগুনে জ্বলছে, মোহের আগুনে জ্বলছে, জন্ম, বার্ধক্য, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, বিষাদ ও মনস্তাপে জ্বলছে।' কান জ্বলছে, শব্দ জ্বলছে... নাক জ্বলছে, গন্ধ জ্বলছে... জিহ্বা জ্বলছে, স্বাদ জ্বলছে... দেহ জ্বলছে, স্পর্শযোগ্য জ্বলছে... মন জ্বলছে, বিষয় (*ধম্ম*) জ্বলছে, মনোবিজ্ঞান জ্বলছে, মনের সংস্পর্শ জ্বলছে। এই যে মনের সংস্পর্শের কারণে অনুভূত সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ উৎপন্ন হয় তাও জ্বলছে। কীসে জ্বলছে? আমি বলি, 'তারা রাগ বা লোভের আগুনে জ্বলছে, দ্বেষের আগুনে জ্বলছে, মোহের আগুনে জ্বলছে, জন্ম, বার্ধক্য, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, বিষাদ ও মনস্তাপে জ্বলছে।' (ম.ৰ. ৫৪)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণে "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলা উচিত।

থেরবাদী : নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি কাম্য বিষয় (*কামগুণ*)! কোন পাঁচটি? চোখ দ্বারা জানা যায় এমন রূপ যা হচ্ছে ইষ্ট, সুন্দর, মনোজ্ঞ, আকর্ষণীয় (*পিযরূপ*), মনের মতন (*কামূপসংহিত*) এবং মুগ্ধ হওয়ার মতো, কান দ্বারা জানা যায় এমন শব্দ... নাক দ্বারা জানা যায় এমন গন্ধ... জিহ্বা দ্বারা জানা যায় এমন স্বাদ... কায় দ্বারা জানা যায় এমন স্পর্শযোগ্য জিনিস যা হচ্ছে যা হচ্ছে ইষ্ট, সুন্দর, মনোজ্ঞ, আকর্ষণীয়, মনের মতন এবং মুগ্ধ হওয়ার মতো। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি কাম্য বিষয়।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভই হয়েছে, ভালো লাভ হয়েছে, কেননা তোমরা ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাস করার এমন

ক্ষণ লাভ করেছ। ভিক্ষুগণ, আমি **ছয়স্পর্শায়তন** নামক নরক দেখেছি। সেখানে চোখ দিয়ে যেকোনো রূপ দেখলে অকাম্য রূপই দেখা যায়, কাম্য রূপ নয়; অসুন্দর রূপই দেখা যায়, সুন্দর রূপ নয়; অমনোজ্ঞ রূপই দেখা যায়, মনোজ্ঞ রূপ নয়। কান দিয়ে যেকোনো শব্দ শুনলে... নাক দিয়ে যেকোনো গন্ধ পেলে... জিহ্বা দিয়ে যেকোনো স্বাদ পেলে... দেহে কোনো স্পর্শযোগ্য জিনিসের স্পর্শ হলে... মনে কোনো বিষয়কে বিশেষভাবে জানা হলে তাতে কেবল অকাম্য রূপই জানা যায়, কাম্য রূপ নয়; অসুন্দর রূপই জানা যায়, সুন্দর রূপ নয়; অমনোজ্ঞ রূপই জানা যায়, মনোজ্ঞ রূপ নয়। (স.নি. ৪.১৩৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণে "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলা উচিত।

থেরবাদী : নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভই হয়েছে, ভালো লাভ হয়েছে, কেননা তোমরা ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাস করার এমন ক্ষণ লাভ করেছ। ভিক্ষুগণ, আমি **ছয় স্পর্শায়তন** নামক স্বর্গ দেখেছি। সেখানে চোখ দিয়ে যেকোনো রূপ দেখলে কাম্য রূপই দেখা যায়, অকাম্য রূপ নয়; সুন্দর রূপই দেখা যায়, অসুন্দর রূপ নয়; মনোজ্ঞ রূপই দেখা যায়, অমনোজ্ঞ রূপ নয়। কান দিয়ে যেকোনো শব্দ শুনলে... নাক দিয়ে যেকোনো গন্ধ পেলে... জিহ্বা দিয়ে যেকোনো স্বাদ পেলে... দেহে কোনো স্পর্শযোগ্য জিনিসের স্পর্শ হলে... মনে কোনো বিষয়কে বিশেষভাবে জানা হলে তাতে কেবল কাম্য রূপই জানা যায়, অকাম্য রূপ নয়; সুন্দর রূপই জানা যায়, অসুন্দর রূপ নয়; মনোজ্ঞ রূপই জানা যায়, অমনোজ্ঞ রূপ নয়। (স.নি. ৪.১৩৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "যা অনিত্য, তা দুঃখ",

"সকল সংস্কার অনিত্য"?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, "যা অনিত্য, তা দুঃখ", এবং "সকল সংস্কার অনিত্য", তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "নির্বিশেষে সকল সংস্কার হচ্ছে ছাই" বলা উচিত।

থেরবাদী : নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দান অকাম্য ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, ভেজাল ফল দেয়, দুঃখ উৎপন্নকারী, এবং দুঃখজনক ফল দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : শীল... উপোসথ... ভাবনা... ব্রহ্মচর্য অকাম্য ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, ভেজাল ফল দেয়, দুঃখ উৎপন্নকারী, এবং দুঃখজনক ফল দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : দান কাম্য ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, নির্ভেজাল ফল দেয়, সুখ উৎপন্নকারী, এবং সুখজনক ফল দেয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দান কাম্য ফল দিয়ে থাকে, সুন্দর ফল দিয়ে থাকে, মনোজ্ঞ ফল দিয়ে থাকে, নির্ভেজাল ফল দিয়ে থাকে, সুখ উৎপন্নকারী, এবং সুখজনক ফল দিয়ে থাকে, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "নির্বিশেষে সকল সংস্কার হচ্ছে ছাই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : শীল... উপোসথ... ভাবনা... ব্রহ্মচর্য কাম্য ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, নির্ভেজাল ফল দেয়, সুখ উৎপন্নকারী, এবং সুখজনক ফল দেয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ব্রহ্মচর্য কাম্য ফল দিয়ে থাকে, সুন্দর ফল দিয়ে থাকে, মনোজ্ঞ ফল দিয়ে থাকে, নির্ভেজাল ফল দিয়ে থাকে, সুখ উৎপন্নকারী, এবং সুখজনক ফল দিয়ে থাকে, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই "নির্বিশেষে সকল সংস্কার হচ্ছে ছাই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "নির্জনতায় তারই সুখ, যে থাকে সন্তুষ্ট, যে ধর্মকে শিক্ষা করেছে এবং প্রত্যক্ষ করেছে। উপদ্রবহীন হয়ে তারই সুখ যে জগতের প্রাণীদের প্রতি দয়ালু, বিরাগে তারই সুখ যে জগতে কামগুলোকে অতিক্রম করেছে, আমিত্বের অহংকারকে যে বিনীত করে, সেটাই হচ্ছে পরম সুখ। (ম.ৰ. ৫; উদা. ১১) সেই সুখের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হলে, তা হয় অত্যন্ত সুখের। কিন্তু ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হলে সেটাই হচ্ছে পরম সুখ।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "নির্বিশেষে সকল সংস্কারই হচ্ছে ছাই" বলা উচিত নয়।

৯. ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধির কথা

[[[ধর্মপদে আছে :

স্বর্ণকার যেভাবে একটু একটু করে সোনা থেকে ভেজাল অপসারণ করে, ঠিক সেভাবে মেধাবী ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ক্ষণে ক্ষণে একটু একটু করে নিজের ময়লা বিশোধন করবেন। (ধ.প. ২৩৯)

সূত্রের এ ধরনের উদ্ধৃতিকে বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনাপূর্বক গ্রহণ না করে কেউ কেউ মনে করে, "স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুঃখদর্শনের দ্বারা কিছু ক্লেশ দূরীভূত হয়, উৎপত্তি (*সমুদয়*), নিরোধ ও মার্গদর্শনের দ্বারা আরও কিছু ক্লেশ দূরীভূত হয়। অবশিষ্ট ফলগুলোর ক্ষেত্রেও এমন। এভাবে ষোলোটি অংশে (অর্থাৎ চারটি ফলের চারটি চারটি করে ষোলোটি ধাপে) ক্রমান্বয়ে ক্লেশ পরিত্যক্ত হওয়ার মাধ্যমে অর্হত্ত্ব লাভ হয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক, সর্বাস্তিবাদী, সম্মিতিয় এবং ভদ্রযানিকেরা**। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৩৯. থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি (*অভিসমযো*) হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে সকৃদাগামীমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ক্রমান্বয়ে সকৃদাগামীমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ক্রমান্বয়ে অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে অনাগামীফল সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে অর্হত্ত্বমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ক্রমান্বয়ে অর্হত্ত্বমার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

৩৪০. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুঃখকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : আত্মবাদ (*সক্কাযদিট্ঠি*), সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*) এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা (*সীলব্বতপরামাস*) এবং এদের সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ স্রোতাপন্ন, চারভাগের

একভাগ স্রোতাপন্ন নয়, চারভাগের একভাগ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে অবস্থান করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, তার চারভাগের একভাগ সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*সত্তক্খত্তুপরম*), চারভাগের একভাগ সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*কোলঙ্কোলো*), চারভাগের একভাগ আর মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*একবীজি*), তার চারভাগের একভাগ বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, চারভাগের একভাগ ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়... তার চারভাগের একভাগ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, চারভাগের একভাগ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির উৎপত্তিকে (*সমুদয়*) দর্শনের মাধ্যমে... নিরোধকে দর্শনের মাধ্যমে... মার্গকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা এবং এদের সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তার চারভাগের একভাগ স্রোতাপন্ন, চারভাগের একভাগ স্রোতাপন্ন নয়, চারভাগের একভাগ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভ করে অবস্থান করে... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, চারভাগের একভাগ দেহদ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, তার চারভাগের একভাগ সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয়, চারভাগের একভাগ সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয়, চারভাগের একভাগ আর মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয়, তার চারভাগের একভাগ বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, চারভাগের একভাগ ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়... তার চারভাগের একভাগ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, চারভাগের একভাগ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৪১. থেরবাদী : সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুঃখকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : স্থূল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, স্থূল বিদ্বেষ (*ব্যাপাদ*) এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ সকৃদাগামী, চারভাগের

একভাগ সকৃদাগামী নয়? তার চারভাগের একভাগ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দর্শনের মাধ্যমে... নিরোধকে দর্শনের মাধ্যমে... মার্গকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : তার স্থূল কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, স্থূল বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ সকৃদাগামী, চারভাগের একভাগ সকৃদাগামী নয়? তার চারভাগের একভাগ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৪২. থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : অবশিষ্ট কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ অনাগামী, চারভাগের একভাগ অনাগামী নয়? তার চারভাগের একভাগ অনাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? তার চারভাগের একভাগ আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়, চারভাগের একভাগ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দর্শনের মাধ্যমে... নিরোধকে দর্শনের মাধ্যমে... মার্গকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : অবশিষ্ট কামরাগ পরিত্যক্ত হয়, অবশিষ্ট বিদ্বেষ এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ অনাগামী, চারভাগের একভাগ অনাগামী নয়? তার চারভাগের একভাগ অনাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? তার চারভাগের একভাগ আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... চারভাগের একভাগ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়, চারভাগের একভাগ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৪৩. থেরবাদী : অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির **দুঃখ** দর্শনের দ্বারা কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা (*উদ্ধচ্চ*) ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ অর্হৎ, চারভাগের একভাগ অর্হৎ নয়? তার চারভাগের একভাগ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?... চারভাগের একভাগ হচ্ছে লোভহীন (*বীতরাগ*)... দ্বেষহীন... মোহহীন... চারভাগের একভাগের করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে... ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে... কল্যাণ লব্ধ হয়েছে... ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে... একাংশ সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছে... বাধা সরিয়ে ফেলেছে... পরিখা ভরাট করে ফেলেছে (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*)... উঠে গেছে (*অব্বূল্হেসিকো*)... অর্গলহীন হয়েছে... আর্য হয়েছে... পতাকা নামিয়ে নিয়েছে... ভার নামিয়ে নিয়েছে... বিসংযুক্ত হয়েছে... বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছে... একাংশের দুঃখ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে... উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে... মার্গ ভাবিত হয়েছে... যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে... যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে

জানা হয়েছে... যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে... যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে... তার চারভাগের একভাগের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু চারভাগের একভাগের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দর্শনের মাধ্যমে... নিরোধকে দর্শনের মাধ্যমে... মার্গকে দর্শনের মাধ্যমে কী পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা (*উদ্ধচ্চ*) ও অবিদ্যা এবং এর সাথে থাকা ক্লেশগুলোর চারভাগের একভাগ পরিত্যক্ত হয়।

থেরবাদী : তাহলে তার চারভাগের একভাগ অর্হৎ, চারভাগের একভাগ অর্হৎ নয়? তার চারভাগের একভাগ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু চারভাগের একভাগ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?... চারভাগের একভাগ হচ্ছে লোভহীন (*বীতরাগ*)... দ্বেষহীন... মোহহীন... চারভাগের একভাগের করণীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে... ভার নামিয়ে রাখা হয়েছে... কল্যাণ লব্ধ হয়েছে... ভবসংযোজন ক্ষয় হয়েছে... একাংশ সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে বিমুক্ত হয়েছে... বাধা সরিয়ে ফেলেছে... পরিখা ভরাট করে ফেলেছে (*সঙ্কিণ্ণপরিখো*)... উঠে গেছে (*অব্বূল্হেসিকো*)... অর্গলহীন হয়েছে... আর্য হয়েছে... পতাকা নামিয়ে নিয়েছে... ভার নামিয়ে নিয়েছে... বিসংযুক্ত হয়েছে... বিজয়ে সুবিজয়ী হয়েছে... একাংশের দুঃখ পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছে... উৎপত্তি (*সমুদযো*) পরিত্যক্ত হয়েছে... নিরোধ সাক্ষাৎ হয়েছে... মার্গ ভাবিত হয়েছে... যা বিশেষভাবে জানার বিষয় তা তার বিশেষভাবে জানা হয়েছে... যা পরিপূর্ণভাবে জানার বিষয় তা পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে... যা পরিত্যাগ করার বিষয় তা পরিত্যক্ত হয়েছে... যা ভাবনা করার বিষয় তা ভাবিত হয়েছে... তার চারভাগের একভাগের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু চারভাগের একভাগের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৪৪. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি যখন দুঃখকে দেখে, তখন কি তাকে "অনুশীলনকারী (*পটিপন্নকো*)" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "দুঃখকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : যখন উৎপত্তিকে দেখে... নিরোধকে দেখে, তখন কি তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "নিরোধকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি মার্গকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, এবং "মার্গকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, এবং "দুঃখকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : মার্গকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, এবং "মার্গকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দেখে... নিরোধকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, এবং "নিরোধকে দেখে ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুঃখকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু দুঃখকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু মার্গকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দেখে... নিরোধকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু নিরোধকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু মার্গকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুঃখকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু দুঃখকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুঃখদর্শন নিরর্থক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিকে দেখে বলে... নিরোধকে দেখে বলে তাকে "অনুশীলনকারী" বলা যায়, কিন্তু নিরোধকে দেখে বলে বলা যায় না যে সে "ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নিরোধদর্শন নিরর্থক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৪৫. ভিন্নবাদী : দুঃখকে দেখলে চারিসত্যকেও দেখা হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : দুঃখসত্য কি চারিসত্য?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আপনাকে বিষয়টা বুঝানোর জন্য বলছি] রূপস্কন্ধকে অনিত্য হিসেবে দেখলে পঞ্চস্কন্ধকেও অনিত্য হিসেবে দেখা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপস্কন্ধ কি পঞ্চস্কন্ধ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-আয়তনকে অনিত্য হিসেবে দেখলে দ্বাদশ আয়তনকেও অনিত্য হিসেবে দেখা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন কি দ্বাদশ আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখধাতুকে অনিত্য হিসেবে দেখলে আঠারোটি ধাতুকেও

অনিত্য হিসেবে দেখা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখধাতু কি আঠারোটি ধাতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয়কে অনিত্য হিসেবে দেখলে বাইশটি ইন্দ্রিয়কেও অনিত্য হিসেবে দেখা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় কি বাইশটি ইন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : **চারটি জ্ঞান** দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল তাহলে চারটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : **আটটি জ্ঞান** দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল তাহলে আটটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বারো**টি জ্ঞান** দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল তাহলে বারোটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : **চুয়াল্লিশটি জ্ঞান** দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল তাহলে চুয়াল্লিশটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : **সাতাত্তরটি জ্ঞান** দ্বারা স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল তাহলে সাতাত্তরটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

[[[উপরোক্ত আলোচনায় **চারটি জ্ঞান** মানে হচ্ছে দুঃখে জ্ঞান ইত্যাদি চারটি জ্ঞান। **আটটি জ্ঞান** মানে হচ্ছে শ্রাবকদের সাধারণ চারিসত্য জ্ঞান

এবং চারটি প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান। **বারোটি জ্ঞান** মানে হচ্ছে বারোটি অঙ্গ সমন্বিত প্রতীত্যসমুপ্পাদ বা কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিতে জ্ঞান। **চুয়াল্লিশটি জ্ঞান** মানে হচ্ছে "জরা-মরণে জ্ঞান, জরা-মরণের উৎপত্তিতে জ্ঞান..." এভাবে নিদানবর্গে উল্লেখিত জ্ঞানগুলো। **সাতাত্তরটি জ্ঞান** মানে হচ্ছে "ভিক্ষুগণ, জরা-মরণ হচ্ছে অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী" (সং.নি. ২.২০) এভাবে উল্লেখিত জ্ঞানগুলো।]]]

৩৪৬. ভিন্নবাদী : "ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, মহাসাগর যেমন ক্রমান্বয়ে নিচু হয়, ক্রমান্বয়ে অবনত হয়, ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়, প্রথমেই হঠাৎ করে খাড়াভাবে নেমে যায় না, ঠিক তেমনি ভিক্ষুগণ, এই ধর্মবিনয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা করতে হয়, ক্রমান্বয়ে কাজ করতে হয়, ক্রমান্বয়ে পথ চলতে হয়, প্রথমেই জ্ঞান (অর্থাৎ অর্হত্ত্ব) লাভ হয় না। (চূ.ৰ. ৩৮৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়।

ভিন্নবাদী : "ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "স্বর্ণকার যেভাবে সোনার ময়লা পরিষ্কার করে, তেমনিভাবে মেধাবী ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে ক্ষণে ক্ষণে নিজের মল পরিষ্কার করবেন। (ধ.প. ২৩৯)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গৰম্পতি স্থবির কি ভিক্ষুদেরকে এরূপ বলেন নি, "বন্ধু, ভগবানের সামনে থেকেই আমি এরূপ শুনেছি, ভগবানের সামনে থেকেই আমি এভাবে শিক্ষা করেছি, 'ভিক্ষুগণ, যে দুঃখকে দেখে সে দুঃখের উৎপত্তিকেও দেখে, দুঃখের নিরোধকেও দেখে, দুঃখের নিরোধগামী পথকেও দেখে। যে দুঃখের উৎপত্তিকে দেখে সে দুঃখকেও দেখে, দুঃখের নিরোধকেও

দেখে, দুঃখের নিরোধগামী পথকেও দেখে। যে দুঃখের নিরোধকে দেখে সে দুঃখকে দেখে, দুঃখের উৎপত্তিকে দেখে, দুঃখের নিরোধগামী পথকেও দেখে। যে দুঃখের নিরোধগামী পথকে দেখে, সে দুঃখকেও দেখে, দুঃখের উৎপত্তিকে দেখে, দুঃখের নিরোধকে দেখে।'" (স.নি. ৫. ১১০০) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"তার দর্শনসম্পদের সাথে সাথে
আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা
এই তিনটা বিষয় পরিত্যক্ত হয়।
চারি অপায় থেকে সে একদম মুক্ত হয়।
ছয়টি গুরুতর কাজ (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা,
সংঘভেদ, বুদ্ধকে আহত করা, অন্যধর্ম গ্রহণ)
তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।" (খু.পা. ৬.১০)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যে-সময়ে আর্যশ্রাবকের বিরজ বিমল ধর্মচোখ উৎপন্ন হয় – 'যা-কিছু উৎপত্তিধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী,' সেই দর্শন উৎপত্তির সাথে সাথে আর্যশ্রাবকের তিনটি সংযোজন পরিত্যক্ত হয়, 'আত্মবাদ, সংশয় এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে ধরা।' " সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "ক্রমান্বয়ে ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়।

১০. সাধারণ কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, ভগবান বুদ্ধ লোকোত্তর কথাবার্তাই বলে থাকেন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৪৭. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা (*ৰোহারো*) লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই কথাবার্তা লোকোত্তর কানে এসে আঘাত করে, লৌকিয় কানে নয়; লোকোত্তর বিজ্ঞান দ্বারা তা বিশেষভাবে জানা হয়, লৌকিয় বিজ্ঞান দ্বারা নয়; আর্যশ্রাবকেরাই তা বিশেষভাবে জানে, সাধারণ লোকেরা নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লৌকিয় কানে এসে আঘাত করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লৌকিয় কানে এসে আঘাত করে, তাহলে আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লৌকিয় বিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে জানা যায়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লৌকিয় বিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে জানা যায়, তাহলে আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা সাধারণ লোকে বিশেষভাবে জানে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা সাধারণ লোকে বিশেষভাবে জানে, তাহলে আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

৩৪৮. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গফল নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ, সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ, অর্হত্ত্বফল, স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*), সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*), অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*), ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গও লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা শুনেছেন এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় (*লোকুত্তর ধম্ম*) কানের দ্বারা শোনা যায়, কানে এসে আঘাত করে, কর্ণগোচর হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় কানের দ্বারা শোনা যায় না, কানে এসে আঘাত করে না, কর্ণগোচর হয় না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি লোকোত্তর বিষয় কানের দ্বারা শোনা না যায়, কানে এসে আঘাত না করে, কর্ণগোচর না হয়, তাহলে আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

৩৪৯. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তাতে আনন্দ পেয়েছে এমন কেউ কি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় কি কামরাগের বিষয় হয় (রাগট্ঠানিয), আনন্দনীয় হয় (রজনীয), কমনীয় হয় (কমনীয), প্রমত্তকারী হয় (মদনীয), বন্ধনকারী হয় (বন্ধনীয), মোহনীয় হয় (মুচ্ছনীয)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় কামরাগের বিষয় হয় না, আনন্দনীয় হয় না, কমনীয় হয় না, প্রমত্তকারী হয় না, বন্ধনকারী হয় না, মোহনীয় হয় না,

নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি লোকোত্তর বিষয় কামরাগের বিষয় না হয়, আনন্দনীয় না হয়, কমনীয় না হয়, প্রমত্তকারী না হয়, বন্ধনকারী না হয়, মোহনীয় না হয়, তাহলে তো আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছে এমন কেউ কি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় কি বিদ্বেষের বিষয় হয় (*দোসট্ঠানিয*), ক্ষোভের বিষয় হয় (*কোপট্ঠানিয*), ক্রোধের বিষয় হয় (*পটিঘট্ঠানিয*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় বিদ্বেষের বিষয় হয় না, ক্ষোভের বিষয় হয় না, ক্রোধের বিষয় হয় না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি লোকোত্তর বিষয় বিদ্বেষের বিষয় না হয়, ক্ষোভের বিষয় না হয়, ক্রোধের বিষয় না হয়, তাহলে তো আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তাতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে এমন কেউ কি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় কি মোহের বিষয় হয় (*মোহট্ঠানিয*), অজ্ঞানকারী হয়, চোখ বন্ধ করে দেয় (*অচকখুকরণো*), প্রজ্ঞাকে রুদ্ধ করে দেয়, ঝামেলাকর হয়, অনির্বাণের দিকে পরিচালিত করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয় মোহের বিষয় হয় না, অজ্ঞানকারী হয় না, চোখ খুলে দেয়, প্রজ্ঞা বাড়িয়ে দেয়, ঝামেলাকর হয় না, নির্বাণের দিকে

পরিচালিত
করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি লোকোত্তর বিষয় মোহের বিষয় না হয়, অজ্ঞানকারী না হয়, চোখ খুলে দেয়, প্রজ্ঞা বাড়িয়ে দেয়, ঝামেলাকর না হয়, নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে তো আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়।

৩৫০. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা যারা শুনেছে, তাদের সবার মার্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা যারা শুনেছে, তাদের সবার মার্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মূর্খ সাধারণ লোকজন ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা শুনেছে, তাদের কি মার্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাতৃঘাতক... পিতৃঘাতক... অর্হৎঘাতক... রক্তপাতকারী... সংঘভেদকারী ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা শুনেছে, তাদের কি মার্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৫১. ভিন্নবাদী : সোনার লাঠি দিয়ে শস্যের স্তূপকেও দেখানো যায়, সোনার স্তূপকেও দেখানো যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তেমনিভাবে ভগবান লোকোত্তর কথার মাধ্যমে লৌকিয় বিষয়েও বলেছেন, লোকোত্তর বিষয়েও বলেছেন।

থেরবাদী : এরণ্ড গাছের লাঠি দিয়ে শস্যের স্তূপকেও দেখানো যায়, সোনার স্তূপকেও দেখানো যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তেমনিভাবে ভগবান লৌকিয় কথার মাধ্যমে লৌকিয় বিষয়েও

বলেছেন, লোকোত্তর বিষয়েও বলেছেন।

৩৫২. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাবার্তা লৌকিক কথার জন্য লৌকিয় হয়, লোকোত্তর কথার জন্য লোকোত্তর হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় কথাগুলো লৌকিয় কানে এসে আঘাত করে, লোকোত্তর কথাগুলো লোকোত্তর কানে এসে আঘাত করে? লৌকিয় কথাগুলো লৌকিয় বিজ্ঞান দ্বারা জানা হয়, লোকোত্তর কথাগুলো লোকোত্তর বিজ্ঞান দ্বারা জানা হয়? লৌকিয় কথাগুলো সাধারণ লোকজন বোঝে, লোকোত্তর কথাগুলো আর্যশ্রাবকেরা বোঝে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাগুলো লৌকিয় কথার জন্য লৌকিয় হয়, লোকোত্তর কথার জন্য লোকোত্তর হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান তো লৌকিয় বিষয়েও বলেছেন, লোকোত্তর বিষয়েও বলেছেন, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান লৌকিয় বিষয়ে বলে থাকেন, লোকোত্তর বিষয়েও বলে থাকেন, তাহলে আপনার "ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাগুলো লৌকিয় কথার জন্য লৌকিয় হয়, লোকোত্তর কথার জন্য লোকোত্তর হয়" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাগুলো লৌকিয় কথার জন্য লৌকিয় হয়, লোকোত্তর কথার জন্য লোকোত্তর হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে ভগবান বুদ্ধের সাধারণ কথাগুলো মার্গের কথার জন্য মার্গ হয়, অমার্গের কথার জন্য অমার্গ হয়, ফলের কথার জন্য ফল হয়, অফলের কথার জন্য অফল হয়, নির্বাণের কথার জন্য নির্বাণ হয়, অনির্বাণের কথার ক্ষেত্রে অনির্বাণ হয়, সৃষ্টের (*সঙ্খত*) কথার জন্য সৃষ্ট হয়, অসৃষ্টের কথার জন্য অসৃষ্ট হয়, রূপের কথার জন্য রূপ হয়, অরূপের কথার জন্য অরূপ হয়, বেদনার কথার জন্য বেদনা হয়, অবেদনার কথার জন্য অবেদনা হয়, সংস্কারের কথার জন্য সংস্কার হয়, অসংস্কারের কথার জন্য অসংস্কার হয়, বিজ্ঞানের কথার জন্য বিজ্ঞান হয়, অবিজ্ঞানের কথার জন্য অবিজ্ঞান

হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১১. নিরোধের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, দুটো নিরোধ রয়েছে : বিবেচনাপূর্বক নিরোধ (*পটিসঙ্খারনিরোধ*) এবং অবিবেচনাপূর্বক নিরোধ (*অপ্পটিসঙ্খারনিরোধ*)। এদুটো নিরোধকে এক করেই নিরোধসত্য হয়েছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৫৩. থেরবাদী : নিরোধ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখনিরোধ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুঃখনিরোধ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নিরোধসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য (*সমুদযসচ্চানি*) হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ত্রাণ হচ্ছে দুটো... আশ্রয় (*লেণ*) হচ্ছে দুটো... শরণ হচ্ছে

দুটো... সহায় (*পরাযণ*) হচ্ছে দুটো... অচ্যুত হচ্ছে দুটো... অমৃত হচ্ছে দুটো... নির্বাণ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নির্বাণ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো নির্বাণের মধ্যে উচ্চ-নীচতা, হীন-উত্তমতা, উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে কোনো সীমা বা বিভাগ বা কোনো রেখা বা ফারাক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ (*অপ্পটিসঙ্খারনিরুদ্ধে*) সংস্কারগুলো বিবেচনা দ্বারাও (*পটিসঙ্খা*) নিরুদ্ধ হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো বিবেচনা দ্বারাও নিরুদ্ধ হয়, তাহলে আপনার "নিরোধ হচ্ছে দুটো" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : "নিরোধ হচ্ছে দুটো" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ সংস্কারগুলোও সম্পূর্ণভাবে ভগ্ন হয়, বিবেচনা দ্বারা নিরুদ্ধ সংস্কারগুলোও সম্পূর্ণভাবে ভগ্ন হয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো সম্পূর্ণভাবে ভগ্ন হয়, বিবেচনা দ্বারা নিরুদ্ধ সংস্কারগুলোও সম্পূর্ণভাবে ভগ্ন হয়, তাহলে আপনার "নিরোধ হচ্ছে দুটো" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : নিরোধ হচ্ছে দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিবেচনা দ্বারা নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো আর্যমার্গ উপস্থিত হওয়ায় নিরুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো আর্যমার্গ উপস্থিত হওয়ায় কারণে নিরুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধ হচ্ছে দুটো?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিবেচনা দ্বারা নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো পুনরায় উৎপন্ন হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অবিবেচনাপূর্বক নিরুদ্ধ সংস্কারগুলো পুনরায় উৎপন্ন হয় না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : এ কারণেই "নিরোধ হচ্ছে দুটো" বলাটা উচিত নয়।

(নিরোধের কথা সমাপ্ত)
(দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত)

৩. তৃতীয় বর্গ

১. বল কথা

[[[সংযুক্তনিকায়ের অনুরুদ্ধ সংযুক্তে বলা হয়েছে : "আবুসো, আমি এই চারি সতিপট্‌ঠান ভাবনা ও বহুলভাবে চর্চার কারণে কারণকে কারণ হিসেবে এবং অকারণকে অকারণ হিসেবে যথাযথভাবে জানি।" (সং.নি. ৫.৯১৩) এভাবে সেখানকার দশটি সূত্রকে বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনাপূর্বক গ্রহণ না করে কেউ কেউ মনে করে যে, তথাগতবলগুলো তাহলে শ্রাবকদের মধ্যেও থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৫৪. থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদের মধ্যেও থাকে (*সাৰকসাধারণ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তথাগতবলই শ্রাবকবল, শ্রাবকবলই তথাগতবল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদের মধ্যেও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে যা তথাগতবল সেটাই শ্রাবকবল, যা শ্রাবকবল সেটাই তথাগতবল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদেরও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তথাগতবল যে-রকম শ্রাবকবলও সে-রকম, শ্রাবকবল যে-রকম তথাগতবলও সে-রকম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদেরও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তথাগতের যে-রকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা ও ধর্মদেশনা, শ্রাবকেরও কি সে-রকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা ও

ধর্মদেশনা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদেরও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তথাগত হচ্ছেন জিন, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবক হচ্ছেন জিন, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতবল তার শ্রাবকদেরও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তথাগত হচ্ছেন অনুৎপন্ন মার্গ উৎপন্নকারী, অজন্মানো মার্গের জন্মদাতা, অব্যাখ্যাত মার্গের ব্যাখ্যাদাতা, মার্গজ্ঞানী, মার্গবিদ, মার্গপণ্ডিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবক হচ্ছেন অনুৎপন্ন মার্গ উৎপন্নকারী, অজন্মানো মার্গের জন্মদাতা, অব্যাখ্যাত মার্গের ব্যাখ্যাদাতা, মার্গজ্ঞানী, মার্গবিদ, মার্গপণ্ডিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্যদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে [অন্যতম] তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবক কি সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৫৫. ভিন্নবাদী : শ্রাবক কি কারণ-অকারণ সম্পর্কে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক কারণ-অকারণ সম্পর্কে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সম্পাদিত কর্মগুলোর ফলকে তাদের কারণ ও হেতু অনুসারে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সম্পাদিত কর্মগুলোর ফলকে তাদের কারণ ও হেতু অনুসারে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সম্পাদিত কর্মগুলোর ফলকে তাদের কারণ ও হেতু অনুসারে যথাযথভাবে জানার জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক সর্বত্রগামী পথকে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক সর্বত্রগামী পথকে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "সর্বত্রগামী পথের ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক অনেকধাতু এবং নানাধাতুর জগৎকে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক অনেকধাতু এবং নানাধাতুর জগৎকে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "অনেকধাতু এবং নানাধাতুর জগতের ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক সত্ত্বদের নানাবিধ ঝোঁক বা আগ্রহ সম্পর্কে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক সত্ত্বদের নানাবিধ ঝোঁক বা আগ্রহ সম্পর্কে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "সত্ত্বদের নানাবিধ ঝোঁক বা আগ্রহ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক সত্ত্বদের ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির কলুষতা, বিশুদ্ধতা এবং তা থেকে উঠে আসার উপায় সম্পর্কে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক সত্ত্বদের ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির কলুষতা, বিশুদ্ধতা এবং তা থেকে উঠে আসার উপায় সম্পর্কে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "সত্ত্বদের ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির কলুষতা, বিশুদ্ধতা এবং তা থেকে উঠে আসার উপায় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক পূর্বনিবাসস্মৃতিকে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক পূর্বনিবাসস্মৃতিকে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "পূর্বনিবাসস্মৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : শ্রাবক সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিকে জানে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি শ্রাবক সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিকে জানে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

ভিন্নবাদী : তথাগতের আসব ক্ষয় হয়েছে, শ্রাবকদেরও আসব ক্ষয় হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তথাগত ও শ্রাবকের মধ্যে আসবক্ষয় এবং বিমুক্তির ব্যাপারে কোনো তফাত আছে?

থেরবাদী : নেই।

ভিন্নবাদী : যদি তথাগত ও শ্রাবকের মধ্যে আসবক্ষয় এবং বিমুক্তির ব্যাপারে কোনো তফাত না থাকে, তাহলে আপনার বলা উচিত : "আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে।"

৩৫৬. ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না (*সাৰকঅসাধারণ*)?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অন্যদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে [অন্যতম] তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : অন্যদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে [অন্যতম] তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদের থাকে না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অন্যদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে [অন্যতম] তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : আসব ক্ষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অন্যদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে [অন্যতম] তথাগতবল, সেটা তার শ্রাবকদেরও থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. আর্য কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল আসবক্ষয়জ্ঞানই আর্য নয়, তার আগের নয়টি জ্ঞানও হচ্ছে আর্য। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৫৭. থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের যে তথাগতবল তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা মার্গ? নাকি ফল? নাকি নির্বাণ? সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীমার্গ... সকৃদাগামীফল... অনাগামীমার্গ... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বমার্গ... অর্হত্ত্বফল... স্মৃতি প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের যে তথাগতবল তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে এর বিষয়বস্তু হচ্ছে **শূন্যতা** (*সুঞ্ঞতারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

[[[এখানে **শূন্যতা** হচ্ছে দু-ধরনের : সত্ত্বশূন্যতা এবং সংস্কারশূন্যতা। মিথ্যাদৃষ্টির কারণে যে সত্ত্ব ধারণা জন্মে সে-রকম সত্ত্বশূন্য হওয়ার কারণে পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে সত্ত্বশূন্য। সকল প্রকার সংস্কারশূন্য হওয়ার কারণে নির্বাণ হচ্ছে সংস্কারশূন্য।]]]

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শুন্যতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে আর্যব্যক্তি] কারণ-অকারণে মনোযোগ দেয়, শুন্যতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কারণ-অকারণে মনোযোগ দেয়, শুন্যতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ এবং দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের যে তথাগতবল তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত (*অনিমিত্তারম্মণ*)... এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা (*অপ্পণিহিতারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে আর্যব্যক্তি] কারণ-অকারণে মনোযোগ দেয়, ঝোঁকহীনতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কারণ-অকারণে মনোযোগ দেয়, ঝোঁকহীনতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ এবং দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৫৮. থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা (*সুঞ্ঞতারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত

(*অনিমিত্তারম্মণ*)... ঝোঁকহীনতা (*অপ্পণিহিতারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত (*অনিমিত্তারম্মণ*)... ঝোঁকহীনতা (*অপ্পণিহিতারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৫৯. থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা... বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬০. থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা মার্গ? ফল? নির্বাণ? স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [তাহলে আর্যব্যক্তি] সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, শূন্যতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, শুন্যতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ এবং দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের যে

তথাগতবল তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত... এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, ঝোঁকহীনতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, ঝোঁকহীনতায়ও মনোযোগ দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ এবং দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬১. থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা... অনিমিত্ত... ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা... অনিমিত্ত... ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬২. থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা... বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, কিন্তু "তা হচ্ছে আর্য" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, কিন্তু "তা হচ্ছে আর্য" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল,

কিন্তু "তা হচ্ছে আর্য" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, কিন্তু "তা হচ্ছে আর্য" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত... ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা... অনিমিত্ত... ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণ-অকারণ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা

হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যতা"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে অনিমিত্ত"... "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবক্ষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে তথাগতবল, তা হচ্ছে আর্য, কিন্তু "এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঝোঁকহীনতা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. বিমুক্তি কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, "রাগ বা লালসাহীন চিত্তের বিমুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। ময়লালিপ্ত মলিন বস্ত্রকে ধুয়ে নিলে সেটি যেমন ময়লা থেকে বিমুক্ত হয়, তেমনি রাগ বা লালসাযুক্ত চিত্তই রাগ বা লালসা থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকে।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৬৩. থেরবাদী : লালসাযুক্ত (*সরাগ*) চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসাময় (*রাগসহগত*), লালসা সহজাত, লালসা সংশ্লিষ্ট, লালসা সংযুক্ত, লালসা সহকারে উৎপন্ন, লালসায় বারবার আবর্তিত হতে থাকা, অকুশল, লৌকিয়, আসৰযুক্ত, সংযোজনীয়, বন্ধনীয়, প্লাবনীয়, যোগনীয়, আবরণীয়, স্পর্শিত, উপজাত ও কলুষিত চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, লালসা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত

হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত... চেতনাযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, লালসা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত এবং লালসাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত এবং লালসাযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত এবং লালসাযুক্ত... চেতনাযুক্ত এবং লালসাযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত এবং লালসাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬৪. থেরবাদী : বিদ্বেষযুক্ত (*সদোসং*) চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষময়, বিদ্বেষ সহজাত, বিদ্বেষসংশ্লিষ্ট, বিদ্বেষসংযুক্ত, বিদ্বেষ সহকারে উৎপন্ন, বিদ্বেষে বারবার আবর্তিত হতে থাকা অকুশল, লৌকিয়, আসৰযুক্ত, সংযোজনীয়, বন্ধনীয়, প্লাবনীয়, যোগনীয়, আবরণীয়, স্পর্শিত, উপজাত, কলুষিত চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত

হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত... চেতনাযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিদ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত এবং বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত এবং বিদ্বেষযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত এবং বিদ্বেষযুক্ত... চেতনাযুক্ত এবং বিদ্বেষযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত এবং বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬৫. থেরবাদী : মোহযুক্ত (*সমোহং*) চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মোহময়, মোহ সহজাত, মোহসংশ্লিষ্ট, মোহসংযুক্ত, মোহ সহকারে উৎপন্ন, মোহে বারবার আবর্তিত হতে থাকা অকুশল, লৌকিয়, আসৱযুক্ত, সংযোজনীয়, বন্ধনীয়, প্লাবনীয়, যোগনীয়, আবরণীয়, স্পর্শিত, উপজাত, কলুষিত চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, মোহ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত

হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত... চেতনাযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, মোহ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শযুক্ত এবং মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মোহ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাযুক্ত এবং মোহযুক্ত... সংজ্ঞাযুক্ত এবং মোহযুক্ত... চেতনাযুক্ত এবং মোহযুক্ত... প্রজ্ঞাযুক্ত এবং মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মোহ এবং চিত্ত উভয়ই বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লালসাযুক্ত, বিদ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসাহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন নিষ্কলুষ (*নিক্কিলেস*) চিত্ত বিমুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এ কারণেই "লালসাযুক্ত, বিদ্বেষযুক্ত, মোহযুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

৪. বিমুক্ত হতে থাকার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, ধ্যানের দ্বারা ক্লেশ অপসারণের মাধ্যমে বিমুক্তি লাভ হলে তখন সে হয় **বিমুক্ত**। মার্গক্ষণে পুরোপুরি উচ্ছেদের মাধ্যমে বিমুক্তি লাভ হলে তখন সে **বিমুক্ত হতে থাকে**। এমন অদ্ভূত

ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৬৬. থেরবাদী : বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে তার একাংশ বিমুক্ত, একাংশ অবিমুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তার একাংশ বিমুক্ত, একাংশ অবিমুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে তার একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়? একাংশ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*সত্তক্খত্তুপরম*), একাংশ সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয় (*কোলঙ্কোলো*), একাংশ আর মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয়(*একবীজি*), একাংশ বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়, একাংশ ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়... একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয়, একাংশ আর্যদের প্রিয় শীল সমন্বিত হয় না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তার একাংশ বিমুক্ত, একাংশ অবিমুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়? একাংশ সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তার একাংশ বিমুক্ত, একাংশ অবিমুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়? একাংশ অনাগামীফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না? একাংশ আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে

(*অন্তরাপরিনিব্বাযী*)... একাংশ আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*)... একাংশ বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*)... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তার একাংশ বিমুক্ত, একাংশ অবিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়? একাংশ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু একাংশ দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?... একাংশ হচ্ছে লালসাহীন (*বীতরাগ*)... বিদ্বেষহীন... মোহহীন... একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, কিন্তু একাংশের যা সাক্ষাৎ করার বিষয় তা সাক্ষাৎকৃত হয় নি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তিক্ষণে বিমুক্ত হয়, ভঙ্গক্ষণে বিমুক্ত হতে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬৭. ভিন্নবাদী : "বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "এভাবে জেনে এভাবে দেখে কামাসৰ থেকে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভৰাসৰ থেকে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসৰ থেকে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। (দী.নি. ১.২৪৮)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে" বলা উচিত।

থেরবাদী : বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সে এমন সমাহিত চিত্ত নিয়ে, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নিখাদ, উপক্লেশ বিগত, কোমল, কাজের উপযোগী,

স্থির, অবিচলভাব প্রাপ্ত হয়ে আসবক্ষয় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করে।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "বিমুক্ত বিমুক্ত হতে থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বিমুক্ত হতে থাকে এমন চিত্ত আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোভে ভারাক্রান্ত হতে থাকে, বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত হতে থাকে, মোহে ভারাক্রান্ত হতে থাকে, কলুষতায় ভারাক্রান্ত হতে থাকে এমন চিত্ত আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্ত কেবল লোভে ভারাক্রান্ত এবং লোভে ভারাক্রান্ত নয়, বিদ্বেষী এবং বিদ্বেষী নয়, বিমূঢ় এবং অবিমূঢ়, ছিন্ন এবং অচ্ছিন্ন, ভিন্ন এবং অভিন্ন, সম্পাদিত এবং অসম্পাদিত এ দুটো অবস্থায় থাকে, কোনো মাঝামাঝি অবস্থা নেই, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্ত কেবল লোভে ভারাক্রান্ত এবং লোভে ভারাক্রান্ত নয়, বিদ্বেষী এবং বিদ্বেষী নয়, বিমূঢ় এবং অবিমূঢ়, ছিন্ন এবং অচ্ছিন্ন, ভিন্ন এবং অভিন্ন, সম্পাদিত এবং অসম্পাদিত এ দুটো অবস্থায় থাকে, কোনো মাঝামাঝি অবস্থা না থাকে, তাহলে আপনার "বিমুক্ত হতে থাকা চিত্ত আছে" বলাটা উচিত নয়।

৫. অষ্টমের কথা

[[[এখানে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে অর্হৎ এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকলে **অষ্টম ব্যক্তি** হয় স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ব্যক্তি। কেউ কেউ মনে করে যে, "অনুলোম-গোত্রভু-মার্গক্ষণে ক্লেশগুলো আর আক্রমণ করতে পারে না। তাই স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ব্যক্তির (দশটি ক্লেশ থেকে) দুটো ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **অন্ধক** এবং **সম্মিতিয়** মতাবলম্বীরা। কিন্তু যেহেতু স্রোতাপন্ন (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিফললাভী) ব্যক্তিরই কেবল মিথ্যাদৃষ্টি ও সংশয় পরিত্যক্ত হয়, তাই থেরবাদীরা এমন মতবাদের বিরোধী। এটা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে ভিন্নবাদীদের বিতর্ক।]]]

৩৬৮. থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা

(*দিট্ঠিপরিযুট্ঠানং*) পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তি স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... লব্ধ... অধিগত... সাক্ষাৎকৃত... লাভকৃত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা (*ৰিচিকিচ্ছাপরিযুট্ঠানং*) পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তি স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত... দেহ দ্বারা স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা (*দিট্ঠানুসযো*) পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা (*ৰিচিকিচ্ছানুসযো*) পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকাটা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাটা অপরিত্যক্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৬৯. থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবিত হয়েছে... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*) ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য মার্গ ভাবিত হয়েছে... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য মার্গ অভাবিত রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমার্গ দ্বারা লৌকিয়, আসবযুক্ত... কলুষতা সহকারেই সেই মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... বোধ্যঙ্গ অভাবিত রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমার্গ দ্বারা লৌকিয়, আসবযুক্ত... কলুষতা সহকারেই সেই মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করার জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... বোধ্যঙ্গ অভাবিত রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমার্গ দ্বারা লৌকিয়, আসবযুক্ত... কলুষতা সহকারেই সেই সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৭০. ভিন্নবাদী : "অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে কি এর পরেও সেই মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা তার মধ্যে উৎপন্ন হবে?

থেরবাদী : উৎপন্ন হবে না।

ভিন্নবাদী : যদি এর পরে তার মধ্যে সেই মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা উৎপন্ন

না হয়, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়েছে"।

ভিন্নবাদী : "অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে কি এর পরেও সেই সংশয়াচ্ছন্নতা তার মধ্যে উৎপন্ন হবে?

থেরবাদী : উৎপন্ন হবে না।

ভিন্নবাদী : যদি এর পরে তার মধ্যে সেই সংশয়াচ্ছন্নতা উৎপন্ন না হয়, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা পরিত্যক্ত হয়েছে"।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকাটা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকাটা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ

কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী (*গোত্রভুনো*) ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টির আচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী (*গোত্রভুনো*) ব্যক্তির সংশয়াচ্ছন্নতা আর উৎপন্ন হবে না, এ কারণে তা পরিত্যক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬. অষ্টম ব্যক্তির ইন্দ্রিয় কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, অষ্টম ব্যক্তি (অর্থাৎ স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ব্যক্তি) মার্গক্ষণে ইন্দ্রিয়গুলো (অর্থাৎ শ্রদ্ধা-উদ্যম-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়) লাভ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে, কিন্তু তখন তার 'ইন্দ্রিয়গুলো লাভ হয়েছে' বলা যায় না। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৭১. থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির উদ্যম (*বীরিয*)-ইন্দ্রিয় নেই?... স্মৃতি-ইন্দ্রিয় নেই?... সমাধি-ইন্দ্রিয় নেই?... প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির উদ্যম আছে?... স্মৃতি আছে?... সমাধি

আছে?... প্রজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মন আছে, মন-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মন আছে, মন-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির খুশি (*সোমনস্স*) আছে, খুশি-ইন্দ্রিয় আছে, জীবন (*জীৰিতং*) আছে, জীবন-ইন্দ্রিয় (*জীৰিতিন্দ্রিযং*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির জীবন আছে, জীবন-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মন আছে, মন-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির খুশি আছে, খুশি-ইন্দ্রিয় নেই?... জীবন আছে, জীবন-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির মন আছে, মন-ইন্দ্রিয় নেই? খুশি আছে, খুশি-ইন্দ্রিয় নেই? জীবন আছে, জীবন-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির উদ্যম-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তি অলস, উদ্যমহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির স্মৃতি-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তি ভুলোমনা, সম্প্রজ্ঞানহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির সমাধি-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তি অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অষ্টম ব্যক্তি বোকা, হাবাগোবা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা থাকে, সেই শ্রদ্ধা মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী হয়, তাহলে আপনার "অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী? উদ্যম আছে, সেই উদ্যম মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী?

স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী? সমাধি আছে, সেই সমাধি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী? প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা থাকে, সেই প্রজ্ঞা মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী হয়, তাহলে আপনার "অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই" বলাটা উচিত নয়।

৩৭২. থেরবাদী : সকৃদাগামী ফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী ফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির... অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী ফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী ফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে,

প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী ফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির... অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তির পাঁচটি ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। কোন পাঁচটি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, উদ্যম-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হয়। তার চেয়ে কম হলে অর্হত্ত্ব লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হয়, তার চেয়ে কম হলে অনাগামী হয়, তার চেয়ে কম হলে অনাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হয়, তার চেয়ে কম হলে সকৃদাগামী হয়, তার চেয়ে কম হলে সকৃদাগামীফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হয়, তার চেয়ে কম হলে স্রোতাপন্ন হয়, তার চেয়ে কম হলে স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হয়। ভিক্ষুগণ, যার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সবগুলো সবদিক দিয়ে সর্বত্র একদমই থাকে না, তাকেই আমি বলি, 'বাইরের সাধারণ লোকজনের শ্রেণিতে অবস্থানকারী'। (স.নি. ৫.৪৮৮)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অষ্টম ব্যক্তি কি বাইরের সাধারণ লোকজনের শ্রেণিতে অবস্থানকারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এ কারণেই অষ্টম ব্যক্তির পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে।

৭. দিব্যচোখের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, চতুর্থ ধ্যানের ধ্যানধর্মের (*ঝানধম্মা*) সহায়তাপুষ্ট মাংসচোখই হচ্ছে দিব্যচোখ। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত দিব্যকানের ব্যাপারেও তারা এমন মতবাদী। এমন ভিন্নবাদী

হচ্ছে **অন্ধক** ও **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৭৩. থেরবাদী : মাংসচোখ (*মংসচক্খু*) ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট (*ধম্মুপত্থদ্ধ*) হয়ে দিব্যচোখ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মাংসচোখই হচ্ছে দিব্যচোখ, দিব্যচোখই হচ্ছে মাংসচোখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাংসচোখ যে-রকম দিব্যচোখও সে-রকম, দিব্যচোখ যে-রকম মাংসচোখও সে-রকম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই মাংসচোখ সেটাই দিব্যচোখ, সেটাই দিব্যচোখ সেটাই মাংসচোখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাংসচোখের বিষয়, ক্ষমতা এবং বিচরণক্ষেত্র যে-রকম, দিব্যচোখের বিষয়, ক্ষমতা এবং বিচরণক্ষেত্রও সে-রকম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উপজাত (*উপাদিন্নং*) হয়ে অনুপজাত (*অনুপাদিন্নং*) হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] উপজাত হয়ে অনুপজাত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামাবচর হয়ে রূপাবচর হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কামাবচর হয়ে রূপাবচর হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : রূপাবচর হয়ে অরূপাবচর হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] রূপাবচর হয়ে অরূপাবচর হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্ভুক্ত (*পরিযাপন্ন*) হয়ে অন্তর্ভুক্তহীন (*অপরিযাপন্ন*) হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৭৪. থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দিব্যচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে মাংসচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দিব্যচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে প্রজ্ঞাচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দিব্যচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে মাংসচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসচোখ ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যচোখ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : চোখ কি কেবল দুটো?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি মাংসচোখ, দিব্যচোখ, প্রজ্ঞাচোখ এই তিনটি চোখের কথা বলা হয় নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক মাংসচোখ, দিব্যচোখ, প্রজ্ঞাচোখ এই তিনটি চোখের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "চোখ কেবল দুটো"

বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : চোখ কেবল দুটো?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে তিনটি চোখ। কোন তিনটি? মাংসচোখ, দিব্যচোখ, প্রজ্ঞাচোখ। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে তিনটি চোখ।

মাংসচোখ, দিব্যচোখ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাচোখ;
পুরুষোত্তম কর্তৃক এই তিনটি চোখের কথা প্রকাশিত হয়েছে।
মাংসচোখের উৎপত্তি, দিব্যচোখের পথ,
জ্ঞানের উৎপত্তি হলে হয় শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাচোখ।
সেই চোখ লাভ হলে সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হয়। (ইতিবু. ৬১)"

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কেবল দুটো চোখ" বলা উচিত নয়।

৮. দিব্যকানের কথা

৩৭৫. থেরবাদী : মাংসকান (*মংসসোতং*) ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাংসকান হচ্ছে দিব্যকান, দিব্যকান হচ্ছে মাংসকান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাংসকান যে-রকম দিব্যকানও সে-রকম, দিব্যকান যে-রকম মাংসকানও সে-রকম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই মাংসকান সেটাই দিব্যকান, সেটাই দিব্যকান সেটাই মাংসকান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাংসকানের বিষয়, ক্ষমতা এবং বিচরণক্ষেত্র যে-রকম, দিব্যকানের বিষয়, ক্ষমতা এবং বিচরণক্ষেত্রও সে-রকম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উপজাত (*উপাদিণ্ণং*) হয়ে অনুপজাত (*অনুপাদিণ্ণং*) হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] উপজাত হয়ে অনুপজাত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামাবচর হয়ে রূপাবচর হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কামাবচর হয়ে রূপাবচর হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপাবচর হয়ে অরূপাবচর হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] রূপাবচর হয়ে অরূপাবচর হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্ভুক্ত (*পরিযাপন্ন*) হয়ে অন্তর্ভুক্তহীন (*অপরিযাপন্ন*) হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৭৬. থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দিব্যকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে মাংসকান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মাংসকান ধ্যানধর্মের সহায়তাপুষ্ট হয়ে দিব্যকান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান কি কেবল একটা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি মাংসকান, দিব্যকান এই দুটো কানের কথা বলা হয় নি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক মাংসকান, দিব্যকান এই দুটো কানের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "কান কেবল একটা" বলা উচিত নয়।

৯. কর্মানুসারে গতি জ্ঞান

[[[কর্মানুসারে গতির জ্ঞানের ব্যাপারে দীর্ঘনিকায়ে বলা হয়েছে : "এভাবে বিশুদ্ধ দিব্যচোখ দ্বারা... কর্মানুসারে উপনীত সত্ত্বদেরকে যথাযথভাবে জানে" (দী.নি. ১.২৪৬; পটি.ম. ১.১০৬)। সূত্রের এই উদ্ধৃতিকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, কর্মানুসারে গতির (*যথাকম্মূপগতঞাণ*) জ্ঞানই হচ্ছে দিব্যচোখ। এই বিষয়টা নিয়েই এই অনুচ্ছেদের বিতর্ক।]]]

৩৭৭. থেরবাদী : কর্মানুসারে গতি জ্ঞান (*যথাকম্মূপগতা ঞাণ*) হচ্ছে দিব্যচোখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মানুসারে গতিতে মনোযোগ দেয়, এবং দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কর্মানুসারে গতিতে মনোযোগ দেয়, এবং দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ ও দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে "এই সত্ত্বরা" বলে মনোযোগ দেয়,... "কায়িক দুরাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়,... "বাচনিক দুরাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়,... "মানসিক দুরাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়,... "আর্যদেরকে নিন্দাকারী" বলে মনোযোগ দেয়,... "মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন" বলে

মনোযোগ দেয়,... "মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী" বলে মনোযোগ দেয়,... "তারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পরে অপায়ে, দুর্গতিতে, দুঃখময় অবস্থায় নরকে উৎপন্ন হয়েছে" বলে মনোযোগ দেয়,... "কিন্তু এই সত্ত্বরা" বলে মনোযোগ দেয়,... "কায়িক সদাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়, "বাচনিক সদাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়,... "মানসিক সদাচার সমন্বিত" বলে মনোযোগ দেয়,... "আর্যদেরকে নিন্দাকারী নয়" বলে মনোযোগ দেয়,... "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন" বলে মনোযোগ দেয়,... "সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী" বলে মনোযোগ দেয়,... "তারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পরে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে" বলে মনোযোগ দেয়, এবং দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] "তারা দেহত্যাগে মৃত্যুর পরে সুগতিতে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে" বলে মনোযোগ দেয়, এবং দিব্যচোখ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ ও দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৭৮. থেরবাদী : কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে দিব্যচোখধারী নয়, দিব্যচোখ লাভ করে নি, অর্জন করে নি, সাক্ষাৎ করে নি, কিন্তু কর্মানুসারে গতিকে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ থাকে যে দিব্যচোখধারী নয়, দিব্যচোখ লাভ করে নি, অর্জন করে নি, সাক্ষাৎ করে নি, কিন্তু কর্মানুসারে গতিকে জানে, তাহলে আপনার "কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্মানুসারে গতি জ্ঞান জানেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্মানুসারে গতি জ্ঞান জানেন, তাহলে আপনার "কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্মানুসারে গতি জ্ঞান জানেন?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দিব্যচোখ আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দিব্যচোখ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি এরূপ বলেন নি, "পূর্বজন্ম দেখার জন্য নয়, দিব্যচোখের জন্যও নয়, পরচিত্তে বিচরণের অলৌকিক শক্তি, এবং কানধাতুর বিশুদ্ধি, অথবা চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের জন্যও আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। (থে.গা. ৯৯৬)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই "কর্মানুসারে গতি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচোখ" বলাটা উচিত নয়।

১০. সংবরণ কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, তাবতিংস স্বর্গের দেবতা থেকে শুরু করে উপরিস্থ স্বর্গগুলোর দেবতারা যেহেতু পঞ্চশীল লঙ্ঘনমূলক কাজ (*পঞ্চৱেরানি*) করে না, তাই তাদের মধ্যে সংযম বা সংবরণ আছে। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৭৯. থেরবাদী : দেবতাদের কি সংবরণ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দেবতাদের কি অসংবরণ আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের অসংবরণ নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দেবতাদের সংবরণ নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটাই হচ্ছে শীল, এবং দেবতাদের সংবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দেবতাদের অসংবরণ আছে, যে অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটা হচ্ছে শীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আপনার প্রত্যাখ্যানটা দেখুন। যদি অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটাই শীল হয়, এবং দেবতাদের সংবরণ থাকে, তাহলে তো বলা উচিত : "দেবতাদের অসংবরণ আছে, যে অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটা হচ্ছে শীল"। আপনি সেখানে " 'অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটাই হচ্ছে শীল, এবং দেবতাদের সংবরণ আছে' এমনটা বলা যায়, কিন্তু 'দেবতাদের অসংবরণ আছে, যে অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটা হচ্ছে শীল' এমনটা বলা যায় না" বলে যা বলেছেন তা মিথ্যা।

যদি 'দেবতাদের অসংবরণ আছে, যে অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটা হচ্ছে শীল' এমনটা বলা না যায়, তাহলে তো 'অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটাই হচ্ছে শীল, এবং দেবতাদের সংবরণ আছে' এমনটাও বলা যায় না। আপনি সেখানে "'অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটাই হচ্ছে শীল, এবং দেবতাদের সংবরণ আছে' এমনটা বলা যায়, কিন্তু 'দেবতাদের অসংবরণ আছে, যে অসংবরণ থেকে [নিজেকে] সংবরণ করাটা হচ্ছে শীল' এমনটা বলা যায় না" বলে যা বলেছেন তা মিথ্যা।

থেরবাদী : মানুষদের কি সংবরণ আছে, অসংবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের কি সংবরণ আছে, অসংবরণ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের সংবরণ আছে, কিন্তু অসংবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের সংবরণ আছে, কিন্তু অসংবরণ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৮০. থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন (*সুরামেরযমজ্জপমাদট্ঠানা*) থেকে বিরতি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন থেকে বিরতি নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানুষদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি আছে, প্রাণিহত্যা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি আছে, প্রাণিহত্যা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানুষদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন থেকে বিরতি আছে, সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন থেকে বিরতি আছে, সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি আছে, প্রাণিহত্যা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের মধ্যে প্রাণিহত্যা বিরতি আছে, প্রাণিহত্যা নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন থেকে বিরতি আছে, সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মানুষদের মধ্যে সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন থেকে বিরতি আছে, সুরা ও মাদকজাতীয় মাতাল ও প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী জিনিস সেবন নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : দেবতাদের মধ্যে সংবরণ নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : তাহলে সকল দেবতা হচ্ছে প্রাণিহত্যাকারী, চোর, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী এবং মদ্যপ?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই দেবতাদের মধ্যে সংবরণ আছে।

১১. অসংজ্ঞা কথা

[[[সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান হয়, এবং বিজ্ঞান ছাড়া কোনো প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম নেই। যেহেতু অসংজ্ঞসত্ত্বের দেবতাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে : "সংজ্ঞা উৎপত্তির সাথে সাথে সেই অসংজ্ঞসত্ত্বের দেবতারা সেই দেবলোক থেকে চ্যুত হয়" তাই কেউ কেউ মনে করে, অসংজ্ঞসত্ত্বদেরও চ্যুতি ও প্রতিসন্ধির ক্ষণে সংজ্ঞা থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৮১. থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে তারা সংজ্ঞাভবে আছে? সংজ্ঞাময় গতিতে আছে? সংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাসে আছে? সংজ্ঞাময় সংসারে আছে? সংজ্ঞাময় যোনিতে আছে? সংজ্ঞা ভাবধারী হয়েছে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তারা অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাময় গতিতে, অসংজ্ঞাময় সত্ত্বদের

আবাসে, অসংজ্ঞামায় সংসারে, অসংজ্ঞামায় যোনিতে, অসংজ্ঞা ভাবধারী হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তারা অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞামায় গতিতে, অসংজ্ঞামায় সত্ত্বদের আবাসে, অসংজ্ঞামায় সংসারে, অসংজ্ঞামায় যোনিতে, অসংজ্ঞা ভাবধারী হয়েছে, তাহলে আপনার "অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তারা পঞ্চস্কন্ধময় ভবে আছে? পঞ্চস্কন্ধময় গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে আছে? পঞ্চস্কন্ধময় দেহধারী (*অত্তভাব*) হয়েছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তারা একস্কন্ধময় ভবে আছে, একস্কন্ধময় গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে আছে, একস্কন্ধময় দেহধারী হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তারা একস্কন্ধময় ভবে থাকে, একস্কন্ধময় গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে থাকে, একস্কন্ধময় দেহধারী হয়ে থাকে, তাহলে আপনার "অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞার করণীয় কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৮২. থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে সংজ্ঞাময় ভবে, সংজ্ঞাময় গতিতে, সংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাসে, সংজ্ঞাময় সংসারে, সংজ্ঞাময় যোনিতে, সংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে সংজ্ঞাময় ভবে, সংজ্ঞাময় গতিতে, সংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাসে, সংজ্ঞাময় সংসারে, সংজ্ঞাময় যোনিতে, সংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভবে, গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে, পঞ্চস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভবে, গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে, পঞ্চস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞার করণীয় কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞার করণীয় কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু তারা হচ্ছে অসংজ্ঞাময় ভবে, অসংজ্ঞাময় গতিতে, অসংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাসে, অসংজ্ঞাময় সংসারে, অসংজ্ঞাময় যোনিতে, অসংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু তারা হচ্ছে অসংজ্ঞাময় ভবে, অসংজ্ঞাময় গতিতে... অসংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে একস্কন্ধময় ভবে, গতিতে, সত্ত্বদের আবাসে, সংসারে, যোনিতে, একস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, এবং তারা হচ্ছে একস্কন্ধময় ভবে, গতিতে... একস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু সেই সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞার করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মানুষদের সংজ্ঞা আছে, কিন্তু সেই সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞার করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৮৩. ভিন্নবাদী : "অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞসত্ত্ব নামক দেবতারা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হলেই সেই দেবতারা সেই দেহ থেকে চ্যুত হন।
(দী.নি. ১.৬৮)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : কিছু সময়ে থাকে, কিছু সময়ে থাকে না।

থেরবাদী : তাহলে কিছুটা সময় তারা হয় সংজ্ঞসত্ত্ব এবং কিছুটা সময় হয় অসংজ্ঞসত্ত্ব, কিছুটা সময় হয় সংজ্ঞাভবে এবং কিছুটা সময় হয় অসংজ্ঞভবে, কিছুটা সময় হয় পঞ্চস্কন্ধময় ভবে এবং কিছুটা সময় হয় একস্কন্ধময় ভবে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংজ্ঞা কিছু সময়ে থাকে, কিছু সময়ে থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কোন সময়ে থাকে, কোন সময়ে থাকে না?

ভিন্নবাদী : চ্যুতির সময়ে এবং উৎপত্তির সময়ে থাকে, কিন্তু স্থিতির সময়ে থাকে না।

থেরবাদী : চ্যুতি ও উৎপত্তির সময়ে তারা হয় সংজ্ঞসত্ত্ব কিন্তু স্থিতির সময়ে হয় অসংজ্ঞসত্ত্ব? চ্যুতি ও উৎপত্তির সময়ে হয় সংজ্ঞাভবে কিন্তু স্থিতির সময়ে হয় অসংজ্ঞভবে? চ্যুতি ও উৎপত্তির সময়ে হয় পঞ্চস্কন্ধময় ভবে কিন্তু স্থিতির সময়ে হয় একস্কন্ধময় ভবে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১২. নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনের কথা

[[["নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন" কথাটি থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, 'সেই ভবে সংজ্ঞা আছে' বলাটা অনুচিত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৮৪. থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" এমনটা বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে অসংজ্ঞাময় ভব, অসংজ্ঞাময় গতি, অসংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাস, অসংজ্ঞাময় সংসার, অসংজ্ঞাময় যোনি, অসংজ্ঞার ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে সংজ্ঞাময় ভব, সংজ্ঞাময় গতি, সংজ্ঞাময় সত্ত্বদের আবাস, সংজ্ঞাময় সংসার, সংজ্ঞাময় যোনি, সংজ্ঞার ভাবধারী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা সংজ্ঞাময় ভব, সংজ্ঞাময় গতি... সংজ্ঞার ভাবধারী হয়, তাহলে "নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে 'সংজ্ঞা আছে' এমনটা বলা যায় না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" এমনটা বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা হচ্ছে একস্কন্ধময় ভব, গতি... একস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, গতি... চারস্কন্ধময় দেহধারী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা চারস্কন্ধময় ভব, গতি... চারস্কন্ধময় দেহধারী হয়, তাহলে আপনার "নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে 'সংজ্ঞা আছে' এমনটা বলা যায় না" বলাটা উচিত নয়।

৩৮৫. থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে অসংজ্ঞদের ভব, অসংজ্ঞদের গতি, অসংজ্ঞদের সত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞদের সংসার, অসংজ্ঞদের যোনি, অসংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে অসংজ্ঞদের ভব, অসংজ্ঞদের গতি, অসংজ্ঞদের সত্ত্বাবাস,

অসংজ্ঞদের সংসার, অসংজ্ঞদের যোনি, অসংজ্ঞা ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বে "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে একস্কন্ধময় ভব, গতি... একস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে একস্কন্ধময় একস্কন্ধময় ভব, একস্কন্ধময় গতি, একস্কন্ধময় সত্ত্বাবাস, একস্কন্ধময় সংসার, একস্কন্ধময় যোনি, একস্কন্ধময় দেহধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে সংজ্ঞাময় ভব, সংজ্ঞাময় গতি... সংজ্ঞার ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বে "সংজ্ঞা আছে" বলা যায় না, এবং তা হচ্ছে সংজ্ঞাময় ভব, সংজ্ঞাময় গতি... সংজ্ঞার ভাবধারী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৮৬. থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং আকাশ-অনন্ত-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং আকিঞ্চনায়তনে "সংজ্ঞা আছে" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বা "নেই" বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন চারস্কন্ধময় ভব হয়, তাহলে আপনার "নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে 'সংজ্ঞা আছে' বা 'নেই' বলা যায় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বা "নেই" বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং আকিঞ্চনায়তনে "সংজ্ঞা আছে" বা "নেই" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, এবং সেখানে সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বা "নেই" বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন হয়, তাহলে আপনার "নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে 'সংজ্ঞা আছে' বা 'নেই' বলা যায় না" বলা উচিত।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন, তাই নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে "সংজ্ঞা আছে" বা "নেই" বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অদুঃখ-অসুখ বেদনা আছে, তাই অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে "বেদনা" বা "অবেদনা" বলা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

(তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত)

৪. চতুর্থ বর্গ

১. গৃহী অর্হতের কথা

[[[যশকুলপুত্র ইত্যাদিদেরকে গৃহী সাজসজ্জা পরিহিত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতে দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, গৃহী অর্হৎও আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরপাথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৮৭. থেরবাদী : গৃহী অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের গৃহীসংযোজন আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের গৃহীসংযোজন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের গৃহীসংযোজন না থাকে, তাহলে আপনার "গৃহী অর্হৎ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গৃহী অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের গৃহীসংযোজন পরিত্যক্ত হয়েছে, মূল উৎপাটিত হয়েছে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো পুনরায় গজাতে অক্ষম হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়েছে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন হওয়ার নয়, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের গৃহীসংযোজন পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, মূল উৎপাটিত হয়ে থাকে, মস্তকছিন্ন তালগাছের মতো পুনরায় গজাতে অক্ষম হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা আর ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয়, তাহলে আপনার "গৃহী অর্হৎ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গৃহী অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কোনো গৃহী কি আছে যে গৃহীসংযোজন পরিত্যাগ না করেই ইহজন্মে দুঃখের পরিসমাপ্তি সাধন করেছে?

ভিন্নবাদী : না।

থেরবাদী : যদি এমন কোনো গৃহী না থাকে যে গৃহীসংযোজন পরিত্যাগ না করেই ইহজন্মে দুঃখের পরিসমাপ্তি সাধন করেছে, তাহলে আপনার "গৃহী অর্হৎ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গৃহী অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বচ্ছগোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে কি এরূপ বলেন নি, "মাননীয় গৌতম, এমন কোনো গৃহী কি আছে যে গৃহীসংযোজন পরিত্যাগ না করেই দেহত্যাগে দুঃখের পরিসমাপ্তি সাধন করেছে?" "বচ্ছ, এমন কোনো গৃহী নেই যে গৃহীসংযোজন পরিত্যাগ না করেই দেহত্যাগে দুঃখের পরিসমাপ্তি সাধন করেছে।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই "গৃহী অর্হৎ হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গৃহী অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ যৌনমিলন করতে পারে, যৌনমিলন বিষয়ক মানসিকতা উৎপন্ন করতে পারে, পুত্রসন্তানের সাথে সংকীর্ণ বিছানায় বাস করতে পারে [অন্য কথায়, গৃহী হিসেবে বাস করতে পারে], কাশীর চন্দন উপভোগ করতে পারে, মালা ও সুগন্ধি প্রলেপ ব্যবহার করতে পারে, সোনা-রূপা [টাকা-পয়সা] সঞ্চয় করতে পারে, ছাগল ও ভেড়া গ্রহণ করতে পারে, মুরগি ও শুয়োর গ্রহণ করতে পারে, হাতি গরু ঘোড়া ও ঘোটকী গ্রহণ করতে পারে, তিতির কোয়েল ময়ূর ও বর্ণিল পাখি (*কপিঞ্জরং*) গ্রহণ করতে পারে, চিত্রবিচিত্র পাগড়ি মাথায় দিতে পারে, যাবজ্জীবন গৃহী হয়ে বসবাস করতে পারে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "গৃহী অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যশ নামক গৃহীসন্তান (*কুলপুত্তো*), উত্তিয় নামক গৃহপতি, সেতু নামক তরুণ গৃহীপোশাক ও অলংকারে ভূষিত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিল, নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি যশ নামক গৃহীসন্তান (*কুলপুত্তো*), উত্তিয় নামক গৃহপতি,

সেতু নামক তরুণ গৃহীপোশাক ও অলংকারে ভূষিত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে থাকে, তাহলে আপনার বলাই উচিত : "গৃহী অর্হৎ হয়"।

২. উৎপত্তি কথা

[[["ওপপাতিক (হঠাৎ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্ব) সত্ত্ব সেখানেই পরিনির্বাপিত হয়" (পু.প. ৩৫-৪০) কথাটিকে বিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ না করার কারণে থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, শুদ্ধাবাস ইত্যাদি ব্রহ্মলোকগুলোতে উৎপত্তি দ্বারা অর্হৎ হয়। আবার 'উপহচ্চপরিনিব্বাযী' (আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে পরিনির্বাপিত হয়) কথাটিকে তারা পরিবর্তিত করে 'উপপজ্জপরিনিব্বাযী'-তে (উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে পরিনির্বাপিত হয়)। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৮৮. থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে স্রোতাপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে সকৃদাগামী হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অনাগামী হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে স্রোতাপন্ন হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি উৎপত্তির সাথে সাথে স্রোতাপন্ন না হয়, তাহলে আপনার "উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে সকৃদাগামী হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি উৎপত্তির সাথে সাথে সকৃদাগামী না হয়, তাহলে

আপনার "উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অনাগামী হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি উৎপত্তির সাথে সাথে অনাগামী না হয়, তাহলে আপনার "উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়।

৩৮৯. থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সারিপুত্র স্থবির কি উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়েছিলেন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : মহামোগ্গল্লান স্থবির... মহাকশ্যপ স্থবির... মহাকচ্চান স্থবির... মহাকোট্ঠিত স্থবির... মহাপন্থক স্থবির কি উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়েছিলেন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সারিপুত্র স্থবির উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হন নি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি সারিপুত্র স্থবির উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ না হন, তাহলে আপনার "উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়।

৩৯০. থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত লৌকিয়, আসবযুক্ত... কলুষতাযুক্ত হলেও সেই চিত্ত দ্বারাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত কি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন... নিষ্কলুষ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত... কলুষিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী না হয়, ক্ষয়গামী না হয়, বোধিগামী না হয়, অসঞ্চয়গামী না হয়, আসবযুক্ত... কলুষিত হয়, তাহলে আপনার "উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত লোভকে পরিত্যাগ করে, বিদ্বেষকে পরিত্যাগ করে, মোহকে পরিত্যাগ করে... পাপে নির্ভয়তাকে পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত কি মার্গ... স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তির সাথে সাথে অর্হৎ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চ্যুতিচিত্ত হচ্ছে মার্গচিত্ত, এবং উৎপত্তির অন্বেষণকারী চিত্ত হচ্ছে ফলচিত্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. আসবহীনতার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, আসবহীন অর্হতের সবকিছুই হচ্ছে আসবহীন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই

থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৯১. থেরবাদী : অর্হতের সকল বিষয় আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে মার্গ? ফল? নির্বাণ? স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ অর্হত্ত্বফল, স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*), সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*), অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*), ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের সকল বিষয় আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের চোখ কি আসবহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হতের চোখ কি আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি মার্গ? নাকি ফল? নাকি নির্বাণ? সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের কান... নাক... জিহ্বা... কায় কি আসবহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হতের কায় কি আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি মার্গ? নাকি ফল? নাকি নির্বাণ? সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের কায় বা দেহ আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দেহ প্রহার ও উৎপীড়নের শিকার হয়, ছিন্নভিন্ন হয়, সাধারণভাবে কাক, শকুন ও বাজপাখির পরিভোগ্য হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আসবহীন বিষয় কি প্রহার ও উৎপীড়নের শিকার হয়,

ছিন্নভিন্ন হয়, সাধারণভাবে কাক, শকুন ও বাজপাখির পরিভোগ্য হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দেহের মধ্যে বিষ প্রবেশ করতে পারে, অস্ত্র প্রবেশ করতে পারে, আগুন প্রবেশ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : আসবহীন বিষয়ের মধ্যে কি বিষ প্রবেশ করতে পারে, অস্ত্র প্রবেশ করতে পারে, আগুন প্রবেশ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দেহকে রশি দিয়ে বাঁধা যায়? শেকল দিয়ে বাঁধা যায়? মফস্বলের কারাগারে আটকে রাখা যায়? নগরের কারাগারে আটকে রাখা যায়? জনপদের কারাগারে আটকে রাখা যায়? গলাসহ পঞ্চবন্ধনে বাঁধা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৯২. থেরবাদী : অর্হৎ যদি সাধারণ ব্যক্তিকে চীবর দেয়, তাহলে সেই চীবর কি আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হৎ যদি সাধারণ ব্যক্তিকে চীবর দেয়, তাহলে সেই চীবর কি আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই আসবহীন, সেটাই আসবযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই আসবহীন, সেটাই আসবযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মার্গ আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : ফল... স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির চারটি ভিত্তি... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ যদি সাধারণ ব্যক্তিকে খাদ্য দেয়... বাসস্থান দেয়... ওষুধপত্র দেয়, তাহলে তা কি আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তা কি আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই আসবহীন, সেটাই আসবযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই আসবহীন, সেটাই আসবযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গ আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল... স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির চারটি ভিত্তি... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আসবহীন থেকে আসবযুক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি যদি অর্হৎকে চীবর দেয়, সেই চীবর কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই চীবর কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই আসবযুক্ত, সেটাই আসবহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই আসবযুক্ত, সেটাই আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসা (*রাগ*) কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিদ্বেষ... মোহ... পাপে নির্ভয়তা কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি যদি অর্হৎকে খাদ্য দেয়... বাসস্থান দেয়... ওষুধপত্র দেয়, সেই ওষুধপত্র কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই ওষুধপত্র কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই আসবযুক্ত, সেটাই আসবহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই আসবযুক্ত, সেটাই আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসা (*রাগ*) কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিদ্বেষ... মোহ... পাপে নির্ভয়তা কি আসবযুক্ত থেকে আসবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "অর্হতের সকল বিষয় হচ্ছে আসবহীন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ হচ্ছে আসবহীন, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ আসবহীন হয়, তাহলে "অর্হতের সকল বিষয় হচ্ছে আসবহীন" বলা উচিত।

৪. সমন্বিত কথা

[[[দুই প্রকার **সমন্বিত হওয়া** (*সমন্নাগম*) আছে - বর্তমানক্ষণে সমন্বিত হওয়া, এবং রূপাবচর ইত্যাদির কোনো একটা ভূমি প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সমন্বিত হওয়া। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, উক্ত দুই প্রকারে সমন্বিত হওয়া ছাড়াও আর্যভূমিতে উৎপত্তির ভিত্তিতে (*উপপত্তিধম্মবসেন*) অন্য আরেক প্রকার সমন্বিত হওয়া আছে, যাতে করে আর্যব্যক্তিদের আগের ফলগুলোও সমন্বিত হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। কিন্তু থেরবাদীরা বোঝাতে চায় যে, যে-সমস্ত প্রাপ্তব্য বিষয় (*পত্তিধম্ম*) রয়েছে, সেগুলো কখনোই চিরস্থায়ী থাকে না। এই বিষয়টা নিয়েই বিতর্ক।]]]

৩৯৩. থেরবাদী : অর্হৎ চারটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎ চারটি স্পর্শ, চারটি বেদনা, চারটি সংজ্ঞা, চারটি

চেতনা, চারটি চিত্ত, চারটি শ্রদ্ধা, চারটি উদ্যম (*বীরিয*), চারটি স্মৃতি, চারটি সমাধি, চারটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী তিনটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী তিনটি স্পর্শ... তিনটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী দুটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী দুটি স্পর্শ... দুটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎ হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য (*সত্তক্খত্তুপরম*), সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য (*কোলঙ্কোলো*), মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য (*একবীজি*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে অনাগামী, আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*), আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*), বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*), প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*), ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৯৪. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই অর্হৎ, সেই স্রোতাপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'সকৃদাগামী' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই অর্হৎ, সেই সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'অনাগামী' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ কি অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই অর্হৎ, সেই অনাগামী?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেই অনাগামী, সেই স্রোতাপন্ন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'সকৃদাগামী' বলা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনাগামী কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেই অনাগামী, সেই সকৃদাগামী?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সকৃদাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেই সকৃদাগামী, সেই স্রোতাপন্ন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৯৫. থেরবাদী : অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অর্হৎ স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হৎ হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হৎ স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে; আত্মবাদ

(*সক্কাযদিট্ঠি*), সংশয় (*বিচিকিচ্ছা*), শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা, অপায়গামী লালসা, অপায়গামী বিদ্বেষ এবং অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ তো সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হৎ হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সকৃদাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; স্থূল কামরাগ ও স্থূল বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কি অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ তো অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হৎ হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ অনাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; অবশিষ্ট কামরাগ ও অবশিষ্ট বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হৎ হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনাগামী স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অনাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামী স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে, আত্মবাদী দৃষ্টি (*সক্কাযদিট্ঠি*)...অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামী হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামী কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী তো সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনাগামী সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অনাগামী হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামী সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামী হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামী সকৃদাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; স্থূল কামরাগ ও স্থূল বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামী হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "সকৃদাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই

সকৃদাগামী হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে, আত্মবাদী দৃষ্টি (*সক্কাযদিট্ঠি*)...অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই সকৃদাগামী হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৯৬. ভিন্নবাদী : "অর্হৎ চারটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হতের চারটি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের চারটি ফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেগুলো হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার "অর্হৎ চারটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "অনাগামী তিনটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অনাগামীর তিনটি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অনাগামীর তিনটি ফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেগুলো হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার "অনাগামী তিনটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "সকৃদাগামী দুটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীর দুটি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সকৃদাগামীর দুটি ফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেগুলো হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার "সকৃদাগামী দুটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত।

থেরবাদী : অর্হতের চারটি ফল লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায়

নি, তাই অর্হৎ চারটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের চারটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অর্হৎ চারটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীর তিনটি ফল লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অনাগামী তিনটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর তিনটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অনাগামী তিনটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর দুটি ফল লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই সকৃদাগামী দুটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর দুটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই সকৃদাগামী দুটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫. উপেক্ষা সমন্বিত কথা

[[[অর্হতের ছয়টি দ্বারে উপেক্ষার উৎপত্তি হতে পারে, তাই অর্হৎ সেই ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত হিসেবে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হতের একক্ষণেই সবগুলো উপেক্ষার উৎপত্তি হয়। কিন্তু থেরবাদীরা বিরোধিতা করে এই বলে যে, একক্ষণে একসাথে ছয়টি উপেক্ষার সবগুলোর উৎপত্তি সম্ভব নয়। এই বিষয়টা নিয়েই বিতর্ক।]]]

৩৯৭. থেরবাদী : অর্হৎ ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ ছয়টি স্পর্শ, ছয়টি বেদনা, ছয়টি সংজ্ঞা... ছয়টি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ চোখ দিয়ে রূপ দেখার সময়ে কান দ্বারা শব্দ শোনে, নাক দিয়ে গন্ধ পায়, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ পায়, দেহে স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পায়, মন দিয়ে বিষয়কে বিশেষভাবে জানে... মন দিয়ে বিষয়কে বিশেষভাবে জানার সময়ে চোখ দ্বারা রূপ দেখে, কান দ্বারা শব্দ শোনে, নাক দ্বারা গন্ধ পায়, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ পায়, দেহে স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সতত সারাক্ষণ অবিরামভাবে একত্রে ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত থাকে, ছয়টি উপেক্ষা বর্তমান থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "অর্হৎ ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অর্হৎ ছয়-অঙ্গ-উপেক্ষাধারী (*ছলঙ্গুপেকেখা*), নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ ছয়-অঙ্গ-উপেক্ষাধারী হয়, তাহলে "অর্হৎ ছয়টি উপেক্ষা সমন্বিত" বলা উচিত।

৬. বোধি দ্বারা বুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কথা

[[[চারি মার্গজ্ঞানই হচ্ছে বোধি, আবার সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকেও বোধি বলা হয়। তাই কেউ কেউ বলে, "সাদা রঙের দ্বারা যেমন সাদা হয়, শ্যামলা রঙের দ্বারা যেমন শ্যামলা হয়, তেমনি বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই থেরবাদীদের সাথে তাদের বিতর্ক।]]]

৩৯৮. থেরবাদী : বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বোধি নিরুদ্ধ হলে, বিগত ও স্তিমিত হলে অবুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়... মার্গ ভাবিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়... মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়... মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়... মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না... মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না... মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা বোধির করণীয় কাজ করা যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না... মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বোধি দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয় না... মার্গ ভাবিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩৯৯. থেরবাদী : অতীতের বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, ভবিষ্যৎ বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়, বর্তমান বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তিনটি বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তিনটি বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সতত সারাক্ষণ অবিরামভাবে একত্রে তিনটি বোধি সমন্বিত থাকে, তিনটি বোধি বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বোধি লাভ হলেই তো বুদ্ধ হয়, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি বোধি লাভ হলে বুদ্ধ হয়, তাহলে "বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : বোধি লাভ হলে বুদ্ধ হয়, তাই বোধি দ্বারা বুদ্ধ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধি লাভই কি বোধি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. মহাপুরুষ লক্ষণ কথা

[[[দীর্ঘনিকায়ে বলা হয়েছে : "যারা মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হন, তাদের কেবল দুটো গতি হয়" (দী.নি. ১.২৫৮)। কিন্তু এই সূত্রকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে, মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে সে কেবল বোধিসত্ত্ব হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪০০. থেরবাদী : মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আংশিকভাবে মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে আংশিক বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তিন ভাগের এক ভাগ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে তিন ভাগের এক ভাগ বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্ধেক মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে অর্ধেক বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চক্রবর্তীসত্ত্বও মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত, চক্রবর্তীসত্ত্ব কি বোধিসত্ত্ব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চক্রবর্তীসত্ত্বও মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত, চক্রবর্তীসত্ত্ব কি বোধিসত্ত্ব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের যে-রকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা ও ধর্মদেশনা, চক্রবর্তীসত্ত্বেরও কি সে-রকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা ও ধর্মদেশনা হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০১. থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের জন্মের সময়ে যেমন প্রথমে দেবতারা তাকে ধরেন, পরে মানুষেরা ধরেন, ঠিক তেমনি চক্রবর্তীসত্ত্বের জন্মের সময়েও কি সেভাবে প্রথমে দেবতারা তাকে ধরেন, পরে মানুষেরা ধরেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের জন্মের সময়ে যেমন চারজন দেবপুত্র তাকে ধরে মায়ের সামনে রেখে বলে, "দেবী, আনন্দিত হোন! আপনার মহাপ্রভাবশালী পুত্র উৎপন্ন হয়েছে", সেভাবে চক্রবর্তীসত্ত্বের জন্মের সময়েও কি চারজন দেবপুত্র তাকে ধরে মায়ের সামনে রেখে বলে, "দেবী, আনন্দিত হোন! আপনার মহাপ্রভাবশালী পুত্র উৎপন্ন হয়েছে"?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের জন্মের সময়ে যেমন আকাশ থেকে দুটো পানির ধারা নামে - একটি শীতল, আরেকটি উষ্ণ পানির ধারা - যেগুলো দিয়ে বোধিসত্ত্ব ও তার মায়ের ধোয়ামোছার কাজ (*উদককিচ্চ*) হয়ে যায়, সেভাবে চক্রবর্তীসত্ত্বের জন্মের সময়েও কি আকাশ থেকে দুটো পানির ধারা নামে - একটি শীতল, আরেকটি উষ্ণ পানির ধারা - যেগুলো দিয়ে চক্রবর্তীসত্ত্ব ও তার মায়ের ধোয়ামোছার কাজ হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সদ্যজাত বোধিসত্ত্ব যেমন সমান পায়ে দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে মুখ করে সাত পা গমন করেন, তার উপরে সাদা ছাতা ধরা থাকে, চারদিকে তাকিয়ে তিনি ষাঁড়ের মতো বীরত্বপূর্ণ (*আসভী*) ঘোষণা করেন, "জগতে আমিই অগ্র, জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ, এই হচ্ছে আমার শেষ জন্ম, এরপর আর পুনর্জন্ম হবে না", সেভাবে সদ্যজাত চক্রবর্তীসত্ত্বও কি সমান পায়ে দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে মুখ করে সাত পা গমন করেন, তার উপরে সাদা ছাতা ধরা থাকে, চারদিকে তাকিয়ে তিনি ষাঁড়ের মতো বীরত্বপূর্ণ (*আসভী*) ঘোষণা করেন, "জগতে আমিই অগ্র, জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, জগতে আমিই শ্রেষ্ঠ, এই হচ্ছে আমার শেষ জন্ম, এরপর আর পুনর্জন্ম হবে না"?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের জন্মের সময়ে যেমন মহা আলো আবির্ভূত হয়, মহা উজ্জ্বলতা আবির্ভূত হয়, মহা ভূকম্পন হয়, সেভাবে চক্রবর্তীসত্ত্বের জন্মের সময়েও কি মহা আলো আবির্ভূত হয়, মহা উজ্জ্বলতা আবির্ভূত হয়, মহা ভূকম্পন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের স্বাভাবিক দেহ যেমন চারদিকে এক ব্যাম পরিমাণ আলোকিত করে, চক্রবর্তীসত্ত্বের স্বাভাবিক দেহও কি সেভাবে চারদিকে এক ব্যাম পরিমাণ আলোকিত করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব যেমন মহাস্বপ্ন দেখেন, চক্রবর্তীসত্ত্বও কি সেভাবে মহাস্বপ্ন দেখেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০২. ভিন্নবাদী : "মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের এই বত্রিশটি মহাপুরুষলক্ষণ, যেগুলো সমন্বিত মহাপুরুষের দুটো গতি হয়, অন্য গতি হয় না। তিনি যদি গৃহী হয়ে বসবাস করেন, তাহলে চক্রবর্তী রাজা হন, ধার্মিক ধর্মরাজা হন, চারদিক বিজয়ী হন, জনপদ এবং স্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, সপ্তরত্ন সমন্বিত হন। তার এই সাতটি রত্ন থাকে; যথা : চক্ররত্ন, হাতিরত্ন, ঘোড়ারত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, উপদেষ্টারত্ন (*পরিণাযকরতনং*)। তার এক হাজার পুত্র থাকে যারা হয় বীর, বীরের মতোই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শত্রুসেনাদেরকে পদদলনকারী। তিনি সাগর পর্যন্ত এই পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাঅস্ত্রে ধর্মের দ্বারা জয় করে বাস করেন। আর যদি তিনি গৃহত্যাগ করে গৃহহীন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহলে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হন, জগৎকে আচ্ছাদনমুক্ত করেন। (দী.নি. ৩.২০০)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত হলে বোধিসত্ত্ব হয়।

৮. নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ কথা

[[[ঘটিকার সূত্রে জ্যোতিপাল ব্রাহ্মণের প্রব্রজ্যাকে উদ্দেশ্য করে কেউ কেউ মনে করে, বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার (*নিযাম*) মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এখানে নিশ্চয়তা বা ব্রহ্মচর্য হচ্ছে আর্যমার্গেরই অন্য নাম। বোধিসত্ত্বদের পারমীপূরণ বাদে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। যদি তাই হতো তাহলে বোধিসত্ত্ব সেই জন্মেই স্রোতাপন্ন হয়ে যেতেন। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪০৩. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় [আর্যমার্গের] নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শিষ্য হয়ে বুদ্ধ হয়েছেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] শিষ্য হয়ে বুদ্ধ হয়েছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এটাই ঐতিহ্য (*অনুস্সৱিয*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এটাই ঐতিহ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান তো নিজে নিজেই বুদ্ধ হয়েছেন (*সযম্ভূ*), নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান নিজে নিজেই বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে "এটাই ঐতিহ্য" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বোধিমূলে ভগবান কেবল তিনটি শ্রামণ্যফল লাভ করে সম্বুদ্ধ হয়েছেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বোধিমূলে চারটি শ্রামণ্যফল লাভ করে সম্বুদ্ধ হয়েছেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান বোধিমূলে চারটি শ্রামণ্যফল লাভ করে সম্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার "বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন" বলা উচিত নয়।

৪০৪. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি কি দুষ্করচর্যা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব অন্যদের তপস্যা (*অপরন্তপং*) করেছিলেন, অন্যদেরকে তার শাস্তা হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি কি অন্যকে তার শাস্তা হিসেবে নির্দেশ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, তাই আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, তাই বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্ত নামক গৃহপতি এবং আলবী নগরের হত্থক নামক ব্যক্তি ভগবানের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, তাই তারা ভগবানের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, তাই বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য নন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, কিন্তু আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের শিষ্য নন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য নন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চিত্ত নামক গৃহপতি এবং আলবী নগরের হত্থক নামক ব্যক্তি ভগবানের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, কিন্তু তারা ভগবানের শিষ্য নন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের শিষ্য নন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শিষ্য সেই জন্ম পেরিয়ে আসলে অশিষ্য হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০৫. ভিন্নবাদী : "বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে আনন্দ, আমি ভগবান কশ্যপের কাছে ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলাম ভবিষ্যতে সম্বোধি লাভের জন্য।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় [আর্যমার্গের] নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন" বলা উচিত।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সবকিছুকে জয় করে সর্বজ্ঞানী হয়েছি আমি, সকল বিষয়ে অলিপ্ত, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত। স্বয়ং বিশেষভাবে জেনেছি, তাই কাকে [গুরু] নির্দেশ করব?

আমার কোনো আচার্য নেই, আমার মতো কেউ নেই,
দেবগণসহ সারাজগতে আমার সমকক্ষ কেউ নেই।
আমিই জগতে অর্হৎ, আমিই শ্রেষ্ঠ শাস্তা,
একাই সম্যকসম্বুদ্ধ আমি, সুশীতল হয়ে নির্বাপিত।

ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে যাচ্ছি কাশী নগরে,
জগতের অন্ধ জীবগণের কাছে আমি অমৃতের ঢোল পেটাব।

বন্ধু, তুমি যেভাবে বললে, তাহলে তুমি কি অর্হৎ, অনন্তজিন?
যারা আসবক্ষয় করেন, তারা আমার মতোই জিন হন।
হে উপক, আমি পাপ বিষয়গুলোকে জয় করেছি,
তাই আমি জিন।" (ম.ৰ.১১)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, 'এটি দুঃখ আর্যসত্য' এই অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চোখ খুলে গেল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, বিদ্যা উৎপন্ন হল, আলো উৎপন্ন হল। ভিক্ষুগণ 'এই দুঃখ আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হয়'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখ আর্যসত্যকে

পরিপূর্ণভাবে জানা হয়েছে' এই অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চোখ খুলে গেল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, বিদ্যা উৎপন্ন হল, আলো উৎপন্ন হল। ভিক্ষুগণ, 'এটি দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য'... ভিক্ষুগণ 'এই দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্যকে পরিত্যাগ করতে হয়'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য পরিত্যক্ত হয়েছে'... ভিক্ষুগণ, 'এটি দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎ করতে হয়'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য সাক্ষাৎকৃত হয়েছে'... ভিক্ষুগণ, 'এটি দুঃখের নিরোধগামী পথ আর্যসত্য'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখের নিরোধগামী পথ আর্যসত্য ভাবনা করতে হয়'... ভিক্ষুগণ, 'এই দুঃখের নিরোধগামী পথ আর্যসত্য ভাবিত হয়েছে' এই অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চোখ খুলে গেল, জ্ঞান উৎপন্ন হল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হল, বিদ্যা উৎপন্ন হল, আলো উৎপন্ন হল। (ম.ৰ.১৫)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "বোধিসত্ত্ব ভগবান কশ্যপের কথায় [আর্যমার্গের] নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন" বলা উচিত নয়।

৯. আরও সমন্বিত কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, "চতুর্থ মার্গস্থ ব্যক্তি আগে প্রাপ্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে (*পত্তিধম্মৰসেন*) তিনটি ফল সমন্বিত হন"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪০৬. থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি চারটি স্পর্শ, চারটি বেদনা, চারটি সংজ্ঞা, চারটি চেতনা, চারটি চিত্ত, চারটি শ্রদ্ধা, চারটি উদ্যম (*ৰীরিয*), চারটি স্মৃতি, চারটি সমাধি, চারটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি স্পর্শ, তিনটি বেদনা... তিনটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি দুটি স্পর্শ, দুটি বেদনা... দুটি প্রজ্ঞা সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য (*সত্তক্খত্তুপরম*), সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য (*কোলঙ্কোলো*), মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য (*একবীজি*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে অনাগামী, আয়ুর অর্ধেক না হতেই অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অন্তরাপরিনিব্বাযী*), আয়ুর অর্ধেকে পৌঁছার পরে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*উপহচ্চপরিনিব্বাযী*), বিনা প্রচেষ্টায় সুখে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*), প্রচেষ্টা সহকারে দুঃখের মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করে (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*), ঊর্ধ্বস্রোতে পড়ে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকগামী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপন্ন, সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য, মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০৭. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে স্রোতাপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'সকৃদাগামী' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'অনাগামী' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে অনাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে স্রোতাপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সমন্বিত হলে তাকে 'সকৃদাগামী' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে সকৃদাগামী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত হলে তাকে 'স্রোতাপন্ন' বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই হচ্ছে সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি, সেই হচ্ছে স্রোতাপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০৮. থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে; আত্মবাদী দৃষ্টি (*সক্কাযদিট্‌ঠি*), সংশয় (*ৰিচিকিচ্ছা*), শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা, অপায়গামী লালসা, অপায়গামী বিদ্বেষ এবং অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; স্থূল কামরাগ ও স্থূল বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি অনাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে অনাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি অনাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; অবশিষ্ট কামরাগ ও অবশিষ্ট বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪০৯. থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে, আত্মবাদী দৃষ্টি (*সক্কাযদিট্ঠি*)...অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য

নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সকৃদাগামীমার্গ পেরিয়ে এসেছে; স্থুল কামরাগ ও স্থুল বিদ্বেষকে পেরিয়ে এসেছে, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪১০. থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তো স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আপনার "সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলকে পেরিয়ে এসেছে, তাই সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিমার্গ পেরিয়ে এসেছে, আত্মবাদী দৃষ্টি (*সক্কাযদিট্ঠি*)...অপায়গামী মোহকে পেরিয়ে এসেছে, তাই সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে সেগুলো সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪১১. ভিন্নবাদী : "অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির তিনটি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির তিনটি ফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেগুলো হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার " অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুটি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অনাগামীর দুটি ফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেগুলো হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার "অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি ফল সমন্বিত" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তি ফল লাভ হয়েছে এবং তার সেটা হারিয়ে যায় নি, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়ে থাকে এবং তার সেটা হারিয়ে না যায়, তাহলে তো আপনার "সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত" বলা উচিত।

৪১২. থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির তিনটি ফল লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির চারটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি চারটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুটি ফল লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি ফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির তিনটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি তিনটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়েছে, তার সেটা হারিয়ে যায় নি, তাই সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির দুটি মার্গ লাভ হয়েছে, তার সেগুলো হারিয়ে যায় নি, তাই সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি দুটি মার্গসমন্বিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০. সকল সংযোজন পরিত্যাগের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, নির্বিশেষে সকল সংযোজন পরিত্যাগই হচ্ছে অর্হত্ত্ব। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪১৩. থেরবাদী : সকল সংযোজন পরিত্যাগই হচ্ছে অর্হত্ত্ব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা আত্মবাদী দৃষ্টি, সংশয়, এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা আত্মবাদী দৃষ্টি, সংশয়, এবং শীল ও ব্রতকে আঁকড়ে থাকা পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগকেই তো স্রোতাপত্তিফল বলেছেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগকে স্রোতাপত্তিফল বলে থাকেন, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

৪১৪. থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা স্থুল কামরাগ ও স্থুল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪১৫. থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা স্থুল কামরাগ ও স্থুল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ ও বিদ্বেষের হালকাভাবকেই তো ভগবান সকৃদাগামীফল বলেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কামরাগ ও বিদ্বেষের হালকাভাবকে সকৃদাগামীফল বলে থাকেন, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা অবশিষ্ট কামরাগ ও অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪১৬. থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা অবশিষ্ট কামরাগ ও অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ ও বিদ্বেষের নিঃশেষে পরিত্যাগকেই তো ভগবান

অনাগামীফল বলেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কামরাগ ও বিদ্বেষের নিঃশেষে পরিত্যাগকে অনাগামীফল বলে থাকেন, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা এবং অবিদ্যার নিঃশেষে পরিত্যাগকেই তো ভগবান অর্হত্ত্ব বলেছেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা এবং অবিদ্যার নিঃশেষে পরিত্যাগকে অর্হত্ত্ব বলে থাকেন, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

৪১৭. ভিন্নবাদী : "সকল সংযোজনের পরিত্যাগই হচ্ছে অর্হত্ত্ব" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হতের সকল সংযোজন পরিত্যক্ত?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হতের সকল সংযোজন পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে "সকল সংযোজনের পরিত্যাগই হচ্ছে অর্হত্ত্ব" বলা উচিত।

(চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত)

৫. পঞ্চম বর্গ

১. বিমুক্তি-কথা

[[[বিদর্শন, মার্গ, ফল ও প্রত্যবেক্ষণ বা পর্যালোচনা, এই চারটি জ্ঞানের নামই হচ্ছে **বিমুক্তিজ্ঞান।** এদের মধ্যে বিদর্শনজ্ঞান হচ্ছে নিত্যনিমিত্ত ইত্যাদি থেকে বিমুক্ত, অথবা নিশ্চিত বিমুক্তিভাবের দ্বারাও বিমুক্ত, তাই এটি বিমুক্তিজ্ঞান। মার্গ হচ্ছে সমুচ্ছেদ বিমুক্তি, ফল হচ্ছে প্রশান্তিপূর্ণ বিমুক্তি (*পটিপস্সদ্ধিবিমুত্তি*), প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান বা পর্যালোচনাজ্ঞান বিমুক্তিকে জানে বলে বিমুক্তিজ্ঞান। এভাবে চার প্রকার বিমুক্তিজ্ঞান হলেও সোজা কথায়, কেবল ফলজ্ঞানই হচ্ছে বিমুক্তি। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে, সকল বিমুক্তিজ্ঞানই হচ্ছে বিমুক্তি। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪১৮. থেরবাদী : বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা-কিছু বিমুক্তিজ্ঞান আছে, তা সবই কি বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পর্যবেক্ষণজ্ঞান (*পচ্চবেকখণঞাণ*) হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী (*গোত্রভু*) ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপন্নের জ্ঞান হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত, লাভকৃত,

অর্জিত, সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর জ্ঞান হচ্ছে সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত, লাভকৃত, অর্জিত, সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীর জ্ঞান হচ্ছে অনাগামীফল প্রাপ্ত, লাভকৃত, অর্জিত, সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের জ্ঞান হচ্ছে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত, লাভকৃত, অর্জিত, সাক্ষাৎকৃত ব্যক্তির জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪১৯. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্বফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২০. থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাগামীফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনাগামীফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্বফলের অধিকারী ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির বিমুক্তিজ্ঞান

হচ্ছে বিমুক্ত, এবং সেই ফল প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানও হচ্ছে বিমুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. অশৈক্ষ্যজ্ঞানের কথা

[[[আনন্দ থেরো ইত্যাদিরা শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থী হলেও "ভগবান হচ্ছেন মহান" ইত্যাদিভাবে অশৈক্ষ্য বা অশিক্ষার্থীদেরকে জানতেন। তাতে কেউ কেউ মনে করে, শৈক্ষ্যদের কাছেও অশৈক্ষ্যজ্ঞান থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪২১. থেরবাদী : শিক্ষার্থীর (*সেখস্স*) অশিক্ষার্থী জ্ঞান (*অসেখং ঞাণং*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে এবং দেখে, সেই বিষয়কে দেখে, জেনে, সাক্ষাৎ করে ও পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে না, দেখে না; সেই বিষয়কে না দেখে, না জেনে, সাক্ষাৎ না করে, না পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ না করে অবস্থান করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে না জানে, না দেখে; সেই বিষয়কে না দেখে, না জেনে, সাক্ষাৎ না করে, না পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ না করে অবস্থান করে, তাহলে "শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অশিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে, অশিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে এবং দেখে, সেই বিষয়কে দেখে, জেনে, সাক্ষাৎ করে ও পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে, শিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে এবং দেখে, সেই বিষয়কে দেখে, জেনে, সাক্ষাৎ করে ও পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২২. থেরবাদী : শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে, কিন্তু শিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে না, দেখে না; সে সেই বিষয়কে না দেখে, না জেনে, সাক্ষাৎ না করে, না পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ না করে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অশিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে, কিন্তু অশিক্ষার্থী অশিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে জানে না, দেখে না; সে সেই বিষয়কে না দেখে, না জেনে, সাক্ষাৎ না করে, না পৌঁছে অবস্থান করে, দেহ দ্বারা স্পর্শ না করে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী ব্যক্তির স্রোতাপত্তিমার্গে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির অর্হত্ত্বে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২৩. ভিন্নবাদী : "শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আয়ুষ্মান আনন্দ শিক্ষার্থী হয়েও কি "ভগবান মহান" বলে জানতেন না? "সারিপুত্র স্থবির, মহামোগ্গল্লান স্থবির মহান" বলে জানতেন না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি আয়ুষ্মান আনন্দ শিক্ষার্থী হয়েও কি "ভগবান মহান" বলে জানেন, "সারিপুত্র স্থবির, মহামোগ্গল্লান স্থবির মহান" বলে জানেন, তাহলে "শিক্ষার্থীর অশিক্ষার্থী জ্ঞান আছে" বলা উচিত।

৩. বিপরীত কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, "পৃথিবীকৃৎস্নে পৃথিবীসংজ্ঞা নিয়ে নিমগ্ন ব্যক্তির সেই জ্ঞান হচ্ছে বিপরীতজ্ঞান"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪২৪. থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিত্যের মধ্যে নিত্য বলে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখের মধ্যে সুখ... অনাত্মের মধ্যে আত্ম... অসুন্দরের মধ্যে সুন্দর বলে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান কুশল নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেই জ্ঞান কুশল হয়, তাহলে "পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনিত্যের মধ্যে নিত্যের যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়, সেটাও অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয় সেটাও অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখের মধ্যে সুখের... অনাত্মের মধ্যে আত্মের... অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়, সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির যে বিপরীত বা ভ্রান্ত

জ্ঞান হয় সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২৫. থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয় সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিত্যের মধ্যে নিত্যের যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়, সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয় সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখের মধ্যে সুখের... অনাত্মের মধ্যে আত্মের... অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের যে বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়, সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২৬. থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন হতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন হতে পারে, তাহলে "পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়, এবং অর্হৎ পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন হতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হতের বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের সংজ্ঞাতে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে? অর্হতের চিত্তে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে? অর্হতের দৃষ্টিতে বিপরীত বা ভ্রান্ত

ধারণা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের সংজ্ঞাতে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে না? অর্হতের চিত্তে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে না? অর্হতের দৃষ্টিতে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের সংজ্ঞাতে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, চিত্তে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, অর্হতের দৃষ্টিতে বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, তাহলে "অর্হতের বিপরীত বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে" বলা উচিত নয়।

৪২৭. ভিন্নবাদী : "পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির সবকিছুই কি পৃথিবী হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে তো পৃথিবী আছেই, সেই পৃথিবীকে পৃথিবী হিসেবে ধারণা করেই সে তাতে নিমগ্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেখানে পৃথিবী থাকে, এবং সেই পৃথিবীকে পৃথিবী হিসেবে ধারণা করেই সে তাতে নিমগ্ন হয়, তাহলে "পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পৃথিবী আছে, কিন্তু তবুও পৃথিবীকে পৃথিবী হিসেবে ধারণা করে তাতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণ আছে, কিন্তু তবুও নির্বাণকে নির্বাণ হিসেবে ধারণা

করে তাতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এ কারণেই "পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির বিপরীত বা ভ্রান্ত জ্ঞান হয়" বলা উচিত নয়।

৪. নিশ্চয়তার কথা

[[[কোনো কোনো ব্যক্তি অনির্দিষ্ট (অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এখনো আর্যমার্গে প্রবেশ করে নি এমন) হলেও আর্যমার্গে (*সম্মতনিযাম*) প্রবেশ করবে বলে ভগবান জানেন, "এর ধর্মোপলব্ধি করা সম্ভব, কারণ এর সে-রকম উপযুক্ত জ্ঞান আছে।" এ থেকে কেউ কেউ মনে করে, "কেবল অনির্দিষ্ট সাধারণ ব্যক্তিরই আছে নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এখানে **নিশ্চয়তা** মানে হচ্ছে মার্গে প্রবেশ করা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪২৮. থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নির্দিষ্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্দিষ্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪২৯. থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য নিশ্চয়তা (মার্গজ্ঞান) আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) আছে... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য নিশ্চয়তা নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে "অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য স্মৃতির প্রতিষ্ঠা... বোধ্যঙ্গ নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জন্য বোধ্যঙ্গ না থাকে, তাহলে "অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়।

৪৩০. থেরবাদী : অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী (*গোত্রভু*) ব্যক্তির স্রোতাপত্তিমার্গে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৩১. ভিন্নবাদী : "অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কি জানেন না, "এই ব্যক্তি সঠিক নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করবে, এই ব্যক্তি ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবে?"

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান জানেন, "এই ব্যক্তি সঠিক নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করবে, এই ব্যক্তি ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারবে" তাহলে আপনার "অনির্দিষ্টের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশের জ্ঞান আছে" বলা উচিত।

৫. বিশ্লেষণী জ্ঞানের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে, "আর্যদের যা-কিছু জ্ঞান তা সবই হচ্ছে লোকোত্তর"। এ থেকে তারা এমন মতবাদী হয়, "সকল জ্ঞানই হচ্ছে বিশ্লেষণী জ্ঞান (*পটিসম্ভিদা*)"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৩২. থেরবাদী : সমস্ত জ্ঞানই কি বিশ্লেষণী জ্ঞান (*পটিসম্ভিদা*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে প্রচলিত জ্ঞানও (*সম্মুতিঞাণ*) বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] প্রচলিত জ্ঞানও বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা প্রচলিত ভাবে জানেন, তারা সবাই বিশ্লেষণী জ্ঞান প্রাপ্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমস্ত জ্ঞানই বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পরচিত্ত বিচরণ জ্ঞান কি বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] পরচিত্ত বিচরণ জ্ঞান কি বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা পরচিত্তকে জানেন, তারা সবাই বিশ্লেষণী জ্ঞান প্রাপ্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমস্ত জ্ঞানই বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সমস্ত প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সমস্ত প্রজ্ঞা হচ্ছে বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা কি বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পানিকৃৎস্ন... তেজকৃৎস্ন... বায়ুকৃৎস্ন... নীলকৃৎস্ন... হলদেকৃৎস্ন... লালকৃৎস্ন... সাদাকৃৎস্ন... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির... দানরত ব্যক্তির... চীবর দানরত ব্যক্তির... খাদ্য দানরত ব্যক্তির... বাসস্থান দানরত ব্যক্তির... ওষুধপত্র দানরত ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা কি বিশ্লেষণী জ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৩৩. ভিন্নবাদী : "সমস্ত জ্ঞানই বিশ্লেষণী জ্ঞান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, কিন্তু সেই প্রজ্ঞা বিশ্লেষণী জ্ঞান নয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সমস্ত জ্ঞান হচ্ছে বিশ্লেষণী জ্ঞান।

৬. প্রচলিত জ্ঞানের কথা

[[[দুই প্রকার সত্য রয়েছে- প্রচলিতসত্য (*সম্মুতিসচ্চ*) এবং পরমার্থসত্য। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে বিভাজন না করে মনে করে যে, সত্য হচ্ছে সত্যই, সেটা প্রচলিত হোক বা পারমার্থিক হোক। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৩৪. ভিন্নবাদী : "প্রচলিত জ্ঞানের (*সম্মুতিঞাণ*) বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল সত্য,
অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, পৃথিবীকৃৎস্নও হচ্ছে প্রচলিত সত্য (*সম্মুতিসচ্চ*), নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, এবং পৃথিবীকৃৎস্নও প্রচলিত সত্য হয়, এ কারণেই বলা উচিত : "প্রচলিত জ্ঞানের (*সম্মুতিঞাণ*) বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল সত্য, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়"।

ভিন্নবাদী : "প্রচলিত জ্ঞানের (*সম্মুতিঞাণ*) বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল সত্য, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : পানিকৃৎস্ন... তেজকৃৎস্ন... ওষুধপত্র দানরত ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, ওষুধপত্রও হচ্ছে প্রচলিত সত্য (*সম্মুতিসচ্চ*), নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ওষুধপত্র দানরত ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, এবং ওষুধপত্রও প্রচলিত সত্য হয়, এ কারণেই বলা উচিত : "প্রচলিত জ্ঞানের (*সম্মুতিঞাণ*) বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল সত্য, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়"।

৪৩৫. থেরবাদী : প্রচলিত জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল সত্য, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়, উৎপত্তি পরিত্যক্ত হয়, নিরোধ সাক্ষাৎ হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. চিত্তকে বিষয়বস্তু করার কথা

[[[কেউ কেউ "চিত্তবিচরণ জ্ঞান" কথাটিকে কেবল সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে মনে করে যে, এই জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৩৬. থেরবাদী : চিত্তবিচরণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কেউ কেউ আছে যে "লালসাযুক্ত (*সরাগং*) চিত্তকে লালসাযুক্ত
চিত্ত" বলে প্রকৃতভাবে জানে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কেউ কেউ থাকে যে "লালসাযুক্ত চিত্তকে লালসাযুক্ত চিত্ত" বলে প্রকৃতভাবে জানে, তাহলে "চিত্তবিচরণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কেউ কেউ আছে যে লালসাহীন (*বীতরাগং*) চিত্তকে... বিদ্বেষযুক্ত চিত্তকে... বিদ্বেষহীন চিত্তকে... মোহযুক্ত চিত্তকে... মোহহীন চিত্তকে... সংক্ষিপ্ত চিত্তকে... বিক্ষিপ্ত চিত্তকে... মহান চিত্তকে... অমহান চিত্তকে... শ্রেষ্ঠতর (*সউত্তর*) চিত্তকে... শ্রেষ্ঠতম (*অনুত্তর*) চিত্তকে... সমাহিত চিত্তকে... অসমাহিত চিত্তকে... বিমুক্ত চিত্তকে... অবিমুক্ত চিত্তকে "অবিমুক্ত চিত্ত" বলে প্রকৃতভাবে জানে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কেউ কেউ থাকে যে অবিমুক্ত চিত্তকে "অবিমুক্ত চিত্ত" বলে প্রকৃতভাবে জানে, তাহলে "চিত্তবিচরণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়।

৪৩৭. থেরবাদী : স্পর্শকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকেও চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্পর্শকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকেও চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা

যায়, তাহলে "চিত্তবিচরণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বেদনাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... সংজ্ঞাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... চেতনাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... চিত্তকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... শ্রদ্ধাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... উদ্যমকে (*বীরিয*) বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... স্মৃতিকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... সমাধিকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... প্রজ্ঞাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... লালসাকে (*রাগ*) বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... বিদ্বেষকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... মোহকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... পাপে নির্ভয়তাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পাপে নির্ভয়তাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকেও চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা যায়, তাহলে "চিত্তবিচরণ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেবল চিত্ত, অন্য কোনো কিছু এর বিষয়বস্তু নয়" বলা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : স্পর্শকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেটাকে স্পর্শবিচরণ জ্ঞান বলা উচিত?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : বেদনাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... সংজ্ঞাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে... পাপে নির্ভয়তাকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞানকে চিত্তবিচরণ জ্ঞান বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেটাকে পাপে নির্ভয়তাতে বিচরণকারী জ্ঞান বলা উচিত?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৩৮. ভিন্নবাদী : "চিত্তবিচরণ জ্ঞান হচ্ছে কেবল চিত্তকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞান, অন্য কোনো কিছুকে বিষয়বস্তুকারী নয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেটা তো চিত্তে বিচরণেরই জ্ঞান, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সেটা চিত্তে বিচরণের জ্ঞান হয়, তাহলে "চিত্তবিচরণ জ্ঞান হচ্ছে কেবল চিত্তকে বিষয়বস্তুকারী জ্ঞান, অন্য কোনো কিছুকে বিষয়বস্তুকারী নয়" বলা উচিত।

৮. ভবিষ্যৎ জ্ঞানের কথা

[[[ভবিষ্যৎ হচ্ছে দু-ধরনের : অনন্তর বা আসন্ন ভবিষ্যৎ, এবং অন্তর বা দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। আসন্নকালে বা ঠিক পরবর্তী মুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই কী ঘটবে সে-রকম কোনো ভবিষ্যৎজ্ঞান নেই। এমনকি এক বীথির মধ্যে, অথবা এক জবনের মধ্যেও কী হবে সে-রকম নিশ্চিত কোনো ভবিষ্যৎ জ্ঞান নেই। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, ভবিষ্যতের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান আছে, সবকিছু সম্পর্কে জানা যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৩৯. থেরবাদী : ভবিষ্যৎজ্ঞান (*অনাগতঞাণ*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতকে মূলের মাধ্যমে জানে, হেতুর মাধ্যমে জানে, উৎসের মাধ্যমে জানে, আরম্ভের মাধ্যমে (*সম্ভবতো*) জানে, প্রারম্ভের মাধ্যমে (*পভবতো*) জানে, উত্থানের মাধ্যমে জানে, আহারের মাধ্যমে জানে, বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জানে, কারণের মাধ্যমে জানে, উৎপত্তির (*সমুদয*) মাধ্যমে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের হেতু-কারণ সম্পর্ককে (*হেতুপচ্চযতা*) জানে, বিষয়বস্তু-কারণ সম্পর্ককে (*আরম্মণপচ্চযতা*) জানে, অধিপতি-কারণ সম্পর্ককে (*অধিপতিপচ্চযতা*) জানে, নিরন্তর-কারণ সম্পর্ককে (*অনন্তরপচ্চযতা*) জানে, নিরবচ্ছিন্ন-কারণ সম্পর্ককে (*সমনন্তরপচ্চযতা*) জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গোত্র পরিবর্তনকারী ব্যক্তির স্রোতাপত্তিমার্গে জ্ঞান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামী... অনাগামী... অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির অর্হত্ত্বে জ্ঞান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪০. ভিন্নবাদী : "ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "আনন্দ, পাটলিপুত্রের তিনটি অন্তরায় হবে: আগুন থেকে, অথবা পানি থেকে, অথবা অন্তর্কলহ থেকে। (ম.ৰ. ২৮৬)" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে।

৯. বর্তমানের কথা

[[["সকল সংস্কারকে অনিত্য হিসেবে দেখে সেই অনিত্যজ্ঞানকেও অনিত্য হিসেবে দেখে" এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, বর্তমানের সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান আছে, বর্তমানের সবকিছু সম্পর্কে জানা যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৪১. থেরবাদী : বর্তমানের জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারাই সেই জ্ঞানকে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই জ্ঞান দ্বারাই সেই জ্ঞানকে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞান দ্বারাই সেই জ্ঞানকে "জ্ঞান" বলে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই জ্ঞান দ্বারাই সেই জ্ঞানকে "জ্ঞান" বলে জানা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জ্ঞানই কি সেই জ্ঞানের বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই জ্ঞানই হচ্ছে সেই জ্ঞানের বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই স্পর্শ দ্বারাই সেই স্পর্শকে স্পর্শ করা যায়? সেই বেদনা দ্বারাই সেই বেদনাকে অনুভব করা যায়? সেই সংজ্ঞা দ্বারাই সেই সংজ্ঞাকে জানা যায়? সেই চেতনা দ্বারাই সেই চেতনাকে চেনা যায়? সেই চিত্ত দ্বারাই সেই চিত্তকে চিন্তা করা যায়? সেই বিতর্ক দ্বারাই সেই বিতর্ককে বিবেচনা করা যায়? সেই বিচার দ্বারাই সেই বিচারকে বিচার করা যায়? সেই প্রীতি দ্বারাই সেই প্রীতিকে প্রিয় করা যায়? সেই স্মৃতি দ্বারাই সেই স্মৃতিকে স্মরণ করা যায়? সেই প্রজ্ঞা দ্বারাই সেই প্রজ্ঞাকে প্রকৃতভাবে জানা যায়? সেই খড়গ দ্বারাই সেই খড়গকে কাটা যায়? সেই কুঠার দিয়েই সেই কুঠারকে টুকরো টুকরো করা যায়? সেই ছুরি দিয়েই সেই ছুরিকে কাটা যায়? সেই বাইস দিয়েই সেই বাইসকে কাটা যায়? সেই সুচ দিয়েই সেই সুচকে সেলাই করা যায়? সেই আঙুলের ডগা দিয়েই সেই আঙুলের ডগাকে স্পর্শ করা যায়? সেই নাকের ডগা দিয়েই সেই নাকের ডগাকে স্পর্শ করা যায়? সেই মাথা দিয়েই সেই মাথাকে স্পর্শ করা যায়? সেই ঘু দিয়েই সেই ঘু ধোয়া যায়? সেই প্রস্রাব দিয়েই সেই প্রস্রাবকে ধোয়া যায়? সেই থুথু দিয়েই সেই থুথুকে ধোয়া যায়? সেই পুঁজ দিয়েই সেই পুঁজকে ধোয়া যায়? সেই রক্ত দিয়েই সেই রক্তকে ধোয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪২. ভিন্নবাদী : "বর্তমানের জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল সংস্কারকে অনিত্য হিসেবে দেখার পরে সেই জ্ঞানকেও অনিত্য হিসেবে দেখা হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সকল সংস্কারকে অনিত্য হিসেবে দেখার পরে সেই জ্ঞানকেও অনিত্য হিসেবে দেখা হয়, তাহলে "বর্তমানের জ্ঞান আছে" বলা উচিত।

১০. ফলজ্ঞান কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, "বুদ্ধগণ সত্ত্বদের আর্যফলপ্রাপ্তির জন্যই ধর্মদেশনা করেন, তাদের শ্রাবকেরাও তাই করে থাকে। অতএব এক্ষেত্রে সত্ত্বরা কে কোন ফল লাভ করবে সেব্যাপারে বুদ্ধগণের মতোই শ্রাবকদেরও জ্ঞান থাকে।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৪৩. থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকেরা ফলের কাজকে বলে দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলের তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞান (*ফলপরোপরিযত্তি*), ইন্দ্রিয়ের তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞান, ব্যক্তিবিশেষে তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকদের স্কন্ধের ধারণা (*খন্ধপঞ্ঞত্তি*), আয়তনের ধারণা (*আযতনপঞ্ঞত্তি*), ধাতুর ধারণা, সত্যের ধারণা, ইন্দ্রিয়ের ধারণা এবং ব্যক্তির ধারণা (*পুগ্গলপঞ্ঞত্তি*) আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকেরা কি জিন, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রাবকেরা অনুৎপন্ন মার্গ উৎপন্নকারী, অজন্মানো মার্গের

জন্মদাতা, অব্যাখ্যাত মার্গের ব্যাখ্যাদাতা, মার্গজ্ঞ, মার্গজ্ঞানী, মার্গপণ্ডিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪৪. ভিন্নবাদী : "শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : শ্রাবকদের কি জ্ঞান নেই?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই শ্রাবকদের ফলে জ্ঞান আছে।

(পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত)

৬. ষষ্ঠ বর্গ

১. নিশ্চয়তার কথা

[[[পুগ্গলপঞ্ঞত্তিতে বলা হয়েছে : "সে কুশল বিষয়গুলোর মধ্যে সঠিক নিশ্চয়তায় (*সম্মত্তনিযামং*) প্রবেশ করতে পারে" (পু.প. ১৩)। এখানে **নিশ্চয়তা** (*নিযাম*) মানে হচ্ছে আর্যমার্গ। যেহেতু তা উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়ে গেলেও সেই ব্যক্তি আর অনির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন হয় না, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, "সেই নিশ্চয়তা হচ্ছে নিত্য অর্থে অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৪৫. থেরবাদী : [আর্যমার্গের] নিশ্চয়তা (*নিযাম*) হচ্ছে অসৃষ্ট (*অসঙ্খত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি নির্বাণ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, পরায়ণ, অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ, দুটো আশ্রয়, দুটো শরণ, দুটো পরায়ণ, দুটো অচ্যুত, দুটো অমৃত আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুটো নির্বাণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো নির্বাণের মধ্যে উচ্চ-নীচতা, হীন-উত্তমতা, উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে কোনো সীমা বা বিভাগ বা কোনো রেখা বা

ফারাক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে নিশ্চয়তায় প্রবেশ করে, নিশ্চয়তা লাভ করে, উৎপন্ন করায়, সমুৎপন্ন করায়, স্থাপন করে, সুস্থাপন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে, জন্মায়, জন্ম দেয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে অসৃষ্টের মধ্যে প্রবেশ করে, অসৃষ্টকে লাভ করে, উৎপন্ন করায়, সমুৎপন্ন করায়, স্থাপন করে, সুস্থাপন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে, জন্মায়, জন্ম দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪৬. থেরবাদী : নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিশ্চয়তাও হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিমার্গ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীর নিশ্চয়তা... অনাগামীর নিশ্চয়তা... অর্হত্ত্বের নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হত্ত্বের নিশ্চয়তা হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তির নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট... অর্হত্ত্বের নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণ হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : পাঁচটি ত্রাণ... পাঁচটি অন্তর্বর্তী পর্যায় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মিথ্যা নিশ্চয়তা (*মিচ্ছত্তনিযামো*) হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : মিথ্যা নিশ্চয়তা হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সঠিক নিশ্চয়তা (*সম্মত্তনিযামো*) হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪৭. ভিন্নবাদী : "নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : তাহলে নিশ্চয়তা উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে তা তখন অনিশ্চিত হয়?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট।

ভিন্নবাদী : মিথ্যা নিশ্চয়তা উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে তা তখন অনিশ্চিত হয়?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই নিশ্চয়তা হচ্ছে অসৃষ্ট।

২. কারণসাপেক্ষ উৎপত্তির কথা

[[[সংযুক্তনিকায়ের নিদানবর্গে বলা হয়েছে : "তথাগতদের উৎপত্তি হোক বা না হোক, ধর্মের স্থিতি বা বিষয়গুলোর কারণসাপেক্ষতা (*ধম্মট্ঠিততা*) থাকবেই" (স.নি. ২.২০)। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি (*পটিচ্চসমুপ্পাদ*) হচ্ছে অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয** এবং **মহিসাসক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৪৮. থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি (*পটিচ্চসমুপ্পাদ*) হচ্ছে অসৃষ্ট (*অসঙ্খত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি নির্বাণ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, পরায়ণ, অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কি দুটো ত্রাণ, দুটো আশ্রয়, দুটো শরণ, দুটো পরায়ণ, দুটো অচ্যুত, দুটো অমৃত, দুটো নির্বাণ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুটো নির্বাণ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো নির্বাণের মধ্যে উচ্চ-নীচতা, হীন-উত্তমতা, উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে কোনো সীমা বা বিভাগ বা কোনো রেখা বা ফারাক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৪৯. থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যা হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিও হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অবিদ্যার কারণে সংস্কার হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অবিদ্যার কারণে সংস্কার হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিও হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিও হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিও হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী :... কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : জন্মের কারণে বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জন্মের কারণে বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কারণসাপেক্ষ উৎপত্তিও হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫০. ভিন্নবাদী : "কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, জন্মের কারণেই বার্ধক্য ও মরণ হয়। তথাগতের উৎপত্তি হোক বা না হোক, ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম এবং কারণ হওয়ার মাধ্যমে এই ধাতু বা স্বভাব থাকেই (অর্থাৎ "জন্মের কারণে বার্ধক্য ও মরণ হয়" এভাবে বার্ধক্য ও মরণের যে একটা কারণ আছে, সেটাই হচ্ছে ধাতু, সেটাই হচ্ছে স্বভাব। সেটা তথাগতদের উৎপন্নের আগেও ছিল, পরেও থাকবে)। তা তথাগত বিশেষভাবে বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন। বিশেষভাবে বুঝে এবং উপলব্ধি করে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন, দেশনা করেন, প্রকাশ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন, উন্মুক্ত করেন, বিভাজিত করেন, উন্মোচিত করেন। তিনি বলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেখ, জন্মের কারণেই বার্ধক্য ও মরণ হয়।' ভিক্ষুগণ, ভবের কারণেই জন্ম... অবিদ্যার কারণেই সংস্কার। তথাগতের উৎপত্তি হোক বা না হোক... তিনি বলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেখ, জন্মের কারণেই বার্ধক্য ও মরণ।' ভিক্ষুগণ, এভাবেই এই যে বাস্তবতা, অবাস্তবতা নয়, অন্যথা নয়, এবং কারণসাপেক্ষতা, একেই বলা হয় কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি।" (স.নি. ২.২০) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট।

৪৫১. থেরবাদী : "অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট, এবং নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো ত্রাণ... দুটো অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে (*অন্তরিকা*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট; "সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট; এবং নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনটা অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তিনটা অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তিনটা ত্রাণ... তিনটা অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে (*অন্তরিকা*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট; "সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট;... "জন্মের কারণে বার্ধক্য ও মরণ হয়" যা হচ্ছে ধর্মের স্থিতি, ধর্মনিয়ম, অসৃষ্ট; এবং নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বারোটা অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বারোটা অসৃষ্টতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বারোটা ত্রাণ... বারোটা অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. সত্যের কথা

[[[সংযুক্তনিকায়ে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সত্য (*তথানি*), অসত্য নয় (*অৰিতথানি*)" (স.নি. ৫.১০৯০)। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "চারটি সত্য হচ্ছে নিত্য, অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৫২. থেরবাদী : চারটি [আর্য]সত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেগুলো হচ্ছে চারটি ত্রাণ, চারটি আশ্রয়, চারটি শরণ,

চারটি পরায়ণ, চারটি অচ্যুত, চারটি অমৃত, চারটি নির্বাণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি]... সেগুলো হচ্ছে চারটি নির্বাণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চারটি নির্বাণের মধ্যে উচ্চ-নীচতা, হীন-উত্তমতা, উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে কোনো সীমা বা বিভাগ বা কোনো রেখা বা ফারাক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দৈহিক দুঃখ, মানসিক দুঃখ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-বিষণ্নতা-মনস্তাপ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা [পারলৌকিক জীবনের প্রতি তৃষ্ণা] এবং বিভবতৃষ্ণা [ইহজীবন শেষ করার তৃষ্ণা] হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গও কি অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখ হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দৈহিক দুঃখ, মানসিক দুঃখ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-বিষণ্ণতা-মনস্তাপ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : উৎপত্তি হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা [পারলৌকিক জীবনের প্রতি তৃষ্ণা] এবং বিভবতৃষ্ণা [ইহজীবন শেষ করার তৃষ্ণা] হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫৩. থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, দুঃখ হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, উৎপত্তিও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, মার্গও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, দুঃখ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : উৎপত্তিসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, উৎপত্তি হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : মার্গসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, মার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নিরোধসত্য হচ্ছে অসৃষ্ট, নিরোধ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫৪. ভিন্নবাদী : "চারটি সত্য হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে বাস্তবতা, অবাস্তবতা নয়, অন্যথা নয়! কোন চারটি? ভিক্ষুগণ, 'এটি দুঃখ' এই হচ্ছে বাস্তবতা, এটি অবাস্তবতা নয়, এটি অন্যথা নয়... 'এটি দুঃখের উৎপত্তি'... 'এটি দুঃখের নিরোধ'... 'এটি দুঃখের নিরোধগামী পথ' এই হচ্ছে বাস্তবতা, এটি অবাস্তবতা নয়, এটি অন্যথা নয়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে বাস্তবতা, অবাস্তবতা নয়, অন্যথা নয়।" (স.নি. ৫.১০৯০) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই চারটি সত্য হচ্ছে অসৃষ্ট।

৪. অরূপের কথা

[[["চারটি অরূপ হচ্ছে অবিচল (*আনেঞ্জা*)।" এমন উদ্ধৃতি থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "সেগুলো সবই হচ্ছে অসৃষ্ট।" এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৫৫. থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি নির্বাণ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, পরায়ণ, অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ... দুটো অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বদের আবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, নিজস্বতা (*অত্তভাৰ*) লাভ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্ট হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বদের আবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, নিজস্বতা (*অত্তভাৰ*) লাভ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে সত্ত্বরা জন্ম নেয়, বুড়ো হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টে সত্ত্বরা জন্ম নেয়, বুড়ো হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তনে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ-অনন্ত-আয়তন হচ্ছে চারস্কন্ধযুক্ত ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টও হচ্ছে চারস্কন্ধযুক্ত ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫৬. ভিন্নবাদী : "চারটি অরূপ হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চারটি অরূপকে কি ভগবান কর্তৃক অবিচল বলা হয় নি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি চারটি অরূপকে ভগবান কর্তৃক অবিচল (*আনেঞ্জা*) বলা হয়ে থাকে, তাহলে "চারটি অরূপ হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়।

৫. নিরোধ সমাপত্তির কথা

[[[নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে চারটি স্কন্ধের অচল অবস্থা (*অপ্পবত্তি*)। নিরোধসমাপত্তি করা হয়ে গেলে, বা লাভ হলে তা শেষ হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে সৃষ্ট বা অসৃষ্ট কোনো লক্ষণ না থাকায় সেটাকে সৃষ্ট অথবা অসৃষ্ট হিসেবে বলা যায় না। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, "যেহেতু তা সৃষ্ট নয়, তাই তা হচ্ছে অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **উত্তরপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৫৭. থেরবাদী : নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি নির্বাণ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, পরায়ণ, অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ... দুটো অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে নিরোধে প্রবেশ করে, নিরোধ লাভ করে, উৎপন্ন করায়, সমুৎপন্ন করায়, স্থাপন করে, সুস্থাপন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে, জন্মায়, জন্ম দেয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে অসৃষ্টের মধ্যে প্রবেশ করে, অসৃষ্টকে লাভ করে, উৎপন্ন করায়, সমুৎপন্ন করায়, স্থাপন করে, সুস্থাপন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে, জন্মায়, জন্ম দেয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫৮. থেরবাদী : নিরোধ থেকে বিশোধন (*ৰোদান*) ও উত্থান (*ৰুট্ঠান*) দেখা যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অসৃষ্ট থেকে বিশোধন ও উত্থান দেখা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধে প্রবেশ করার সময়ে প্রথমে বাক্যসংস্কার নিরুদ্ধ হয়, এরপর কায়সংস্কার, এরপর চিত্তসংস্কার নিরুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অসৃষ্টে প্রবেশের সময়ে প্রথমে বাক্যসংস্কার নিরুদ্ধ হয়, এরপর কায়সংস্কার, এরপর চিত্তসংস্কার নিরুদ্ধ হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : নিরোধ থেকে উঠে আসার সময়ে প্রথমে চিত্তসংস্কার উৎপন্ন হয়, এরপর কায়সংস্কার, এরপর বাক্যসংস্কার?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্ট থেকে উঠে আসার সময়ে প্রথমে চিত্তসংস্কার উৎপন্ন হয়, এরপর কায়সংস্কার, এরপর বাক্যসংস্কার?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধ থেকে উঠে আসা ব্যক্তির তিনটি স্পর্শ স্পর্শিত হয়- শূন্যতার স্পর্শ, চিহ্নবিহীন স্পর্শ, আকাঙ্ক্ষাহীন স্পর্শ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্ট থেকে উঠে আসা ব্যক্তির তিনটি স্পর্শ স্পর্শিত হয়- শূন্যতার স্পর্শ, চিহ্নবিহীন স্পর্শ, আকাঙ্ক্ষাহীন স্পর্শ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নিরোধ থেকে উঠে আসা ব্যক্তির চিত্ত নির্জনতাপ্রিয় হয়, নির্জনতাপ্রবণ হয়, নির্জনতার দিকে ঝুঁকে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্ট থেকে উঠে আসা ব্যক্তির চিত্ত নির্জনতাপ্রিয় হয়, নির্জনতাপ্রবণ হয়, নির্জনতার দিকে ঝুঁকে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৫৯. ভিন্নবাদী : "নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেটা হচ্ছে সৃষ্ট?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই নিরোধসমাপত্তি হচ্ছে অসৃষ্ট।

৬. আকাশের কথা

[[[আকাশ তিন প্রকার : সীমিত আকাশ (*পরিচ্ছেদাকাসো*), কৃৎস্ন সরিয়ে ফেলা আকাশ (*কসিণুগ্ঘাটিমাকাসো*), এবং শূন্য আকাশ (*অজটাকাসো*)। এদের মধ্যে সীমিত আকাশ হচ্ছে সৃষ্ট, অন্য দুটো হচ্ছে প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণা মাত্র। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "যেহেতু শেষোক্ত দুটো আকাশ সৃষ্ট নয়, তাই সেগুলো অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** এবং **মহিসাসক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৬০. থেরবাদী : আকাশ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি নির্বাণ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, পরায়ণ, অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ... দুটো অন্তর্বর্তী ফাঁক আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে অনাকাশকে আকাশ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে সৃষ্টকে অসৃষ্ট করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে আকাশকে অনাকাশ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কি আছে যে অসৃষ্টকে সৃষ্ট করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশে পাখিরা যায়, চন্দ্রসূর্য যায়, তারকারাজি যায়, অলৌকিক ঘটনা দেখা যায়, বাহু নাড়ানো যায়, হাত নাড়ানো যায়, ঢিল ছোঁড়া হয়, মুগুর চলে, অলৌকিক শক্তিধর ব্যক্তি চলে, তির ছুটে যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসৃষ্টে পাখিরা যায়, চন্দ্রসূর্য যায়, তারকারাজি যায়, অলৌকিক ঘটনা দেখা যায়, বাহু নাড়ানো যায়, হাত নাড়ানো যায়, ঢিল ছোঁড়া হয়, মুগুর চলে, অলৌকিক শক্তিধর ব্যক্তি চলে, তির ছুটে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৬১. থেরবাদী : আকাশকে ঘিরে ঘর বানানো হয়, কক্ষ বানানো হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অসৃষ্টকে ঘিরে ঘর বানানো হয়, কক্ষ বানানো হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুয়া খননকালে অনাকাশ আকাশ হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সৃষ্টও অসৃষ্ট হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শূন্য কুয়া পূর্ণ হওয়ার সময়ে, শূন্য কক্ষ পূর্ণ হওয়ার সময়ে, শূন্য কলসি পূর্ণ হওয়ার সময়ে আকাশ অন্তর্হিত হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে অসৃষ্টও সৃষ্ট হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৬২. ভিন্নবাদী : "আকাশ অসৃষ্ট" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : তাহলে আকাশ সৃষ্ট?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই আকাশ হচ্ছে অসৃষ্ট।

৭. আকাশ হচ্ছে দৃশ্যমান

[[[তালার ছিদ্র ইত্যাদিতে জ্ঞান পরিচালনার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, "শূন্য আকাশের (*অজটাকাসো*) সবটুকুই হচ্ছে দৃশ্যমান।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৬৩. থেরবাদী : আকাশ কি দৃশ্যমান?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে আকাশ হচ্ছে রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলদে, লাল, সাদা, চোখ দ্বারা জানা যায় এমন, যা চোখে আঘাত করে, চোখের দৃষ্টিপথে আসে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আকাশ দৃশ্যমান?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ ও আকাশের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ ও আকাশের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "চোখ ও আকাশের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?
ভিন্নবাদী : নেই।
থেরবাদী : "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে আপনার "চোখ ও আকাশের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৪৬৪. ভিন্নবাদী : "আকাশ হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : দুটো গাছের ফাঁকে, দুটো স্তম্ভের ফাঁকে, তালার ছিদ্র ও জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তো, নাকি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি দুটো গাছের ফাঁকে, দুটো স্তম্ভের ফাঁকে, তালার ছিদ্র ও জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, তাহলে "আকাশ হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

৮. পৃথিবীধাতু ইত্যাদি হচ্ছে দৃশ্যমান

[[[পাথর, পানি ও আগুনকে দেখে এবং গাছপালার নড়াচড়া ও কায়িক অভিব্যক্তির সময়ে হাত-পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রং ও রূপ বা আকার-আকৃতি দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, "পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। পরবর্তী ৯ম এবং ১০ম পরিচ্ছেদেও তাদের এ ধরনের মতবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এগুলো নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৬৫. থেরবাদী : পৃথিবীধাতু কি দৃশ্যমান?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে পৃথিবীধাতু হচ্ছে রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলদে, লাল, সাদা, চোখ দ্বারা জানা যায় এমন, যা চোখে আঘাত করে, চোখের দৃষ্টিপথে আসে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবীধাতু দৃশ্যমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ ও পৃথিবীধাতুর কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ ও পৃথিবীধাতুর কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ ও পৃথিবীধাতুর কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে আপনার "চোখ ও পৃথিবীধাতুর কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৪৬৬. ভিন্নবাদী : "পৃথিবীধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভূমি, পাথর, পর্বতকে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভূমি, পাথর, পর্বতকে দেখা যায়, তাহলে "পৃথিবীধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "পানিধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : পানিকে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি পানিকে দেখা যায়, তাহলে "পানিধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "তেজধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আগুনকে জ্বলতে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি আগুনকে জ্বলতে দেখা যায়, তাহলে "তেজধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

ভিন্নবাদী : "বায়ুধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বাতাসে গাছপালা নড়তে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি বাতাসে গাছপালা নড়তে দেখা যায়, তাহলে "বায়ুধাতু হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

৯. চোখ-ইন্দ্রিয় হচ্ছে দৃশ্যমান ইত্যাদির কথা

৪৬৭. থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় কি দৃশ্যমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চোখ-ইন্দ্রিয় হচ্ছে রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু... যা চোখের দৃষ্টিপথে আসে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় দৃশ্যমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ ও চোখ-ইন্দ্রিয়ের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ ও চোখ-ইন্দ্রিয়ের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ ও চোখ-ইন্দ্রিয়ের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে আপনার "চোখ ও চোখ-ইন্দ্রিয়ের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৪৬৮. ভিন্নবাদী : "পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও কায়কে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও কায়কে দেখা যায়, তাহলে "পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

১০. কায়িক কর্ম হচ্ছে দৃশ্যমান

৪৬৯. থেরবাদী : কায়িক কর্ম হচ্ছে দৃশ্যমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলদে, লাল, সাদা, চোখ দ্বারা জানা যায় এমন, যা চোখে আঘাত করে, চোখের দৃষ্টিপথে আসে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়িক কর্ম দৃশ্যমান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ ও কায়িক কর্মের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ ও কায়িক কর্মের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ ও কায়িক কর্মের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে কি এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ ও রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে আপনার "চোখ ও কায়িক কর্মের কারণে চোখবিজ্ঞান

উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৪৭০. ভিন্নবাদী : "কায়িক কর্ম হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আসা-যাওয়া করতে, সামনে এবং এদিক-ওদিক তাকাতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিতে ও প্রসারিত করতে দেখা যায় তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি আসা-যাওয়া করতে, সামনে এবং এদিক-ওদিক তাকাতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিতে ও প্রসারিত করতে দেখা যায়, তাহলে "কায়িক কর্ম হচ্ছে দৃশ্যমান" বলা উচিত।

(ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত)

৭. সপ্তম বর্গ

১. সংগৃহীত কথা

[[[রশি দিয়ে যেমন গরুর পালকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা যায়, ধর্ম বা বিষয়গুলোকে কিন্তু সেভাবে কোনো বিষয়ের অধীনে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায় না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "যেহেতু ধর্ম বা বিষয়গুলোর কোনোটাকেই কোনোটার অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় না, তাই রূপের শ্রেণিবিভাগ নিরর্থক।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধত্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৭১. থেরবাদী : এমন কোনো বিষয় নেই যা কোনো [বিমূর্ত] বিষয়ের অধীনে শ্রেণিভুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কিন্তু কোনো কোনো বিষয় আছে যা কোনো [বিমূর্ত] বিষয়ের অধীনে গণ্য করা হয়, উল্লেখ করা হয়, অন্তর্ভুক্ত করা হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তেমন কোনো বিষয় থাকে যা কোনো [বিমূর্ত] বিষয়ের অধীনে গণ্য করা হয়, উল্লেখ করা হয়, অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে "এমন কোনো বিষয় নেই যা কোনো [বিমূর্ত] বিষয়ের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চোখ-আয়তনকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি চোখ-আয়তনকে রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "চোখ-আয়তন রূপস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।... কান-আয়তনকে... নাক-আয়তনকে... জিহ্বা-আয়তনকে... কায়-আয়তনকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি কায়-আয়তনকে রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "কায়-আয়তন রূপস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

থেরবাদী : রূপ-আয়তনকে... শব্দ-আয়তনকে... গন্ধ-আয়তনকে...

স্বাদ-আয়তনকে... স্পর্শযোগ্য-আয়তনকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি স্পর্শযোগ্য-আয়তনকে রূপস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "স্পর্শযোগ্য-আয়তন রূপস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

থেরবাদী : সুখবেদনাকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : বেদনাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি সুখবেদনাকে বেদনাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "সুখবেদনা বেদনাস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।... দুঃখবেদনাকে... অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : বেদনাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি অদুঃখ-অসুখ বেদনাকে বেদনাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "অদুঃখ-অসুখ বেদনা বেদনাস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

থেরবাদী : চোখের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞাকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : সংজ্ঞাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি চোখের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "চোখের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞা হচ্ছে সংজ্ঞাস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।... কানের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞাকে... মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞাকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : সংজ্ঞাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন সংজ্ঞা হচ্ছে সংজ্ঞাস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

থেরবাদী : চোখের সংস্পর্শে উৎপন্ন চেতনা... মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন চেতনাকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়?

ভিন্নবাদী : সংস্কারস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন চেতনাকে সংস্কারস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "মনের সংস্পর্শে উৎপন্ন চেতনা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান... মনোবিজ্ঞানকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা

হয়?

ভিন্নবাদী : বিজ্ঞানস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়।

থেরবাদী : যদি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানস্কন্ধের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে "মনোবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানস্কন্ধের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" বলা উচিত।

৪৭২. ভিন্নবাদী : যেমন দড়ি বা জোয়াল দিয়ে দুটো বলদকে যুক্ত করা হয়, রশি দিয়ে ভিক্ষাপাত্রকে বেঁধে রাখা হয়, চামড়ার ফিতা দিয়ে কুকুরকে বেঁধে রাখা হয়, তেমনি সেই ধর্ম বা বিষয়গুলোও সেই বিষয়ের অধীনে শ্রেণিভুক্ত?

থেরবাদী : [হ্যাঁ, এবং] যদি দড়ি বা জোয়াল দিয়ে দুটো বলদকে যুক্ত করা হয়, রশি দিয়ে ভিক্ষাপাত্রকে বেঁধে রাখা হয়, চামড়ার ফিতা দিয়ে কুকুরকে বেঁধে রাখা হয়, তাহলে "কোনো কোনো বিষয় আছে যা কোনো [বিমূর্ত] বিষয়ের অধীনে শ্রেণিভুক্ত" কথাটাও বলা যায়।

২. সংযুক্ত কথা

[[[তিলের মধ্যে যেমন তেল থাকে, সেভাবে কিন্তু বেদনা ইত্যাদির মধ্যে সংজ্ঞা ইত্যাদি থাকে না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, "যেহেতু ধর্ম বা বিষয়গুলোর কোনোটাই কোনোটার সাথে সংযুক্ত নয়, তাই জ্ঞানসংযুক্ত ইত্যাদি কথা হচ্ছে নিরর্থক।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধত্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৭৩. থেরবাদী : এমন কোনো ধর্ম বা বিষয় নেই যা অন্য কোনো ধর্ম বা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কিন্তু কোনো কোনো বিষয় তো আছে যা অন্য বিষয়ের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, এবং যাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তেমন কোনো বিষয় থাকে যা অন্য বিষয়ের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, এবং যাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু, তাহলে আপনার "এমন কোনো বিষয় নেই যা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সংযুক্ত" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ হচ্ছে সংজ্ঞাস্কন্ধের সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বেদনাস্কন্ধ সংজ্ঞাস্কন্ধের সহজাত হয়, তাহলে বলা উচিত : "বেদনাস্কন্ধ হচ্ছে সংজ্ঞাস্কন্ধের সাথে সংযুক্ত।"

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের সাথে... বিজ্ঞানস্কন্ধের সাথে সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বেদনাস্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধের সহজাত হয়, তাহলে বলা উচিত : "বেদনাস্কন্ধ হচ্ছে বিজ্ঞানস্কন্ধের সাথে সংযুক্ত।"

থেরবাদী : সংজ্ঞাস্কন্ধ... সংস্কারস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ হচ্ছে বেদনাস্কন্ধের সাথে... সংজ্ঞাস্কন্ধের সাথে... সংস্কারস্কন্ধের সাথে সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বিজ্ঞানস্কন্ধ সংস্কারস্কন্ধের সহজাত হয়, তাহলে বলা উচিত : "বিজ্ঞানস্কন্ধ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের সাথে সংযুক্ত।"

৪৭৪. ভিন্নবাদী : তেল যেমন তিলের সাথেই থাকে, তিলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে, রস যেমন আখের সাথেই থাকে, আখের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে, তেমনি সেই বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলোর সাথেই থাকে, সেই বিষয়গুলোর মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. চৈতসিকের কথা

[[[যেহেতু স্পর্শিক ইত্যাদি নামের কোনো কিছু নেই, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, চৈতসিকও নেই, চৈতসিক বলতে কোনো ধর্ম বা বিষয়ই নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধত্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৭৫. থেরবাদী : চৈতসিক বিষয় বলতে কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কিন্তু কোনো কোনো বিষয় তো আছে যা চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, এবং যাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তেমন কোনো বিষয় থাকে যা চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, এবং যাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু, তাহলে আপনার "চৈতসিক বিষয় বলতে কিছু নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে চিত্তের সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্পর্শ চিত্তের সহজাত হয়, তাহলে বলা উচিত : "স্পর্শ হচ্ছে চৈতসিক"।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... লালসা... বিদ্বেষ... মোহ... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে চিত্তের সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পাপে নির্ভয়তা চিত্তের সহজাত হয়, তাহলে বলা উচিত : "পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে চৈতসিক"।

৪৭৬. ভিন্নবাদী : চিত্তের সহজাত হয় বলেই সেটা চৈতসিক?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে স্পর্শের সহজাত হলে সেটা [মানসিক, রাজসিক ইত্যাদির মতো] স্পর্শসিক হবে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চিত্তের সহজাত হয় বলেই সেটা চৈতসিক?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে বেদনার... সংজ্ঞার... চেতনার... শ্রদ্ধার... উদ্যমের... স্মৃতির... সমাধির... প্রজ্ঞার... লালসার... বিদ্বেষের... মোহের... পাপে নির্ভয়তার সহজাত হলে পাপে নির্ভয়তাসিক হবে? [মানসিক, রাজসিক ইত্যাদি শব্দগুলোর মতো]

থেরবাদী : হ্যাঁ।

৪৭৭. থেরবাদী : চৈতসিক বিষয় বলতে কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"বিজ্ঞ ব্যক্তি এই চিত্ত এবং চৈতসিক বিষয়গুলোকে
অনাত্ম হিসেবেই জানে;

হীন ও উত্তম এই উভয়কে জেনে
সম্যকদর্শী তখন সেগুলোকে ক্ষণস্থায়ী বিষয় হিসেবে জানে।"

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই চৈতসিক বিষয় আছে।

থেরবাদী : চৈতসিক বিষয় বলতে কিছু নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "কেবট্ট, এখানে ভিক্ষু অন্য সত্ত্ব বা অন্য ব্যক্তির চিত্তকে নির্দেশ করে, চৈতসিককে নির্দেশ করে, চিন্তাকৃত বিষয়কে নির্দেশ করে, বিচারিত বিষয়কে নির্দেশ করে বলে, 'তোমার মন হচ্ছে এরকম। এটিই তোমার মন। তোমার চিত্ত হচ্ছে এরকম।'"(দী.নি. ১.৪৮৫)
সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই চৈতসিক বিষয় আছে।

৪. দানকথা

[[[দান হচ্ছে তিন প্রকার : ত্যাগের চেতনা, বিরতি, এবং দানীয় সামগ্রী। "শ্রদ্ধা, পাপে লজ্জা এবং কুশল দান (নিষ্কলুষ দান)" (অ.নি. ৮.৩২) এই কথাতে ত্যাগচেতনা হচ্ছে দান। "অভয় দেয়" (অ.নি. ৮.৩৯) এই কথাতে বুঝাচ্ছে বিরতিকে। "অন্ন, পানীয় দান দেয়" এই কথাতে বুঝাচ্ছে দানীয় সামগ্রীকে। তিন প্রকার দান হলেও প্রথম দুটো হচ্ছে চৈতসিকের বিষয়। তাই চৈতসিক এবং দানীয় সামগ্রী ভেদে দুই প্রকার দানই হয়। কেউ কেউ মনে করে যে, "চৈতসিক বিষয়ই হচ্ছে দান, দানীয় সামগ্রী দান নয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধত্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৭৮. থেরবাদী : দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : চৈতসিক বিষয় কি অপরকে দেয়া যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চৈতসিক বিষয় কি অপরকে দেয়া যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ কি অপরকে দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা কি অপরকে দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৭৯. ভিন্নবাদী : "দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : দান কি অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, অসুন্দর ফল দেয়, অমনোজ্ঞ ফল দেয়, অতৃপ্তিকর (*সেচনক*) ফল দেয়, দুঃখ দেয় এবং দুঃখবিপাক দেয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : দান তো আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি দান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়, তাহলে "দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : দান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় বলে ভগবান বলেছেন, চীবর হচ্ছে দান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চীবর আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় বলে ভগবান বলেছেন, খাদ্য, বাসস্থান এবং ওষুধপত্র হচ্ছে দান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে ওষুধপত্র আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৮০. ভিন্নবাদী : "দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :
"শ্রদ্ধা, পাপে লজ্জা, এবং কুশল দান (নিষ্কলুষ দান),
সৎব্যক্তি এই বিষয়গুলোকে অনুসরণ করেন।
এই পথকেই দিব্য বলা হয়ে থাকে,
এই পথ ধরেই তারা দেবলোকে চলে যান।" (অ.নি. ৮.৩২)
সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়।

ভিন্নবাদী : "দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি দান হচ্ছে মহাদান, যেগুলো হচ্ছে অগ্রগণ্য, বহুযুগ ধরে বংশপরম্পরায় প্রচলিত, প্রাচীন, নির্মল, যেগুলো আগেও নির্মল ছিল, এখনো নির্মল আছে, ভবিষ্যতেও নির্মল থাকবে, যেগুলো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক অনিন্দনীয়। কোন পাঁচটি? ভিক্ষুগণ, এখানে আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা থেকে বিরত আর্যশ্রাবক অপরিমেয় সত্ত্বদেরকে অভয় দেয়, মৈত্রী দেয়, নিরাপত্তা দেয়। অপরিমেয় সত্ত্বদেরকে অভয় দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে সে অপরিমেয় অভয়, মৈত্রী এবং নিরাপত্তার ভাগী হয়। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে প্রথম দান যা হচ্ছে মহাদান, যা হচ্ছে অগ্রগণ্য, বহুযুগ ধরে বংশপরম্পরায় প্রচলিত, প্রাচীন, নির্মল, যা আগেও নির্মল ছিল, এখনো নির্মল আছে, ভবিষ্যতেও নির্মল থাকবে, যা শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক অনিন্দনীয়। আবার ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিত্যাগ করে... ব্যভিচার পরিত্যাগ করে... মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করে... মদ ও মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করে মদ ও মাদকদ্রব্য থেকে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, মদ ও মাদকদ্রব্য থেকে বিরত আর্যশ্রাবক অপরিমেয় সত্ত্বদেরকে অভয় দেয়, মৈত্রী দেয়, নিরাপত্তা দেয়। অপরিমেয় সত্ত্বদেরকে অভয় দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে সে অপরিমেয় অভয়, মৈত্রী এবং নিরাপত্তার ভাগী হয়। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পঞ্চম দান যা হচ্ছে মহাদান, যা হচ্ছে অগ্রগণ্য, বহুযুগ ধরে বংশপরম্পরায় প্রচলিত, প্রাচীন, নির্মল, যা আগেও নির্মল ছিল, এখনো

নির্মল আছে, ভবিষ্যতেও নির্মল থাকবে, যা শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক অনিন্দনীয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি দান হচ্ছে মহাদান, যেগুলো হচ্ছে অগ্রগণ্য, বহুযুগ ধরে বংশপরম্পরায় প্রচলিত, প্রাচীন, নির্মল, যেগুলো আগেও নির্মল ছিল, এখনো নির্মল আছে, ভবিষ্যতেও নির্মল থাকবে, যেগুলো শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক অনিন্দনীয়।" (অ.নি. ৮.৩৯) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই দান হচ্ছে চৈতসিক বিষয়।

৪৮১. থেরবাদী : "দানীয় সামগ্রী হচ্ছে দান" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "এখানে কেউ কেউ অন্ন দেয়, পানীয় দেয়, বস্ত্র দেয়, যানবাহন দেয়, মালা দেয়, সুগন্ধি দেয়, দেহে মাখার সামগ্রী দেয়, বিছানা দেয়, বাসস্থান দেয়, বাতি দেয়।" (স.নি. ৩.৩৬২) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই দানীয় সামগ্রী হচ্ছে দান।

৪৮২. ভিন্নবাদী : দানীয় সামগ্রীই হচ্ছে দান?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : দানীয় সামগ্রী কি আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : দান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় বলে ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে, এবং চীবর হচ্ছে দান?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চীবর কি আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : দান আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয় বলে ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে, এবং খাদ্য হচ্ছে দান... বাসস্থান হচ্ছে দান... ওষুধপত্র হচ্ছে দান?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ওষুধপত্র কি আকাঙ্ক্ষিত ফল দেয়, সুন্দর ফল দেয়, মনোজ্ঞ ফল দেয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিকর (*অসেচনক*) ফল দেয়, সুখ দেয় এবং সুখবিপাক দেয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "দানীয় সামগ্রী হচ্ছে দান" বলা উচিত নয়।

৫. পরিভোগের দ্বারা পুণ্যের কথা

[[["তাদের দিনরাত সর্বদা পুণ্য বাড়ে"[১] (স.নি. ১.৪৭), এবং "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যার চীবর ব্যবহার করে[২]... " (অ.নি. ৪.৫১) ইত্যাদি সূত্রকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, পরিভোগময় পুণ্য আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক, সিদ্ধত্থিক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৮৩. থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে স্পর্শ বাড়ে, বেদনা বাড়ে, সংজ্ঞা বাড়ে, চেতনা বাড়ে, চিত্ত বাড়ে, শ্রদ্ধা বাড়ে, উদ্যম বাড়ে, স্মৃতি বাড়ে, সমাধি বাড়ে, প্রজ্ঞা বাড়ে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি লতার মতো বাড়ে, পরগাছার মতো বাড়ে, গাছের মতো বাড়ে, ঘাসের মতো বাড়ে, মুঞ্জঝোপের মতো বাড়ে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৮৪. থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দাতা দান দিয়ে আর সেটা স্মরণ করে না, তবুও তার পুণ্য

---

[১] সংযুক্তনিকায় অর্থকথায় বলা হয়েছে : দাতা যদি তার দানের কথা স্মরণ করে তবেই পুণ্য বাড়ে, পরিভোগের দ্বারা নয়।

[২] অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথায় বলা হয়েছে : ভিক্ষুর পরিভোগের কারণে দায়কের পুণ্য বাড়ে না, বরং দায়ক যদি তার দানের কথা বার বার শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তবেই তার পুণ্য হয়। সেটা যদি অর্হৎ ভিক্ষুকে দেয়া দান হয়, তাহলে সেই দান স্মরণ করার পুণ্যও হয় অপরিমেয়।

হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা বিবেচনা না করেও... ভোগ না করেও... স্মরণ না করেও... মনোযোগ না দিয়েও... চিন্তা না করেও... প্রার্থনা না করেও... কামনা না করেও পুণ্য হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কিন্তু সেটা বিবেচনা না করেও... ভোগ না করেও... স্মরণ না করেও... মনোযোগ না দিয়েও... চিন্তা না করেও... প্রার্থনা না করেও... কামনা না করেও তো পুণ্য হয়, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা বিবেচনা না করেও... ভোগ না করেও... স্মরণ না করেও... মনোযোগ না দিয়েও... চিন্তা না করেও... প্রার্থনা না করেও... কামনা না করেও পুণ্য হয়, তাহলে আপনার "পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়।

৪৮৫. থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দাতা দান দিয়ে কামচিন্তা করে, বিদ্বেষচিন্তা করে, নিষ্ঠুর চিন্তা করে, তবুও তার পুণ্য হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে

সুদূরে অতিদূরে। কোন চারটি? ভিক্ষুগণ, আকাশ থেকে পৃথিবী হচ্ছে প্রথম সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, সাগরের এই তীর থেকে ওই তীর হচ্ছে দ্বিতীয় সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, যেখান থেকে সূর্য ওঠে এবং যেখানে সূর্য ডোবে, তা হচ্ছে তৃতীয় সুদূরে অতিদূরে। সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ধর্ম পরস্পর হচ্ছে চতুর্থ সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,
সাগরের এপার থেকে ওপার দূরে এবং
যেখান থেকে সূর্যোদয় হয় আর যেখানে
সূর্যাস্ত হয় তারাও পরস্পর দূরে।"

কিন্তু তারা বলেন, তার চেয়েও দূরে থাকে
সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ধর্ম,
সৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক হয় অক্ষয়,
যতদিন তা বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্যন্ত তেমনই থাকে।
কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক শীঘ্রই ক্ষয়ে যায়,
তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

৪৮৬. ভিন্নবাদী : "পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "উদ্যান ও বন রোপণকারী, সেতু নির্মাণকারী; জলসত্র ও কুয়া নির্মাণকারী, এবং বাসস্থানদাতা; তাদের দিনরাত সর্বদা পুণ্য বাড়তে থাকে, ধর্মে স্থিত, শীলসম্পন্ন সেই ব্যক্তিরা স্বর্গগামী হয়।" (স.নি. ১.৪৭) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে।

ভিন্নবাদী : "পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে

পুণ্যদায়ী, কুশলদায়ী, সুখজনক, স্বর্গদায়ী, স্বর্গগামী, এবং এগুলো আকাঙ্খিতের দিকে, সুন্দরের দিকে, মনোজ্ঞের দিকে, হিতের দিকে, সুখের দিকে নিয়ে যায়। কোন চারটি? ভিক্ষুগণ, যার প্রদত্ত চীবর ব্যবহার বা পরিভোগ করে কোনো ভিক্ষু অপরিমেয় চিত্তসমাধিতে পৌঁছে অবস্থান করে, সেটা দাতার জন্য অপরিমেয় পুণ্যদায়ী, কুশলদায়ী, সুখজনক, স্বর্গদায়ী, স্বর্গগামী, এবং তা আকাঙ্খিতের দিকে, সুন্দরের দিকে, মনোজ্ঞের দিকে, হিতের দিকে, সুখের দিকে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, যার প্রদত্ত খাদ্য খেয়ে... বাসস্থানে বাস করে... ওষুধপত্র ব্যবহার করে কোনো ভিক্ষু অপরিমেয় চিত্তসমাধিতে পৌঁছে অবস্থান করে, সেটা দাতার জন্য অপরিমেয় পুণ্যদায়ী, কুশলদায়ী, সুখজনক, স্বর্গদায়ী, স্বর্গগামী, এবং তা আকাঙ্খিতের দিকে, সুন্দরের দিকে, মনোজ্ঞের দিকে, হিতের দিকে, সুখের দিকে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে পুণ্যদায়ী, কুশলদায়ী, সুখজনক, স্বর্গদায়ী, স্বর্গগামী, এবং এগুলো আকাঙ্খিতের দিকে, সুন্দরের দিকে, মনোজ্ঞের দিকে, হিতের দিকে, সুখের দিকে নিয়ে যায়।" (অ.নি. ৪.৫১)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে।

৪৮৭. থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দাতা দান দেয়, গ্রহণকারী তা গ্রহণ করে ব্যবহার করে না, বরং তা ফেলে দেয়, পরিত্যাগ করে। তাতে পুণ্য হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দাতা দান দেয়, গ্রহণকারী তা গ্রহণ করে ব্যবহার করে না, বরং তা ফেলে দেয়, পরিত্যাগ করে, তবুও তাতে পুণ্য হয়, তাহলে "পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দাতা দান দেয়, কিন্তু গ্রহণকারীর সেই গৃহীত দানগুলো রাজারা হরণ করে নেয়, অথবা চোর-ডাকাতেরা হরণ করে নেয়, অথবা আগুনে পুড়ে যায়, অথবা পানিতে ভেসে যায়, অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী তা দখল করে নেয়, তাতে কি পুণ্য হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দাতা দান দেয়, কিন্তু গ্রহণকারীর সেই গৃহীত দানগুলো রাজারা হরণ করে নেয়, অথবা চোর-ডাকাতেরা হরণ করে নেয়, অথবা আগুনে পুড়ে যায়, অথবা পানিতে ভেসে যায়, অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী তা দখল করে নেয়, তবুও তাতে পুণ্য হয়, তাহলে "পরিভোগের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়।

৬. ইহলোকে প্রদত্ত দানের কথা

[[["এখান থেকে যা দেয়া হয় তা দ্বারা মৃত জ্ঞাতিপ্রেতরা জীবন যাপন করে" (পে.ৰ. ১৯) এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, এখান থেকে যে চীবর ইত্যাদি দেয়া হয় সেগুলো দ্বারাই তারা জীবনযাপন করে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধত্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৮৮. থেরবাদী : এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এখানে চীবর দান করলে সেই চীবর তারা সেখানে ব্যবহার বা পরিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এখানে পিণ্ড দান করলে... বাসস্থান দান করলে... ওষুধপত্র দান করলে... খাদ্য দান করলে... ভোজ্য দান করলে... পানীয় দান করলে সেই পানীয় তারা সেখানে পান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে একজন আরেকজনের কাজ করে (*অঞ্ঞো অঞ্ঞস্স কারকো*), আমাদের সুখদুঃখ আসে অন্যদের কাজের ফলে, একজন করে, আরেকজন তা অনুভব করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৮৯. ভিন্নবাদী : "এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : প্রেতরা নিজের মঙ্গলের জন্যই তা অনুমোদন করে, মনে আনন্দ আনে, প্রীতি উৎপন্ন করে, খুশিভাব জাগায়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি দাতা দান দেয়ার সময় প্রেতরা নিজের মঙ্গলের জন্য সেই দানকে অনুমোদন করে, মনে আনন্দ আনে, প্রীতি উৎপন্ন করে, খুশিভাব জাগায়, তাহলে তো বলাই উচিত : "এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে।"

৪৯০. ভিন্নবাদী : "এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "উঁচুভূমিতে পড়া বৃষ্টির পানি যেমন নিচের দিকে যায়, তেমনি এখানে প্রদত্ত দান প্রেতদের কাছে পৌঁছে যায়। পানি যেমন বয়ে গিয়ে সাগরকে পূর্ণ করে, তেমনি এখানে প্রদত্ত দান প্রেতদের কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে কৃষিকাজ নেই, গবাদিপশুপালন এবং ক্ষেতখামারও নেই, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, টাকা-পয়সা দিয়ে কেনাবেচা নেই, এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা কালক্রিয়া করা প্রেতরা সেখানে জীবনযাপন করে।" (খু.পা. ৭.৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে।

৪৯১. ভিন্নবাদী : "এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি কারণ দেখে মাতাপিতা তাদের পরিবারে পুত্রের জন্ম হোক বলে ইচ্ছা করে। কোন পাঁচটি? লালিতপালিত হয়ে আমাদেরকেও লালনপালন করবে, আমাদের কাজগুলো করে দেবে, কুলবংশ দীর্ঘস্থায়ী করবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, অথবা কালগত প্রেতদেরকে দক্ষিণা দেবে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি কারণ দেখে মাতাপিতা তাদের পরিবারে পুত্রসন্তানের জন্ম হোক বলে ইচ্ছা করে।

পাঁচটি কারণ দেখে পণ্ডিতেরা পুত্রের ইচ্ছা করেন,
লালিতপালিত হয়ে আমাদেরকেও লালনপালন করবে,
আমাদের কাজগুলো করে দেবে,

কুলবংশ দীর্ঘস্থায়ী করবে,
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে,
কালগত প্রেতদেরকে দক্ষিণা দেবে।
এই পাঁচটি কারণ দেখে পণ্ডিতেরা পুত্রের ইচ্ছা করেন।
তাই সুশীল, কৃতজ্ঞ এবং উপকার স্বীকারকারী সৎব্যক্তি
এসব কাজ স্মরণ করে মাতাপিতাকে ভরণপোষণ করেন,
তাদের কাজগুলোও করে দেন,
তারা আগে তার জন্য যেভাবে কষ্ট করেছিলেন সেভাবে।
উপদেশ পালনকারী, ভরণপোষণকারী, কুলবংশকে রক্ষাকারী,
শ্রদ্ধাবান ও শীলসম্পন্ন পুত্র প্রশংসনীয় হয়।" (অ.নি. ৫.৩১)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই এখানে প্রদত্ত দানের দ্বারা তারা সেখানে জীবনযাপন করে।

৭. পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল

[[[অধীশ্বর (*ইস্সরিয*) হওয়ার মতো কর্ম আছে, অধিপতি হওয়ার মতো কর্ম আছে। তাই পৃথিবীর অধীশ্বর বা অধিপতি হওয়ার মতো কর্ম আছে। এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, পৃথিবী হচ্ছে কর্মবিপাক বা কর্মের ফল। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৯২. থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে [যেহেতু বিপাকের স্বভাবই হচ্ছে ফল অনুভব করা, তাই] পৃথিবী হচ্ছে সুখবেদনা অনুভবকারী, দুঃখবেদনা অনুভবকারী, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সংজ্ঞাযুক্ত, চেতনাযুক্ত, চিত্তযুক্ত, এবং পৃথিবীর কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে পৃথিবী মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবী সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী

নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী নয়, সুখবেদনাযুক্ত নয়, দুঃখবেদনাযুক্ত নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত নয়, স্পর্শযুক্ত নয়, বেদনাযুক্ত নয়, সংজ্ঞাযুক্ত নয়, চেতনাযুক্ত নয়, চিত্তযুক্ত নয়, এবং পৃথিবীর কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে পৃথিবী মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পৃথিবী সুখবেদনা অনুভবকারী না হয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী না হয়... এবং পৃথিবীর কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে পৃথিবী মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, সুখবেদনা অনুভবকারী, দুঃখবেদনা অনুভবকারী, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সংজ্ঞাযুক্ত, চেতনাযুক্ত, চিত্তযুক্ত, এবং স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে স্পর্শ যার প্রতি আবর্তিত হয়, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল, সুখবেদনা অনুভবকারী, দুঃখবেদনা অনুভবকারী, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সংজ্ঞাযুক্ত, চেতনাযুক্ত, চিত্তযুক্ত, এবং পৃথিবীর কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে পৃথিবী মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু পৃথিবী কোনো সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং পৃথিবীর কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে পৃথিবী মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু স্পর্শ কোনো সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পৃথিবীকে কি প্রহার ও নির্যাতন করা যায়, সেটাকে কি ছিন্নভিন্ন করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মফলকে কি প্রহার ও নির্যাতন করা যায়, সেটাকে কি ছিন্নভিন্ন করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবীকে [অর্থাৎ ভূমিকে] ক্রয় করা যায়, বিক্রয় করা যায়, সরিয়ে রাখা যায়, সংগ্রহ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মফলকে ক্রয় করা যায়, বিক্রয় করা যায়, সরিয়ে রাখা যায়, সংগ্রহ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৯৩. থেরবাদী : পৃথিবী কি অন্যদেরও সাধারণ [সম্পত্তি]?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : [আমার] কর্মফল কি অন্যদেরও সাধারণ [সম্পত্তি]?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি, আমার] কর্মফল কি অন্যদেরও সাধারণ [সম্পত্তি]?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"যা অন্যদের সাধারণ সম্পত্তি নয়,
যে ধন চোরেরা হরণ করতে পারে না;

হে মৃত্যুর অধীন সত্ত্বরা, সুআচরণ করে তোমরা
সেই পুণ্য সম্পাদন কর।" (খু.পা. ৮.৯)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "[আমার] কর্মফল অন্যদেরও সাধারণ [সম্পত্তি]" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রথমে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হয় বা সৃষ্টি হয়, এর পরে সত্ত্বরা উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে প্রথমে কর্মফল উৎপন্ন হয়, এর পরে [সত্ত্বরা] সেই কর্মফল লাভের জন্য কর্ম করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে সকল সত্ত্বের কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সকল সত্ত্ব পৃথিবীকে ভোগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সকল সত্ত্ব পৃথিবীকে ভোগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কেউ কি আছে যে পৃথিবীকে ভোগ না করেই পরিনির্বাপিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কেউ আছে যে কর্মফলকে ভোগ না করেই পরিনির্বাপিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পৃথিবী হচ্ছে চক্রবর্তীসত্ত্বের কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্য সত্ত্বরাও পৃথিবীকে ভোগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চক্রবর্তীসত্ত্বের কর্মফল অন্য সত্ত্বরাও ভোগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চক্রবর্তীসত্ত্বের কর্মফল অন্য সত্ত্বরা ভোগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চক্রবর্তীসত্ত্বের স্পর্শ বেদনা সংজ্ঞা চেতনা চিত্ত শ্রদ্ধা উদ্যম স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞা অন্য সত্ত্বরাও ভোগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৯৪. ভিন্নবাদী : "পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [পৃথিবীর উপর] অধীশ্বরত্ব লাভের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম আছে, [পৃথিবীর উপর] আধিপত্য লাভের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি [পৃথিবীর উপর] অধীশ্বরত্ব লাভের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম থাকে, [পৃথিবীর উপর] আধিপত্য লাভের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম থাকে, তাহলে "পৃথিবী হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত।

৮. বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে কর্মফল

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, "বিশ্রী চেহারা হওয়ার মতো কর্ম আছে, অল্পায়ু হওয়ার মতো কর্ম আছে। এখানে বিশ্রী চেহারা হচ্ছে জরা বা বার্ধক্য, অল্পায়ু হচ্ছে মরণ। তাই জরা ও মরণের দিকে পরিচালনাকারী কর্মও আছে। তাই বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে কর্মফল।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৯৫. থেরবাদী : বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে কর্মফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে সুখবেদনা অনুভবকারী, দুঃখবেদনা অনুভবকারী, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সংজ্ঞাযুক্ত, চেতনাযুক্ত, চিত্তযুক্ত, এবং বার্ধক্য ও মরণের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে তারা মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা

করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বার্ধক্য ও মরণ সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী নয়, সুখবেদনাযুক্ত নয়, দুঃখবেদনাযুক্ত নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত নয়, স্পর্শযুক্ত নয়, বেদনাযুক্ত নয়, সংজ্ঞাযুক্ত নয়, চেতনাযুক্ত নয়, চিত্তযুক্ত নয়, এবং বার্ধক্য ও মরণের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে তারা মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বার্ধক্য ও মরণ সুখবেদনা অনুভবকারী না হয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী না হয়... এবং বার্ধক্য ও মরণের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে তারা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে ফল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, সুখবেদনা অনুভবকারী... স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে স্পর্শ যার প্রতি আবর্তিত হয়... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে কর্মফল, সুখবেদনা অনুভবকারী... বার্ধক্য ও মরণের বিষয়বস্তু আছে যার প্রতি তারা আবর্তিত হয়... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বার্ধক্য ও মরণ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু তারা কোনো সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং তাদের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে তারা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু তা কোনো সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে তা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৯৬. থেরবাদী : অকুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে অকুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে কুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "কুশল বিষয়গুলোরই ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "অকুশল বিষয়গুলোরই ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে অকুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে কুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "কুশল বিষয়গুলোর ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "অকুশল বিষয়গুলোর ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে অকুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলোর যে জরা-মরণ, তা হচ্ছে কুশল বিষয়গুলোরই ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "কুশল বিষয়গুলোর ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলোর জরা-মরণ হলেও তা "অকুশল বিষয়গুলোর ফল" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৯৭. ভিন্নবাদী : "জরা-মরণ হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বিশ্রী চেহারা হওয়ার দিকে পরিচালনাকারী কর্ম আছে, স্বল্পায়ু হওয়ার দিকে পরিচালনাকারী কর্ম আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি বিশ্রী চেহারা হওয়ার দিকে পরিচালনাকারী কর্ম থাকে, স্বল্পায়ু হওয়ার দিকে পরিচালনাকারী কর্ম থাকে, তাহলে "জরা-মরণ হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত।

৯. আর্যবিষয়ের ফলের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, "ক্লেশ পরিত্যাগই হচ্ছে শ্রামণ্যফল, চিত্ত ও চৈতসিক বিষয়গুলো শ্রামণ্যফল নয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৪৯৮. থেরবাদী : আর্যবিষয়ের[৩] (*অরিযধম্ম*) ফল বা বিপাক নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রামণ্য মহাফলদায়ক, ব্রহ্মচর্য মহাফলদায়ক, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শ্রামণ্য মহাফলদায়ক হয়, ব্রহ্মচর্য মহাফলদায়ক হয়, তাহলে "আর্যবিষয়ের (*অরিযধম্ম*) ফল নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : আর্যবিষয়ের ফল নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্রোতাপত্তিফল থাকে, তাহলে "আর্যবিষয়ের ফল নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল আছে... অনাগামীফল আছে... অর্হত্ত্বফল

---

[৩] এখানে **আর্যবিষয়** বা আর্যধর্ম মানে হচ্ছে মার্গ।

আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হত্ত্বফল থাকে, তাহলে "আর্যবিষয়ের ফল নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল ফল (*ৰিপাক*) নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দানফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীলফল... ভাবনাফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দানফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীলফল... ভাবনাফল ফল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে দানফল ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফলও ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দানফল হচ্ছে ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল হচ্ছে ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীলফল... ভাবনাফল হচ্ছে ফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল হচ্ছে ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪৯৯. থেরবাদী : কামাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত (*সবিপাক*)?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপাবচর কুশল... অরূপাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলহীন (*অবিপাক*)?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কামাবচর কুশল হচ্ছে ফলহীন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলহীন?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : রূপাবচর কুশল... অরূপাবচর কুশল হচ্ছে ফলহীন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫০০. ভিন্নবাদী : কামাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত এবং [পুনর্জন্ম] সঞ্চয়কারী?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত এবং [পুনর্জন্ম] সঞ্চয়কারী?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : রূপাবচর... অরূপাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত এবং [পুনর্জন্ম] সঞ্চয়কারী?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত এবং [পুনর্জন্ম] সঞ্চয়কারী?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত কিন্তু [পুনর্জন্ম] নিরোধকারী?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : কামাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত কিন্তু [পুনর্জন্ম] নিরোধকারী?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : লোকোত্তর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত কিন্তু [পুনর্জন্ম] নিরোধকারী?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : রূপাবচর... অরূপাবচর কুশল হচ্ছে ফলযুক্ত কিন্তু [পুনর্জন্ম] নিরোধকারী?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০. ফল হচ্ছে ফলদায়ী বিষয়

[[[একটা ফল বা বিপাক পারস্পরিক-কারণ (*অঞ্ঞমঞ্ঞ-পচ্চয*) ইত্যাদি কারণ হিসেবে অন্য অনেক বিপাকের কারণ হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, "ফলও হচ্ছে ফলদায়ী বিষয় (*ৰিপাকধম্মধম্মো*)।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫০১. থেরবাদী : ফল (ৰিপাক) হচ্ছে এমন কোনো বিষয় যা আবার ফল দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার ফলও কি আবার ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তার ফলও কি আবার ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে এতে তার দুঃখের পরিসমাপ্তি নেই, সংসারচক্রের উচ্ছেদ নেই, নিরবশেষ পরিনির্বাণ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল হচ্ছে আবার ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "ফল" হচ্ছে "ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়" অথবা "ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়" হচ্ছে "ফল" এই দুটো কথার কি একই অর্থ, এবং এরা কি সমান, সমান ভাগ এবং তা থেকেই উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল হচ্ছে ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ফল ও ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয় এবং ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয় ও ফল হচ্ছে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল হচ্ছে ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা অকুশল তা হচ্ছে সেই অকুশলেরই ফল, যা কুশল তা হচ্ছে সেই কুশলেরই ফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ফল হচ্ছে ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে চিত্ত দ্বারা প্রাণিহত্যা করে সেই চিত্ত দ্বারাই নরকে যায়, যে চিত্ত দ্বারা দান দেয় সেই চিত্ত দ্বারাই স্বর্গে আমোদিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫০২. ভিন্নবাদী : "ফল হচ্ছে ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চারি অরূপের সত্ত্বদের চারটি স্কন্ধ পারস্পরিক-কারণ (*অঞ্ঞমঞ্ঞপচ্চযা*) হয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি চারটি অরূপীদের চারটি স্কন্ধ পরস্পরের পারস্পরিক-কারণ হয়ে থাকে, তাহলে "ফল হচ্ছে ফল দিতে পারে এমন কোনো বিষয়" বলা উচিত।

(সপ্তম বর্গ সমাপ্ত)

৮. অষ্টম বর্গ

১. ছয় গতির কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, অসুরলোকসহ ছয়টি গতি রয়েছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫০৩. থেরবাদী : ছয়টি গতি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি নরক, তির্যক, প্রেত, মানুষ ও দেবতা এই পাঁচটি গতির কথা বলা হয় নি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক নরক, তির্যক, প্রেত, মানুষ ও দেবতা এই পাঁচটি গতির কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে "ছয়টি গতি আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : ছয়টি গতি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কালকঞ্জিক অসুরেরা প্রেতদের মতোই কুৎসিত, তাদের যৌনাচার ও আহার হচ্ছে প্রেতদের সমপর্যায়ের, তারা প্রেতদের সমান আয়ুবিশিষ্ট, প্রেতদের সাথে তাদের আবাহ-বিবাহ হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কালকঞ্জিক অসুরেরা প্রেতদের সমগোত্রীয় হয়, তাদের যৌনাচার ও আহার হয় প্রেতদের সমপর্যায়ের, তারা প্রেতদের সমান আয়ুবিশিষ্ট হয়, এবং প্রেতদের সাথে তাদের আবাহ-বিবাহ হয়ে থাকে, তাহলে "ছয়টি গতি আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : ছয়টি গতি আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেপচিত্তির অসুর পরিষদ দেবতাদের সমগোত্রীয়, তাদের পঞ্চকামগুণবিশিষ্ট ভোগসম্পত্তি ও আহার হয় দেবতাদের সমপর্যায়ের, তারা দেবতাদের সমান আয়ুবিশিষ্ট হয়, এবং দেবতাদের সাথে তাদের আবাহ-

বিবাহ হয়ে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বেপচিত্তির অসুর পরিষদ দেবতাদের সমগোত্রীয় হয়, তাদের পঞ্চকামগুণবিশিষ্ট ভোগসম্পত্তি ও আহার হয় দেবতাদের সমপর্যায়ের, তারা দেবতাদের সমান আয়ুবিশিষ্ট হয়, এবং দেবতাদের সাথে তাদের আবাহ-বিবাহ হয়ে থাকে, তাহলে "ছয়টি গতি আছে" বলা উচিত নয়।

৫০৪. ভিন্নবাদী : "ছয়টি গতি আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অসুরের দল (*অসুরকায*) আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অসুরের দল থাকে, তাহলে "ছয়টি গতি আছে" বলা উচিত।

২. অন্তর্বর্তী ভবের কথা

[[[*অন্তরাপরিনিব্বাযী*[৪] কথাটিকে ভালোমতো না বুঝার কারণে কেউ কেউ সেটাকে অন্তরাভব বা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা হিসেবে ধরে নেয় এবং মনে করে যে, "অন্তর্বর্তী ভব আছে। মরণের পরে সত্ত্বরা সেখানে মাতাপিতার মিলন ও মায়ের ঋতুমতী হওয়ার সময়ের অপেক্ষায় সপ্তাহকাল অথবা সপ্তাহেরও অধিককাল ধরে অবস্থান করে।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** ও **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫০৫. থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি কামভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি রূপভব?

---

[৪] **অন্তরাপরিনিব্বায়ী** বলা হয় সেই ব্রহ্মাদেরকে, যারা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে আয়ুর অর্ধেক না হতেই পরিনির্বাণ লাভ করে থাকে।

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটা কি অরূপভব?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কামভব ও রূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে রূপভব ও অরূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামভব ও রূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি কামভব ও রূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপভব ও অরূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি রূপভব ও অরূপভবের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ভব না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়।

৫০৬. থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটা কি তাহলে পঞ্চম যোনি, ষষ্ঠ গতি, অষ্টম বিজ্ঞানস্থিতি, দশম সত্ত্বাবাস?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেই অন্তর্বর্তী ভব কি কোনো ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার,

যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্ন্তবর্তী ভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫০৭. থেরবাদী : কামভব আছে, কামভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে, অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামভবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কামভব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপভব আছে, রূপভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে, অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপভবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : রূপভব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভব আছে, অরূপভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে, অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত করে এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপভব হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫০৮. থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল সত্ত্বেরই কি অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল সত্ত্বের অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সকল সত্ত্বের অন্তর্বর্তী ভব না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আনন্তরীয় ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আনন্তরীয় ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আনন্তরীয় ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : আনন্তরীয় নয় এমন ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আনন্তরীয় ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আনন্তরীয় ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আনন্তরীয় নয় এমন ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নরকগামী ব্যক্তির... অসংজ্ঞসত্ত্বগামী ব্যক্তির... অরূপগামী ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপগামী ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অরূপগামী ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অরূপগামী নয় এমন ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপগামী ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপগামী ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপগামী নয় এমন ব্যক্তির অন্তর্বর্তী ভব নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫০৯. ভিন্নবাদী : "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অন্তর্বর্তী সময়ে পরিনির্বাণলাভী (*অন্তরাপরিনিব্বায়ী*) ব্যক্তি আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অন্তর্বর্তী সময়ে পরিনির্বাণলাভী ব্যক্তি থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ভব আছে" বলা উচিত।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী সময়ে পরিনির্বাণলাভী ব্যক্তি আছে, তাই অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উপনীত হয়ে পরিনির্বাণলাভী (*উপহচ্চ পরিনিব্বায়ী*) আছে, তাই উপনীত ভব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী সময়ে পরিনির্বাণলাভী ব্যক্তি আছে, তাই অন্তর্বর্তী ভব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিনাপ্রচেষ্টায় পরিনির্বাণলাভী (*অসঙ্খারপরিনিব্বাযী*) ব্যক্তি... সচেষ্ট হয়ে পরিনির্বাণলাভী (*সসঙ্খারপরিনিব্বাযী*) ব্যক্তি আছে, তাই সচেষ্ট ভব (*সসঙ্খারভব*) আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. কামগুণের কথা

[[[কামধাতু বলতে বস্তুকামকেও বুঝায়, ক্লেশকামকেও বুঝায়, কামভবকেও বুঝায়। **বস্তুকাম, ক্লেশকাম** ও **কামভব** হচ্ছে কাম্য বা আকাঙ্ক্ষিত অর্থে কাম, এবং নিঃসত্ত্ব ও শূন্যতার স্বভাববিশিষ্ট অর্থে ধাতু।

কিন্তু ভিন্নবাদীদের কেউ কেউ "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কামগুণ" কথাটির ভিত্তিতে মনে করে যে, কেবল পঞ্চকামগুণই হচ্ছে কামধাতু। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫১০. থেরবাদী : কেবল পাঁচটি কামগুণই কি কামধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কামগুণগুলোর সাথে ইচ্ছা (*ছন্দ*) সংযুক্ত থাকে তো, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেই কামগুণগুলোর সাথে ইচ্ছাও সংযুক্ত থাকে, তাহলে "কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সেই কামগুণগুলোর সাথে রাগ বা লোভ সংযুক্ত থাকে... ইচ্ছা সংযুক্ত থাকে... ইচ্ছারাগ (*ছন্দরাগ*) সংযুক্ত থাকে... সংকল্প সংযুক্ত থাকে... রাগ বা লোভ সংযুক্ত থাকে... সংকল্পরাগ সংযুক্ত থাকে... প্রীতি সংযুক্ত থাকে... খুশি (*সোমনস্স*) সংযুক্ত থাকে... প্রীতি ও খুশি (*পীতিসোমনস্স*) সংযুক্ত থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেই কামগুণগুলোর সাথে প্রীতি ও খুশি সংযুক্ত থাকে, তাহলে "কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মানুষের চোখ কামধাতু নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানুষের কান... মানুষের নাক... মানুষের জিহ্বা... মানুষের দেহ... মানুষের মন কামধাতু নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] মানুষের মন কামধাতু নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "জগতে পাঁচটি কামগুণ আছে, মন হচ্ছে ষষ্ঠ; সেগুলোর প্রতি ইচ্ছা পরিত্যাগ করে এভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়।" (সু.নি. ১৭৩) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "মানুষের মন কামধাতু নয়" বলা উচিত নয়।

৫১১. থেরবাদী : কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কামগুণগুলো হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ (*অত্তভাৰপটিলাভ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামগুণগুলোতে উপনীত করায় এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামগুণগামী সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামগুণের মধ্যে সত্ত্বরা জন্মায়, বুড়ো হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, আবার উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামগুণগুলো হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামগুণের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, পচ্চেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতু হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ (*অত্তভাৰপটিলাভ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণগুলো হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ (*অত্তভাৰপটিলাভ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতুতে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণগুলোতে উপনীত করায় এমন কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতুগামী সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণগামী সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতুর মধ্যে সত্ত্বরা জন্মায়, বুড়ো হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, আবার উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণের মধ্যে সত্ত্বরা জন্মায়, বুড়ো হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, আবার উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতুতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণের মধ্যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতু হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণগুলো হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামধাতুতে সম্যক সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, পচ্চেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামগুণের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, পচ্চেকবুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫১২. ভিন্নবাদী : "কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কামগুণ! কোন পাঁচটি? চোখ দ্বারা জানা যায় এমন রূপ, যা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত, সুন্দর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামসংযুক্ত এবং মনমাতানো... কান দ্বারা জানা যায় এমন শব্দ... নাক দ্বারা জানা যায় এমন গন্ধ... জিহ্বা দ্বারা জানা যায় এমন স্বাদ... দেহ দ্বারা জানা যায় এমন স্পর্শযোগ্য বিষয় যা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত, সুন্দর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামসংযুক্ত এবং মনমাতানো। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি কামগুণ।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণে কেবল পাঁচটি কামগুণই হচ্ছে কামধাতু।

৪. কামের কথা

[[["ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কামগুণ" কথাটির ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল রূপ-আয়তন ইত্যাদি পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫১৩. থেরবাদী : কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেগুলোর সাথে ইচ্ছাও সংযুক্ত থাকে তো, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেগুলোর সাথে ইচ্ছাও সংযুক্ত থাকে, তাহলে "কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সেগুলোর সাথে সংযুক্ত রাগ বা লোভ থাকে... ইচ্ছা থাকে... ইচ্ছাজনিত রাগ (*ছন্দরাগ*) থাকে... সংকল্প থাকে... রাগ বা লোভ থাকে... সংকল্পজনিত রাগ থাকে... প্রীতি থাকে... খুশি থাকে... প্রীতিজনিত খুশি থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেগুলোর সাথে সংযুক্ত প্রীতিজনিত খুশি থাকে, তাহলে "কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম" বলা উচিত নয়।

৫১৪. ভিন্নবাদী : "কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কামগুণ! কোন পাঁচটি? চোখ দ্বারা জানা যায় এমন রূপ... দেহ দ্বারা জানা যায় এমন স্পর্শযোগ্য বিষয় যা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত, সুন্দর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামসংযুক্ত এবং মনমাতানো। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি কামগুণ।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণে কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম।

থেরবাদী : কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কামগুণ! কোন পাঁচটি? চোখ দ্বারা জানা যায় এমন রূপ... দেহ দ্বারা জানা যায় এমন স্পর্শযোগ্য বিষয় যা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত, সুন্দর, মনোজ্ঞ, প্রিয়, কামসংযুক্ত এবং মনমাতানো। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পাঁচটি কামগুণ। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ, এগুলো কাম নয়, বরং আর্যদের বিনয়ে এগুলোকে কামগুণ বলা হয়ে থাকে।

সংকল্পরাগই হচ্ছে ব্যক্তির কাম,
জগতে যে চিত্রবিচিত্র বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কাম নয়।
সংকল্পজনিত রাগই হচ্ছে ব্যক্তির কাম।
জগতের সেই চিত্রবিচিত্র বিষয়গুলো সেখানেই টিকে থাকে।
তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেখানেই তাদের ইচ্ছাকে দমন করেন।"
(অ.নি. ৬.৬৩)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কেবল পাঁচটি আয়তনই হচ্ছে কাম" বলা উচিত নয়।

৫. রূপধাতুর কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, রূপীদের ধর্ম বা বিষয়গুলোকেই বলা হয় রূপধাতু। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপধাতু মানে হচ্ছে রূপভব বা রূপলোক। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫১৫. থেরবাদী : রূপীর বিষয়গুলোই হচ্ছে রূপধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব ধারণ (*অত্তভাৰপটিলাভ*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপে উপনীত হওয়া (*রূপূপগা*) সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের মধ্যে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপে রূপ আছে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতু হচ্ছে ভব, গতি... আত্মভাব ধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে ভব, গতি... আত্মভাব ধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতুতে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপে উপনীতকারী কর্ম আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতুতে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতুতে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের মধ্যে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতুতে রূপ আছে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপে রূপ আছে, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতু হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫১৬. থেরবাদী : রূপীর বিষয় হচ্ছে রূপধাতু, কামধাতুরও রূপ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই কামধাতু, সেটাই রূপধাতু?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই কামধাতু, সেটাই রূপধাতু?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কামভব সমন্বিত ব্যক্তি কামভব ও রূপভব এই দুটো ভব সমন্বিত হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬. অরূপধাতুর কথা

[[[অরূপধাতুর ক্ষেত্রেও ভিন্নবাদীরা উপরের মতই মনে করে। তাই উপরের পরিচ্ছেদের মতো করেই এখানকার আলোচনাকে বুঝতে হবে। তবে এই আলোচনায় কেবল বেদনাস্কন্ধকে দেখানো হয়েছে।]]]

৫১৭. থেরবাদী : অরূপীর বিষয়গুলোই হচ্ছে অরূপধাতু?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনা হচ্ছে ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব ধারণ (*অত্তভাৰপটিলাভ*)?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বেদনাতে উপনীতকারী কর্ম আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বেদনাতে উপনীত হওয়া (*রূপূপগা*) সত্ত্ব আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বেদনাতে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বেদনাতে বেদনা আছে, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বেদনা হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপধাতু হচ্ছে ভব, গতি... আত্মভাব ধারণ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনা হচ্ছে ভব, গতি... আত্মভাব ধারণ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অরূপধাতুতে উপনীতকারী কর্ম আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাতে উপনীতকারী কর্ম আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অরূপধাতুতে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাতে উপনীত হওয়া সত্ত্ব আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপধাতুতে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাতে সত্ত্বরা জন্মায়, জীর্ণ হয়, মারা যায়, চ্যুত হয়, পুনরায় উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অরূপধাতুতে বেদনা আছে, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাতে বেদনা আছে, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অরূপধাতু হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনা হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫১৮. থেরবাদী : অরূপীর বিষয় হচ্ছে অরূপধাতু, কামধাতুরও বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই কামধাতু, সেটাই অরূপধাতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই কামধাতু, সেটাই অরূপধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামভব সমন্বিত ব্যক্তি কামভব ও অরূপভব এই দুটো ভব সমন্বিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপীর বিষয় হচ্ছে রূপধাতু, অরূপীর বিষয় হচ্ছে অরূপধাতু, এবং কামধাতুর রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই কামধাতু, সেটাই রূপধাতু, সেটাই অরূপধাতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেটাই কামধাতু, সেটাই রূপধাতু, সেটাই অরূপধাতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামভব সমন্বিত ব্যক্তি কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই তিনটি ভব সমন্বিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. রূপধাতুর আয়তনের কথা

[[[দীর্ঘনিকায়ে বলা হয়েছে : "রূপী হচ্ছে মনোময়, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (*অহীনিন্দ্রিযো*)" (দী.নি. ১.৮৭)। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, ব্রহ্মকায়িক দেবতাদের নাক ইত্যাদির চিহ্নগুলো আসলে হচ্ছে আয়তন। এভাবে তারা ব্রহ্মকায়িক দেবতাদেরকে ছয় আয়তনবিশিষ্ট বলে মনে করে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫১৯. থেরবাদী : রূপধাতুতে কি ছয় আয়তনবিশিষ্ট দেহ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে গন্ধ-আয়তন আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেখানে স্বাদ-আয়তন আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে কায়-আয়তন আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেখানে স্পর্শযোগ্য-আয়তন আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে গন্ধ-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেখানে নাক-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে স্বাদ-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেখানে জিহ্বা-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে স্পর্শযোগ্য-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেখানে কায়-আয়তন নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২০. থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, রূপ-আয়তনও আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তনও আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, রূপ-আয়তনও আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তনও আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তনও আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেখানে কান-আয়তন আছে, শব্দ-আয়তনও আছে... সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তনও (*ধম্মাযতন*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তনও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তনও (*ধম্মাযতন*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তনও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তনও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, কিন্তু গন্ধ-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, কিন্তু রূপ-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, কিন্তু গন্ধ-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে কান-আয়তন আছে, কিন্তু শব্দ-আয়তন নেই?... সেখানে মন-আয়তন আছে, কিন্তু বিষয়-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, কিন্তু স্বাদ-আয়তন নেই... সেখানে কায়-আয়তন আছে, কিন্তু স্পর্শযোগ্য-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, কিন্তু রূপ-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে কায়-আয়তন আছে, কিন্তু স্পর্শযোগ্য-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, কিন্তু গন্ধ-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে মন-আয়তন আছে, কিন্তু বিষয়-আয়তন নেই?... সেখানে মন-আয়তন আছে, কিন্তু বিষয়-আয়তন নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২১. থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, রূপ-আয়তন আছে, এবং সেই চোখ দ্বারা সেই রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তন আছে, এবং সেই নাক দ্বারা সেই গন্ধ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, রূপ-আয়তন আছে, এবং সেই চোখ দ্বারা সেই রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তন আছে, এবং সেই জিহ্বা দ্বারা সেই স্বাদ পায়... সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তন আছে, সেই কায় দ্বারা সেই স্পর্শযোগ্যকে স্পর্শ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে কান-আয়তন আছে, শব্দ আয়তন আছে... সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তন আছে, সেই মন দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তন আছে, এবং সেই নাক দ্বারা সেই গন্ধ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তন আছে, সেই মন দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তন আছে, এবং সেই জিহ্বা দ্বারা সেই স্বাদ পায়... সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তন আছে, সেই কায় দ্বারা সেই স্পর্শযোগ্যকে স্পর্শ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তন আছে, কিন্তু সেই নাক দ্বারা সেই গন্ধ পায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে চোখ-আয়তন আছে, রূপ-আয়তন আছে, কিন্তু সেই চোখ দ্বারা সেই রূপ দেখে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তন আছে, কিন্তু সেই নাক দ্বারা সেই গন্ধ পায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে কান-আয়তন আছে, শব্দ আয়তন আছে... সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তন আছে, কিন্তু সেই মন দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষভাবে জানে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তন আছে... সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তন আছে, কিন্তু সেই কায় দ্বারা সেই স্পর্শযোগ্যকে স্পর্শ করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে মন-আয়তন আছে, বিষয়-আয়তন আছে, কিন্তু সেই মন দ্বারা সেই বিষয়কে বিশেষভাবে জানে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২২. থেরবাদী : সেখানে নাক-আয়তন আছে, গন্ধ-আয়তন আছে, সেই নাক দ্বারা সেই গন্ধ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে মূলের গন্ধ আছে? সারকাঠের গন্ধ, বাকলের গন্ধ, পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, কাঁচামাংসের গন্ধ (*আমগন্ধ*), বিষাক্ত গন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে জিহ্বা-আয়তন আছে, স্বাদ-আয়তন আছে, সেই জিহ্বা দ্বারা সেই স্বাদ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে মূলের স্বাদ আছে? কাণ্ডের স্বাদ, বাকলের স্বাদ, পাতার স্বাদ, ফুলের স্বাদ, ফলের স্বাদ, টক স্বাদ, মধুর স্বাদ, তিক্ত স্বাদ, কটু বা ঝাঁঝালো স্বাদ, নোনতা স্বাদ, কষা স্বাদ, নোনা কিন্তু টক (*লম্বিল*) স্বাদ, কষা কিন্তু ঝাঁঝালো (*কসাৰো*) স্বাদ, সুস্বাদু এবং বিস্বাদু স্বাদ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেখানে কায়-আয়তন আছে, স্পর্শযোগ্য-আয়তন আছে, সেই কায় দ্বারা সেই স্পর্শযোগ্যের স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেখানে কর্কশ স্পর্শ আছে? কোমল, নরম, রুক্ষ, সুখময়স্পর্শ, দুঃখময়স্পর্শ, ভারী, হালকা স্পর্শ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২৩. ভিন্নবাদী : "রূপধাতুতে ছয় আয়তনবিশিষ্ট শরীর (*অত্তভাৰ*) আছে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেখানে নাকের চিহ্ন (*ঘাননিমিত্ত*), জিহ্বার চিহ্ন, দেহের চিহ্ন আছে তো, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সেখানে নাকের চিহ্ন, জিহ্বার চিহ্ন, দেহের চিহ্ন থাকে, তাহলে "রূপধাতুতে ছয় আয়তনবিশিষ্ট শরীর আছে" বলা উচিত।

৮. অরূপে রূপের কথা

[[["বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ" এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, অরূপভবেও স্থূলরূপ থেকে আলাদা সূক্ষ্মরূপ থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫২৪. থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অরূপ হচ্ছে রূপভব, রূপগতি, রূপসত্ত্বাবাস, রূপসংসার, রূপযোনি, রূপ দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপ হচ্ছে অরূপভব, অরূপগতি, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপ সংসার, অরূপ যোনি, অরূপ দেহধারণ, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা অরূপভব, অরূপগতি, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপ সংসার, অরূপ যোনি, অরূপ দেহধারণ হয়, তাহলে "অরূপে রূপ আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অরূপ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপ হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সেটা চারস্কন্ধময় ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, দেহধারণ হয়ে থাকে, তাহলে "অরূপে রূপ আছে" বলা উচিত নয়।

৫২৫. থেরবাদী : রূপধাতুতে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে রূপভব, রূপগতি, রূপসত্ত্বাবাস, রূপসংসার, রূপযোনি, রূপদেহ ধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে রূপভব, রূপগতি... রূপদেহ ধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপধাতুতে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব, গতি... দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধময় ভব, গতি... দেহ ধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে অরূপভব, অরূপগতি, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপসংসার, অরূপযোনি, অরূপ দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপধাতুতে রূপ আছে, এবং তা হচ্ছে অরূপভব, অরূপগতি... অরূপ দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে এবং তা হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, গতি... দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপধাতুতে রূপ আছে এবং তা হচ্ছে চারস্কন্ধময় ভব, গতি... দেহধারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২৬. থেরবাদী : অরূপে রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের নিঃসরণকেই ভগবান কর্তৃক অরূপ বলা হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যদি রূপের নিঃসরণকেই ভগবান কর্তৃক অরূপ বলা হয়ে থাকে, তাহলে "অরূপে রূপ আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপের নিঃসরণকেই ভগবান কর্তৃক অরূপ বলা হয়েছে, এবং অরূপে রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামের নিঃসরণকেই ভগবান কর্তৃক সংসারত্যাগ (*নেকখম্ম*) বলা হয়েছে, এবং তাই সংসারত্যাগের মধ্যে কাম আছে, আসবহীনের মধ্যে আসব আছে, [ত্রিভবের] বহির্ভূতের মধ্যে [ত্রিভবের] অন্তর্গতও আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯. রূপই হচ্ছে কর্ম

[[[কায়বিজ্ঞপ্তি বা কায়িক অভিব্যক্তি এবং বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক অভিব্যক্তি উভয়ই হচ্ছে রূপ (বিজ্ঞপ্তিরূপ)। কেউ কেউ মনে করে যে, এই কায়িক অভিব্যক্তিই হচ্ছে কায়কর্ম এবং বাচনিক অভিব্যক্তিই হচ্ছে বাককর্ম। সেগুলো কুশলের ভিত্তিতে উৎপন্ন হলে কুশল হয়, অকুশলের কুশলের ভিত্তিতে উৎপন্ন হলে অকুশল হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহিসাসক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫২৭. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম [অর্থাৎ কায়বিজ্ঞপ্তি বা দৈহিক অভিব্যক্তি] হচ্ছে রূপ এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার

আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আপনার "কুশল চিত্ত দ্বারা সৃষ্ট কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং কুশল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে কুশল এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং কুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং সেই প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু আছে যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং কুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে কুশল, কিন্তু সেই স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল, কিন্তু সেই প্রজ্ঞার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২৮. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত দ্বারা যা-কিছু রূপের সৃষ্টি হয় তা সবই কি কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫২৯. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তনের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপায়তন হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তনের... গন্ধ-আয়তনের... স্বাদ-আয়তনের... স্পর্শযোগ্য-আয়তনের... পৃথিবীধাতুর... পানিধাতুর... তেজধাতুর... বায়ুধাতুর কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই বায়ুধাতু হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তনের কোনো বিষয়বস্তু নেই এবং সেই রূপায়তন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তনের... গন্ধ-আয়তনের... স্বাদ-আয়তনের... স্পর্শযোগ্য-আয়তনের... পৃথিবীধাতুর... পানিধাতুর... তেজধাতুর... বায়ুধাতুর কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই বায়ুধাতু হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩০. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম (দৈহিক অভিব্যক্তি বা কায়বিজ্ঞপ্তি) হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩১. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম (দৈহিক

অভিব্যক্তি বা কায়বিজ্ঞপ্তি) হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন (*অনারম্মণং*), স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩২. থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (অর্থাৎ বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক প্রকাশ) হচ্ছে রূপ এবং কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আপনার "কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং কুশল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে কুশল এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং তা কুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং সেই প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু আছে যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং তা হচ্ছে কুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে কুশল, কিন্তু সেই স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ

করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল, কিন্তু সেই প্রজ্ঞার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (অর্থাৎ বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক প্রকাশ) হচ্ছে রূপ এবং সেটা কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত দ্বারা যা-কিছু রূপের সৃষ্টি হয় তা সবই কি কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...। কায়িক কর্মের ক্ষেত্রে যে-রকম, বাচনিক কর্মের ক্ষেত্রেও সে-রকম করে বুঝতে হবে।

৫৩৩. থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে (*সারম্মণং*) যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আপনার "অকুশল চিত্ত দ্বারা সৃষ্ট কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং অকুশল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে অকুশল এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং অকুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল এবং সেই পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং অকুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে কুশল, কিন্তু সেই স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে সৃষ্ট কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল এবং সেই পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত দ্বারা যা-কিছু রূপের সৃষ্টি হয় তা সবই কি অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৪. থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (অর্থাৎ বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক প্রকাশ) হচ্ছে রূপ এবং তা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আপনার "অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং তা অকুশল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে অকুশল এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং তা অকুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল এবং সেই পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং তা হচ্ছে অকুশল এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ হচ্ছে অকুশল, কিন্তু সেই স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল, কিন্তু সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল এবং সেই পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (অর্থাৎ বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক প্রকাশ) হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত দ্বারা যা-কিছু রূপের সৃষ্টি হয় তা সবই কি অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৫. থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (অর্থাৎ বাকবিজ্ঞপ্তি বা বাচনিক প্রকাশ) হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং সেটা অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিসের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেগুলো হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিসের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৬. থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তনের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপায়তন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই এবং সেই রূপ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তনের... গন্ধ-আয়তনের... স্বাদ-আয়তনের... স্পর্শযোগ্য-আয়তনের... পৃথিবীধাতুর... পানিধাতুর... তেজধাতুর... বায়ুধাতুর... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিসের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেগুলো হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তনের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপায়তন হচ্ছে অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেই রূপ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তনের... গন্ধ-আয়তনের... স্বাদ-আয়তনের... স্পর্শযোগ্য-আয়তনের... পৃথিবীধাতুর... পানিধাতুর... তেজধাতুর... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিসের কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) এবং সেগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, এবং সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই এবং সেই রূপ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৭. থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (বাচনিক প্রকাশ বা বাকবিজ্ঞপ্তি) হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিস হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিস হচ্ছে স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম (বাচনিক অভিব্যক্তি বা বাকবিজ্ঞপ্তি) হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন (*অনারম্মণং*), স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু...

তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিস হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপ-আয়তন হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিস হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাচনিক কর্ম হচ্ছে রূপ, বিষয়বস্তুহীন, স্পর্শবিযুক্ত এবং অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৮. ভিন্নবাদী : "রূপ কুশলও হয়, অকুশলও হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কায়িক কর্ম এবং বাচনিক কর্ম কুশলও হয়, অকুশলও হয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কায়িক কর্ম এবং বাচনিক কর্ম কুশলও হয়, অকুশলও হয়, তাহলে "রূপ কুশলও হয়, অকুশলও হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : রূপ কুশলও হয়, অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন কুশলও হয়, অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ কুশলও হয়, অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দ-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... স্বাদ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-

আয়তন... পৃথিবীধাতু... পানিধাতু... তেজধাতু... বায়ুধাতু... অশ্রু, রক্ত, ঘাম ইত্যাদি অশুচি জিনিস কুশলও হয়, অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মন হচ্ছে রূপ, মনোকর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : মন হচ্ছে অরূপ, মনোকর্ম হচ্ছে অরূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কায় হচ্ছে অরূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে অরূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে রূপ, চোখবিজ্ঞান হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কান-আয়তন হচ্ছে রূপ, কানবিজ্ঞান হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : নাক-আয়তন হচ্ছে রূপ, নাকবিজ্ঞান হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : জিহ্বা-আয়তন হচ্ছে রূপ, জিহ্বাবিজ্ঞান হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কায় হচ্ছে রূপ, কায়িক কর্ম হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কায়-আয়তন হচ্ছে রূপ, কায়বিজ্ঞান হচ্ছে রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৩৯. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, চেতনাকেই আমি কর্ম বলি। চিন্তা করেই কায়, বাক্য ও মন দ্বারা কর্ম করা হয়ে থাকে।" (অ.নি. ৬.৬৩) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "রূপ হচ্ছে কর্ম" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "আনন্দ, কায়ে কায়িক চেতনার (*কাযসঞ্চেতনা*) কারণে অভ্যন্তরীণ সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্যে বাচনিক চেতনার (*ৰচীসঞ্চেতনা*) কারণে অভ্যন্তরীণ সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। মনে মানসিক চেতনার (*মনোসঞ্চেতনা*) কারণে অভ্যন্তরীণ সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়!" (স.নি. ২.২৫) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "রূপ হচ্ছে কর্ম" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কায়িক চেতনা (*কাযসঞ্চেতনা*) হচ্ছে অকুশল কায়িক কর্ম, দুঃখ উৎপন্নকারী, দুঃখজনক ফলদায়ী। ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাচনিক চেতনা (*ৰচীসঞ্চেতনা*) হচ্ছে অকুশল বাককর্ম, দুঃখ উৎপন্নকারী, দুঃখজনক ফলদায়ী। ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার মানসিক চেতনা (*মনোসঞ্চেতনা*) হচ্ছে অকুশল মনোকর্ম, দুঃখ উৎপন্নকারী, দুঃখজনক ফলদায়ী। ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কায়িক চেতনা (*কাযসঞ্চেতনা*) হচ্ছে কুশল কায়িক কর্ম, সুখ উৎপন্নকারী, সুখকর ফলদায়ী। ভিক্ষুগণ, চার প্রকার বাচনিক চেতনা (*ৰচীসঞ্চেতনা*) হচ্ছে কুশল বাককর্ম, সুখ উৎপন্নকারী, সুখকর ফলদায়ী। ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার মানসিক চেতনা (*মনোসঞ্চেতনা*) হচ্ছে কুশল মনোকর্ম, সুখ উৎপন্নকারী, সুখকর ফলদায়ী।" (অ.নি. ১০.২১৭) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "রূপ হচ্ছে কর্ম" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "আনন্দ, যদি এই হতভাগা সমিদ্ধি সেখানে পাটলিপুত্র পরিব্রাজকের এমন প্রশ্নে এভাবে উত্তর দিত - 'বন্ধু পাটলিপুত্র, সচেতনভাবে কায়, বাক্য ও মন দিয়ে সুখানুভবযোগ্য কর্ম করে সে সুখ অনুভব করে। বন্ধু পাটলিপুত্র, সচেতনভাবে কায়, বাক্য ও মন দিয়ে দুঃখানুভবযোগ্য কর্ম করে সে দুঃখ অনুভব করে। বন্ধু পাটলিপুত্র, সচেতনভাবে কায়, বাক্য ও মন দিয়ে দুঃখহীন-সুখহীন অনুভবযোগ্য কর্ম করে সে দুঃখহীন-সুখহীন অনুভব করে।' হে আনন্দ, এভাবে উত্তর দিলেই সেই হতভাগা সমিদ্ধি সেই পাটলিপুত্র পরিব্রাজককে উত্তর দিতে গিয়ে যথাযথভাবে উত্তর দিত।" (ম.নি.৩৩০) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "রূপ হচ্ছে কর্ম" বলা উচিত নয়।

১০. জীবিতেন্দ্রিয়ের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, জীবিতেন্দ্রিয় হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত অরূপ বিষয়। তাই রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলতে কিছু নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৪০. থেরবাদী : রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপী বিষয়গুলোর আয়ু নেই, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা (*ইরিযনা*), ঘোরাফেরা (*ৰত্তনা*), লালনপালন নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ু আছে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা, ঘোরাফেরা, লালনপালন আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপী বিষয়গুলোর আয়ু থাকে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা, ঘোরাফেরা, লালনপালন থাকে, তাহলে "রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু আছে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন,

চলাফেরা, ঘোরাফেরা, পালন আছে, তাই অরূপ জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ু আছে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা, ঘোরাফেরা, পালন আছে, তাই রূপ জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ু আছে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা, ঘোরাফেরা, পালন আছে, কিন্তু রূপ জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু আছে, স্থিতি, টিকে থাকা, যাপন, চলাফেরা, ঘোরাফেরা, পালন আছে, কিন্তু অরূপ জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে রূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে রূপ জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে অরূপ জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৪১. থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে রূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপী ও অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী ও অরূপী বিষয়গুলোর আয়ু হচ্ছে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপী ও অরূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপী ও অরূপী বিষয়গুলোর আয়ুকে অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির জীবিতেন্দ্রিয় থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৪২. থেরবাদী : নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির জীবিতেন্দ্রিয় থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির জীবিতেন্দ্রিয় থাকে, তাহলে "রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির জীবিতেন্দ্রিয় থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জীবিতেন্দ্রিয় কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির সংস্কারস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির সংস্কারস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির বেদনাস্কন্ধ... সংজ্ঞাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির বেদনাস্কন্ধ...

সংজ্ঞাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সে নিরোধে মগ্ন নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৪৩. থেরবাদী : রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় থাকে, তাহলে "রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জীবিতেন্দ্রিয় কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংস্কারস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অসংজ্ঞসত্ত্বদের সংস্কারস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের বেদনাস্কন্ধ... সংজ্ঞাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অসংজ্ঞসত্ত্বদের বেদনাস্কন্ধ... সংজ্ঞাস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তারা পঞ্চস্কন্ধময় সত্ত্ব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৪৪. থেরবাদী : পুনর্জন্মপ্রত্যাশী (*উপপত্তেসি*) চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন জীবিতেন্দ্রিয় সেই পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্তের ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সময় আংশিকভাবে ভঙ্গ হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন স্পর্শ সেই পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্তের ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সময় আংশিকভাবে ভঙ্গ হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন স্পর্শ সেই পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্তের ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সময় নিঃশেষে ভঙ্গ হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন জীবিতেন্দ্রিয় সেই পুনর্জন্মপ্রত্যাশী চিত্তের ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সময় নিঃশেষে ভঙ্গ হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৪৫. ভিন্নবাদী : দুটো জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে দুটো জীবন দ্বারা বেঁচে থাকে, দুটো মরণ দ্বারা মরে যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

১১. কর্মের হেতুর কথা

৫৪৬. থেরবাদী : কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে সকৃদাগামীর... অনাগামীর অনাগামীফল থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে সকৃদাগামীর... অনাগামীর অনাগামীফল

থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি প্রাণিহত্যাজনিত কর্মের হেতুতে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি অদত্তবস্তু গ্রহণজনিত কর্মের হেতুতে... মিথ্যা কামাচারজনিত কর্মের হেতুতে... মিথ্যাবাক্যজনিত কর্মের হেতুতে... ভেদবাক্যজনিত কর্মের হেতুতে... কর্কশবাক্যজনিত কর্মের হেতুতে... বাজে আলাপজনিত কর্মের হেতুতে... মাতৃহত্যাজনিত কর্মের হেতুতে... পিতৃহত্যাজনিত কর্মের হেতুতে... অর্হৎ হত্যাজনিত কর্মের হেতুতে... বুদ্ধের দেহ থেকে রক্তপাতজনিত কর্মের হেতুতে... সংঘভেদজনিত কর্মের হেতুতে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে কোন কর্মের হেতুতে অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : অর্হৎদেরকে দোষারোপ করার ফলে। থেরবাদী : অর্হৎদেরকে দোষারোপ করার কর্মের ফলেই অর্হতের অর্হত্ত্ব থেকে পতন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা অর্হৎদেরকে দোষারোপ করেন, তাদের সবাই কি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

(অষ্টম বর্গ সমাপ্ত)

৯. নবম বর্গ

১. সুফল দর্শনকারীর কথা

[[[থেরবাদী মতবাদ হচ্ছে, "সংস্কারে দোষ এবং নির্বাণের সুফল দেখে সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়।" কিন্তু কেউ কেউ এ দুটোর মধ্যে কেবল একটা অংশকেই গ্রহণ করে মনে করে যে, কেবল সুফল দর্শনকারীরই সংযোজন পরিত্যক্ত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৪৭. থেরবাদী : সুফল দর্শনকারীর সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে অনিত্য হিসেবে মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমেই তো সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংস্কারগুলোতে অনিত্য হিসেবে মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে "সুফল দর্শনকারীর সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে দুঃখ হিসেবে... রোগ হিসেবে... ফোঁড়া হিসেবে... কাঁটা হিসেবে... দুর্ভাগ্য হিসেবে... ব্যাধি হিসেবে... পর হিসেবে... বিলুপ্তি হিসেবে... দুর্যোগ হিসেবে... উপদ্রব হিসেবে... ভয় হিসেবে... উপসর্গ হিসেবে... নড়বড়ে হিসেবে... ভঙ্গুর হিসেবে... অধ্রুব হিসেবে... অত্রাণ হিসেবে... অনিরাপদ হিসেবে... অনাশ্রয় হিসেবে... রিক্ত হিসেবে... তুচ্ছ হিসেবে... শূন্য হিসেবে... অনাত্ম হিসেবে... দোষ হিসেবে... পরিবর্তনশীল হিসেবে মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংস্কারগুলোতে পরিবর্তনশীল হিসেবে মনোযোগ দেয়ার মাধ্যমে সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়, তাহলে "সুফল দর্শনকারীর সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে অনিত্য হিসেবে মনোযোগ দেয় এবং

নির্বাণের সুফল দর্শনকারী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে অনিত্য হিসেবে মনোযোগ দেয় এবং নির্বাণের সুফল দর্শনকারী হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার দুটো স্পর্শ, দুটো বেদনা, দুটো সংজ্ঞা, দুটো চেতনা, দুটো চিত্ত কি একত্রে সংঘটিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে দুঃখ হিসেবে... পরিবর্তনশীল হিসেবে মনোযোগ দেয় এবং নির্বাণের সুফল দর্শনকারী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারগুলোতে পরিবর্তনশীল হিসেবে মনোযোগ দেয় এবং নির্বাণের সুফল দর্শনকারী হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার দুটো স্পর্শ, দুটো বেদনা, দুটো সংজ্ঞা, দুটো চেতনা, দুটো চিত্ত কি একত্রে সংঘটিত হয়?

৫৪৮. ভিন্নবাদী : "সুফল দর্শনকারীর সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু নির্বাণে সুখ দর্শনকারী হয়ে অবস্থান করে, নির্বাণসুখের ধারণা নিয়ে, নির্বাণসুখ অনুভব করে করে অবস্থান করে, সতত শান্ত চিত্তে সর্বদা সেটার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সেটাকে উপলব্ধি করে অবস্থান করে।" (অ.নি. ৭.১৯) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সুফল দর্শনকারীর সংযোজনগুলো পরিত্যক্ত হয়।

২. অমৃতকে বিষয়বস্তু করা

[[["নির্বাণকে মনে করে" ইত্যাদি উক্তিগুলোর অর্থকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, অমৃত বা নির্বাণকে আলম্বন বা বিষয়বস্তু করলে তা সংযোজন হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৪৯. থেরবাদী : অমৃতকে (অর্থাৎ নির্বাণকে) বিষয়বস্তু করাটা সংযোজন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অমৃত হচ্ছে সংযোজনীয়, বন্ধনীয়, প্লাবনীয়, যোগনীয়, আবরণীয়, স্পর্শিত, উপজাত, কলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃত হচ্ছে অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয়, অপ্লাবনীয়, অযোগনীয়, অ-আবরণীয়, অস্পর্শিত, অউপজাত, অকলুষিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অমৃত অসংযোজনীয়... অকলুষিত হয়, তাহলে "অমৃতকে বিষয়বস্তু করাটা হচ্ছে সংযোজন" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অমৃতকে (অর্থাৎ নির্বাণকে) উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অমৃত কামরাগের বিষয় (*রাগট্ঠানিয*) হয়, আনন্দনীয় (*রজনীয*) হয়, কমনীয় (*কমনীয*) হয়, প্রমত্তকারী (*মদনীয*) হয়, বন্ধনকারী (*বন্ধনীয*) হয়, মোহনীয় (*মুচ্ছনীয*) হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃত কামরাগের বিষয় হয় না, আনন্দনীয় হয় না, কমনীয় হয় না, প্রমত্তকারী হয় না, বন্ধনকারী হয় না, মোহনীয় হয় না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অমৃত কামরাগের বিষয় না হয়, আনন্দনীয় না হয়, কমনীয় না হয়, প্রমত্তকারী না হয়, বন্ধনকারী না হয়, মোহনীয় না হয়, তাহলে "অমৃতকে উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অমৃতকে (অর্থাৎ নির্বাণকে) উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অমৃত বিদ্বেষের বিষয় (*দোসট্ঠানিয*) হয়, ক্রোধের বিষয় (*কোপট্ঠানিয*) হয়, জিঘাংসার বিষয় (*পটিঘট্ঠানিয*) হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃত কোনো বিদ্বেষের বিষয় হয় না, ক্রোধের বিষয় হয় না, জিঘাংসার বিষয় হয় না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অমৃত কোনো বিদ্বেষের বিষয় না হয়, ক্রোধের বিষয় না হয়, জিঘাংসার বিষয় না হয়, তাহলে "অমৃতকে উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অমৃতকে (অর্থাৎ নির্বাণকে) উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অমৃত মোহের কারণ (*মোহট্ঠানিয*) হয়, অজ্ঞানকারী হয়, অচক্ষুকারী হয়, প্রজ্ঞানিরোধী হয়, ধ্বংসের পক্ষে কাজ করে, নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃত মোহের কারণ হয় না, অজ্ঞানকারী হয় না, অচক্ষুকারী হয় না, প্রজ্ঞানিরোধী হয় না, ধ্বংসের পক্ষে কাজ করে না, বরং নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অমৃত মোহের কারণ না হয়, অজ্ঞানকারী না হয়, অচক্ষুকারী না হয়, প্রজ্ঞানিরোধী না হয়, ধ্বংসের পক্ষে কাজ না করে, বরং নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে "অমৃতকে উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৫৫০. থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে সংযোজনগুলো উৎপন্ন হয়, এবং রূপ হচ্ছে সংযোজনীয়, বন্ধনীয়... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে সংযোজনগুলো উৎপন্ন হয়, এবং অমৃত হচ্ছে সংযোজনীয়, বন্ধনীয়... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়, এবং রূপ কামরাগের বিষয় হয়, আনন্দনীয় হয়, কমনীয় হয়, প্রমত্তকারী হয়, বন্ধনকারী হয়, মোহনীয় হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়, এবং অমৃত কামরাগের বিষয় হয়... মোহনীয় হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং রূপ বিদ্বেষের বিষয় হয়, ক্রোধের বিষয় হয়, জিঘাংসার বিষয় হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং অমৃত বিদ্বেষের বিষয় হয়, ক্রোধের বিষয় হয়, জিঘাংসার বিষয় হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয় এবং রূপ মোহের কারণ হয়, অজ্ঞানকারী হয়... নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয় এবং অমৃত মোহের কারণ হয়, অজ্ঞানকারী হয়... নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে সংযোজনগুলো উৎপন্ন হয়, এবং অমৃত হচ্ছে অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয়, অপ্লাবনীয়, অযোগনীয়, অ-আবরণীয়, অস্পর্শিত, অউপজাত, অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে সংযোজনগুলো উৎপন্ন হয়, এবং রূপ হচ্ছে সংযোজনীয়, বন্ধনীয়... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অমৃত কামরাগের বিষয় হয় না, আনন্দনীয় হয় না, কমনীয় হয় না, প্রমত্তকারী হয় না, বন্ধনকারী হয় না, মোহনীয় হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে রাগ বা লোভ উৎপন্ন হয়, কিন্তু রূপ কামরাগের বিষয় হয় না... মোহনীয় হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় কিন্তু অমৃত বিদ্বেষের কারণ হয় না, ক্রোধের কারণ হয় না, জিঘাংসার কারণ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় কিন্তু রূপ বিদ্বেষের বিষয় হয় না, ক্রোধের বিষয় হয় না, জিঘাংসার বিষয় হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অমৃতকে উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয় কিন্তু অমৃত মোহের কারণ হয় না, অজ্ঞানকারী হয় না... নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকে উপলক্ষ করে মোহ উৎপন্ন হয় কিন্তু রূপ মোহের কারণ হয় না, অজ্ঞানকারী হয় না... নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৫১. ভিন্নবাদী : "অমৃতকে বিষয়বস্তু করাটা হচ্ছে সংযোজন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "নির্বাণকে নির্বাণ হিসেবে জানে, নির্বাণকে নির্বাণ হিসেবে জেনে নির্বাণ মনে করে, নির্বাণে মনে করে, নির্বাণ হিসেবে মনে করে, নির্বাণ আমার মনে করে, নির্বাণকে অভিনন্দিত করে।" (ম.নি. ১.৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অমৃতকে বিষয়বস্তু করাটা হচ্ছে সংযোজন।

৩. রূপের বিষয়বস্তু আছে

[[[রূপের কারণ আছে (*সপ্পচ্চয*), সেই অর্থে রূপের বিষয়বস্তু আছে (*সারম্মণং*) বলা হয়ে থাকে। এটি কিন্তু বিষয়বস্তু-কারণ (*আরম্মণ-পচ্চয*) হিসেবে অন্য কোনো কিছুকে বিষয়বস্তু করে না। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, সকল রূপের বিষয়বস্তু আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৫২. থেরবাদী : রূপের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে (*সারম্মণং*) যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে

পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপের বিষয়বস্তু আছে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে যাতে এই পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের বিষয়বস্তু আছে, কিন্তু রূপ তাতে মনোনিবেশ করতে পারে না... যার আকাঙ্ক্ষা করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে, কিন্তু স্পর্শ তাতে মনোনিবেশ করতে পারে না... যার আকাঙ্ক্ষা করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের বিষয়বস্তু আছে, কিন্তু রূপ তাতে মনোনিবেশ করতে পারে না... যার আকাঙ্ক্ষা করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি...

সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু আছে, কিন্তু পাপে নির্ভয়তা তাতে মনোনিবেশ করতে পারে না... যার আকাঙ্ক্ষা করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৫৩. ভিন্নবাদী : "রূপের বিষয়বস্তু আছে (*সারম্মণং*)" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : রূপের কারণ আছে (*সপ্পচ্চযং*), নয় কি?

থেরবাদী : যেহেতু রূপের কারণ আছে, তাই "রূপের বিষয়বস্তু আছে" বলা উচিত।

৪. সুপ্তপ্রবণতাগুলোর কোনো বিষয়বস্তু নেই

[[[অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে চিত্তবিযুক্ত, অহেতুক এবং অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতাগুলোর কোনো বিষয়বস্তু নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা এবং **উত্তরাপথক**দের একাংশ। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৫৪. থেরবাদী : সুপ্তপ্রবণতাগুলোর (*অনুসয*) কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেগুলো হচ্ছে রূপ... নির্বাণ... চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতার (*কামরাগানুসয*) কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণের (*কামচ্ছন্দনীবরণ*) কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন, কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতার বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতার (*কামরাগানুসয*) কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সেটা সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু নেই, কিন্তু কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং বিজ্ঞানস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৫৫. থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা (*পটিঘানুসয*)... মান বা অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা... মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা... সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... ভবরাগ বা ভবকামনার সুপ্তপ্রবণতা... অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতার কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন (*অৰিজ্জোঘো*), অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা (*অৰিজ্জানুসযো*), অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়া (*অৰিজ্জাপরিযুট্ঠানং*), অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ (*নীৰরণ*), এসবেরও কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন... অবিদ্যার আবরণের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতারও বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতার কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সেটা সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে

না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু নেই, কিন্তু অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং বিজ্ঞানস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৫৬. ভিন্নবাদী : "সুপ্তপ্রবণতাগুলোর (*অনুসয়া*) বিষয়বস্তু আছে" বলা

উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তি যখন কুশল অথবা অনির্দিষ্ট চিত্ত নিয়ে থাকে, তখন
তাকে কি সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত বলা উচিত?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তখন কি তাদের সেই সুপ্তপ্রবণতাগুলোর কোনো বিষয়বস্তু থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সুপ্তপ্রবণতাগুলোর বিষয়বস্তু থাকে না।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তি যখন কুশল অথবা অনির্দিষ্ট চিত্ত নিয়ে থাকে, তখন কি তাকে রাগ বা লোভযুক্ত বলা উচিত?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তখন কি তার রাগ বা লোভের বিষয়বস্তু থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই রাগ বা লোভের বিষয়বস্তু থাকে না।

৫. জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই

[[[অর্হৎকে জ্ঞানী (অর্থাৎ বিদর্শনজ্ঞানে জ্ঞানী) বলা হয়ে থাকে, কিন্তু চোখবিজ্ঞান সমন্বিত হলে সেই ক্ষণে তার জ্ঞানের কোনো আলম্বন বা বিষয়বস্তু থাকে না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৫৭. থেরবাদী : জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে জ্ঞান হচ্ছে রূপ অথবা নির্বাণ অথবা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার বোধ্যঙ্গের বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার

বোধ্যঙ্গের বিষয়বস্তু থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে জ্ঞানেরও বিষয়বস্তু থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞান কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধের কোনো বিষয়বস্তু থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর কোনো বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, এবং এর বিষয়বস্তু নেই, কিন্তু প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং এর বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং বিজ্ঞানস্কন্ধের একাংশের বিষয়বস্তু আছে, একাংশের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৫৮. ভিন্নবাদী : "জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎকে চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় জ্ঞানী বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তার সেই জ্ঞানের বিষয়বস্তু আছে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই জ্ঞানের কোনো বিষয়বস্তু নেই।

থেরবাদী : অর্হৎকে চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় প্রজ্ঞাবান বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার সেই প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এ কারণেই প্রজ্ঞার কোনো বিষয়বস্তু নেই।

৬. অতীত ও ভবিষ্যৎ আলম্বনের কথা

[[[যেহেতু অতীত বা ভবিষ্যৎ বিদ্যমান নেই, তাই অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু বলতেও কোনো কিছু নেই, তাই তদালম্বন বা নিবন্ধন চিত্তের কোনো আলম্বন বা বিষয়বস্তু থাকে না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, অতীত আলম্বন বা অতীত বিষয়বস্তু বলতে কোনো কিছু নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৫৯. থেরবাদী : অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত বিষয়বস্তু আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত বিষয়বস্তু থাকে, তাহলে "অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত নয়। "অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" কথাটি মিথ্যা। অথবা যদি সেটা বিষয়বস্তুহীন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে "অতীত বিষয়বস্তু আছে" বলাও উচিত নয়। বিষয়বস্তুহীন কিন্তু অতীত বিষয়বস্তু আছে, কথাটিও মিথ্যা।

থেরবাদী : অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীতকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ থাকে,... আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে "অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত নয়।

৫৬০. থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু থাকে, তাহলে "ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত নয়। "ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" কথাটি মিথ্যা। অথবা যদি সেটা বিষয়বস্তুহীন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে "ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু আছে" বলাটাও উচিত নয়। "[চিত্তটি] বিষয়বস্তুহীন অথচ [তার] ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু আছে" কথাটি মিথ্যা।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ থাকে,... আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে "ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : বর্তমানকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং বর্তমানকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীতকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমানকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং বর্তমানকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু অতীতকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমানকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু বর্তমানকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বর্তমানকে উপলক্ষ করে মনোনিবেশ আছে,... আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু বর্তমানকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৬১. ভিন্নবাদী : "অতীত ও ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ না থাকে, তাহলে - "অতীত ও ভবিষ্যৎকে বিষয়বস্তুকারী চিত্ত হচ্ছে বিষয়বস্তুহীন" বলা উচিত...।

৭. বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হওয়ার কথা

[[[কোনো একটা চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয় দুভাবে : বিষয়বস্তুর মাধ্যমে এবং সম্প্রয়োগের মাধ্যমে। এমন কোনো নিয়ম নেই যা দ্বারা বলা যায়, "অমুক চিত্ত বিতর্কের বিষয়বস্তু হয় না", এ থেকে হয়তো বলা যায় যে, সব চিত্তই বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়। কিন্তু কিছু কিছু বিতর্কবিযুক্ত বা বিতর্কবর্জিত চিত্ত রয়েছে যেগুলো বিতর্কের দ্বারা তাড়িত হয় না। কেউ কেউ এভাবে বিভাজন না করে মনে করে যে, নির্বিশেষে সকল চিত্তই হচ্ছে বিতর্ক দ্বারা তাড়িত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৬২. থেরবাদী : সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত (*ৰিতক্কানুপতিত*) হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল চিত্ত বিচার... প্রীতি... সুখ... দুঃখ... খুশি (*সোমনস্স*)... নৈরাশ্য (*দোমনস্স*)... উপেক্ষা... শ্রদ্ধা... উদ্যম (*ৰীরিয*)... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... রাগ বা লোভ... বিদ্বেষ... পাপে নির্ভয়তা দ্বারা তাড়িত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্কহীন শুধুমাত্র বিচারযুক্ত সমাধি আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বিতর্কহীন শুধুমাত্র বিচারযুক্ত সমাধি থাকে, তাহলে "সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি থাকে, তাহলে "সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি তিন প্রকার সমাধির কথা বলা হয় নি,

যথা- বিতর্ক ও বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন শুধুমাত্র বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি? (দী.নি. ৩.৩০৫, ৩৫৩)

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বিতর্ক ও বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন শুধুমাত্র বিচারযুক্ত সমাধি এবং বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি এই তিন প্রকার সমাধির কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে "সকল চিত্ত বিতর্ক দ্বারা তাড়িত হয়" বলা উচিত নয়।

৮. বিতর্কের ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ

[[[যেহেতু বিতর্ক এবং বিচার হচ্ছে বাক্যসংস্কার, তাই এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, বিতর্কিত বা বিচারিত সবকিছুই হচ্ছে শব্দ। এমনকি মনোধাতু চলার সময়েও বিতর্কের ছড়িয়ে পড়াটা হচ্ছে কেবল শব্দ। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৬৩. থেরবাদী : বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শিত হয়ে সবদিকে স্পর্শের ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ, অনুভূত হয়ে সবদিকে বেদনার ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ, সংক্ষেপে জেনে সবদিকে সংজ্ঞার ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ, চিন্তাকৃত হয়ে সবদিকে চেতনার ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ, প্রকৃতভাবে জেনে সবদিকে প্রজ্ঞার ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্কের ছড়িয়ে পড়া শব্দ কানের দ্বারা শোনা যায়, সেই শব্দ কানে আঘাত করে, কানের শ্রবণপথে চলে আসে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যদি বিতর্কের ছড়িয়ে পড়া শব্দ কানের দ্বারা শোনা না যায়, সেই শব্দ কানে আঘাত না করে, কানের শ্রবণপথে না আসে, তাহলে "বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের ছড়িয়ে পড়াটাই হচ্ছে শব্দ" এমনটা

বলা উচিত নয়।

৯. চিত্ত অনুসারে কথা হয় না

[[[যেহেতু কেউ কেউ এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলে, তাই এ থেকে ভিন্নবাদীরা মনে করে যে, কথাগুলো চিত্ত অনুযায়ী হয় না, চিত্তের অনুরূপ কথা হয় না, চিত্তের অনুসারে কথা হয় না, এমনকি চিত্ত ছাড়াও কথা হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৬৪. থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কথা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই কথা স্পর্শ অনুসারে হয় না, বেদনা অনুসারে হয় না, সংজ্ঞা অনুসারে হয় না, চেতনা অনুসারে হয় না, চিত্ত অনুসারে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কথা হয় স্পর্শ অনুসারে, বেদনা অনুসারে, সংজ্ঞা অনুসারে, চেতনা অনুসারে, চিত্ত অনুসারে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কথা স্পর্শ অনুসারে হয়, বেদনা অনুসারে, সংজ্ঞা অনুসারে, চেতনা অনুসারে, চিত্ত অনুসারে হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কথা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই কথা মনোনিবেশ অনুসারে হয় না... চিন্তা অনুসারে হয় না... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কথা মনোনিবেশ অনুসারে হয়... চিন্তা অনুসারে হয়... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কথা মনোনিবেশ অনুসারে হয়... চিন্তা অনুসারে হয়... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কথা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কথা বা বাক্য হচ্ছে চিত্ত থেকে উৎপন্ন, চিত্তের সহজাত, চিত্তের সাথে তার একই উৎপত্তি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কথা বা বাক্য চিত্ত থেকে উৎপন্ন হয়, চিত্তের সহজাত হয়, চিত্তের সাথে তার একই উৎপত্তি হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কথা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে যা ভাষণ করতে ইচ্ছুক নয় সেটা ভাষণ করে, যা বলতে ইচ্ছুক নয় তা বলে, যা আলাপ করতে ইচ্ছুক নয় তা আলাপ করে, যা ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক নয় তা ব্যক্ত করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যা ভাষণ করতে ইচ্ছুক সেটাই ভাষণ করে, যা বলতে ইচ্ছুক সেটাই বলে, যা আলাপ করতে ইচ্ছুক সেটাই আলাপ করে, যা ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক সেটাই ব্যক্ত করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি যা ভাষণ করতে ইচ্ছুক সেটাই ভাষণ করে, যা বলতে ইচ্ছুক সেটাই বলে, যা আলাপ করতে ইচ্ছুক সেটাই আলাপ করে, যা ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক সেটাই ব্যক্ত করে, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত নয়।

৫৬৫. ভিন্নবাদী : "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কেউ কেউ আছে যে এক বিষয়ে ভাষণ করতে গিয়ে আরেক বিষয়ে ভাষণ করে, এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথা বলে, এক বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে আরেক বিষয়ে আলাপ করে, এক বিষয় ব্যক্ত করতে গিয়ে আরেক বিষয় ব্যক্ত করে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি এমন কেউ থেকে থাকে যে এক বিষয়ে ভাষণ করতে গিয়ে আরেক বিষয়ে ভাষণ করে... এক বিষয় ব্যক্ত করতে গিয়ে আরেক বিষয় ব্যক্ত করে, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কথা হয় না" বলা উচিত।

১০. চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না

[[[যেহেতু কেউ কেউ "এক জায়গায় যাব" বলে অন্য জায়গায় যায়, তাই এ থেকে ভিন্নবাদীরা মনে করে যে, কায়িক কর্ম চিত্ত অনুযায়ী হয় না, চিত্তের অনুরূপ হয় না, চিত্ত অনুসারে হয় না, এমনকি চিত্ত ছাড়াই কায়িক কর্ম হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৬৬. থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই কায়িক কর্ম স্পর্শ অনুসারে হয় না... চিত্ত অনুসারে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়িক কর্ম হয় স্পর্শ অনুসারে... চিত্ত অনুসারে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কায়িক কর্ম স্পর্শ অনুসারে... চিত্ত অনুসারে হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই কায়িক কর্ম মনোনিবেশ অনুসারে হয় না... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়িক কর্ম মনোনিবেশ অনুসারে হয়... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কায়িক কর্ম মনোনিবেশ অনুসারে হয়... আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায়িক কর্ম হচ্ছে চিত্ত থেকে উৎপন্ন, চিত্তের সহজাত, চিত্তের সাথে তার একই উৎপত্তি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কায়িক কর্ম চিত্ত থেকে উৎপন্ন হয়, চিত্তের সহজাত হয়,

চিত্তের সাথে তার একই উৎপত্তি হয়, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সামনে এগোতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে যায়, ফিরে আসতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি ফিরে আসে, সামনে তাকাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সামনে তাকায়, আশেপাশে তাকাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি আশেপাশে তাকায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নেয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সামনে এগোতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে যায়, ফিরে আসতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ফিরে আসে, সামনে তাকাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সামনে তাকায়, আশেপাশে তাকাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি আশেপাশে তাকায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নেয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি সামনে এগোতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে যায়... অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত নয়।

৫৬৭. ভিন্নবাদী : "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : কেউ কেউ আছে যে একদিকে যেতে গিয়ে অন্যদিকে যায়... একটি [অঙ্গ] প্রসারিত করতে গিয়ে অন্য [অঙ্গ] প্রসারিত করে, নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি এমন কেউ থেকে থাকে যে একদিকে যেতে গিয়ে অন্যদিকে যায়... একটি [অঙ্গ] প্রসারিত করতে গিয়ে অন্য [অঙ্গ] প্রসারিত করে, তাহলে "চিত্ত অনুসারে কায়িক কর্ম হয় না" বলা উচিত।

১১. অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত হওয়া

[[[দু-ধরনের প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণা আছে : সমন্বিত হওয়ার ধারণা (*সমন্নাগত-পঞঞত্তি*), এবং লাভ হওয়ার ধারণা (*পটিলাভ-পঞঞত্তি*)। বর্তমান বিষয় সমন্বিত (*পচ্চুপ্পন্নধম্ম-সমঙ্গী*) হলে তবেই সেটাকে "সমন্বিত"

(*সমন্নাগত*) বলা হয়ে থাকে। অষ্ট সমাপত্তিলাভীর আটটি সমাপত্তি কিন্তু এক ক্ষণে চলে না, বরং তখন একটা সমাপত্তি অতীতে, একটা ভবিষ্যতে, আরেকটা বর্তমান থাকে। কিন্তু যে সমাপত্তিগুলো তার বর্তমানে নেই সেগুলোতেও সে আগেই দক্ষ হয়েছে এবং সেগুলো থেকে তার পতন হয় নি, তাই তাকে অষ্ট সমাপত্তিলাভী বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ এমন বিভাজন না করে মনে করে যে, যেহেতু ধ্যানলাভীদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ ধ্যানগুলোও আছে, তাই তারা অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৬৮. থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীত সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তমিত, একদম অস্তমিত হয়ে থাকে, তাহলে "[অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীত সমন্বিত হন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] ভবিষ্যৎ সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের তো এখনো জন্ম হয় নি (*অজাতং*), উদ্ভূত হয় নি (*অভূতং*), উৎপন্ন হয় নি (*অসঞ্জাতং*), উদয় হয় নি (*অনিব্বত্তং*), অভ্যুদয় হয় নি (*অনভিনিব্বত্তং*), আবির্ভূত হয় নি (*অপাতুভূতং*), নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যতের এখনো জন্ম না হয়, উদ্ভূত না হয়, উৎপন্ন না হয় নি, উৎপত্তি না হয়, অভ্যুদয় না হয়, আবির্ভূত না হয়, তাহলে আপনার "[অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] ভবিষ্যৎ সমন্বিত হন" বলাটা উচিত নয়।

৫৬৯. থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীত রূপস্কন্ধ সমন্বিত হন, ভবিষ্যৎ রূপস্কন্ধ সমন্বিত হন, বর্তমান রূপস্কন্ধ সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি তিনটি রূপস্কন্ধ সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তিনি অতীতের পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধ

সমন্বিত হন, বর্তমানের পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি পনেরোটি স্কন্ধ সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীতের চোখ-আয়তন সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের চোখ-আয়তন সমন্বিত হন, বর্তমানের চোখ-আয়তন সমন্বিত হন?

থেরবাদী : তাহলে তিনি তিনটি চোখ-আয়তন সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তিনি অতীতের বারোটি আয়তন সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের বারোটি আয়তন সমন্বিত হন, বর্তমানের বারোটি আয়তন সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি ছত্রিশটি আয়তন সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীতের চোখধাতু সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের চোখধাতু সমন্বিত হন, বর্তমানের চোখধাতু সমন্বিত হন?

থেরবাদী : তাহলে তিনি তিনটি চোখধাতু সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তিনি অতীতের আঠারোটি ধাতু সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের আঠারোটি ধাতু সমন্বিত হন, বর্তমানের আঠারোটি ধাতু সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি চুয়ান্নটি ধাতু সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীতের চোখ-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের চোখ-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন, বর্তমানের চোখ-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন?

থেরবাদী : তাহলে তিনি তিনটি চোখ-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তিনি অতীতের বাইশটি ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন, ভবিষ্যতের বাইশটি ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন, বর্তমানের বাইশটি ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি ছেষট্টিটি ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৭০. ভিন্নবাদী : "[অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত হন" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : অষ্ট বিমোক্ষের ধ্যানকারী, চারটি ধ্যান সহজে লাভকারী, নয়টি ক্রমিক অবস্থানের সমাপত্তি লাভকারী ব্যক্তি আছে, নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি অষ্ট বিমোক্ষের ধ্যানকারী, চারটি ধ্যান সহজে লাভকারী, নয়টি ক্রমিক অবস্থানের সমাপত্তি লাভকারী ব্যক্তি থাকে, তাহলে "[অষ্ট সমাপত্তিলাভী ব্যক্তি] অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত হন" বলা উচিত।

(নবম বর্গ সমাপ্ত)

১০. দশম বর্গ

১. নিরোধের কথা

[[[ভবাঙ্গচিত্তকে উৎপত্তি প্রত্যাশী (*উপপত্তেসিয*) বলা হয়ে থাকে। সেই ভবাঙ্গচিত্তের ভঙ্গক্ষণের সাথে সাথেই কুশল অথবা অকুশল চারটি স্কন্ধ এবং চিত্তজ রূপ - এই পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ মনে করে যে, সেই পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হওয়ার আগেই যদি ভবাঙ্গ নিরুদ্ধ হয় তাহলে তো স্কন্ধপ্রবাহও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৭১. থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী পঞ্চস্কন্ধ নিরুদ্ধ না হতেই ক্রিয়াশীল পঞ্চস্কন্ধ (*কিরিযা পঞ্চকখন্ধা*) উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দশটি স্কন্ধ একত্রে থাকে, দশটি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দশটি স্কন্ধ একত্রে থাকে, দশটি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী পঞ্চস্কন্ধ নিরুদ্ধ না হতেই ক্রিয়াশীল চারস্কন্ধ (*কিরিযা চত্তারো খন্ধা*) উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নয়টি স্কন্ধ একত্রে থাকে, নয়টি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নয়টি স্কন্ধ একত্রে থাকে, নয়টি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী পঞ্চস্কন্ধ নিরুদ্ধ না হতেই ক্রিয়াশীল জ্ঞান (*কিরিযা ঞাণ*) উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ছয়টি স্কন্ধ একত্রে থাকে, ছয়টি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ছয়টি স্কন্ধ একত্রে থাকে, ছয়টি স্কন্ধ একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৭২. ভিন্নবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী পঞ্চস্কন্ধ নিরুদ্ধ হলে মার্গ উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে মৃতব্যক্তি মার্গ ভাবনা করে, দেহত্যাগ করা ব্যক্তি (*কালঙ্কতো*) মার্গ ভাবনা করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. রূপ হচ্ছে মার্গ

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা হচ্ছে রূপ। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহিসাসক, সম্মিতিয়** এবং **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৭৩. থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তির রূপ হচ্ছে মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই রূপের কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "মার্গসমন্বিত ব্যক্তির রূপ হচ্ছে মার্গ" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে এর কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সম্যক বাক্যের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গ" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সম্যক জীবিকার কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ" বলা উচিত নয়।

৫৭৪. থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক দৃষ্টি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক দৃষ্টি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গ এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক সমাধি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু আছে যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গ, কিন্তু তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গ, এবং তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক দৃষ্টি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গ, কিন্তু তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক বাক্য মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গ কিন্তু তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক সমাধি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ, কিন্তু তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক জীবিকা মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গ কিন্তু তার কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে সম্যক সমাধি মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৭৫. ভিন্নবাদী : "মার্গসমন্বিত ব্যক্তির রূপ হচ্ছে মার্গ" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গ, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা মার্গ হয়, তাহলে "মার্গসমন্বিত ব্যক্তির রূপ হচ্ছে মার্গ" বলা উচিত নয়।

৩. পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ

[[["চোখ দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না" এমন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এর পরের পরিচ্ছেদও এটার অনুরূপ। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৭৬. থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি বা বাস্তু (*বত্থু*) এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) উৎপন্ন হয়ে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু আগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ভিত্তি হয় অভ্যন্তরীণ কিন্তু বিষয়বস্তু হয় বাহ্যিক, তাদের পরস্পরের ভিত্তি থাকে অমিশ্রিত এবং বিষয়বস্তুও হয় অমিশ্রিত, তাদের ভিত্তি হয় ভিন্ন ভিন্ন, বিষয়বস্তুও হয় ভিন্ন ভিন্ন, তারা পরস্পরের গোচরীভূত বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না... তারা

অকেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় না... অমনোযোগী হয়ে উৎপন্ন হয় না... বিরতি দিয়ে উৎপন্ন হয় না... একসাথে উৎপন্ন হয় না... একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয় না... তারা হচ্ছে অপরিকল্পিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তারা অপরিকল্পিত হয়ে থাকে, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়" বলা উচিত নয়।

৫৭৭. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কি তাহলে শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৫৭৮. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান অতীত এবং ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... বেদনাকে উপলক্ষ করে... সংজ্ঞাকে উপলক্ষ করে... চেতনাকে উপলক্ষ করে... চিত্তকে উপলক্ষ করে... চোখকে উপলক্ষ করে... কায়কে উপলক্ষ করে... শব্দকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং মনোবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং মনোবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং চোখবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং মনোবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... বেদনাকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়, এবং চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... বেদনাকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৭৯. ভিন্নবাদী : "পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চোখ

দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না, ছোটখাটো বৈশিষ্ট্যগুলোকে (*অনুব্যঞ্জন*) গ্রহণকারী হয় না... কান দিয়ে শব্দ শুনে... নাক দিয়ে গন্ধ পেয়ে... জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নিয়ে... কায় দ্বারা স্পর্শ পেয়েও নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে গ্রহণকারী হয় না" (ম.নি. ১.৪৩৯) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা হয়।

৪. পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয়, অকুশলও হয়

৫৮০. থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয়, অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি বা বাস্তু (*ৰত্থু*) এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) উৎপন্ন হয়ে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয়, অকুশলও হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু আগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ভিত্তি হয় অভ্যন্তরীণ কিন্তু বিষয়বস্তু হয় বাহ্যিক, তাদের পরস্পরের ভিত্তি থাকে অমিশ্রিত এবং বিষয়বস্তুও হয় অমিশ্রিত, তাদের ভিত্তি হয় ভিন্ন ভিন্ন, বিষয়বস্তুও হয় ভিন্ন ভিন্ন, তারা পরস্পরের গোচরীভূত বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না... তারা অকেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় না... অমনোযোগী হয়ে উৎপন্ন হয় না... বিরতি দিয়ে উৎপন্ন হয় না... একসাথে উৎপন্ন হয় না... একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয় না... পঞ্চবিজ্ঞান হচ্ছে অপরিকল্পিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পঞ্চবিজ্ঞান অপরিকল্পিত হয়ে থাকে, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়" বলা উচিত নয়।

৫৮১. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

৫৮২. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান অতীত এবং ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... চিত্তকে উপলক্ষ করে... চোখকে উপলক্ষ করে... কায়কে উপলক্ষ করে... শব্দকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং মনোবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং মনোবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং চোখবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং মনোবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... চিত্তকে উপলক্ষ করে... কায়কে উপলক্ষ করে... শব্দকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কুশলও হয় অকুশলও হয়, এবং চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৮৩. ভিন্নবাদী : "পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয়, অকুশলও হয়" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চোখ দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না... কান দিয়ে শব্দ শুনে... কায় দ্বারা স্পর্শ পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পঞ্চবিজ্ঞান কুশলও হয়, অকুশলও হয়।

৫. চিন্তা সহকারে কথা

[[[**আভোগ** মানে হচ্ছে চিন্তা। "চোখ দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়, নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না" ইত্যাদিকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তাসহকারে (*সাভোগ*) হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৮৪. থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে (*সাভোগ*) হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি বা বাস্তু (*বত্থু*) এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) উৎপন্ন হয়ে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : পঞ্চবিজ্ঞানের নিজ নিজ ভিত্তি এবং নিজ নিজ বিষয়বস্তু আগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ভিত্তি হয় অভ্যন্তরীণ কিন্তু বিষয়বস্তু হয় বাহ্যিক, তাদের পরস্পরের ভিত্তি থাকে অমিশ্রিত এবং বিষয়বস্তুও হয় অমিশ্রিত, তাদের ভিত্তি হয় ভিন্ন ভিন্ন, বিষয়বস্তুও হয় ভিন্ন ভিন্ন, তারা পরস্পরের গোচরীভূত বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না... তারা অকেন্দ্রীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় না... অমনোযোগী হয়ে উৎপন্ন হয় না... বিরতি দিয়ে উৎপন্ন হয় না... একসাথে উৎপন্ন হয় না... একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয় না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পঞ্চবিজ্ঞান একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন না হয়, তাহলে "পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়" বলা উচিত নয়।

৫৮৫. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে "চোখ এবং শূন্যতার কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান অতীত এবং ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং মনোবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং চোখবিজ্ঞান শূন্যতাকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং মনোবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং চোখবিজ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং মনোবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, এবং চোখবিজ্ঞান স্পর্শকে উপলক্ষ করে... স্পর্শযোগ্যকে উপলক্ষ করে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৮৬. ভিন্নবাদী : "পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে (*সাভোগ*) হয়" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চোখ দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না... কান দিয়ে শব্দ শুনে... কায় দ্বারা স্পর্শ পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়।

৬. দুই প্রকার শীল

[[["প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে" (স.নি. ১.২৩) এমন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু শীলবান ব্যক্তি লৌকিক শীলের মাধ্যমেই লোকোত্তর মার্গের ভাবনা করে, তাই মার্গক্ষণে সে লৌকিক এবং লোকোত্তর দুই প্রকার শীলে সমন্বিত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৮৭. থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি দুই প্রকার শীলে সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মার্গসমন্বিত ব্যক্তি দুটো স্পর্শ, দুটো বেদনা, দুটো সংজ্ঞা, দুটো চেতনা, দুটো চিত্ত, দুটো শ্রদ্ধা, দুটো উদ্যম, দুটো স্মৃতি, দুটো সমাধি, দুটো প্রজ্ঞা দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক শীলে সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক স্পর্শ, লৌকিক বেদনা, লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক চেতনা, লৌকিক চিত্ত, লৌকিক শ্রদ্ধা, লৌকিক উদ্যম, লৌকিক স্মৃতি, লৌকিক সমাধি এবং লৌকিক প্রজ্ঞা দ্বারা সমন্বিত

থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর শীলে সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর স্পর্শ দ্বারা সমন্বিত থাকে... লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক শীলে সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মার্গসমন্বিত ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তি (*পুথুজ্জন*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৮৮. থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক বাক্য দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক বাক্য দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক সংকল্প দ্বারা... লৌকিক সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা... লৌকিক সম্যক স্মৃতি দ্বারা... লৌকিক সম্যক সমাধি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক কর্ম দ্বারা... লৌকিক সম্যক জীবিকা দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক দৃষ্টি দ্বারা... .. লৌকিক সম্যক সমাধি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক বাক্য দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক বাক্য দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক সম্যক সংকল্প দ্বারা... লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা... লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক স্মৃতি দ্বারা... লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক সমাধি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক কর্ম দ্বারা... লৌকিক সম্যক জীবিকা দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর লৌকিক সম্যক জীবিকা দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মার্গসমন্বিত ব্যক্তি লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক সংকল্প দ্বারা... লৌকিক ও লোকোত্তর সম্যক সমাধি দ্বারা সমন্বিত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৮৯. ভিন্নবাদী : "মার্গসমন্বিত ব্যক্তি দুই প্রকার শীলে সমন্বিত থাকে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : লৌকিক শীল নিরুদ্ধ হলে মার্গ উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : দুঃশীল ব্যক্তি, খণ্ডবিখণ্ড শীলসম্পন্ন ব্যক্তি, ছিন্নবিচ্ছিন্ন শীলসম্পন্ন ব্যক্তির মার্গ ভাবনা হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই মার্গসমন্বিত ব্যক্তি দুই প্রকার শীলে সমন্বিত

থাকে।

৭. শীল হচ্ছে অচৈতসিক

[[[শীলময় সদাচার উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলেও শীল নিরুদ্ধ হয় না, বরং শীল গ্রহণ করে থাকার কারণে শীলের সঞ্চয়ই হয়, তাই তাকে শীলবান বলা হয়ে থাকে। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, শীল হচ্ছে অচৈতসিক। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও বিতর্ক চলেছে এই বিষয়টা ঘিরেই। এটা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৯০. থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে শীল হচ্ছে রূপ... নির্বাণ... চোখ-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম (*বীরিয*)... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম (*বীরিয*)... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯১. থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে শীল হচ্ছে অনিষ্টকর বা অকাম্য ফলদায়ক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে ইষ্টকর বা কাম্য ফলদায়ক, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শীল ইষ্টকর বা প্রীতিকর ফলদায়ক হয়, তাহলে "শীল হচ্ছে অচৈতসিক" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : শ্রদ্ধা হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শ্রদ্ধা হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শীল হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, প্রজ্ঞা হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শীল হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রদ্ধা হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শ্রদ্ধা হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কাম্য ফলদায়ক, প্রজ্ঞা হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯২. থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে ফলহীন, বিপাকহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে ফলদায়ক, বিপাকদায়ক, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শীল ফলদায়ক ও বিপাকদায়ক হয়, তাহলে "শীল হচ্ছে অচৈতসিক" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কান-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকহীন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকদায়ক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকদায়ক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকদায়ক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন হচ্ছে অচৈতসিক এবং বিপাকদায়ক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯৩. থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক জীবিকা হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে অচৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সমাধি হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে চৈতসিক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯৪. ভিন্নবাদী : "শীল হচ্ছে অচৈতসিক" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : শীলময় কাজগুলো নিরুদ্ধ হলে সেই ব্যক্তি দুঃশীল হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই শীল হচ্ছে অচৈতসিক।

৮. শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়

৫৯৫. থেরবাদী : শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে শীল হচ্ছে রূপ... নির্বাণ... চোখ-আয়তন... কায়-আয়তন... রূপ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম (*বীরিয*)... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শ চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... উদ্যম (*বীরিয*)... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯৬. থেরবাদী : সম্যক বাক্য চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক

সমাধি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক জীবিকা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সমাধি চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯৭. ভিন্নবাদী : "শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : শীলময় কাজগুলো নিরুদ্ধ হলে সেই ব্যক্তি দুঃশীল হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই শীল চিত্তের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল নয়।

৯. গ্রহণের কথা

[[["সর্বদা পুণ্য বাড়ে" এমন কথাযুক্ত গাথাটির অর্থকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, গ্রহণের কারণে শীল বাড়ে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৫৯৮. থেরবাদী : গ্রহণের কারণে শীল বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে গ্রহণের কারণে স্পর্শ বাড়ে, বেদনা বাড়ে, সংজ্ঞা বাড়ে, চেতনা বাড়ে, চিত্ত বাড়ে, শ্রদ্ধা বাড়ে, উদ্যম বাড়ে, স্মৃতি বাড়ে, সমাধি বাড়ে, প্রজ্ঞা বাড়ে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গ্রহণের কারণে শীল বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি লতার মতো বাড়ে, পরগাছার (*মালুৰা*) মতো বাড়ে, গাছের মতো বাড়ে, ঘাসের মতো বাড়ে, মুঞ্জঝোপের মতো বাড়ে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫৯৯. থেরবাদী : গ্রহণের কারণে শীল বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শীল গ্রহণ করে কামচিন্তা করতে থাকলে, বিদ্বেষচিন্তা করলে, নিষ্ঠুর চিন্তা করলে তবুও তার পুণ্য হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একত্রে চলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে। কোন চারটি? ভিক্ষুগণ, আকাশ থেকে পৃথিবী হচ্ছে প্রথম সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, সাগরের এই তীর থেকে ওই তীর হচ্ছে দ্বিতীয় সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, যেখান থেকে সূর্য ওঠে এবং যেখানে সূর্য ডোবে, তা হচ্ছে তৃতীয় সুদূরে অতিদূরে। সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ধর্ম পরস্পর হচ্ছে চতুর্থ সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,
সাগরের এপার থেকে ওপার দূরে এবং
যেখান থেকে সূর্যোদয় হয় আর যেখানে
সূর্যাস্ত হয় তারাও পরস্পর দূরে।"

কিন্তু তারা বলেন, তার চেয়েও দূরে থাকে
সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ধর্ম,
সৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক হয় অক্ষয়,
যতদিন তা বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্যন্ত তেমনই থাকে।
কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক শীঘ্রই ক্ষয়ে যায়,
তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

৬০০. ভিন্নবাদী : "গ্রহণের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "উদ্যান ও বন রোপণকারী, সেতু নির্মাণকারী; জলসত্র ও কুয়া নির্মাণকারী, এবং বাসস্থানদাতা; তাদের দিনরাত সর্বদা পুণ্য বাড়তে থাকে, ধর্মে স্থিত, শীলসম্পন্ন সেই ব্যক্তিরা স্বর্গগামী হয়।" (স.নি. ১.৪৭) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই গ্রহণের মাধ্যমে পুণ্য বাড়ে।

১০. অভিব্যক্তি হচ্ছে শীল

[[[কায়িক অভিব্যক্তি (*কাযৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে কায়কর্ম, বাচনিক অভিব্যক্তি (*ৰচীৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে বাককর্ম। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, অভিব্যক্তিই (*ৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে শীল। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬০১. থেরবাদী : [কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তি (*ৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে শীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে প্রাণিহত্যা বিরতি হচ্ছে [কায়িক] অভিব্যক্তি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি হচ্ছে [কায়িক] অভিব্যক্তি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যা কামাচার বিরতি হচ্ছে [কায়িক] অভিব্যক্তি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাবাক্য বিরতি হচ্ছে [বাচনিক] অভিব্যক্তি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মদ ও মাদকজাতীয় জিনিস থেকে বিরতি হচ্ছে [কায়িক] অভিব্যক্তি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অভিবাদন হচ্ছে শীল, সম্মান দেখাতে আসন থেকে উঠে দাঁড়ানো হচ্ছে শীল, হাত জোড় করে নমস্কার করা হচ্ছে শীল, যথাযথ সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজ করা হচ্ছে শীল, আসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে শীল, বিছানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে শীল, পা ধোয়ার পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে শীল,

পাদানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে শীল, গোসলের সময় পিঠ ডলে দেয়া হচ্ছে শীল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রাণিহত্যা বিরতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী :... এগুলো হচ্ছে মদ ও মাদকজাতীয় জিনিস থেকে বিরতি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬০২. ভিন্নবাদী : "[কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তি (*ৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে শীল" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে [কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তি কি দুঃশীল?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই [কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তি হচ্ছে শীল।

১১. অভিব্যক্তিহীনতা হচ্ছে দুঃশীলতা

[[[চিত্তবিযুক্ত অপূণ্য সঞ্চয় এবং আদেশের মাধ্যমে প্রাণিহত্যা ইত্যাদি অকুশলের অঙ্গ পরিপূর্ণ হওয়াকে উদ্দেশ্য করে কেউ কেউ মনে করে যে, অভিব্যক্তিহীনতা (*অৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে দুঃশীলতা। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬০৩. থেরবাদী : [কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তিহীনতা (*অৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে দুঃশীলতা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অভিব্যক্তিহীনতা হচ্ছে প্রাণিহত্যা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে অদত্তবস্তু গ্রহণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে মিথ্যা কামাচার?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে মিথ্যা বলা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা হচ্ছে মদ ও মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পাপকর্ম করতে মনস্থ করে দান দেয়ার সময় পুণ্য-অপুণ্য উভয়ই বাড়ে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] পাপকর্ম করতে মনস্থ করে দান দেয়ার সময় পুণ্য-অপুণ্য উভয়ই বাড়ে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে চলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।... ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,

...

তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিষয় মিশ্রিত হয়ে [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

৬০৪. ভিন্নবাদী : "[কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তিহীনতা (*অৰিঞঞত্তি*) হচ্ছে দুঃশীলতা" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কিন্তু সে পাপকর্ম করতে মনস্থ করেছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে যদি পাপকর্ম করতে মনস্থ করে থাকে, তাহলে "[কায়িক ও বাচনিক] অভিব্যক্তিহীনতা হচ্ছে দুঃশীলতা" বলাই উচিত।

(দশম বর্গ সমাপ্ত)

১১. একাদশ বর্গ

১-৩. সুপ্তপ্রবণতার তিনটি বৈশিষ্ট্য

[[[অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*), অহেতুক, এবং চিত্তবিযুক্ত অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতার কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। সাধারণ ব্যক্তির কুশল এবং অব্যাকত চিত্ত বর্তমান থাকলেও তাকে অনুশয়যুক্ত বা সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত বলা উচিত। সেই ক্ষণে তার যে হেতু সেই হেতুর দ্বারা কিন্তু সুপ্তপ্রবণতাগুলো হেতুযুক্ত নয়, সেই চিত্ত দ্বারা সংযুক্ত নয়, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সেগুলো অনির্দিষ্ট, অহেতুক এবং চিত্ত থেকে বিযুক্ত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬০৫. থেরবাদী : সুপ্তপ্রবণতাগুলো (*অনুসয*) হচ্ছে অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি ফলাফলের (*ৰিপাক*) অনির্দিষ্টতা, অথবা ক্রিয়ার অনির্দিষ্টতা, অথবা সেটা কি রূপ, নাকি নির্বাণ, নাকি সেটা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ (*কামচ্ছন্দনীৰরণ*) হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন, কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রোধ, ক্রোধের প্রকাশ, ক্রোধের সংযোজন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ক্রোধ, ক্রোধের প্রকাশ, ক্রোধের সংযোজন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মান বা অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অহংকার, অহংকারের প্রকাশ, অহংকারের সংযোজন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অহংকার, অহংকারের প্রকাশ, অহংকারের সংযোজন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টির প্লাবন, মিথ্যাদৃষ্টির যোগ, মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ, মিথ্যাদৃষ্টির সংযোজন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টির প্লাবন, মিথ্যাদৃষ্টির যোগ, মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ, মিথ্যাদৃষ্টির সংযোজন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংশয়, সংশয়ের প্রকাশ, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংশয়, সংশয়ের প্রকাশ, সংশয়ের সংযোজন, সংশয়ের আবরণ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবরাগ, ভবরাগের প্রকাশ, ভবরাগের সংযোজন হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবরাগ, ভবরাগের প্রকাশ, ভবরাগের সংযোজন হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যার যোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যার যোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬০৬. ভিন্নবাদী : "সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকা অবস্থায় তাকে "সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত" বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকা অবস্থায় তাকে "রাগযুক্ত" বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কুশল ও অকুশল বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই রাগ বা লোভ হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

৬০৭. থেরবাদী : সুপ্তপ্রবণতাগুলো (*অনুসয*) হচ্ছে অহেতুক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী তাহলে সেটা কি রূপ, নাকি নির্বাণ, নাকি সেটা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অহেতুক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন (*কামোঘ*), কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ (*কামচ্ছন্দনীৰরণ*) হচ্ছে অহেতুক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ... কামেচ্ছার আবরণ হচ্ছে সহেতুক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সহেতুক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা... অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা...

মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা... সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... ভবরাগের সুপ্তপ্রবণতা... অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অহেতুক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যার যোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে অহেতুক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন... অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে সহেতুক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সহেতুক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬০৮. ভিন্নবাদী : "সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে অহেতুক" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকা অবস্থায় তাকে "সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত" বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে কুশল ও অকুশল বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকা অবস্থায় তাকে "রাগযুক্ত" বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে কুশল ও অকুশল বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই রাগ বা লোভ হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

৬০৯. থেরবাদী : সুপ্তপ্রবণতাগুলো (*অনুসয*) হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি রূপ, নাকি নির্বাণ, নাকি সেটা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ সংযোজন, কামের প্লাবন, কামযোগ, কামেচ্ছার আবরণ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ... কামেচ্ছার আবরণ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১০. থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্ত থেকে বিযুক্ত, কিন্তু কামরাগ হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ ও সংজ্ঞাস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১১. থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা... অহংকারের সুপ্তপ্রবণতা... মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা... সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা... ভবরাগের সুপ্তপ্রবণতা... অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন, অবিদ্যার যোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যার সংযোজন, অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা, অবিদ্যার প্লাবন... অবিদ্যার আবরণ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত? ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১২. থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্ত থেকে বিযুক্ত, কিন্তু অবিদ্যা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ ও সংজ্ঞাস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১৩. থেরবাদী : "সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে চিত্তবিযুক্ত" এমনটি বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কাছে কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বিদ্যমান থাকলে (তাকে) "সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত" বলা উচিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুপ্তপ্রবণতাগুলো সেই চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটি বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : এ কারণে সুপ্তপ্রবণতাগুলো হচ্ছে চিত্তবিযুক্ত।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কাছে কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বিদ্যমান থাকলে (তাকে) "লোভযুক্ত" (সরাগ) বলা উচিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোভ সেই চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটি বলা যায় না।

ভিন্নবাদী : এ কারণে লোভ হচ্ছে চিত্তবিযুক্ত।

৪. জ্ঞানের কথা

[[[মার্গজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হলেও পরবর্তীকালে চোখবিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় যেহেতু সেই মার্গচিত্ত চলে না, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, তখন আর তাকে [মার্গজ্ঞানে] জ্ঞানী বলা যায় না। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬১৪. থেরবাদী : [মার্গজ্ঞান দ্বারা] অজ্ঞানতা দূরীভূত হলেও জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় তাকে "জ্ঞানী" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোভ দূরীভূত হলেও তাকে "লোভহীন" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [মার্গজ্ঞান দ্বারা] অজ্ঞানতা দূরীভূত হলেও জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় তাকে "জ্ঞানী" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষ দূরীভূত হলেও... মোহ দূরীভূত হলেও... ক্লেশ দূরীভূত হলেও তাকে "ক্লেশহীন" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভ দূরীভূত হলে তাকে "লোভহীন" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় তাকে "জ্ঞানী" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিদ্বেষ দূরীভূত হলে... মোহ দূরীভূত হলে... ক্লেশ দূরীভূত

হলে তাকে "ক্লেশহীন" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় তাকে "জ্ঞানী" বলা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১৫. ভিন্নবাদী : অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে জ্ঞানবিযুক্ত চিত্ত বর্তমান অবস্থায় তাকে "জ্ঞানী" বলা যায়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সে অতীত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী, যে জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়ে গেছে, বিগত হয়ে গেছে, স্তিমিত হয়ে গেছে সেই জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫. জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত

[[[অর্হতের পূর্বলব্ধ মার্গজ্ঞানকে উপলক্ষ করেই চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায়ও তাকে "জ্ঞানী" বলা হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় কিন্তু তার মার্গজ্ঞান সেই চিত্তের সাথে সংযুক্ত থাকে না। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬১৬. থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে জ্ঞান কি রূপ, নাকি সেটা নির্বাণ? নাকি সেটা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার বোধ্যঙ্গ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচার বোধ্যঙ্গ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটা কোন স্কন্ধের অন্তর্গত?
ভিন্নবাদী : সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত।
থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত কিন্তু চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞান হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্ত থেকে বিযুক্ত, কিন্তু প্রজ্ঞা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত এবং চিত্তের সাথে যুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সংস্কারস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধ ও সংজ্ঞাস্কন্ধের একাংশ হচ্ছে চিত্তের সাথে যুক্ত এবং একাংশ হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১৭. ভিন্নবাদী : "জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অর্হৎকে কি "জ্ঞানী" বলা যায়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : সেই চিত্তে কি তখন প্রজ্ঞা সংযুক্ত থাকে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই জ্ঞান হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত।

ভিন্নবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অর্হৎকে কি "প্রজ্ঞাবান" বলা যায়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : সেই চিত্তে কি তখন প্রজ্ঞা সংযুক্ত থাকে?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই প্রজ্ঞা হচ্ছে চিত্ত থেকে বিযুক্ত।

৬. এটি দুঃখ

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, লোকোত্তর মার্গক্ষণে যোগী 'এটি দুঃখ' কথাটি উচ্চারণ করে। এভাবে 'এটি দুঃখ' কথাটি বলার মাধ্যমে তখন তার 'এটিই দুঃখ' বলে জ্ঞান উপস্থিত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬১৮. থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "এটি দুঃখের উৎপত্তি" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখের উৎপত্তি" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "এটি দুঃখের নিরোধ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখের নিরোধ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি মার্গ" কথাটি বলতে বলতে "এটি মার্গ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "এটি দুঃখের উৎপত্তি" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখের উৎপত্তি" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "এটি দুঃখের নিরোধ"... "এটি মার্গ" কথাটি বলতে বলতে "এটি মার্গ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬১৯. থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "রূপ অনিত্য" কথাটি বলতে বলতে "রূপ অনিত্য" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... "বিজ্ঞান অনিত্য" কথাটি বলতে বলতে "বিজ্ঞান অনিত্য" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "রূপ অনাত্ম" কথাটি বলতে বলতে "রূপ অনাত্ম" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... "বিজ্ঞান অনাত্ম" কথাটি বলতে বলতে "বিজ্ঞান অনাত্ম" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "রূপ অনিত্য" কথাটি বলতে থাকলেও "রূপ অনিত্য" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে থাকলেও "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... "বিজ্ঞান অনিত্য" কথাটি বলতে থাকলেও "বিজ্ঞান অনিত্য" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে থাকলেও "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "রূপ অনাত্ম" কথাটি বলতে থাকলেও "রূপ অনাত্ম" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে থাকলেও "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... "বিজ্ঞান অনাত্ম" কথাটি বলতে থাকলেও "বিজ্ঞান অনাত্ম" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে থাকলেও "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬২০. থেরবাদী : "এটি দুঃখ" কথাটি বলতে বলতে "এটি দুঃখ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "এ" অথবা "টি" অথবা "দুঃ" অথবা "খ" জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. অলৌকিক শক্তি

[[[অলৌকিক শক্তির ভিত্তিকে (*ইদ্ধিপাদ*) ভাবিত বা সুদৃঢ় করার অর্থকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল যাবত বেঁচে থাকতে পারে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬২১. থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি (*ইদ্ধি*) সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার সেই আয়ু কি অলৌকিক শক্তিময়, তার গতি কি অলৌকিক শক্তিময়, তার দেহধারণ কি অলৌকিক শক্তিময়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি অতীতের কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে, ভবিষ্যতের কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি দুই কল্প বেঁচে থাকতে পারে, তিন কল্প বেঁচে থাকতে পারে, চার কল্প থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জীবন থাকলে জীবনের অবশিষ্টকাল বেঁচে থাকতে পারে, নাকি জীবন না থাকলেও জীবনের অবশিষ্টকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : জীবন থাকলে জীবনের অবশিষ্টকাল বেঁচে থাকতে পারে।

থেরবাদী : যদি জীবন থাকলে জীবনের অবশিষ্টকাল বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে "অলৌকিক শক্তিসমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে" বলা উচিত নয়। অন্যদিকে, যদি জীবন না থাকলেও জীবনের অবশিষ্টকাল বেঁচে থাকা যায় তাহলে মৃতও বেঁচে থাকতে পারে, কালগত ব্যক্তিও বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬২২. থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "উৎপন্ন স্পর্শ নিরুদ্ধ না হোক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "উৎপন্ন বেদনা... উৎপন্ন সংজ্ঞা... উৎপন্ন চেতনা... উৎপন্ন চিত্ত... উৎপন্ন শ্রদ্ধা... উৎপন্ন উদ্যম... উৎপন্ন স্মৃতি... উৎপন্ন সমাধি... উৎপন্ন প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ না হোক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "রূপ নিত্য হোক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য হোক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "জন্মধর্মী সত্ত্বরা জন্ম লাভ না করুক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "জরাধর্মী সত্ত্বরা জীর্ণ না হোক"... "ব্যাধিধর্মী সত্ত্বরা ব্যাধিগ্রস্ত না হোক"... "মরণধর্মী সত্ত্বরা মৃত্যুবরণ না করুক" বললেই কি অলৌকিক শক্তি দ্বারা তা সফল হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬২৩. ভিন্নবাদী : "অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "আনন্দ, যেকারো যদি চারটি অলৌকিক শক্তির ভিত্তি ভাবিত হয়, বহুলভাবে চর্চিত হয়, বাহন হয়, সুদৃঢ় হয়, অনুষ্ঠিত হয়, পরিচিত হয়, সুন্দরভাবে আয়ত্ত হয়, তাহলে সে ইচ্ছে করলে কল্পকাল বা কল্পের অবশিষ্ট সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে।" (দী.নি. ২.১৬৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে।

৬২৪. থেরবাদী : অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি বিষয়ে জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা অন্য কেউ জামিনদার (*পাটিভোগো*) হতে পারে না! কোন চারটি বিষয়? জরাধর্মকে "জীর্ণ করো না" বলে জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা বা অন্য কেউ জামিনদার হতে পারে না! ব্যাধিধর্মকে "ব্যাধিগ্রস্ত করো না"... মরণধর্মকে "মেরে ফেলো না" বলে জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা বা অন্য কেউ জামিনদার হতে পারে না! "পূর্বকৃত

পাপকর্মগুলো - যেগুলো হচ্ছে কলুষিত, পুনর্জন্মদায়ী, এবং ভবিষ্যতের জন্ম জরা ও মরণের মতো ভয়ানক দুঃখময় ফলদায়ক – সেগুলো ফল না দিক" বলে জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা বা অন্য কেউ জামিনদার হতে পারে না। ভিক্ষুগণ, এই চারটি বিষয়ে জগতের কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেবতা বা মার বা ব্রহ্মা বা অন্য কেউ জামিনদার হতে পারে না।" (অ.নি. ৪.১৮২) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "অলৌকিক শক্তি সমন্বিত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে" বলা উচিত নয়।

৮. সমাধির কথা

[[["একচিত্তক্ষণে উৎপন্ন একাগ্রতা হচ্ছে সমাধি" কথাটিকে আমলে না নিয়ে বরং "সাত দিনরাত একনাগাড়ে একান্তসুখ অনুভব করে অবস্থান করতে" (ম.নি. ১.১৮০) ইত্যাদি কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, চিত্তসন্ততি বা চিত্তপ্রবাহই হচ্ছে সমাধি। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **সর্বাস্তিবাদী এবং উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬২৫. থেরবাদী : চিত্তপ্রবাহই (*চিত্তসন্ততি*) হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত হয়ে যাওয়া চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যতের চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত নিরুদ্ধ এবং ভবিষ্যতের এখনো জন্ম হয় নি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত নিরুদ্ধ এবং ভবিষ্যতের এখনো জন্ম না হয়, তাহলে "চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি" বলা উচিত নয়।

৬২৬. ভিন্নবাদী : সমাধি হচ্ছে একচিত্তক্ষণিক?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি কি সমাধিতে নিমগ্ন?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : কানবিজ্ঞান... নাকবিজ্ঞান... জিহ্বাবিজ্ঞান... কায়বিজ্ঞান... অকুশলচিত্ত... লোভযুক্ত চিত্ত... বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত... মোহযুক্ত চিত্ত... পাপে নির্ভয়তাযুক্ত চিত্ত সমন্বিত ব্যক্তি কি সমাধিতে নিমগ্ন?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভযুক্ত... বিদ্বেষযুক্ত... মোহযুক্ত... পাপে নির্ভয়তাযুক্ত চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : "চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "বন্ধু নির্গ্রন্থ, আমি নিশ্চল দেহে, নির্বাক হয়ে পরম সুখ অনুভব করতে করতে অবস্থান করতে পারি"। (ম.নি. ১.১৮০) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই চিত্তপ্রবাহ হচ্ছে সমাধি।

৯. বিষয়গুলোর কারণসাপেক্ষতা

[[["সেই ধাতুই হচ্ছে কারণ (*ঠিতি*)" এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কারণসাপেক্ষ উৎপত্তি নামক একটি কারণসাপেক্ষতা আছে যা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬২৭. থেরবাদী : বিষয়গুলোর কারণসাপেক্ষতা (*ধম্মট্ঠিততা*) কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কারণগুলোর কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই কারণগুলোর কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কারণই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে দুঃখের পরিসমাপ্তি করা যায় না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কারণ কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কারণের কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই কারণের কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কারণই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে আর দুঃখের পরিসমাপ্তি থাকে না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনার কারণ (*ৰেদনায ঠিততা*)... সংজ্ঞার কারণ... সঙস্কারগুলোর কারণ... বিজ্ঞানের কারণ কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই কারণের কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই কারণের কারণও কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সমস্ত কারণই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে আর দুঃখের পরিসমাপ্তি থাকে না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

১০. অনিত্যতার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, অনিত্য রূপ ইত্যাদির অনিত্যতাও রূপ ইত্যাদির মতো পূর্বনির্ধারিত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬২৮. থেরবাদী : অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই অনিত্যতার অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই অনিত্যতার অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সবকিছুই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে আর দুঃখের পরিসমাপ্তি থাকে না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই জরার জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই জরার জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সবকিছুই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে আর দুঃখের পরিসমাপ্তি থাকে না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মরণ কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই মরণের মরণ কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই মরণের মরণ কি পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এভাবে ধারাবাহিকভাবে সবকিছুই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, তাহলে আর দুঃখের পরিসমাপ্তি থাকে না, সংসারবৃত্ত ছিন্ন করা যায় না, নিরবশেষ পরিনির্বাণ আর থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬২৯. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং রূপের অনিত্যতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিত্যতা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং অনিত্যতার অনিত্যতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং রূপের জরা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জরা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং জরার জরা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং রূপের ভঙ্গ আছে, অন্তর্ধান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মরণ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং মরণের ভঙ্গ আছে, অন্তর্ধান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং বিজ্ঞানের অনিত্যতা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিত্যতা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং অনিত্যতার অনিত্যতা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং বিজ্ঞানের জরা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জরা হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং জরার জরা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং বিজ্ঞানের ভঙ্গ আছে, অন্তর্ধান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মরণ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত এবং মরণের ভঙ্গ আছে, অন্তর্ধান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

(একাদশ বর্গ সমাপ্ত)

১২. দ্বাদশ বর্গ

১. সংবরণ হচ্ছে কর্ম

[[["চোখ দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্তকে গ্রহণকারী হয়, নিমিত্তকে গ্রহণকারী হয় না" সূত্রের এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, সংবরণও কর্ম, অসংবরণও হচ্ছে কর্ম। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৩০. থেরবাদী : সংবরণ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় সংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় সংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় সংবরণ... কায়-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কায়-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় সংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় সংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে জিহ্বাকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মন-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] মন-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মন-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় সংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় সংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় সংবরণ... কায়-ইন্দ্রিয় সংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৩১. থেরবাদী : অসংবরণ হচ্ছে কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... কায়-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কায়-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে জিহ্বাকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মন-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] মন-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে চোখকর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মন-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে মনোকর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কান-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... নাক-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংবরণ... কায়-ইন্দ্রিয় অসংবরণ হচ্ছে কায়কর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৩২. ভিন্নবাদী : "সংবরণ হচ্ছে কর্ম, অসংবরণও হচ্ছে কর্ম" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চোখ দিয়ে রূপ দেখে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না... কান দিয়ে শব্দ শুনে... কায় দ্বারা স্পর্শ পেয়ে নিমিত্ত গ্রহণকারী হয়... নিমিত্ত গ্রহণকারী হয় না।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সংবরণ এবং অসংবরণ হচ্ছে কর্ম।

২. কর্মের কথা

[[["ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাযুক্ত কর্মগুলোকে..." (অ.নি. ১০.২১৭) সূত্রের এমন উক্তিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, সকল কর্মই হচ্ছে ফলদায়ী (*সবিপাক*)। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৩৩. থেরবাদী : সকল কর্ম হচ্ছে ফলদায়ী (*সবিপাক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ফল-অনির্দিষ্ট (*বিপাকাব্যাকত*) এমন চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট (*কিরিযাব্যাকত*) এমন চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামাবচর ভূমির ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির বহির্ভূত ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামাবচর ভূমির ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৩৪. থেরবাদী : ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলহীন (*অৰিপাক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা ফলহীন হয়, তাহলে "সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট চেতনা ফলহীন হয়, তাহলে "সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির বহির্ভূত ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির বহির্ভূত ফল-অনির্দিষ্ট চেতনা ফলহীন হয়, তাহলে "সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট চেতনা হচ্ছে ফলহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর ভূমির ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট

চেতনা ফলহীন হয়, তাহলে "সকল চেতনা হচ্ছে ফলদায়ী" বলা উচিত নয়।

৬৩৫. ভিন্নবাদী : "সকল কর্ম হচ্ছে ফলদায়ী" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি চেতনা সহকারে কৃত ও সঞ্চিত কর্মগুলোর ফল ভোগ না করে সেগুলো ক্ষয় হয়ে যায় বলে বলি না, সেটা ইহজন্মে হোক, অথবা পরবর্তী কোনো জন্মে হোক।" (অ.নি. ১০.২১৭) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সকল কর্ম হচ্ছে ফলদায়ী।

৩. শব্দ হচ্ছে কর্মফল

[[["সে সেই কর্ম করার কারণে, সেই কর্ম সঞ্চয় করার কারণে, অধিক পরিমাণে করার কারণে, বিপুল পরিমাণে করার কারণে ব্রহ্মস্বরবিশিষ্ট হয়" (দী.নি. ৩.২৩৬) ইত্যাদি উক্তিকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, শব্দ হচ্ছে বিপাক বা কর্মফল। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৩৬. থেরবাদী : শব্দ হচ্ছে কর্মফল (*ৰিপাক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে শব্দ হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য (*সুখৰেদনীয*), দুঃখানুভবযোগ্য, অদুঃখ-অসুখ অনুভবযোগ্য, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত, বেদনাযুক্ত, সংজ্ঞাযুক্ত, চেতনাযুক্ত, চিত্তযুক্ত এবং সেই শব্দের বিষয়বস্তু আছে যাতে শব্দ মনোনিবেশ করতে পারে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দ সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই শব্দের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে শব্দ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শব্দ সুখানুভবযোগ্য না হয়, দুঃখানুভবযোগ্য না হয়...

এবং সেই শব্দের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে শব্দ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "শব্দ হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল (*ৰিপাক*), এবং স্পর্শ হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য (*সুখৰেদনীয*)... এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দ হচ্ছে কর্মফল, এবং শব্দ হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য... এবং সেই শব্দের বিষয়বস্তু আছে যাতে শব্দ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু শব্দ সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই শব্দের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে শব্দ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু স্পর্শ সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই স্পর্শের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৩৭. ভিন্নবাদী : "শব্দ হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সে সেই কর্ম সম্পাদনের ফলে, সেই কর্ম সঞ্চয় করার ফলে, সেই কর্মের প্রাচুর্যের ফলে, সেই কর্মের বিপুলতার ফলে ব্রহ্মস্বরসম্পন্ন হয়, করবিক পাখির মতো মধুরভাষী হয়।" (দী.নি.) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই শব্দ হচ্ছে কর্মফল।

৪. ছয় আয়তনের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু ছয় আয়তন হচ্ছে কর্ম সম্পাদিত হওয়ার কারণে উৎপন্ন, তাই ছয় আয়তন হচ্ছে বিপাক বা

কর্মফল। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৩৮. থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে কর্মফল (*ৰিপাক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চোখ-আয়তন হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য (*সুখৰেদনীয*)... এবং সেই চোখ-আয়তনের বিষয়বস্তু আছে যাতে চোখ-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই চোখ-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে চোখ-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চোখ-আয়তন সুখানুভবযোগ্য না হয়, দুঃখানুভবযোগ্য না হয়... এবং সেই চোখ-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে চোখ-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "চোখ-আয়তন হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল (*ৰিপাক*), এবং স্পর্শ হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য (*সুখৰেদনীয*)... এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে কর্মফল, এবং চোখ-আয়তন হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য... এবং সেই চোখ-আয়তনের বিষয়বস্তু আছে যাতে চোখ-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ-আয়তন হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু চোখ-আয়তন সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই চোখ-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে চোখ-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু স্পর্শ সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই স্পর্শের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে

স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৩৯. থেরবাদী : কান-আয়তন... নাক-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন হচ্ছে কর্মফল (ৰিপাক)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কায়-আয়তন হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য (*সুখৰেদনীয*)... এবং সেই কায়-আয়তনের বিষয়বস্তু আছে যাতে কায়-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়-আয়তন সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই কায়-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে কায়-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কায়-আয়তন সুখানুভবযোগ্য না হয়, দুঃখানুভবযোগ্য না হয়... এবং সেই কায়-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে কায়-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "কায়-আয়তন হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, এবং স্পর্শ হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য... এবং সেই স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায়-আয়তন হচ্ছে কর্মফল, এবং কায়-আয়তন হচ্ছে সুখানুভবযোগ্য... এবং সেই কায়-আয়তনের বিষয়বস্তু আছে যাতে কায়-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কায়-আয়তন হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু কায়-আয়তন সুখানুভবযোগ্য নয়, দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই কায়-আয়তনের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে কায়-আয়তন মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে কর্মফল, কিন্তু স্পর্শ সুখানুভবযোগ্য নয়,

দুঃখানুভবযোগ্য নয়... এবং সেই স্পর্শের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করতে পারে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৪০. ভিন্নবাদী : "ছয় আয়তন হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ছয় আয়তন তো কৃতকর্মের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ছয় আয়তন কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে "ছয় আয়তন হচ্ছে কর্মফল" বলা উচিত।

৫. সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু কোনো কোনো ব্যক্তিকে *সত্তক্খত্তুপরমো* বা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হিসেবে বলা হয়েছে, তাই সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির পরিনির্বাণ হচ্ছে একদম সপ্তম জন্মেই নির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। *কোলঙ্কোল* বা সর্বোচ্চ দুই-তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য এবং *একবীজি* বা একজন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়েও পরবর্তী দুটো অনুচ্ছেদে একই ধরনের আলোচনা হয়েছে। এগুলো নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৪১. থেরবাদী : সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি মাতৃহত্যাকারী... পিতৃহত্যাকারী... অর্হৎ হত্যাকারী... হিংসা চিত্তে তথাগতের দেহ থেকে রক্তপাত করানো... সংঘভেদকারী হতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এর মাঝে তার ধর্মোপলব্ধি করা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] এর মাঝে তার ধর্মোপলব্ধি করা

অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি মাতৃহত্যাকারী... পিতৃহত্যাকারী... অর্হৎ হত্যাকারী... হিংসা চিত্তে তথাগতের দেহ থেকে রক্তপাত করানো... সংঘভেদকারী হতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৪২. থেরবাদী : সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই নিয়ম কি আছে যে নিয়মের দ্বারা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান)... সেই সম্যক প্রচেষ্টা... সেই অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (ইদ্ধিপাদ)... সেই ইন্দ্রিয়... সেই বল... সেই বোধ্যঙ্গ কি আছে যে বোধ্যঙ্গের দ্বারা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৪৩. থেরবাদী : এমন কোনো নিয়ম নেই যে নিয়মের দ্বারা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কোনো নিয়ম না থাকে যা দ্বারা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে "সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" কথাটি বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সে-রকম কোনো স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (সতিপট্ঠান) নেই... বোধ্যঙ্গ নেই যা দ্বারা সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কোনো স্মৃতির প্রতিষ্ঠা না থাকে যা দ্বারা সর্বোচ্চ

সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে "সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" কথাটি বলা উচিত নয়।

৬৪৪. থেরবাদী : সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি সকৃদাগামী নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি অনাগামী নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি অর্হত্ত্ব নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কোন নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : স্রোতাপত্তি নিয়মের দ্বারা।

থেরবাদী : সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা যারা স্রোতাপত্তি নিয়মে পড়ে যায় তারা সবাই একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৪৫. ভিন্নবাদী : "সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে কি সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তি নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সে সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তি হয়, তাহলে "সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সপ্তম জন্মে পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" কথাটা বলা উচিত।

৬. সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণের কথা

৬৪৬. ভিন্নবাদী : "সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য

(*কোলঙ্কোল*) ব্যক্তির একমাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্মেই পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে কি সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তি নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সে সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য হয়, তাহলে "সর্বোচ্চ দুই বা তিন জন্মে পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্মেই পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" বলা উচিত।

৭. মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণের কথা

৬৪৭. ভিন্নবাদী : "মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য (*একবীজি*) ব্যক্তির একমাত্র সেই এক জন্মেই পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে কি মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তি নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সে মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য হয়, তাহলে "মাত্র এক জন্মেই পরিনির্বাণযোগ্য ব্যক্তির একমাত্র সেই এক জন্মেই পরিনির্বাণ হবে বলে নির্দিষ্ট" বলা উচিত।

৮. প্রাণিহত্যার কথা

[[[যেহেতু বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত দ্বারাই প্রাণিহত্যা হয়, এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন (*দিট্ঠিসম্পন্ন*) ব্যক্তির এই বিদ্বেষ অপরিত্যক্ত থাকে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করতে পারে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** এবং **অপরসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৪৮. থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করতে পারে... পিতৃহত্যা করতে পারে... অর্হৎ হত্যা করতে পারে... হিংসাচিত্তে তথাগতের দেহ থেকে রক্তপাত করতে পারে... সংঘভেদকারী হতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি শাস্তার প্রতি অগৌরবী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি... বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি অগৌরবী হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তার প্রতি গৌরবযুক্ত হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তার প্রতি গৌরবযুক্ত হয়, তাহলে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি... বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গৌরবযুক্ত হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি গৌরবযুক্ত হয়, তাহলে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে" বলা উচিত নয়।

৬৪৯. থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তার প্রতি গৌরবহীন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধস্তূপে মলত্যাগ করতে পারে, মুত্র ত্যাগ করতে পারে, থুথু ফেলতে পারে, অবমাননা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, যেমন স্থির হয়ে থাকা মহাসাগর কখনো বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তেমনি আমার দ্বারা শিষ্যদের জন্য যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করা হয়েছে তা আমার শিষ্যরা জীবনের তরেও অতিক্রম করে না।" (চূলবর্গ.৩৮৫) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করতে পারে" বলা উচিত নয়।

৯. দুর্গতির কথা

[[[কেউ কেউ দুর্গতি এবং দুর্গত সত্ত্বদের রূপ ইত্যাদি বিষয়বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা এই উভয়কেই দুর্গতি বলে বিবেচনা করে এবং সেগুলোর মধ্যে বিভাজন না করে নির্বিশেষে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়েছে" বলে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৫০. থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে না পারে, তাহলে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি নিরয়গামী শব্দে... নিরয়গামী গন্ধে... নিরয়গামী স্বাদে... নিরয়গামী স্পর্শযোগ্য বিষয়ে আনন্দ পেতে পারে... অমনুষ্য নারী, স্ত্রীজাতীয় পশুর সাথে, অথবা নাগকন্যার সাথে অবৈধ যৌনমিলন করতে পারে, ছাগল ও ভেড়া গ্রহণ করতে পারে, মুরগি ও শুয়োর গ্রহণ করতে পারে, হাতি গরু ঘোড়া স্ত্রীঘোড়া গ্রহণ করতে পারে, তিতির কোয়েল ময়ূর ও রঙিন পাখি গ্রহণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তিতির কোয়েল ময়ূর ও রঙিন পাখি গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৬৫১. থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে,

কিন্তু সে নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সে নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সে নিরয়গামী শব্দে... নিরয়গামী গন্ধে... নিরয়গামী স্বাদে... নিরয়গামী স্পর্শযোগ্য বিষয়ে আনন্দ পেতে পারে... তিতির কোয়েল ময়ূর ও রঙিন পাখি গ্রহণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সে নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, এবং সে নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, এবং সে নিরয়গামী রূপে আনন্দ পেতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, এবং সে নিরয়গামী শব্দে... নিরয়গামী গন্ধে... নিরয়গামী স্বাদে... নিরয়গামী স্পর্শযোগ্য বিষয়ে আনন্দ পেতে পারে না... অমনুষ্য নারী, স্ত্রীজাতীয় পশুর সাথে, অথবা নাগকন্যার সাথে অবৈধ যৌনমিলন করতে পারে না, ছাগল ও ভেড়া গ্রহণ করতে পারে না, মুরগি ও শুয়োর গ্রহণ করতে পারে না, হাতি গরু ঘোড়া স্ত্রীঘোড়া গ্রহণ করতে পারে না, তিতির কোয়েল ময়ূর ও রঙিন পাখি গ্রহণ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, এবং সে তিতির কোয়েল ময়ূর ও রঙিন পাখি গ্রহণ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৫২. ভিন্নবাদী : "সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি নরকে উঁৎপন্ন হতে পারে... পশুপাখির কুলে উৎপন্ন হতে পারে... প্রেত হিসেবে উৎপন্ন হতে পারে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে।

১০. সপ্তম জন্মধারী ব্যক্তির কথা

৬৫৩. ভিন্নবাদী : "সপ্তম জন্মধারী ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সপ্তম জন্মধারী ব্যক্তি কি নরকে উৎপন্ন হতে পারে... ইতর প্রাণিকুলে উৎপন্ন হতে পারে... প্রেত হিসেবে উৎপন্ন হতে পারে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সপ্তম জন্মধারী ব্যক্তির দুর্গতি পরিত্যক্ত হয়ে থাকে।

(দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত)

১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

১. কল্পকালব্যাপী শাস্তি

[[["একতাবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করে সে কল্পকাল নরকে সেদ্ধ হতে থাকে" এই উদ্ধৃতি থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, সংঘভেদকারী ব্যক্তি কল্পের পুরোটাই নরকে কাটায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৫৪. থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কল্প শুরু হয় এবং সেই সাথে জগতে বুদ্ধও উৎপন্ন হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কল্প শুরু হয় এবং সেই সাথে সংঘও ভেদ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কল্প শুরু হয় এবং সেই সাথে সেই ব্যক্তিও কল্পস্থায়ী শাস্তিযোগ্য কর্ম করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কল্প শুরু হয় এবং সেই সাথে কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৫৫. থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে অতীত কল্পে বেঁচে থাকে, অথবা ভবিষ্যৎ কল্পে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে কি দুই কল্প বেঁচে থাকে... তিন কল্প বেঁচে থাকে... চার কল্প বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৫৬. থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কল্প দগ্ধ হওয়ার সময়ে কোথায় যায়?

ভিন্নবাদী : অন্যলোকধাতুতে যায়।

থেরবাদী : মরে গিয়ে যায়, নাকি আকাশে উড়ে যায়?

ভিন্নবাদী : মরে গিয়ে যায়।

থেরবাদী : কল্পস্থায়ী কর্মবিপাক কি তার পরবর্তী জন্মেও ফল দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে অলৌকিক শক্তিধর?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে অলৌকিক শক্তিধর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির কি ইচ্ছা-অলৌকিক-শক্তির-ভিত্তি (*ছন্দিদ্ধিপাদ*) ভাবিত? উদ্যম-অলৌকিক-শক্তির-ভিত্তি (*ৰীরিযিদ্ধিপাদ*) ভাবিত? চিত্ত-অলৌকিক-শক্তির-ভিত্তি ভাবিত? মীমাংসা-অলৌকিক-শক্তির-ভিত্তি (*ৰীমংস*) ভাবিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৫৭. ভিন্নবাদী : "কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সংঘভেদকারী হয় দুঃখময় স্থানে জন্মগ্রহণকারী, নরকবাসী, এবং কল্পকাল ধরে শাস্তি ভোগকারী। বিভেদের চক্রান্তকারী, অধর্মে স্থিত সেই ব্যক্তি তার নির্বাণের পথকেই ধ্বংস করে থাকে। একতাবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করে দিয়ে সে কল্পকাল ধরে নরকে সেদ্ধ হতে থাকে।" (চূলবর্গ.৩৫৪) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কল্পকাল ধরে বেঁচে থাকে।

২. কুশল লাভ

[[[কল্পকালব্যাপী শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কেবল কামাবচর কুশলই লাভ করে থাকে। যা দ্বারা তার নরকে উৎপত্তি ঠেকানো যেত সেই মহত্তর (*মহগ্গত*) অথবা লোকোত্তর কুশলের কোনোটাই সে লাভ করে না। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে বিভাজন না করে মনে করে যে, সে মোটেও কোনো কুশলচিত্ত লাভ করে না। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৫৮. থেরবাদী : কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির কুশলচিত্ত লাভ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি দান দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি দান দিতে পারে, তাহলে "কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির কুশলচিত্ত লাভ হয় না" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির কুশলচিত্ত লাভ হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি চীবর দিতে পারে... ভিক্ষান্ন দিতে পারে... বাসস্থান দিতে পারে... ঔষধপত্র দিতে পারে... খাদ্য দিতে পারে... ভোজ্য দিতে পারে... পানীয় দিতে পারে... চৈত্য দিতে পারে... চৈত্যকে মালা দিয়ে সাজাতে পারে... চৈত্যে সুগন্ধিদ্রব্য দিতে পারে... চৈত্যে প্রসাধনী (*বিলেপন*) দিতে পারে... চৈত্যকে ঘিরে চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে

পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি চৈত্যকে ঘিরে চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে পারে, তাহলে "কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তির কুশলচিত্ত লাভ হয় না" বলা উচিত নয়।

৬৫৯. ভিন্নবাদী : কল্পকাল শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি কুশলচিত্ত লাভ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেই কল্পকাল ধরে ফলদায়ী পাপকর্ম করার পরে সে পুনরায় কুশলচিত্ত লাভ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তখন কি সে রূপাবচর... অরূপাবচর... লোকোত্তর কুশলচিত্ত লাভ করতে পারে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী

[[[স্কন্ধগুলোর ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরপরই বিপাকদায়ী মাতৃহত্যা ইত্যাদি আনন্তরিক কর্মের আদেশকারীকেই বলা হয় আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী (*অনন্তরাপযুত্তো*)। যখন তার সুনির্দিষ্ট আদেশের বলে সেই কর্ম সম্পাদিত হয়, তার সেই কর্মের উদ্দেশ্য সাধনের চেতনা উৎপন্ন হওয়ার কারণে সে তখন আনন্তরিক কর্মের (*মিচ্ছত্তনিযতো*) মধ্যে পড়ে যায়, তার পক্ষে আর আর্যমার্গে (*সম্মত্তনিযাম*) প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন তার অনির্দিষ্ট আদেশের বলে সেই কর্ম সম্পাদিত হয়, তার সেই কর্মের উদ্দেশ্য সাধনের চেতনা উৎপন্ন না হওয়ার কারণে সে তখন আনন্তরিক কর্মের মধ্যে পড়ে যায় না, ফলে তার পক্ষে আর্যমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব। এটিই হচ্ছে থেরবাদী মতবাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, অনির্দিষ্ট আদেশ দিলেও তার পক্ষে আর্যমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৬০. ভিন্নবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সে মিথ্যামার্গ [অর্থাৎ আনন্তরিকমার্গে] ও সম্যকমার্গ [অর্থাৎ আর্যমার্গে] এই উভয় মার্গে প্রবেশ করতে পারে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেই কর্ম সম্পাদিত হলে সেটা উদ্বেগ জাগায়, অনুশোচনা জাগায়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সেই কর্ম সম্পাদিত হলে সেটা উদ্বেগ জাগায়, অনুশোচনা জাগায়, তাহলে "আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে" বলা উচিত নয়।

৬৬১. থেরবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তির পক্ষে আর্যমার্গে প্রবেশ করাটা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার পক্ষে মাতৃহত্যা... পিতৃহত্যা... অর্হৎ হত্যা... হিংসাচিত্তে তথাগতের দেহ থেকে রক্তপাত... সংঘভেদ করা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি সেই কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে, উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিয়ে, অনুশোচনাকে প্রশমিত করে আর্যমার্গে প্রবেশ করাটা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তার পক্ষে মাতৃহত্যা... পিতৃহত্যা... অর্হৎ হত্যা... হিংসাচিত্তে তথাগতের দেহ থেকে রক্তপাত... সংঘভেদ করা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি সেই কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে, উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিয়ে, অনুশোচনাকে প্রশমিত করে আর্যমার্গে প্রবেশ করাটা অসম্ভব?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে সেই কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে, উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অনুশোচনাকে প্রশমিত করেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সে সেই কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে থাকে, উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে, অনুশোচনাকে প্রশমিত করে থাকে, তাহলে "আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি সেই কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে, উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিয়ে, অনুশোচনাকে প্রশমিত করে আর্যমার্গে প্রবেশ করাটা অসম্ভব" বলাটা উচিত নয়।

৬৬২. ভিন্নবাদী : আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে সেই কর্মে [অন্যকে] প্ররোচিত করেছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সে সেই কর্মে [অন্যকে] প্ররোচিত করে থাকে, তাহলে "আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

৪. নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তির নিশ্চয়তা

[[[নিশ্চয়তা (*নিযাম*) হচ্ছে দু-ধরনের : আনন্তরিক কর্মের নিশ্চয়তা (*মিচ্ছত্তনিযাম*) এবং আর্যমার্গের নিশ্চয়তা (*সম্মত্তনিযাম*)। এই দুটো নিশ্চয়তা ছাড়া অন্য কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিন ভূমির অবশিষ্ট বিষয়গুলোর সবই হচ্ছে অনির্দিষ্ট, আর তাই সেগুলো সমন্বিত ব্যক্তিরও ভবিষ্যৎ হয় অনির্দিষ্ট। বুদ্ধগণ যাকে উদ্দেশ্য করে নিজের জ্ঞানবলে "এই সত্ত্ব ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করবে" এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সেই বোধিসত্ত্ব তার পুণ্যের বিশালতার কারণেই এমন নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে থাকে। তাই "শেষ জন্মধারী বোধিসত্ত্ব সেই জন্মে ধর্মকে উপলব্ধি করতে সমর্থ" এমন কথাকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** এবং **অপরসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৬৩. থেরবাদী : নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাপথের নির্দিষ্ট ব্যক্তি (*মিচ্ছত্তনিযতো*) [অর্থাৎ আনন্তরিক কর্ম করে নিশ্চিত নরকগামী ব্যক্তি] আর্যমার্গের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ

করে, সত্যপথের-নির্দিষ্ট-ব্যক্তি (*সম্মত্তনিয়তো*) [অর্থাৎ আর্যমার্গে প্রবেশ করে নিশ্চিত অপায়মুক্ত ব্যক্তি] আনন্তরিক কর্মের নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আগে মার্গভাবনা করে পরবর্তীকালে আর্যমার্গের মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবনা করে পরবর্তীকালে স্রোতাপত্তিমার্গের মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে সকৃদাগামীমার্গ... অনাগামীমার্গ... অর্হত্ত্বমার্গ ভাবনা করে পরবর্তীকালে অর্হত্ত্বমার্গের মধ্যে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার ভাবনা করে... সম্যক প্রচেষ্টার ভাবনা করে... অলৌকিক শক্তির ভিত্তির ভাবনা করে... ইন্দ্রিয়ের... বলের... বোধ্যঙ্গের ভাবনা করে পরবর্তীকালে আর্যমার্গে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৬৪. ভিন্নবাদী : "নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বোধিসত্ত্বের সেই [অন্তিম] জন্মে ধর্মকে উপলব্ধি করাটা কি অসম্ভব?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে।

৫. আবৃত ব্যক্তির কথা

[[[বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিজেকে বিশুদ্ধ করার জন্য কোনো কাজ করতে হয় না। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, যারা আবরণগুলো দ্বারা (*নীৰরণেহি*) আবৃত, পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তারাই আবরণ

পরিত্যাগ করে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৬৫. থেরবাদী : আবৃত (*নিৰুত*) ব্যক্তিই আবরণ (*নীৰরণ*) পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে লালসাপূর্ণ (*রত্ত*) ব্যক্তিই লোভ (*রাগ*) ত্যাগ করে থাকে, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিই বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, মোহিত ব্যক্তিই মোহ পরিত্যাগ করে থাকে, কলুষিত ব্যক্তিই ক্লেশগুলোকে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভের দ্বারা লোভ পরিত্যাগ করে? বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে? মোহের দ্বারা মোহ পরিত্যাগ করে? ক্লেশের দ্বারা ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভ হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত, এবং মার্গও হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভ হচ্ছে অকুশল, মার্গ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৬৬. থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।... ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।"

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,

...

তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : আবৃত ব্যক্তিই আবরণ পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "*সে এমন সমাহিত চিত্ত নিয়ে, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নিখাদ, উপক্লেশ বিগত, কোমল, কাজের উপযোগী, স্থির, অবিচলভাব প্রাপ্ত হয়ে আসবগুলোর ক্ষয়ের দিকে চিত্তকে নমিত করে।*" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণে "আবৃত ব্যক্তিই আবরণ পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৬৬৭. ভিন্নবাদী : "আবৃত ব্যক্তিই আবরণ পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "তার এভাবে জানার মাধ্যমে, এভাবে দেখার মাধ্যমে কামাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়... অবিদ্যাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়"। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই আবৃত ব্যক্তি আবরণ পরিত্যাগ করে থাকে।

৬. মুখোমুখি হওয়ার কথা

[[[এখানে **মুখোমুখি হওয়া** মানে হচ্ছে সংযোজনগুলোর সম্মুখীন হওয়া, সংযোজনগুলো সমন্বিত হয়ে থাকা। বাকিটা উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনার মতো করেই বুঝতে হবে।]]]

৬৬৮. থেরবাদী : মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে লালসাপূর্ণ (*রত্ত*) ব্যক্তিই লোভ (*রাগ*) ত্যাগ করে থাকে, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তিই বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে থাকে, মোহিত ব্যক্তিই মোহ পরিত্যাগ করে থাকে, কলুষিত ব্যক্তিই ক্লেশগুলোকে পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভের দ্বারা লোভ পরিত্যাগ করে? বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে? মোহের দ্বারা মোহ পরিত্যাগ করে? ক্লেশের দ্বারা ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভ হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত, এবং মার্গও হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভ হচ্ছে অকুশল, মার্গ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৬৯. থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।... ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।"

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,

...

তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

৬৭০. ভিন্নবাদী : "মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "তার এভাবে জানার

মাধ্যমে, এভাবে দেখার মাধ্যমে কামাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়... অবিদ্যাসব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়"। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণে মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে থাকে।

৭. সমাধি উপভোগ

[[["প্রথম ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে, সে তা উপভোগ করে" (অ.নি. ৪.১২৩) ইত্যাদি কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তি তা উপভোগ করে, সেটা তার ধ্যানের প্রতি তৃষ্ণা (*ঝাননিকন্তি*) হয়, তার ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৭১. থেরবাদী : [ধ্যানে] নিমগ্ন ব্যক্তি [ধ্যানকে] উপভোগ করে থাকে, এবং ধ্যানাকাঙ্ক্ষার (*ঝাননিকন্তি*) বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই ধ্যান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ধ্যান হচ্ছে সেই ধ্যানেরই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই ধ্যান হচ্ছে সেই ধ্যানেরই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই স্পর্শের দ্বারা সেই স্পর্শ পায়, সেই বেদনা দ্বারা সেই বেদনাকে অনুভব করে, সেই সংজ্ঞা দ্বারা সেই সংজ্ঞাকে সংক্ষেপে জানে, সেই চেতনা দ্বারা সেই চেতনাকে নিয়ে চিন্তা করে, সেই চিত্ত দ্বারা সেই চিত্তকে নিয়ে চিন্তা করে, সেই বিতর্ক দ্বারা সেই বিতর্ককে নিয়ে বিতর্ক করে, সেই বিচার দ্বারা সেই বিচারকে বিচার করে, সেই প্রীতি দ্বারা সেই প্রীতিকে প্রিয় করায়, সেই স্মৃতি দ্বারা সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে, সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সেই প্রজ্ঞাকে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে চিত্তের সাথে সংযুক্ত, এবং ধ্যানও হচ্ছে চিত্তের সাথে সংযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অকুশল, কিন্তু ধ্যান হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৭২. থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষণীয়-নির্দোষ, হীন-উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেলবাদ – ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।... ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,

...

তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল ও অকুশল, দোষযুক্ত এবং নির্দোষ, হীন ও উত্তম, কৃষ্ণ ও শুভ্র বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো [একই সময়ে] একসাথে বিদ্যমান থাকে" বলা উচিত নয়।

৬৭৩. ভিন্নবাদী : "[ধ্যানে] নিমগ্ন ব্যক্তি [ধ্যানকে] উপভোগ করে থাকে, এবং ধ্যানাকাঙ্ক্ষার (*ঝাননিকন্তি*) বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই ধ্যান" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু কামগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অকুশল বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে প্রথম ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, সে তাতে সুখ লাভ করে। বিতর্ক বিচারের উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে। সে তা উপভোগ করে, সে তাতে সুখ লাভ করে।" (অ.নি. ৪.১২৩) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই [ধ্যানে] নিমগ্ন ব্যক্তি [ধ্যানকে] উপভোগ করে থাকে, এবং ধ্যানাকাঙ্ক্ষার (*ঝাননিকন্তি*) বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই ধ্যান।

৮. কষ্টের প্রতি আকাঙ্ক্ষা

[[["সে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ বেদনা যাই অনুভব করুক না কেন সেই বেদনাকে সে অভিনন্দন জানায়, অভ্যর্থনা জানায়" (ম.নি. ১.৪০৯) সূত্রের এই উদ্ধৃতিটি মিথ্যাদৃষ্টিকে অভিনন্দনের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কিন্তু "অভিনন্দন জানায়" কথাটিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, দুঃখবেদনাতেও লোভসহকারে উপভোগের জন্য অভিনন্দন জানানো যায়। তাই কষ্টের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা লোভ (*অসাতরাগ*) আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৭৪. থেরবাদী : [সত্ত্বরা] কষ্টকে কামনা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সত্ত্বরা দুঃখকে অভিনন্দন জানায়, এবং তারা দুঃখ প্রার্থনা করে, দুঃখ কামনা করে, দুঃখ অন্বেষণ করে, দুঃখকে খুঁজে নেয়, দুঃখকে চায়, দুঃখের সাথেই লেগে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বরা সুখকে অভিনন্দন জানায়, এবং তারা সুখ প্রার্থনা করে, সুখ কামনা করে, সুখ অন্বেষণ করে, সুখকে খুঁজে নেয়, সুখকে চায়, সুখের সাথেই লেগে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সত্ত্বরা সুখকে অভিনন্দন জানায়, এবং তারা সুখ প্রার্থনা করে, সুখ কামনা করে, সুখ অন্বেষণ করে, সুখকে খুঁজে নেয়, সুখকে চায়, সুখের সাথেই লেগে থাকে, তাহলে "সত্ত্বরা কষ্টকে কামনা করে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : [সত্ত্বরা] কষ্টকে কামনা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কারোর কি একইসাথে দুঃখবেদনার প্রতি লোভের সুপ্তপ্রবণতা (*রাগানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সুখবেদনার প্রতি বিদ্বেষের সুপ্তপ্রবণতা (*পটিঘানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সত্ত্বদের সুখবেদনার প্রতি লোভের সুপ্তপ্রবণতা (*রাগানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং দুঃখবেদনার প্রতি বিদ্বেষের সুপ্তপ্রবণতা (*পটিঘানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সত্ত্বদের সুখবেদনার প্রতি লোভের সুপ্তপ্রবণতা (*রাগানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং দুঃখবেদনার প্রতি বিদ্বেষের সুপ্তপ্রবণতা (*পটিঘানুসয*) সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহলে "[সত্ত্বরা] কষ্টকে কামনা করে" বলাটা উচিত নয়।

৬৭৫. ভিন্নবাদী : "[সত্ত্বরা] কষ্টকে কামনা করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "সে এভাবে কাম্য বা অকাম্য বিষয় সংশ্লিষ্ট সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখ যেকোনো অনুভূতি অনুভব করে, সে সেই বেদনা বা অনুভূতিকে অভিনন্দন জানায়, অভ্যর্থনা জানায়, সেটাকে গ্রহণ করে তাতে লেগে থাকে? (ম.নি. ৩.৪০৯) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সত্ত্বরা কষ্টকে কামনা করে।

৯. ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট

[[[রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা এই ছয় প্রকার তৃষ্ণা রয়েছে। যেহেতু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আগত পাঁচটি তৃষ্ণার পরে সবশেষে ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সেই ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৭৬. থেরবাদী : মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা (*ধম্মতন্হা*) হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি ফলাফলের (*ৰিপাক*) অনির্দিষ্টতা, অথবা ক্রিয়ার অনির্দিষ্টতা, অথবা সেটা কি রূপ, নাকি নির্বাণ, নাকি সেটা চোখ-আয়তন... স্পর্শযোগ্য-আয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা (অর্থাৎ মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা) হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৭৭. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক তৃষ্ণাকে অকুশল বলা হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক তৃষ্ণাকে অকুশল বলা হয়ে থাকে, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা (বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা) হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক লোভকে অকুশল বলা হয়েছে, এবং এই ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক লোভকে অকুশল বলা হয়ে থাকে, এবং এই ধর্মতৃষ্ণা লোভ হয়ে থাকে, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

৬৭৮. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা (বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা) হচ্ছে

লোভ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৭৯. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা (বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা) হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "এই তৃষ্ণা, যা হচ্ছে পুনর্জন্মদায়ী, এবং আনন্দ ও আসক্তি সহকারে এখানে ওখানে আনন্দ খুঁজে নেয়, যেমন- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা" (মহাব.১৪; দী.নি. ২.৪০০)।" সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলা উচিত নয়।

৬৮০. ভিন্নবাদী : "ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেটা হচ্ছে মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা, নয় কি?

থেরবাদী : যদি সেটা মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা হয়, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা

হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলা উচিত।

১০. ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়

[[[যেহেতু ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সেই ধর্মতৃষ্ণা কোনো দুঃখের কারণ নয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৮১. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণাও হচ্ছে দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণাও হচ্ছে দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৮২. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে,

নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক লোভকে দুঃখের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এবং ধর্মতৃষ্ণাও হচ্ছে লোভ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক লোভকে দুঃখের কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, এবং ধর্মতৃষ্ণাও হচ্ছে লোভ, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়" বলা উচিত নয়।

৬৮৩. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, কিন্তু তা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, কিন্তু তা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, কিন্তু তা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, কিন্তু তা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... স্বাদতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ এবং তা দুঃখের কারণ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৮৪. থেরবাদী : ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "এই তৃষ্ণা, যা হচ্ছে পুনর্জন্মদায়ী, এবং আনন্দ ও আসক্তি সহকারে এখানে ওখানে আনন্দ খুঁজে নেয়, যেমন- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা" (মহাব.১৪; দী.নি. ২.৪০০)। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়" বলা উচিত নয়।"

৬৮৫. ভিন্নবাদী : "ধর্মতৃষ্ণা (অর্থাৎ মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা) দুঃখের কারণ নয়" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেটা হচ্ছে মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেটা যদি মানসিক বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা হয়ে থাকে, তাহলে "ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ" বলাই উচিত।

(ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত)

১৪. চতুর্দশ বর্গ

১. কুশল ও অকুশলের সম্মিলন

[[[অকুশলের পরপরই কুশল উৎপন্ন হয় না, আবার কুশলের পরপরই অকুশল উৎপন্ন হয় না। এরা পরস্পরের সাথে খাপ খায় না। কিন্তু যেহেতু কোনো একটি বিষয়ে আমোদিত হয় আবার বিরক্তও হয়, তাই সেক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করে যে, কুশল এবং অকুশল একসাথে যুক্ত থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৮৬. থেরবাদী : অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশলকে ভিত্তি করে [চিত্তের] যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... যে আকাঙ্ক্ষা, কুশলকে ভিত্তি করেও কি [চিত্তের] সেই আবর্তন... সেই আকাঙ্ক্ষা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে, কিন্তু "অকুশলকে ভিত্তি করে [চিত্তের] যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... যে আকাঙ্ক্ষা, কুশলকে ভিত্তি করেও [চিত্তের] সেই আবর্তন... সেই আকাঙ্ক্ষা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ না ঘটলেও কুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা না করলেও কুশল উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কুশল উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কুশল উৎপন্ন হয়, তাহলে "অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৬৮৭. থেরবাদী : অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অকুশলমূল অবিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কুশলমূল অবিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কুশলমূল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি কুশলমূল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহলে "অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কামসংজ্ঞার পরপরই নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদসংজ্ঞার পরপরই অব্যাপাদসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, বিহিংসাসংজ্ঞার পরপরই অবিহিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদের পরপরই মৈত্রী উৎপন্ন হয়, বিহিংসার পরপরই করুণা উৎপন্ন হয়, অখুশির পরপরই খুশি উৎপন্ন হয়, ঘৃণার পরপরই উপেক্ষা উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৮৮. থেরবাদী : কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কুশলকে ভিত্তি করে [চিত্তের] যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... যে আকাঙ্ক্ষা, অকুশলকে ভিত্তি করেও কি [চিত্তের] সেই আবর্তন... সেই আকাঙ্ক্ষা?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে, কিন্তু "কুশলকে ভিত্তি করে [চিত্তের] যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... যে আকাঙ্ক্ষা, অকুশলকে ভিত্তি করেও [চিত্তের] সেই আবর্তন... সেই আকাঙ্ক্ষা" বলাটা উচিত নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ না ঘটলেও অকুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা না করলেও অকুশল উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই অকুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই অকুশল উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্তের আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই অকুশল উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই অকুশল উৎপন্ন হয়, তাহলে "কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৬৮৯. থেরবাদী : কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অকুশল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কুশলমূল বিজ্ঞ মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহলে "কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞার পরপরই কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অব্যাপাদসংজ্ঞার পরপরই ব্যাপাদসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অবিহিংসাসংজ্ঞার পরপরই বিহিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মৈত্রীর পরপরই ব্যাপাদ উৎপন্ন হয়, করুণার পরপরই বিহিংসা উৎপন্ন হয়, খুশির পরপরই অখুশি উৎপন্ন হয়, উপেক্ষার পরপরই ঘৃণা উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৯০. ভিন্নবাদী : "অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে, কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যে বিষয় নিয়ে আনন্দ পায় সেই বিষয়েই বিরক্ত হয়, যে বিষয়ে বিরক্ত হয় সেই বিষয়েই আনন্দ পায়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি যে বিষয় নিয়ে আনন্দ পায় সেই বিষয়েই বিরক্ত হয়, যে

বিষয়ে বিরক্ত হয় সেই বিষয়েই আনন্দ পায়, তাহলে "অকুশলমূল কুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে, কুশলমূল অকুশলমূলের সাথে একত্রে থাকে" বলা উচিত।

২. ছয় আয়তনের উৎপত্তি

[[[ঔপপাতিক বা হঠাৎ আবির্ভাবের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সত্ত্বদের প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথেই ছয় আয়তনও উৎপন্ন হয়। কিন্তু গর্ভজাত সত্ত্বদের প্রতিসন্ধিক্ষণে কেবল মন-আয়তন ও কায়-আয়তন উৎপন্ন হয়। বাকি চারটি আয়তন সাতাত্তর রাতের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে কর্ম দ্বারা প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্ম হয়েছে সেটা অথবা অন্যকোনো কর্মের কারণে সেগুলোর উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই হচ্ছে থেরবাদী মত। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, একটি অংকুর থেকে শাখা-প্রশাখা সহকারে যে বিশাল মহীরূহ সৃষ্টি হয় ঠিক সেভাবে একটিমাত্র কর্ম থেকেই মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধিক্ষণে একটি বীজের মতো হয়ে ছয় আয়তন উৎপন্ন হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৯১. থেরবাদী : মাতৃগর্ভে ছয়টি আয়তন একসাথেই সৃষ্টি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে, পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্তের দ্বারা (অর্থাৎ প্রতিসন্ধিচিত্তের দ্বারা) চোখ-আয়তনের সৃষ্টি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্তের দ্বারা (অর্থাৎ প্রতিসন্ধি-চিত্তের দ্বারা) হাতের সৃষ্টি হয়, পায়ের সৃষ্টি হয়, মাথা সৃষ্টি হয়, কান সৃষ্টি হয়, নাক সৃষ্টি হয়, মুখ সৃষ্টি হয়, দাঁত সৃষ্টি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্তের দ্বারা কান-আয়তন... নাক-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন সৃষ্টি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্তের দ্বারা হাতের সৃষ্টি হয়, পায়ের সৃষ্টি হয়, মাথা সৃষ্টি হয়, কান সৃষ্টি হয়, নাক সৃষ্টি হয়, মুখ সৃষ্টি হয়, দাঁত সৃষ্টি

হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৯২. ভিন্নবাদী : মাতৃগর্ভেই পরবর্তীকালে চোখ-আয়তন উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেই সত্ত্ব মাতৃগর্ভে থাকাকালীন চোখ লাভের জন্য কর্ম করে থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : মাতৃগর্ভেই পরবর্তীকালে কান-আয়তন... গন্ধ-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেই সত্ত্ব মাতৃগর্ভে থাকাকালীন জিহ্বা লাভের জন্য কর্ম করে থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : মাতৃগর্ভেই পরবর্তীকালে চুল... লোম... নখ... দাঁত... হাড় উৎপন্ন হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে সেই সত্ত্ব মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হাড় লাভের জন্য কর্ম করে থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "মাতৃগর্ভেই পরবর্তীকালে চুল... লোম... নখ... দাঁত... হাড় উৎপন্ন হয়" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

প্রথমে কলল হয়, কলল থেকে অব্বুদ হয়,
অব্বুদ থেকে পেশী জন্মে, পেশী থেকে মাংসপিণ্ড জন্ম হয়,
মাংসপিণ্ড থেকে চুল, লোম ও নখের জন্ম হয়।
অন্ন, পানীয় ইত্যাদি মাতা যা ভোজন করে,
সেগুলোর দ্বারাই মায়ের গর্ভে থাকা ব্যক্তি বেঁচে থাকে।

(স.নি. ১.২৩৫)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই মায়ের গর্ভে অবস্থানকারী সত্ত্বের পরে চুল, লোম, নখ, দাঁত ও হাড় উৎপন্ন হয়।

৩. নিরন্তর কারণের কথা

[[[নাচ-গান ইত্যাদির সময়ে রূপ দেখা, শব্দ শোনা ইত্যাদির দ্রুত পরিবর্তন দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, এই বিজ্ঞানগুলো একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৯৩. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞানের পরপরই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করে যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা, কানবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করেও কি সেই একই আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞানের পরপরই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু "চোখবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করে যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা, কানবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করেও সেই একই আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে আবর্তন বা মনোনিবেশ না ঘটলেও কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা না করলেও কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে "চোখবিজ্ঞানের পরপরই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলাটা উচিত নয়।

৬৯৪. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞানের পরপরই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান রূপনিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কানবিজ্ঞান রূপনিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান কেবল রূপকেই বিষয়বস্তু করে, অন্যকিছুকে বিষয়বস্তু করে না?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কানবিজ্ঞান কেবল রূপকেই বিষয়বস্তু করে, অন্যকিছুকে বিষয়বস্তু করে না?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : চোখ এবং রূপের কারণে কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ এবং রূপের কারণে কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "চোখ এবং রূপের কারণে কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে আছে?
ভিন্নবাদী : নেই।
থেরবাদী : "চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি "থেরবাদী : চোখ এবং রূপের কারণে চোখবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে থাকে, তাহলে "চোখ এবং রূপের কারণে কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : চোখবিজ্ঞানের পরপরই কানবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেটাই চোখবিজ্ঞান, সেটাই কানবিজ্ঞান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৯৫. থেরবাদী : কানবিজ্ঞানের পরপরই নাকবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... নাকবিজ্ঞানের পরপরই জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... জিহ্বাবিজ্ঞানের পরপরই

কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করে যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা, কায়বিজ্ঞানকে উপলক্ষ করেও কি সেই একই আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞানের পরপরই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু "জিহ্বাবিজ্ঞানকে উপলক্ষ করে যে আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা, কায়বিজ্ঞানকে উপলক্ষ করেও সেই একই আবর্তন বা মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে আবর্তন বা মনোনিবেশ না ঘটলেও কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা না করলেও কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আবর্তন বা মনোনিবেশ ঘটলে তবেই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহলে "জিহ্বাবিজ্ঞানের পরপরই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলাটা উচিত নয়।

৬৯৬. থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞানের পরপরই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞান স্বাদনিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায়বিজ্ঞান স্বাদনিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞান কেবল রূপকেই বিষয়বস্তু করে, অন্যকিছুকে বিষয়বস্তু করে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কায়বিজ্ঞান কেবল স্বাদকেই বিষয়বস্তু করে, অন্যকিছুকে বিষয়বস্তু করে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : "জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে আছে?
ভিন্নবাদী : নেই।
থেরবাদী : "জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি "জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" এমনটা সূত্রে থাকে, তাহলে "জিহ্বা এবং স্বাদের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : জিহ্বাবিজ্ঞানের পরপরই কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই জিহ্বাবিজ্ঞান, সেটাই কায়বিজ্ঞান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৯৭. ভিন্নবাদী : "পঞ্চবিজ্ঞান একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয়" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : কেউ কেউ আছে যে নাচে, গায় এবং বাদ্য বাজায়, রূপ দেখে, শব্দও শোনে, গন্ধও পায়, স্বাদ অনুভব করে, স্পর্শও পায়, নয় কি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : যদি কেউ কেউ থাকে যে নাচে, গায় এবং বাদ্য বাজায়, রূপ দেখে, শব্দও শোনে, গন্ধও পায়, স্বাদ অনুভব করে, স্পর্শও পায়, তাহলে "ঞ্চবিজ্ঞান একটা আরেকটার পরপরই উৎপন্ন হয়" বলা উচিত।

৪. আর্যরূপের কথা

[[[সম্যক বাক্য ও সম্যক কর্ম হচ্ছে রূপ। কিন্তু কেউ কেউ "সকল রূপ হচ্ছে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতের উপজাত রূপ" (ম.নি. ৩.৬৭) এই উদ্ধৃতি থেকে মনে করে যে, সম্যক বাক্য এবং সম্যক কর্মও হচ্ছে উপজাত রূপ। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৬৯৮. থেরবাদী : আর্যরূপ (অর্থাৎ আর্যদের রূপ) হচ্ছে মহাভূতগুলোকে ভিত্তি করে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আর্যরূপ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাভূত হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহাভূত হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আর্যরূপ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : মনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আর্যরূপ হচ্ছে মহাভূতগুলোকে ভিত্তি করে উৎপন্ন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আর্যরূপ হচ্ছে আসবহীন, অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয় (*অগন্থনিয*), অপ্লাবনীয়, অযোগনীয়, অনাবরণীয় (*অনীৱরণীয*), অস্পর্শিত (*অপরামট্ঠ*), অনুপজাত (*অনুপাদানিয*), অকলুষিত (*অসংকিলেসিক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মহাভূতগুলো হচ্ছে আসবহীন... অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মহাভূতগুলো হচ্ছে আসবযুক্ত, সংযোজনীয়... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আর্যরূপ হচ্ছে আসবযুক্ত, সংযোজনীয়... কলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬৯৯. ভিন্নবাদী : "আর্যরূপ হচ্ছে মহাভূতগুলোকে ভিত্তি করে উৎপন্ন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, যা-কিছু রূপ আছে তা সবই হচ্ছে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত থেকে উৎপন্ন রূপ" (ম.নি. ১.৩৪৭)। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই আর্যরূপ হচ্ছে মহাভূতগুলোকে ভিত্তি করে উৎপন্ন।

৫. অনুশয় হচ্ছে অন্যকিছু

[[[সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*) চিত্ত বর্তমান থাকলেও তাকে অনুশয়যুক্ত বা সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত বলা যায়, যদিও তা প্রকাশিত (*পরিযুট্ঠিত*) নয়। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, অনুশয় বা সুপ্তপ্রবণতা আলাদা, তার প্রকাশ (*পরিযুট্ঠানং*) হচ্ছে আলাদা। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭০০. থেরবাদী : কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা হচ্ছে অন্য, কামরাগের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ হচ্ছে অন্য, কামরাগের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটাই কামরাগ, সেটাই কামরাগের প্রকাশ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই কামরাগের সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই কামরাগের প্রকাশ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা অন্য, ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ক্রোধ হচ্ছে অন্য, ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটাই ক্রোধ, সেটাই ক্রোধের প্রকাশ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই ক্রোধের সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই ক্রোধের প্রকাশ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মানের সুপ্তপ্রবণতা অন্য, মানের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মান হচ্ছে অন্য, মানের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেটাই মান, সেটাই মানের প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই মানের সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই মানের প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা অন্য, মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অন্য, মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেটাই মিথ্যাদৃষ্টি, সেটাই মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই মিথ্যাদৃষ্টির সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই মিথ্যাদৃষ্টির প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা অন্য, সংশয়ের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সংশয় হচ্ছে অন্য, সংশয়ের প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেটাই সংশয়, সেটাই সংশয়ের প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই সংশয়ের সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই সংশয়ের প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবরাগ বা ভবকামনার সুপ্তপ্রবণতা অন্য, ভবকামনার প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভবকামনা হচ্ছে অন্য, ভবকামনার প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেটাই ভবকামনা, সেটাই ভবকামনার প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটাই ভবকামনার সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই ভবকামনার প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা অন্য, অবিদ্যার প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অবিদ্যা হচ্ছে অন্য, অবিদ্যার প্রকাশ হচ্ছে অন্য?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সেটাই অবিদ্যা, সেটাই অবিদ্যার প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেটাই অবিদ্যার সুপ্তপ্রবণতা, সেটাই অবিদ্যার প্রকাশ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭০১. ভিন্নবাদী : "সুপ্তপ্রবণতা অন্য, তার প্রকাশ হচ্ছে অন্য" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকলেও তাকে "সুপ্তপ্রবণতাযুক্ত" বলা উচিত?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : কিন্তু তখন কি তার সেই সুপ্তপ্রবণতার প্রকাশ পেয়েছে হিসেবে বলা যায়?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই সুপ্তপ্রবণতা অন্য, তার প্রকাশ হচ্ছে অন্য।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কুশল ও অনির্দিষ্ট চিত্ত বর্তমান থাকলেও তাকে "রাগযুক্ত" বলা উচিত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কিন্তু তখন কি তার সেই সুপ্তপ্রবণতার প্রকাশ পেয়েছে হিসেবে বলা যায়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।
থেরবাদী : এ কারণেই রাগ বা লোভ হচ্ছে অন্য, তার প্রকাশ হচ্ছে অন্য।

৬. ক্লেশগুলোর প্রকাশ হয় চিত্ত থেকে বিযুক্ত অবস্থায়

[[[অনিত্য ইত্যাদিতে মনোযোগ দিলেও লোভ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে, কেননা বলা হয়েছে : "হে ভারদ্বাজ, কোনো কোনো সময়ে

'অসুন্দরে (*অসুভ*) মনোযোগ দেব' বললেও সুন্দরে (*সুভ*) মনোযোগ চলে যায়" (স.নি. ৪.১২৭)। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, ক্লেশগুলোর প্রকাশ হয় চিত্ত থেকে বিযুক্ত অবস্থায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭০২. থেরবাদী : ক্লেশগুলোর প্রকাশ হয় চিত্ত থেকে বিযুক্ত অবস্থায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেগুলোর প্রকাশই হচ্ছে রূপ, নির্বাণ, চোখ-আয়তন... স্পর্শআয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : ক্লেশগুলোর প্রকাশ হয় চিত্ত থেকে বিযুক্ত অবস্থায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রাগযুক্ত বা লোভযুক্ত চিত্ত নেই, বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত নেই, মোহযুক্ত চিত্ত নেই... অকুশল চিত্ত নেই, কলুষিত চিত্ত নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : রাগযুক্ত বা লোভযুক্ত চিত্ত আছে, বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত আছে, মোহযুক্ত চিত্ত আছে... অকুশল চিত্ত আছে, কলুষিত চিত্ত আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রাগযুক্ত বা লোভযুক্ত চিত্ত থাকে, বিদ্বেষযুক্ত চিত্ত থাকে, মোহযুক্ত চিত্ত থাকে... অকুশল চিত্ত থাকে, কলুষিত চিত্ত থাকে, তাহলে "ক্লেশগুলোর প্রকাশ হয় চিত্ত থেকে বিযুক্ত অবস্থায়" বলা উচিত নয়।

৭. অন্তর্গত হওয়া

[[[যেহেতু কামরাগ সুপ্ত থাকে কামধাতুতে, এবং কামরাগকে 'কামধাতুর অন্তর্গত' হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, রূপরাগ এবং অরূপরাগও রূপ এবং অরূপধাতুতে সুপ্ত থাকে, এবং সেগুলো রূপধাতু ও অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭০৩. থেরবাদী : রূপের কামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা

এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "রূপকামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপের কামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দকামনা বা শব্দরাগ শব্দধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, শব্দধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গন্ধকামনা বা গন্ধরাগ... স্বাদকামনা বা স্বাদরাগ... স্পর্শকামনা বা স্পর্শরাগ স্পর্শধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, স্পর্শধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দকামনা বা শব্দরাগ শব্দধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "শব্দধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "রূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গন্ধকামনা বা গন্ধরাগ... স্বাদকামনা বা স্বাদরাগ... স্পর্শকামনা বা স্পর্শরাগ স্পর্শধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "স্পর্শধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপকামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "রূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭০৪. থেরবাদী : অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই

নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দকামনা বা শব্দরাগ শব্দধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, শব্দধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গন্ধকামনা বা গন্ধরাগ... স্বাদকামনা বা স্বাদরাগ... স্পর্শকামনা বা স্পর্শরাগ স্পর্শধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, স্পর্শধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দকামনা বা শব্দরাগ শব্দধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "শব্দধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "অরূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গন্ধকামনা বা গন্ধরাগ... স্বাদকামনা বা স্বাদরাগ... স্পর্শকামনা বা স্পর্শরাগ স্পর্শধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "স্পর্শধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, কিন্তু তা "অরূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭০৫. ভিন্নবাদী : "রূপকামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে, এবং অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর

মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কামরাগ কামধাতুর মধ্যে সুপ্ত থাকে, কামধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কামরাগ কামধাতুর মধ্যে সুপ্ত থাকে, কামধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে, তাহলে "রূপকামনা বা রূপরাগ রূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, রূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে, এবং অরূপকামনা বা অরূপরাগ অরূপধাতুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে, অরূপধাতুর অন্তর্গত হয়ে থাকে" বলা উচিত।

৮. অনির্দিষ্ট কথা

[[[বিপাক, ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ এই চারপ্রকার অনির্দিষ্ট বিষয় ফলদায়ী নয় বলে তাদেরকে **অনির্দিষ্ট** (*অব্যাকত*) বলা হয়ে থাকে। "হে বচ্ছ,' জগৎ শাশ্বত' কথাটি অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)" (স.নি. ৪.৪১৬) উদ্ধৃতিতে শাশ্বত ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মিথ্যাদৃষ্টিও (*দিট্ঠিগত*) হচ্ছে **অনির্দিষ্ট।** কিন্তু কেউ কেউ এমন বিভাজনকে গ্রহণ না করে মনে করে যে, মিথ্যাদৃষ্টিও (*দিট্ঠিগত*) হচ্ছে আগের অনির্দিষ্টগুলোর মতোই একইভাবে অনির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭০৬. থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি (*দিট্ঠিগত*) হচ্ছে অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে ফল-অনির্দিষ্ট (*বিপাকাব্যাকত*), অথবা ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট, অথবা রূপ... নির্বাণ... চোখ-আয়তন... স্পর্শআয়তন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত (*দিট্ঠিগতসম্পযুত্ত*) স্পর্শ হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত হচ্ছে

অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত স্পর্শ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭০৭. থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে নিষ্ফল এবং নির্বিপাক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : মিথ্যাদৃষ্টির ফল আছে, এবং বিপাক আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি মিথ্যাদৃষ্টির ফল এবং বিপাক থাকে, তাহলে "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি যে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে পরম বর্জনীয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে পরম বর্জনীয়, তাহলে "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে বচ্ছ, মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অকুশল, সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে কুশল" (ম.নি. ২.১৯৪)? সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে পূর্ণ, আমি বলি যে, মিথ্যাদৃষ্টিক ব্যক্তির দুই গতি হয়, নরক অথবা ইতর প্রাণিকুল" (ম.নি. ২.৭৯)? সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

৭০৮. ভিন্নবাদী : "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে বচ্ছ, 'জগৎ শাশ্বত' কথাটি অনির্দিষ্ট। 'জগৎ অশাশ্বত' কথাটিও অনির্দিষ্ট। 'জগতের অন্ত আছে' কথাটি অনির্দিষ্ট। 'জগৎ অনন্ত' কথাটিও অনির্দিষ্ট। 'যা প্রাণ (*জীৰ*), তা-ই দেহ' কথাটি অনির্দিষ্ট। 'প্রাণ আলাদা, দেহ আলাদা' কথাটিও অনির্দিষ্ট। 'তথাগত মরণের পরেও থাকেন' কথাটি অনির্দিষ্ট। 'তথাগত মরণের পরে থাকেন না' কথাটিও অনির্দিষ্ট। 'তথাগত মরণের পরে থাকেন এবং থাকেন না' কথাটি অনির্দিষ্ট। 'তথাগত মরণের পরে থাকেন না এবং নাও থাকেন না' কথাটিও অনির্দিষ্ট।" (স.নি. ৪.৪১৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট।

থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে-সমস্ত কায়িক কর্ম করে থাকে, যে-সমস্ত বাচনিক কর্ম করে থাকে, যে-সমস্ত মানসিক কর্ম করে থাকে, এবং তার যে-সমস্ত চেতনা, যে-সমস্ত প্রার্থনা, যে-সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, যে-সমস্ত সংস্কার, সেই সমস্ত বিষয়ই তার অনিষ্টের দিকে, অসুন্দরের দিকে, অমনোজ্ঞের দিকে, অহিতের দিকে, দুঃখের দিকে নিয়ে যায়।" (অ.নি. ১.৩০৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

৯. অন্তর্ভুক্তিহীন

[[[ধ্যানলাভী সাধারণ ব্যক্তি কাম্য বিষয়গুলোর প্রতি লোভহীন (*ৰীতরাগো*) বলা যায়, কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যাদৃষ্টিহীন (*ৰিগতদিট্ঠিক*) বলা যায় না। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিবিহীন (*অপরিযাপন্ন*) (অর্থাৎ সে সাধারণ জগতের অন্তর্গত নয়, মার্গ, ফল ও নির্বাণের মতো)। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭০৯. থেরবাদী : মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা হচ্ছে মার্গ... ফল... নির্বাণ... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীমার্গ... সকৃদাগামীফল... অনাগামীমার্গ... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বমার্গ... অর্হত্ত্বফল... স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭১০. ভিন্নবাদী : "মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিহীন" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ লোকজনকে কি "কামের প্রতি লোভহীন (*ৰীতরাগ*)" বলা উচিত?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাদেরকে কি "মিথ্যাদৃষ্টি বিগত" হিসেবে বলা উচিত?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিহীন।

(চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত)

১৫. পঞ্চদশ বর্গ

১. কারণসাপেক্ষতার কথা

[[[যেহেতু যে বিষয়টি অন্য বিষয়গুলোর হেতু-কারণ (*হেতুপচ্চযো*) হিসেবে কারণ হয়, সেটি তাদের বিষয়বস্তু-কারণ (*আরম্মণ-পচ্চযো*) হিসেবে কারণ হয় না, নিরন্তর-কারণ (*অনন্তর-পচ্চযো*) হিসেবে কারণ হয় না, নিরবচ্ছিন্ন-কারণ (*সমনন্তর-পচ্চযো*) হিসেবে কারণ হয় না। আবার যেটি অন্যান্য বিষয়ের বিষয়বস্তু-কারণ হিসেবে কারণ হয়, সেটি তাদের নিরন্তর-কারণ হিসেবে কারণ হয় না, নিরবচ্ছিন্ন-কারণ হিসেবেও কারণ হয় না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, এভাবে কারণসাপেক্ষতা আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭১১. থেরবাদী : কারণসাপেক্ষতা কি আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মীমাংসা (*বীমংসা*) হেতু হয়, আবার অধিপতিও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মীমাংসা (*বীমংসা*) হেতু হয়, আবার অধিপতিও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা হেতুকারণ হিসেবে কারণ হয়, অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়"।

থেরবাদী : ইচ্ছা-অধিপতি (*ছন্দাধিপতি*) সহজাত বিষয়গুলোর (*সহজাতানং ধম্মানং*) অধিপতি হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ইচ্ছা-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, সহজাতকারণ হিসেবে কারণ হয়"।

৭১২. থেরবাদী : উদ্যম-অধিপতি (*বীরিযাধিপতি*) সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি উদ্যম-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়,

তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, সহজাতকারণ হিসেবে কারণ হয়"।

থেরবাদী : উদ্যম-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি উদ্যম-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, ইন্দ্রিয়কারণ হিসেবে কারণ হয়"।

থেরবাদী : উদ্যম-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, মার্গের অঙ্গও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি উদ্যম-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, মার্গের অঙ্গও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, মার্গকারণ (*মগ্গপচ্চযেন*) হিসেবেও কারণ হয়"।

৭১৩. থেরবাদী : চিত্ত-অধিপতি (*চিত্তাধিপতি*) সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্ত-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, সহজাতকারণ হিসেবে কারণ হয়"।

থেরবাদী : চিত্ত-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, আহারও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্ত-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, আহারও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, আহারকারণ হিসেবে কারণ হয়"।

থেরবাদী : চিত্ত-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চিত্ত-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়,

ইন্দ্রিয়ও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, ইন্দ্রিয়কারণও হিসেবে কারণ হয়"।

৭১৪. থেরবাদী : মীমাংসা-অধিপতি (*বীমংসাধিপতি*) সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মীমাংসা-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, তাহলে বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, সহজাতকারণ হিসেবেও কারণ হয়"।

থেরবাদী : মীমাংসা-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মীমাংসাঅধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, ইন্দ্রিয়ও হয়, তাহলে তো বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, ইন্দ্রিয়কারণ হিসেবেও কারণ হয়"।

থেরবাদী : মীমাংসা-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, মার্গের অঙ্গও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মীমাংসা-অধিপতি সহজাত বিষয়গুলোর অধিপতি হয়, মার্গের অঙ্গও হয়, তাহলে বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, মার্গকারণ হিসেবেও কারণ হয়"।

৭১৫. থেরবাদী : আর্যবিষয়ের প্রতি গৌরবতাবশত পর্যবেক্ষণ (*পচ্চবেক্খণ*) উৎপন্ন হয়, এবং তা সেই আর্যবিষয়কেই বিষয়বস্তু (*আরম্মণ*) করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আর্যবিষয়ের প্রতি গৌরবতাবশত পর্যবেক্ষণ উৎপন্ন হয়, এবং তা সেই আর্যবিষয়কেই বিষয়বস্তু করে, তাহলে বলা যায় "তা অধিপতি-কারণ হিসেবে কারণ হয়, বিষয়বস্তু-কারণ (*আরম্মণপচ্চযেন*) হিসেবেও কারণ হয়"।

৭১৬. থেরবাদী : আগের কুশল বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ (*অনন্তরপচ্চযেন*) হিসেবে পরবর্তী কুশল বিষয়গুলোর কারণ হয়,

পুনরাবৃত্তিও (*আসেৰন*) হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আগের কুশল বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ হিসেবে পরবর্তী কুশল বিষয়গুলোর কারণ হয়, পুনরাবৃত্তিও হয়, তাহলে বলা যায় "তা নিরন্তর-কারণ হিসেবে কারণ হয়, পুনরাবৃত্তি-কারণ (*আসেৰনপচ্চযেন*) হিসেবেও কারণ হয়"।

থেরবাদী : আগের অকুশল বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ হিসেবে পরবর্তী অকুশল বিষয়গুলোর কারণ হয়, পুনরাবৃত্তিও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আগের অকুশল বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ হিসেবে পরবর্তী অকুশল বিষয়গুলোর কারণ হয়, পুনরাবৃত্তিও হয়, তাহলে বলা যায় "তা নিরন্তর-কারণ হিসেবে কারণ হয়, পুনরাবৃত্তি-কারণ হিসেবেও কারণ হয়"।

থেরবাদী : আগের ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট (*কিরিযাব্যাকত*) বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ হিসেবে পরবর্তী ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর কারণ হয়, পুনরাবৃত্তিও হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি আগের ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট বিষয়গুলো নিরন্তর-কারণ হিসেবে পরবর্তী ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর কারণ হয়, পুনরাবৃত্তিও হয়, তাহলে বলা যায় "তা নিরন্তর-কারণ হিসেবে কারণ হয়, পুনরাবৃত্তি-কারণ হিসেবেও কারণ হয়"।

৭১৭. ভিন্নবাদী : "কারণসাপেক্ষতা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : [যখন] হেতুকারণ হিসেবে কারণ হয়, [তখন] বিষয়বস্তু-কারণ হিসেবেও কারণ হয়, নিরন্তর-কারণ হিসেবেও কারণ হয়, নিরবচ্ছিন্ন-কারণ (*সমনন্তরপচ্চযেন*) হিসেবেও কারণ হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই কারণসাপেক্ষতা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. পারস্পরিক কারণ

[[["অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়" এই হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ধারণা। কিন্তু "সংস্কারের কারণেও অবিদ্যা হয়" এমনটা কোথাও নেই। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল অবিদ্যাই হচ্ছে সংস্কারগুলোর কারণ, সংস্কারগুলো অবিদ্যার কারণ নয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। কিন্তু থেরবাদীমতে, অবিদ্যা ও সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো পারস্পরিক-কারণ (*অঞ্ঞমঞ্ঞ-পচ্চযো*) হিসেবেও তাদের পরস্পরের কারণ হয়ে থাকে। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭১৮. থেরবাদী : অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, কিন্তু "সংস্কারের কারণে অবিদ্যা হয়" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অবিদ্যা তো সংস্কারেরই সহজাত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অবিদ্যা সংস্কারেরই সহজাত হয়, তাহলে "অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, সংস্কারের কারণে অবিদ্যা হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়, কিন্তু "উপাদানের কারণে তৃষ্ণা হয়" বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তৃষ্ণা তো উপাদানেরই সহজাত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তৃষ্ণা উপাদানেরই সহজাত হয়, তাহলে "তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়, উপাদানের কারণে তৃষ্ণা হয়" বলা উচিত।

৭১৯. ভিন্নবাদী : "ভিক্ষুগণ, বার্ধক্য ও মরণের কারণে জন্ম হয়, জন্মের কারণে ভব হয়" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, কিন্তু "সংস্কারের কারণে অবিদ্যা হয়" বলাটা উচিত নয় এবং তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়, কিন্তু "উপাদানের কারণে তৃষ্ণা হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : "ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ হয়, নামরূপের কারণে বিজ্ঞান হয়" (দী.নি. ২.৫৮) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, সংস্কারের কারণেও অবিদ্যা হয় এবং তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়, উপাদানের কারণেও তৃষ্ণা হয়।

৩. সময়ের কথা

[[[অঙ্গুত্তরনিকায়ে বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, কথাবার্তার বিষয় হচ্ছে এই তিনটি..." (অ.নি. ৩.৬৮)। এই সূত্রকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, কাল নামক সময় আগেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু থেরবাদীমতে, সময় নামক বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত নয়, সেটা একটা ধারণা মাত্র। রূপ ইত্যাদি স্কন্ধগুলোই হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত। এই বিষয়টা নিয়েই ভিন্নবাদীদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭২০. থেরবাদী : সময় পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা রূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে তা বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত সময় পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা রূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে তা বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ সময় পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা রূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে তা বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমান সময় পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা রূপ?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তাহলে তা বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানই হচ্ছে অতীত সময়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে অতীত হচ্ছে পাঁচভাগে বিভক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : ভবিষ্যৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানই হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে ভবিষ্যৎ হচ্ছে পাঁচভাগে বিভক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বর্তমান রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানই হচ্ছে বর্তমান সময়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে বর্তমান হচ্ছে পাঁচভাগে বিভক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে অতীত সময়, ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময়, বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে বর্তমান সময়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সময় হচ্ছে পনেরোভাগে বিভক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বারোটি আয়তন হচ্ছে অতীত সময়, ভবিষ্যৎ বারোটি আয়তন হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময়, বর্তমান বারোটি আয়তন হচ্ছে বর্তমান সময়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সময় হচ্ছে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত আঠারোটি ধাতু হচ্ছে অতীত সময়, ভবিষ্যৎ আঠারোটি ধাতু হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময়, বর্তমান আঠারোটি ধাতু হচ্ছে বর্তমান

সময়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সময় হচ্ছে চুয়ান্ন ভাগে বিভক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত বাইশটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে অতীত সময়, ভবিষ্যৎ বাইশটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময়, বর্তমান বাইশটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে বর্তমান সময়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সময় হচ্ছে ছেষট্টি ভাগে বিভক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২১. ভিন্নবাদী : "সময় হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, কথাবার্তার বিষয় হচ্ছে এই তিনটি। কোন তিনটি? ভিক্ষুগণ, অতীত সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'অতীতকালে এমন ছিল'। ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যৎ সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'ভবিষ্যৎকালে এমন হবে'। ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'বর্তমানকালে এমন হয়'। ভিক্ষুগণ, কথাবার্তার বিষয় হচ্ছে এই তিনটি।" (অ.নি. ৩.৬৮) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সময় হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত।

৪. ক্ষণ, লয় ও মুহূর্তের কথা

[[[এটাও হচ্ছে আগের অনুচ্ছেদের আলোচনার মতো।]]]

৭২২. থেরবাদী : ক্ষণ হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত... লয় হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত... মুহূর্ত হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে রূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে তা বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২৩. ভিন্নবাদী : "মুহূর্ত হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, কথাবার্তার বিষয় (*কথাৰত্থু*) হচ্ছে এই তিনটি। কোন তিনটি? ভিক্ষুগণ, অতীত সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'অতীতকালে এমন ছিল'। ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যৎ সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'ভবিষ্যৎকালে এমন হবে'। ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়কে উপলক্ষ করে কথাবার্তা বলা হতে পারে, 'বর্তমানকালে এমন হয়'। ভিক্ষুগণ, কথাবার্তার বিষয় হচ্ছে এই তিনটি।" (অ.নি. ৩.৬৮) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই মুহূর্ত হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত।

৫. আসবের কথা

[[[যেহেতু চারটি আসব বাদে অন্য কোনো আসব নেই যা দ্বারা সেই চারটি আসব "আসবযুক্ত" হতে পারে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, চারটি আসব হচ্ছে আসবহীন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭২৪. থেরবাদী : চারটি আসব [নিজেরা] হচ্ছে আসবহীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেগুলো হচ্ছে মার্গ... ফল... নির্বাণ... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২৫. ভিন্নবাদী : "চারটি আসব [নিজেরা] হচ্ছে আসবহীন" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে অন্য কোনো আসব কি আছে যে আসব দ্বারা এই আসবগুলো আসবযুক্ত হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই চারটি আসব [নিজেরা] হচ্ছে আসবহীন।

৬. জরা ও মরণের কথা

[[[জরা ও মরণ পূর্বনির্ধারিত নয়, তাই সেগুলোকে লৌকিক বা

লোকোত্তর হিসেবে বলা যায় না। লৌকিক বিষয় ও লোকোত্তর বিষয়ের কোনোটাতেই জরা-মরণকে নির্দিষ্ট করা হয় নি। কিন্তু কেউ কেউ এগুলোকে গ্রাহ্য না করে মনে করে যে, লোকোত্তর বিষয়গুলোর জরা-মরণ হচ্ছে লোকোত্তর। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭২৬. থেরবাদী : লোকোত্তর বিষয়গুলোর জরা-মরণই হচ্ছে লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে মার্গ... ফল... নির্বাণ... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিমার্গের জরা-মরণই হচ্ছে স্রোতাপত্তিমার্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] স্রোতাপত্তিমার্গের জরা-মরণই হচ্ছে স্রোতাপত্তিমার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফলের জরা-মরণই হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীমার্গের... সকৃদাগামীফলের... অনাগামী মার্গের... অনাগামী ফলের... অর্হত্ত্বমার্গের জরা-মরণই হচ্ছে অর্হত্ত্বমার্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অর্হত্ত্বমার্গের জরা-মরণই হচ্ছে অর্হত্ত্বমার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বফলের জরা-মরণই হচ্ছে অর্হত্ত্বফল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্‌ঠান*)... সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গের জরা-মরণই হচ্ছে বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২৭. ভিন্নবাদী : "লোকোত্তর বিষয়গুলোর জরা-মরণ হচ্ছে লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে তা হচ্ছে লৌকিক?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই তা হচ্ছে লোকোত্তর।

৭. সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধের কথা

[[[সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি (*সঞ্ঞা-ৰেদযিত-নিরোধ-সমাপত্তি*) কোনো বিষয় নয়, বরং সেটা হচ্ছে চারটি স্কন্ধের নিরোধ। তাই সেটা লৌকিকও নয়, লোকোত্তরও নয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু তা লৌকিক নয়, কাজেই তা লোকোত্তর। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭২৮. থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি (*সঞ্ঞাৰেদযিত নিরোধসমাপত্তি*) হচ্ছে লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে মার্গ... ফল... নির্বাণ... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... বোধ্যঙ্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭২৯. ভিন্নবাদী : "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে তা লৌকিক?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই তা হচ্ছে লোকোত্তর।

৮. সংজ্ঞা ও অনুভূতির দ্বিতীয় কথা

[[[এটাও আগের অনুচ্ছেদের আলোচনার মতোই, তবে এখানে **হেতুবাদী** দলীয়রা মনে করে যে, যেহেতু এই সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি লোকোত্তর নয়, কাজেই তা লৌকিক। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৩০. থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে লৌকিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে রূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তা হচ্ছে বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তা হচ্ছে কামাবচর?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তা হচ্ছে রূপাবচর?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তা হচ্ছে অরূপাবচর?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩১. ভিন্নবাদী : "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে লৌকিক" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : তাহলে তা লোকোত্তর?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই তা হচ্ছে লৌকিক।

৯. সংজ্ঞা ও অনুভূতির তৃতীয় কথা

[[["অমুক হচ্ছে মরণশীল, অমুক মরণশীল নয়" এভাবে সত্ত্বদেরকে নির্দিষ্ট কোনো নিয়মের ভিত্তিতে বিভাজন করা যায় না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে (অর্থাৎ নিরোধ সমাপত্তিতে) মগ্ন ব্যক্তিও মৃত্যুবরণ করে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৩২. থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন (অর্থাৎ নিরোধ সমাপত্তিতে মগ্ন) থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির মরণান্তিক স্পর্শ থাকে? মরণান্তিক বেদনা... মরণান্তিক সংজ্ঞা... মরণান্তিক চেতনা... মরণান্তিক চিত্ত থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির মরণান্তিক স্পর্শ থাকে না? মরণান্তিক বেদনা... মরণান্তিক সংজ্ঞা... মরণান্তিক চেতনা...

মরণান্তিক চিত্ত থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির মরণান্তিক স্পর্শ না থাকে, মরণান্তিক বেদনা... মরণান্তিক সংজ্ঞা... মরণান্তিক চেতনা... মরণান্তিক চিত্ত না থাকে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন (অর্থাৎ নিরোধ সমাপত্তিতে মগ্ন) থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির স্পর্শ থাকে? বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির স্পর্শ থাকে না? বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে স্পর্শহীন হয়ে মৃত্যু ঘটে, বেদনাহীন হয়ে মৃত্যু ঘটে... চিত্তহীন হয়ে মৃত্যু ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শসহকারেই মৃত্যু ঘটে, বেদনাসহকারেই মৃত্যু ঘটে... চিত্তসহকারেই মৃত্যু ঘটে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্পর্শসহকারেই মৃত্যু ঘটে, বেদনাসহকারেই মৃত্যু ঘটে... চিত্তসহকারেই মৃত্যু ঘটে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে" বলা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে, অস্ত্র আঘাত করতে পারে, আগুন দগ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে না, অস্ত্র আঘাত করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির দেহে বিষক্রিয়া করতে না পারে, অস্ত্র আঘাত করতে না পারে, আগুন দগ্ধ করতে না পারে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে, অস্ত্র আঘাত করতে পারে, আগুন দগ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সে নিরোধে মগ্ন নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩৩. ভিন্নবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতভাবেই কোনো ব্যক্তি সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না?

থেরবাদী : নেই।

ভিন্নবাদী : যদি এমন কোনো নিয়ম না থাকে যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতভাবেই কোনো ব্যক্তি সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

৭৩৪. থেরবাদী : চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতভাবেই কোনো ব্যক্তি চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : যদি এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে নিয়মের দ্বারা

নিশ্চিতভাবেই কোনো ব্যক্তি চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না, তাহলে "চোখবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না" বলাটা উচিত নয়।

১০. অসংজ্ঞ সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর উপায়

[[[সংজ্ঞার প্রতি বিরাগের ভিত্তিতে যে ভাবনা হয়, সেটাকে অসংজ্ঞ-সমাপত্তিও বলা হয়, নিরোধসমাপত্তিও বলা হয়, সংজ্ঞা ও বেদনার নিরোধ সমাপত্তিও বলা হয়। এভাবে সংজ্ঞা ও বেদনার নিরোধ হচ্ছে দু-ধরনের : লৌকিক এবং লোকোত্তর। এদের মধ্যে লৌকিক নিরোধ সাধারণ ব্যক্তিকে অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়। লোকোত্তর নিরোধ হয় আর্যদের, তারা অসংজ্ঞসত্ত্বগামী হয় না। কিন্তু এমন বিভাজন না করে কেউ কেউ মনে করে যে, এই সংজ্ঞা ও বেদনার নিরোধ সকল নির্বিশেষে সবাইকেই অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৩৫. থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে উৎপন্ন করায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির অলোভ কুশলমূল থাকে? অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, উদ্যম, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির অলোভ কুশলমূল থাকে না? অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, উদ্যম, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির অলোভ কুশলমূল না থাকে, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, উদ্যম, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা না থাকে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর উপায়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর উপায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা ও চিত্ত থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা ও চিত্ত থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে স্পর্শহীন অবস্থাতেই [অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে... চিত্তহীন অবস্থাতেই [অসংজ্ঞ সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্পর্শসহকারেই [অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে... চিত্ত সহকারেই [অসংজ্ঞ সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্পর্শসহকারেই [অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে... চিত্ত সহকারেই [অসংজ্ঞ সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর] মার্গ ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর উপায়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি হচ্ছে অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছানোর উপায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যারা সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে প্রবেশ করে তারা সবাই অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে পৌঁছে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩৬. ভিন্নবাদী : "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে উৎপন্ন করায়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সে এখানেও সংজ্ঞাহীন সেখানেও সংজ্ঞাহীন, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সে এখানেও সংজ্ঞাহীন সেখানেও সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকে, তাহলে "সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধ সমাপত্তি অসংজ্ঞ-সত্ত্বলোকে উৎপন্ন

করায়" বলা উচিত।

১১. সঞ্চিত-কর্মের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, সঞ্চিত-কর্ম (*কম্মূপচযো*) নামক একটাকিছু আছে যা কর্ম থেকে আলাদা, চিত্তবিযুক্ত, অনির্দিষ্ট (*অব্যাকত*), এবং বিষয়বস্তুহীন (*অনারম্মণ*)। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক এবং সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৩৭. থেরবাদী : কর্ম আলাদা, সঞ্চিত কর্ম আলাদা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে স্পর্শ আলাদা, সঞ্চিত স্পর্শ আলাদা; বেদনা আলাদা, সঞ্চিত বেদনা আলাদা; সংজ্ঞা আলাদা, সঞ্চিত সংজ্ঞা আলাদা; চেতনা আলাদা, সঞ্চিত চেতনা আলাদা; চিত্ত আলাদা, সঞ্চিত চিত্ত আলাদা; শ্রদ্ধা আলাদা, সঞ্চিত শ্রদ্ধা আলাদা; উদ্যম আলাদা, সঞ্চিত উদ্যম আলাদা; স্মৃতি আলাদা, সঞ্চিত স্মৃতি আলাদা; সমাধি আলাদা, সঞ্চিত সমাধি আলাদা; প্রজ্ঞা আলাদা, সঞ্চিত প্রজ্ঞা আলাদা; রাগ বা লোভ হচ্ছে আলাদা, সঞ্চিত লোভ হচ্ছে আলাদা... পাপে ভয়হীনতা হচ্ছে আলাদা, সঞ্চিত পাপে ভয়হীনতা হচ্ছে আলাদা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩৮. থেরবাদী : কর্ম আলাদা, সঞ্চিত কর্ম আলাদা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে কর্মেরই সহজাত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে কর্মেরই সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কুশলকর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কুশলকর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সুখবেদনাযুক্ত কর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে সুখবেদনাযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখবেদনাযুক্ত... উপেক্ষাবেদনাযুক্ত কর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে উপেক্ষাবেদনাযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৩৯. থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে কর্মেরই সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অকুশলকর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অকুশলকর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সুখবেদনাযুক্ত কর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে সুখবেদনাযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখবেদনাযুক্ত... উপেক্ষাবেদনাযুক্ত কর্মের সহজাত যে সঞ্চিত-কর্ম তা হচ্ছে উপেক্ষাবেদনাযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৪০. থেরবাদী : কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত এবং কর্মের বিষয়বস্তু (*সারম্মণ*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত এবং সঞ্চিত-কর্মের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত, কিন্তু সঞ্চিত-কর্মের বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত এবং কর্মেরও বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত এবং চিত্ত ভগ্ন হলে কর্মও ভগ্ন হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত এবং চিত্ত ভগ্ন হলে সঞ্চিত-কর্মও ভগ্ন হয়ে যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত কিন্তু চিত্ত ভগ্ন হলে সঞ্চিত-কর্ম ভগ্ন হয়ে যায় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কর্ম হচ্ছে চিত্তের সহজাত কিন্তু চিত্ত ভগ্ন হলে কর্ম ভগ্ন হয়ে যায় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৪১. থেরবাদী : কর্মই হচ্ছে সঞ্চিত-কর্ম?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা কর্ম, সেটাই হচ্ছে সঞ্চিত-কর্ম?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মই হচ্ছে সঞ্চিত-কর্ম, এবং সঞ্চিত-কর্ম হতে বিপাকের জন্ম হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যা কর্ম, সেটাই হচ্ছে সঞ্চিত-কর্ম, সেটাই হচ্ছে কর্মবিপাক?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মই হচ্ছে সঞ্চিত-কর্ম, সঞ্চিত-কর্ম হতে বিপাকের জন্ম হয়, এবং বিপাকের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সঞ্চিত-কর্মের বিষয়বস্তু আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সঞ্চিত-কর্মের বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিপাকেরও বিষয়বস্তু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৪২. থেরবাদী : কর্ম আলাদা, সঞ্চিত-কর্ম (*কম্মূপচযো*) আলাদা?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে পূর্ণ, এখানে কেউ কেউ বিদ্বেষসহকারে অথবা বিদ্বেষহীন হয়ে কায়সংস্কার সম্পাদন করে (*অভিসঙ্খরোতি*), বিদ্বেষসহকারে অথবা বিদ্বেষহীন হয়ে বাকসংস্কার... মনোসংস্কার সম্পাদন করে। সে বিদ্বেষসহকারে অথবা বিদ্বেষহীন হয়ে কায়সংস্কার সম্পাদন করার মাধ্যমে, বিদ্বেষসহকারে অথবা বিদ্বেষহীন হয়ে বাকসংস্কার... মনোসংস্কার সম্পাদন করার মাধ্যমে জগতে উৎপন্ন হয়। সে বিদ্বেষসহকারে অথবা বিদ্বেষহীন হয়ে জগতে উৎপন্ন হয়ে সমানভাবে বিদ্বেষযুক্ত অথবা বিদ্বেষহীন স্পর্শ পায়। সে সেই বিদ্বেষযুক্ত অথবা বিদ্বেষহীন স্পর্শ পেয়ে সমানভাবে বিদ্বেষযুক্ত অথবা বিদ্বেষহীন বেদনা অনুভব করে, মিশ্রিত সুখদুঃখ অনুভব করে, যেমন হয় মানুষের ক্ষেত্রে, কোনো কোনো দেবতা, এবং কোনো কোনো দুঃখময় ভূমির (*ৰিনিপাতিক*) সত্ত্বের ক্ষেত্রে। হে পূর্ণ, এভাবেই সূক্ষ্ম বা স্থূল সকল জীবের (*ভূতা/ভুতস্স*) উৎপত্তি হয়, যা করে তার দ্বারাই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হলে স্পর্শ আসে। হে পূর্ণ, এভাবেও আমি বলি, 'সত্ত্বরা হচ্ছে কর্মেরই উত্তরাধিকারী।' " (ম.নি. ২.৮১) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কর্ম আলাদা, সঞ্চিত কর্ম আলাদা" বলা উচিত নয়।

(পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত)

১৬. ষোড়শ বর্গ

১. নিয়ন্ত্রণের কথা

[[[যারা জগতে বলশালী এবং বশকারী, তারা যদি অপরের চিত্তকে বশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাদের বল কোথায়, তাদের বশ করার ক্ষমতাই বা কোথায়? তাই কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু তারা বলশালী এবং বশকারী, নিশ্চয়ই তারা অপরের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। [নাহলে তারা এমন বল কোথায় পেল?]। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৪৩. থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (অর্থাৎ ক্লেশযুক্ত হওয়া থেকে বিরত করতে পারে)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে "লোভ করো না", "হিংসা করো না", "মোহিত হয়ো না", "কলুষিত হয়ো না" বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের উৎপন্ন স্পর্শকে "নিরুদ্ধ হয়ো না" বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের উৎপন্ন বেদনাকে... উৎপন্ন সংজ্ঞাকে... উৎপন্ন চেতনাকে... উৎপন্ন চিত্তকে... উৎপন্ন শ্রদ্ধাকে... উৎপন্ন উদ্যমকে... উৎপন্ন স্মৃতিকে... উৎপন্ন সমাধিকে... উৎপন্ন প্রজ্ঞাকে "নিরুদ্ধ হয়ো না" বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই লোভ পরিত্যাগ করে... বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই মার্গ ভাবনা করে... স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবনা করে... বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানে, উৎপত্তিকে পরিত্যাগ করে, নিরোধকে সাক্ষাৎ করে, মার্গ ভাবনা করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে একজন আরেকজনের কারক, সুখদুঃখ হচ্ছে অন্যের কৃত, একজন করে আরেকজন [তার ফল] অনুভব করে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"নিজের কৃত পাপ নিজেকেই কলুষিত করে,
নিজের অকৃত পাপ নিজেকেই বিশুদ্ধ করে।
শুদ্ধি অশুদ্ধি হচ্ছে নিজের, কেউ কাউকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।"

(ধ.প. ১৬৫) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই "একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

৭৪৪. ভিন্নবাদী : "একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : বলপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে, বশকারী ব্যক্তিও আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি বলপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকে, বশকারী ব্যক্তিও থাকে, তাহলে "একজন আরেকজনের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে" বলা উচিত।

২. উদ্বুদ্ধ করার কথা

৭৪৫. থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে "লোভ করো না", "হিংসা করো না", "মোহিত হয়ো না", "কলুষিত হয়ো না" বলে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের মধ্যে অলোভ কুশলমূলের জন্ম দিতে পারে... অদ্বেষ কুশলমূলের জন্ম দিতে পারে... অমোহ কুশলমূলের জন্ম দিতে পারে... শ্রদ্ধার জন্ম দিতে পারে... উদ্যমের জন্ম দিতে পারে... স্মৃতির জন্ম দিতে পারে... সমাধির জন্ম দিতে পারে... প্রজ্ঞার জন্ম দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের উৎপন্ন স্পর্শকে "নিরুদ্ধ হয়ো না" বলে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের উৎপন্ন বেদনাকে... উৎপন্ন সংজ্ঞাকে... উৎপন্ন চেতনাকে... উৎপন্ন চিত্তকে... উৎপন্ন শ্রদ্ধাকে... উৎপন্ন উদ্যমকে... উৎপন্ন স্মৃতিকে... উৎপন্ন সমাধিকে... উৎপন্ন প্রজ্ঞাকে "নিরুদ্ধ হয়ো না" বলে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই লোভ পরিত্যাগ করে... বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে... পাপে নির্ভয়তা পরিত্যাগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই মার্গ ভাবনা করে... স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) ভাবনা করে... বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের জন্যই দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানে, উৎপত্তিকে পরিত্যাগ করে, নিরোধকে সাক্ষাৎ করে, মার্গ ভাবনা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে একজন আরেকজনের কারক, সুখদুঃখ হচ্ছে অন্যের কৃত, একজন করে আরেকজন [তার ফল] অনুভব করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"নিজের কৃত পাপ নিজেকেই কলুষিত করে,
নিজের অকৃত পাপ নিজেকেই বিশুদ্ধ করে।
শুদ্ধি অশুদ্ধি হচ্ছে নিজের, কেউ কাউকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।"

(ধ.প. ১৬৫) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

৭৪৬. ভিন্নবাদী : "একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : বলপ্রাপ্ত ব্যক্তি আছে, বশকারী ব্যক্তিও আছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি বলপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকে, বশকারী ব্যক্তিও থাকে, তাহলে

"একজন আরেকজনের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে" বলা উচিত।

৩. সুখ প্রদানের কথা

[[["ভগবান হচ্ছেন আমাদের জন্য বহু সুখকর বিষয়ের আনয়নকারী" (ম.নি. ২.১৪৮) এই সূত্রকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, একজন আরেকজনকে সুখ এনে দেয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৪৭. থেরবাদী : একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনকে দুঃখ প্রদান করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনকে দুঃখ প্রদান করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একজন নিজের সুখ আরেকজনকে প্রদান করতে পারে, অন্যদের সুখ আরেকজনকে প্রদান করতে পারে, সেইজনের সুখও সেইজনকেই প্রদান করতে পারে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একজন নিজের সুখ আরেকজনকে প্রদান করতে পারে না, অন্যদের সুখ আরেকজনকে প্রদান করতে পারে না, সেইজনের সুখও সেইজনকেই প্রদান করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি একজন নিজের সুখ আরেকজনকে প্রদান করতে না পারে, অন্যদের সুখও আরেকজনকে প্রদান করতে না পারে, সেইজনের সুখও সেইজনকেই প্রদান করতে না পারে, তাহলে "একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে একজন আরেকজনের কারক, সুখদুঃখ হচ্ছে অন্যের কৃত, একজন করে আরেকজন [তার ফল] অনুভব করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৪৮. ভিন্নবাদী : "একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আয়ুষ্মান উদায়ী কি এরূপ বলেন নি, "ভগবান হচ্ছেন বহু দুঃখময় বিষয়ের (*দুক্খধম্মা*) অপসারণকারী, ভগবান হচ্ছেন বহু সুখময় বিষয় (*সুখধম্মা*) আনয়নকারী, ভগবান হচ্ছেন বহু অকুশল বিষয়ের অপসারণকারী, ভগবান হচ্ছেন বহু কুশল বিষয়ের আনয়নকারী।" (ম.নি. ২.১৪৮) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই একজন আরেকজনকে সুখ প্রদান করতে পারে।

৪. সবকিছুতে মনোযোগ দেয়ার কথা

[[[মনোযোগ হচ্ছে দু-ধরনের : নিয়মানুসারে মনোযোগ, এবং বিষয়বস্তু অনুসারে মনোযোগ। একটিমাত্র সংস্কারের অনিত্যতাকে দেখে বাকি সকল সংস্কারকেও অনিত্য হিসেবে দেখাটা হচ্ছে **নিয়মানুসারে মনোযোগ।** অতীত সংস্কারগুলোতে মনোযোগী হওয়া অবস্থায় ভবিষ্যৎ সংস্কারগুলোতে মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। অতীত ইত্যাদির কোনো একটাতে মনোযোগ দেয়াটাই হচ্ছে **বিষয়বস্তু অনুসারে মনোযোগ।** বর্তমানে মনোযোগ দেয়ার সময়ে যে চিত্তের দ্বারা মনোযোগ দেয়া হয়, সেই একই সময়ে সেই চিত্তের প্রতি মনোযোগ দেয়া যায় না। কিন্তু "সকল সংস্কার অনিত্য" ইত্যাদি কথাগুলোর ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, মনোযোগ দেয়া মানে হচ্ছে সবদিক দিয়ে সকল সংস্কারে একসাথে মনোযোগ দেয়া। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** এবং **অপরসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৪৯. থেরবাদী : একসাথে সবকিছুতে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেই চিত্ত দিয়েই সেই চিত্তকে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই চিত্ত দিয়েই সেই চিত্তকে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই চিত্ত দিয়ে সেই চিত্তকে 'চিত্ত' বলে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সেই চিত্ত দিয়ে সেই চিত্তকে 'চিত্ত' বলে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই চিত্ত হচ্ছে সেই চিত্তেরই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেই চিত্ত হচ্ছে সেই চিত্তেরই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই স্পর্শ দিয়েই সেই স্পর্শকে স্পর্শ করে... সেই বেদনা দিয়ে... সেই সংজ্ঞা দিয়ে... সেই চেতনা দিয়ে... সেই চিত্ত দিয়ে... সেই বিতর্ক দিয়ে... সেই বিচার দিয়ে... সেই প্রীতি দিয়ে... সেই স্মৃতি দিয়ে... সেই প্রজ্ঞা দিয়ে সেই প্রজ্ঞাকে প্রকৃতভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫০. থেরবাদী : অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] অতীতকে 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনটা স্পর্শ... তিনটা চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫১. থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই

সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ভবিষ্যৎকে 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, বর্তমানকেও 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনটা স্পর্শ... তিনটা চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫২. থেরবাদী : বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বর্তমানকে 'বর্তমান' হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে [একই সময়ে] অতীতকেও 'অতীত' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়, ভবিষ্যৎকেও 'ভবিষ্যৎ' হিসেবে মনোযোগ দেয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনটা স্পর্শ... তিনটা চিত্ত একযোগে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫৩. ভিন্নবাদী : "একইসাথে সবকিছুতে মনোযোগ দেয়া যায়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"'সকল সংস্কার অনিত্য' বলে যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দেখে,
তখন দুঃখের প্রতি অনীহাভাব জাগে, এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধির পথ।
'সকল সংস্কার দুঃখ' বলে যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দেখে,
তখন দুঃখের প্রতি অনীহাভাব জাগে, এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধির পথ।
'সকল বিষয় (ধম্মা) অনাত্মা' বলে যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দেখে,
তখন দুঃখের প্রতি অনীহাভাব জাগে, এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধির পথ।"
(ধ.প. ২৭৭-২৭৯)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই একইসাথে সবকিছুতে মনোযোগ দেয়া যায়।

৫. রূপ হচ্ছে হেতু

[[[এখানে **হেতু** মানে বুঝায় কুশলমূল ইত্যাদি হেতুর হেতু, আবার যেকোনো কিছুর কারণকেও বুঝায়। কিন্তু এমন বিভাজন না করে "চারি মহাভূত হচ্ছে হেতু" এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, নির্বিশেষে সকল রূপই হচ্ছে হেতু। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৫৪. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি অলোভ হেতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি অদ্বেষ হেতু... অমোহ হেতু... লোভ হেতু... দ্বেষ হেতু... মোহ হেতু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপের বিষয়বস্তু আছে (*সারম্মণ*) যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই (*অনারম্মণ*) যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপ হচ্ছে হেতু" বলাটা উচিত নয়।

৭৫৫. থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে হেতু এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে হেতু... অমোহ হচ্ছে হেতু... লোভ হচ্ছে হেতু... দ্বেষ হচ্ছে হেতু... মোহ হচ্ছে হেতু এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে মোহ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু, কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে হেতু, কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতু, কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে হেতু... অমোহ হচ্ছে হেতু... লোভ হচ্ছে হেতু... দ্বেষ হচ্ছে হেতু... মোহ হচ্ছে হেতু, কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে মোহ্ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫৬. ভিন্নবাদী : "রূপ হচ্ছে হেতু" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : মহাভূতগুলো হচ্ছে উপজাত রূপগুলোরই উপজাত-হেতু, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি মহাভূতগুলো উপজাত রূপগুলোরই উপজাত-হেতু হয়ে থাকে, তাহলে "রূপ হচ্ছে হেতু" বলা উচিত।

৬. রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত

৭৫৭. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত (*সহেতুক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তা কি অলোভহেতুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে তা কি অদ্বেষহেতুযুক্ত... অমোহহেতুযুক্ত... লোভহেতুযুক্ত... দ্বেষহেতুযুক্ত... মোহহেতুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে এর কোনো বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত" বলাটা উচিত নয়।

৭৫৮. থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে হেতুযুক্ত (*সহেতুক*) এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে হেতুযুক্ত... অমোহ... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... লোভ... দ্বেষ... মোহ... মান... মিথ্যাদৃষ্টি... সংশয়... আলস্য... চঞ্চলতা... পাপে নির্লজ্জতা... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে হেতুযুক্ত এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে হেতুযুক্ত কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে হেতুযুক্ত... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে হেতুযুক্ত কিন্তু এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৫৯. ভিন্নবাদী : "রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত (*সহেতুক*)" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : রূপ হচ্ছে কারণযুক্ত (*সপচ্চয*), নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি রূপ কারণযুক্ত হয়, তাহলে "রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত" বলা যায়।

৭. রূপ হচ্ছে কুশল/অকুশল

[[["কায়কর্ম এবং বাককর্ম কুশলও হয়, অকুশলও হয়" এই কথার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, কায়কর্ম ও বচীকর্ম নামক যে কায়িক অভিব্যক্তি (*কাযৰিঞ্ঞত্তিরূপ*) ও বাচনিক অভিব্যক্তি (*ৰচীৰিঞ্ঞত্তিরূপ*) রয়েছে সেগুলো কুশলও হয় অকুশলও হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহিসাসক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৬০. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপ হচ্ছে কুশল" বলাটা উচিত নয়।

৭৬১. থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে

অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে কুশল... অমোহ হচ্ছে কুশল... শ্রদ্ধা হচ্ছে কুশল... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে কুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে কুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে কুশল... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল কিন্তু এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে প্রজ্ঞা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৬২. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অকুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপের বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপ হচ্ছে অকুশল" বলাটা উচিত নয়।

৭৬৩. থেরবাদী : লোভ হচ্ছে অকুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে লোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অকুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিদ্বেষ হচ্ছে অকুশল... মোহ হচ্ছে অকুশল... মান হচ্ছে অকুশল... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল এবং পাপে নির্ভয়তার বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অকুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অকুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোভ হচ্ছে অকুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে অলোভ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অকুশল কিন্তু এর এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিদ্বেষ হচ্ছে অকুশল... মোহ হচ্ছে অকুশল... পাপে নির্ভয়তা হচ্ছে অকুশল কিন্তু পাপে নির্ভয়তার এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে পাপে নির্ভয়তা মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৬৪. ভিন্নবাদী : "রূপ হচ্ছে কুশলও, অকুশলও" বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কায়িক কর্ম এবং বাককর্ম কুশলও হয়, অকুশলও হয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কায়কর্ম এবং বাককর্ম কুশলও হয়, অকুশলও হয়, তাহলে "রূপ হচ্ছে কুশলও, অকুশলও" বলাটা উচিত নয়।

৮. রূপ হচ্ছে বিপাক

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কৃতকর্মের কারণে উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিকগুলোর মতোই কৃতকর্মের কারণে উৎপন্ন রূপও হচ্ছে বিপাক। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **সম্মিতিয়** দলীয়রা। কিন্তু থেরবাদীমতে, বিপাক কোনো রূপ নয়, সেটা হচ্ছে চিত্ত-চৈতসিক মাত্র। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৬৫. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে বিপাক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ হচ্ছে সুখবেদনা অনুভবকারী, দুঃখবেদনা অনুভবকারী, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী, সুখবেদনাযুক্ত, দুঃখবেদনাযুক্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত, স্পর্শযুক্ত... চিত্তযুক্ত, এবং রূপের বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী নয়, সুখবেদনাযুক্ত নয়, দুঃখবেদনাযুক্ত নয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত নয়, স্পর্শযুক্ত নয়... চিত্তযুক্ত নয়, এবং রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে,

যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপ সুখবেদনা অনুভবকারী না হয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী না হয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভবকারী না হয়, সুখবেদনাযুক্ত না হয়, দুঃখবেদনাযুক্ত না হয়, অদুঃখ-অসুখ বেদনাযুক্ত না হয়, স্পর্শযুক্ত না হয়... চিত্তযুক্ত না হয়, এবং রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে, যাকে নিয়ে চিন্তা করে, যাতে নিবিষ্ট হয়, যাতে মনোযোগ দেয়, যার প্রতি চেতনা আনে, যার জন্য প্রার্থনা করে, যার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "রূপ হচ্ছে বিপাক" বলাটা উচিত নয়।

৭৬৬. থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে বিপাক, এবং স্পর্শ হচ্ছে সুখবেদনা অনুভবকারী... এবং স্পর্শের বিষয়বস্তু আছে যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে বিপাক, এবং রূপ হচ্ছে সুখবেদনা অনুভবকারী... এবং রূপের বিষয়বস্তু আছে যাতে রূপ মনোনিবেশ করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে বিপাক, কিন্তু রূপ সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং রূপের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে রূপ মনোনিবেশ করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্পর্শ হচ্ছে বিপাক, কিন্তু স্পর্শ সুখবেদনা অনুভবকারী নয়, দুঃখবেদনা অনুভবকারী নয়... এবং স্পর্শের এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই যাতে স্পর্শ মনোনিবেশ করে... যার আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৬৭. ভিন্নবাদী : "রূপ হচ্ছে বিপাক" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন চিত্তচৈতসিক বিষয়গুলো হচ্ছে বিপাক, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন চিত্তচৈতসিক বিষয়গুলো বিপাক

হয়, তাহলে "কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপও হচ্ছে বিপাক" বলা যায়।

৯. রূপ হচ্ছে রূপাবচর/অরূপাবচর

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কামাবচর কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ যেহেতু কামাবচর, তাই রূপাবচর-অরূপাবচর কৃতকর্মের ফলে উৎপন্ন রূপও রূপাবচর এবং অরূপাবচর হবে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৬৮. থেরবাদী : রূপাবচর রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "রূপাবচর রূপ আছে" বলা উচিত নয়।

৭৬৯. থেরবাদী : অরূপাবচর রূপ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে

সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "অরূপাবচর রূপ আছে" বলা উচিত নয়।

৭৭০. ভিন্নবাদী : "রূপাবচর রূপ আছে, অরূপাবচর রূপ আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কামাবচর কর্ম সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন রূপ হচ্ছে কামাবচর, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কামাবচর কর্ম সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন রূপ কামাবচর হয়, তাহলে "রূপাবচর রূপ আছে, অরূপাবচর রূপ আছে" বলাটা উচিত।

১০. রূপ ও অরূপ ধাতুর অন্তর্গত হওয়া

[[[যেহেতু কামরাগ হচ্ছে কামধাতুর অন্তর্গত, তাই এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, রূপরাগ এবং অরূপরাগও হচ্ছে যথাক্রমে রূপধাতু ও অরূপধাতুর অন্তর্গত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৭১. থেরবাদী : *রূপরাগ* হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "রূপরাগ হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়।

৭৭২. থেরবাদী : রূপরাগ হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দরাগ বা শব্দকামনা হচ্ছে শব্দধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপরাগ হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গন্ধরাগ... স্বাদরাগ... স্পর্শরাগ বা স্পর্শকামনা হচ্ছে স্পর্শধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দরাগ বা শব্দকামনাকে "শব্দধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপরাগ বা রূপকামনাকে "রূপধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গন্ধরাগ... স্বাদরাগ... স্পর্শরাগ বা স্পর্শকামনাকে স্পর্শধাতুর অন্তর্গত হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপরাগ বা রূপকামনাকে "রূপধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৭৩. থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনাকে "অরূপধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সমাপত্তি-কামনা (*সমাপত্তেসিযো*), উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, এবং তাদের একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি, একই বিষয়বস্তু?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত নয়, সহজাত নয়, সংশ্লিষ্ট নয়, সংযুক্ত নয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি নয়, একই নিরোধ নয়, একই ভিত্তি নয়, একই বিষয়বস্তু নয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাপত্তি-কামনা, উৎপত্তি-কামনা এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থান যথাক্রমে সমাপত্তি কামনাকারী চিত্ত, উৎপত্তি কামনাকারী চিত্ত এবং ইহজন্মেই সুখে অবস্থানকারী চিত্তের সাথে সহগত না হয়, সহজাত না হয়, সংশ্লিষ্ট না হয়, সংযুক্ত না হয়, এবং তাদের একই উৎপত্তি না হয়, একই নিরোধ না হয়, একই ভিত্তি না হয়, একই বিষয়বস্তু না হয়, তাহলে "অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত" বলা উচিত নয়।

৭৭৪. থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শব্দরাগ বা শব্দকামনা হচ্ছে শব্দধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অরূপরাগ হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গন্ধরাগ... স্বাদরাগ... স্পর্শরাগ বা স্পর্শকামনা হচ্ছে স্পর্শধাতুর অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শব্দরাগ বা শব্দকামনাকে "শব্দধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনাকে "অরূপধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গন্ধরাগ... স্বাদরাগ... স্পর্শরাগ বা স্পর্শকামনাকে স্পর্শধাতুর অন্তর্গত হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অরূপরাগ বা অরূপকামনাকে "অরূপধাতুর অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৭৫. ভিন্নবাদী : "রূপরাগ বা রূপকামনা হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত, অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : কামরাগ হচ্ছে কামধাতুর অন্তর্গত, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি কামরাগ কামধাতুর অন্তর্গত হয়, তাহলে "রূপরাগ বা রূপকামনা হচ্ছে রূপধাতুর অন্তর্গত, অরূপরাগ বা অরূপকামনা হচ্ছে অরূপধাতুর অন্তর্গত" বলাটা উচিত।

(ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত)

১৭. সপ্তদশ বর্গ

১. অর্হতের পুণ্যসঞ্চয়ের কথা

[[[অর্হতের দানীয় সামগ্রী বিতরণ, চৈত্য বন্দনা ইত্যাদি কর্ম করতে দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হতেরও পুণ্যসঞ্চয় হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৭৬. থেরবাদী : অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের অপুণ্য সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অপুণ্য সঞ্চিত হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৭৭. থেরবাদী : অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ পুণ্যসংস্কার করে থাকে, অবিচলসংস্কার (*আনেঞ্জাভিসঙ্খার*) করে থাকে, গতির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, ভবের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, প্রভুত্বের (*ইস্সরিয*) দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, আধিপত্যের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, মহাভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, মহাপরিবার সম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, দেবভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে, মনুষ্য ভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৭৮. থেরবাদী : অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয় করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ ক্ষয় করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ পরিত্যাগ করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ আঁকড়ে ধরে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কাছে টানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ বন্ধুত্ব করে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ ছড়িয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ ছিটিয়ে দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয়ও করে না, ক্ষয়ও করে না, বরং সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ সঞ্চয়ও না করে, ক্ষয়ও না করে, বরং সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে, তাহলে "অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ পরিত্যাগও করে না, আঁকড়েও থাকে না, বরং সবকিছু পরিত্যাগ করেই অবস্থান করে। অর্হৎ কাছে টানে না, বন্ধুত্বও করে না, কাছে না টেনেই অবস্থান করে। অর্হৎ ছড়িয়ে দেয় না, ছিটিয়ে দেয় না, বরং ছড়িয়ে না দিয়েই অবস্থান করে। নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ ছড়িয়ে না দেয়, ছিটিয়ে না দেয়, বরং ছড়িয়ে না দিয়েই অবস্থান করে, তাহলে "অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়" বলাটা উচিত নয়।

৭৭৯. ভিন্নবাদী : অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয় না?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ দান দিতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ দান দিতে পারে, তাহলে "অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয়

না" বলাটা উচিত নয়।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ চীবর দিতে পারে... পিণ্ডদান দিতে পারে... বাসস্থান দিতে পারে... রোগের জন্য ওষুধপত্র দিতে পারে... খাদ্য দিতে পারে... ভোজ্য দিতে পারে... পানীয় দিতে পারে... চৈত্য বন্দনা করতে পারে... চৈত্যে মালা পরিয়ে দিতে পারে... সুগন্ধি ছিটিয়ে দিতে পারে... সাজসজ্জা দিতে পারে... চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে, তাহলে "অর্হতের পুণ্য সঞ্চিত হয় না" বলাটা উচিত নয়।

২. অর্হতের অকালমরণ নেই

[[[অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে, "ভিক্ষুগণ, আমি বলি, ইহজন্মে হোক বা পরজন্মে হোক সজ্ঞানে কৃতকর্মের ফল ভোগ না করে সেই সঞ্চিত-কর্ম ধ্বংস হয় না" (অ.নি. ১০.২১৭)। কিন্তু সূত্রের অর্থকে বিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ না করে কেউ কেউ মনে করে যে, "অর্হতের সকল কর্মবিপাক ভোগ করে তবেই পরিনির্বাণ লাভ করতে হয়, তাই অর্হতের অকালমরণ নেই।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধার্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৮০. থেরবাদী : অর্হতের অকালমরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎকে হত্যাকারীও নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎকে হত্যাকারী আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হতের অকালমরণ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের অকালমরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যে অর্হতের জীবন কেড়ে নেয় সে কি অর্হৎ বেঁচে থাকতেই তার অবশিষ্ট জীবনকে কেড়ে নেয়, নাকি বেঁচে না থাকা অবস্থায় তার অবশিষ্ট জীবনকে কেড়ে নেয়?

ভিন্নবাদী : বেঁচে থাকতেই তার অবশিষ্ট জীবনকে কেড়ে নেয়।

থেরবাদী : যদি বেঁচে থাকতেই তার অবশিষ্ট জীবনকে কেড়ে নেয়, তাহলে "অর্হতের অকালমরণ নেই" বলাটা উচিত নয়।

৭৮১. থেরবাদী : অর্হতের অকালমরণ নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে না, অস্ত্র আঘাত করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হতের দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে, অস্ত্র আঘাত করতে পারে, আগুন দগ্ধ করতে পারে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হতের দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে, অস্ত্র আঘাত করতে পারে, আগুন দগ্ধ করতে পারে, তাহলে "অর্হতের অকালমৃত্যু নেই" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হতের দেহে বিষক্রিয়া করতে পারে না, অস্ত্র আঘাত করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎকে হত্যাকারী নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৮২. ভিন্নবাদী : অর্হতের অকালমরণ আছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি বলি, ইহজন্মে হোক বা পরজন্মে হোক সজ্ঞানে কৃত কর্মের ফল ভোগ না করে সেই সঞ্চিত-কর্ম ধ্বংস হয় না" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অর্হতের অকালমরণ নেই।

৩. এই সবই হচ্ছে কর্ম থেকে

[[["কর্মের দ্বারাই জগৎ পরিচালিত হয়" এই কথাটির ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, এই কর্মবৃত্ত-ক্লেশবৃত্ত-বিপাকবৃত্তের সবই কেবল কর্ম অনুসারে হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **রাজগিরিক** এবং **সিদ্ধার্থিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৮৩. থেরবাদী : এই সবই হচ্ছে কর্ম থেকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কর্মও কি কর্ম থেকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : এই সবই হচ্ছে কর্ম থেকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এই সবই কি পূর্বকৃত হেতু?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : এই সবই হচ্ছে কর্ম থেকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এই সবই কি কর্মবিপাক?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৮৪. থেরবাদী : এই সবই কি কর্মবিপাক?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কর্মবিপাকের মাধ্যমেই প্রাণিহত্যা হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : প্রাণিহত্যার কি ফল আছে (*সফল*)?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে কর্মবিপাকের ফল আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : কর্মবিপাক হচ্ছে ফলহীন?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : প্রাণিহত্যাও ফলহীন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কর্মবিপাকের দ্বারাই অদত্তবস্তু গৃহীত হয়... মিথ্যা বলা হয়... ভেদবাক্য বলা হয়... কর্কশ বাক্য বলা হয়... বাজেকথা বলা হয়... সিঁদ কেটে চুরি করা হয়... লুটপাট করা হয়... ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়... পথে ডাকাতি করা হয়... ব্যভিচার করা হয়... গ্রাম ধ্বংস করা হয়... শহর ধ্বংস করা হয়... আবার কর্মবিপাকের দ্বারাই দান দেয়া হয়... চীবর দেয়া হয়... পিণ্ডদান দেয়া হয়... বাসস্থান দেয়া হয়... রোগের জন্য ওষুধপত্র দেয়া হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রোগের জন্য ওষুধপত্র কি ফলযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কর্মবিপাকও ফলযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : তাহলে কর্মবিপাক ফলহীন?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : রোগের জন্য ওষুধপত্র হচ্ছে ফলহীন?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৮৫. ভিন্নবাদী : "এসবই হচ্ছে কর্ম থেকে" বলা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :
"জগৎ কর্মের দ্বারা আবর্তিত হয়,
সত্ত্বরাও কর্মের দ্বারাই আবর্তিত হয়,
সত্ত্বগণ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ,
রথের চাকার পিন যেভাবে রথের চলাকে ধরে রাখে।
(ম.নি. ২.৪৬০)
কর্মের দ্বারা কীর্তি ও প্রশংসা লাভ হয়,
কর্মের দ্বারাই হয় লুটপাট, হত্যা ও বন্ধন।
কর্মের এমন নানা ধরন জেনে,
তবুও কেন বলো 'জগতে কর্ম বলে কিছু নেই'?"
সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই "এসবই হচ্ছে কর্ম থেকে।"

৪. ইন্দ্রিয়বদ্ধ কথা

[[[এখানে দুঃখ হচ্ছে দু-ধরনের : ইন্দ্রিয়বদ্ধ, এবং অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দুঃখকর বিষয়ের কারণে ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখ হয়। আবার ইন্দ্রিয়ের সাথে অসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও উদয়-বিলয়-পীড়ন অর্থে 'যা অনিত্য তা-ই দুঃখ' এর মধ্যে পরিগণিত হয় বলে সেগুলো অইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখ। কিন্তু এমন বিভাজন না করে কেউ কেউ মনে করে যে, "যেটাকে পরিপূর্ণভাবে জানা হলে ভগবানের কাছে ব্রহ্মচর্য যাপন সফল হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে কেবল ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখ, অন্যকিছু নয়।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের

বিতর্ক।]]]

৭৮৬. থেরবাদী : যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, তাহলে "যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু সেটা দুঃখ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, কিন্তু সেটা দুঃখ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, এবং সেটা দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ হলেও সেটা হয় অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষ, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, এবং সেটা দুঃখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৮৭. থেরবাদী : যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, যা অনিত্য তাই দুঃখ? যা অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ সেটাও তো অনিত্য, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে "যা অনিত্য তাই দুঃখ" এবং যা অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ সেটাও অনিত্য হয়, তাহলে "যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ" বলাটা উচিত নয়।

৭৮৮. ভিন্নবাদী : "যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানার মাধ্যমেই যেমন ভগবানের কাছে ব্রহ্মচর্য যাপিত হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই কি অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানার মাধ্যমেও ভগবানের কাছে ব্রহ্মচর্য যাপিত হয়ে থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হলে তা যেমন আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না, ঠিক তেমনি অ-ইন্দ্রিয়বদ্ধ দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হলে সেটাও আর পুনরায় উৎপন্ন হয় না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই যা ইন্দ্রিয়বদ্ধ কেবল সেটাই হচ্ছে দুঃখ।

৫. আর্যমার্গ ব্যতীত কথা

[[[যেহেতু দুঃখনিরোধের উপায়কেই আর্যমার্গ হিসেবে বলা হয়েছে, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, আর্যমার্গ বাদে বাদবাকি সকল সংস্কার হচ্ছে দুঃখ। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৮৯. থেরবাদী : আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখের উৎপত্তিও (*দুক্খসমুদযো*) হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুঃখের উৎপত্তিও হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে আর্যসত্য কেবল তিনটি?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] আর্যসত্য কেবল তিনটি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, আর্যসত্য হচ্ছে চারটি - দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয় যে, আর্যসত্য হচ্ছে চারটি - দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়, তাহলে "আর্যসত্য কেবল তিনটি" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : দুঃখের উৎপত্তিও হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কোন অর্থে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : অনিত্য অর্থে।

থেরবাদী : আর্যমার্গ কি অনিত্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে আর্যমার্গ হচ্ছে দুঃখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আর্যমার্গ হচ্ছে অনিত্য, কিন্তু তা দুঃখ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুঃখের উৎপত্তি হচ্ছে অনিত্য, কিন্তু তা দুঃখ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দুঃখের উৎপত্তি হচ্ছে অনিত্য, এবং তা দুঃখ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : আর্যমার্গ হচ্ছে অনিত্য, এবং তা দুঃখ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭৯০. ভিন্নবাদী : "আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো হচ্ছে দুঃখ" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : আর্যমার্গই তো হচ্ছে দুঃখনিরোধের উপায় (*দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা*), নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি আর্যমার্গই দুঃখনিরোধের উপায় হয়ে থাকে, তাহলে "আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো হচ্ছে দুঃখ" বলাটা উচিত।

৬. সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে না

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কেবল মার্গফলই হচ্ছে সংঘ। মার্গফল ব্যতীত সংঘ বলতে অন্য কোনো কিছু নেই। মার্গফলগুলো কোনো কিছু গ্রহণ করে না। তাই সংঘ "দান-দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত নয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে মহাপুণ্যবাদী নামক **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৯১. থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংঘ হচ্ছে উপহার দেয়ার যোগ্য (*আহুনেয্যো*), আপ্যায়নের যোগ্য (*পাহুনেয্যো*), দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংঘ উপহার দেয়ার যোগ্য হয়, আপ্যায়নের যোগ্য হয়, দক্ষিণার যোগ্য হয়, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য হয়, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে দান দেয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে দান দেয়, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে দান দেয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে দান দেয়, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে চীবর দেয়... পিণ্ডদান দেয়... বাসস্থান দেয়... রোগের জন্য ওষুধপত্র দেয়... খাদ্য দেয়... ভোজ্য দেয়... পানীয় দেয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে পানীয় দেয়, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"অগ্নি যেভাবে নৈবদ্য গ্রহণ করে,
বসুন্ধরা যেভাবে মহামেঘকে গ্রহণ করে,
সমাধিসম্পন্ন সংঘও সেভাবে দক্ষিণা গ্রহণ করে।"

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।

৭৯২. ভিন্নবাদী : সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে মার্গই দক্ষিণা গ্রহণ করে, ফলই দক্ষিণা গ্রহণ করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে না

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল মার্গফলই হচ্ছে সংঘ। মার্গফলগুলো দক্ষিণাকে বিশুদ্ধ করতে পারে না। তাই "সংঘ দক্ষিণাকে বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত নয়। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে উপরোক্ত **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৯৩. থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংঘ হচ্ছে উপহার দেয়ার যোগ্য (*আহুনেয্যো*), আপ্যায়নের

যোগ্য (*পাহুনেয্যো*), দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংঘ উপহার দেয়ার যোগ্য হয়, আপ্যায়নের যোগ্য হয়, দক্ষিণার যোগ্য হয়, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য হয়, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে দান দিয়ে দক্ষিণাকে ফলপ্রসূ করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে দান দিয়ে দক্ষিণাকে ফলপ্রসূ করে, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে চীবর দিয়ে... পিণ্ডদান দিয়ে... বাসস্থান দিয়ে... রোগের জন্য ওষুধপত্র দিয়ে... খাদ্য দিয়ে... ভোজ্য দিয়ে... পানীয় দিয়ে দক্ষিণাকে ফলপ্রসূ করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে পানীয় দিয়ে দক্ষিণাকে ফলপ্রসূ করে, তাহলে "সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে" বলাটা উচিত।

৭৯৪. ভিন্নবাদী : সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে মার্গই দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে, ফলই দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮. সংঘ ভোজন করে না

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল মার্গফলই হচ্ছে সংঘ। মার্গফলগুলো কোনো কিছু ভোজন করে না। তাই "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত নয়। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে উপরোক্ত **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৯৫. থেরবাদী : "সংঘই ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘভাতের (*সংঘভত্ত*) আয়োজন করে, বিশেষ ভাতের (*উদ্দেসভত্ত*) আয়োজন করে, যাগু এবং পানীয়ের আয়োজন করে?

ভিন্নবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘভাতের আয়োজন করে, বিশেষ ভাতের আয়োজন করে, যাগু এবং পানীয়ের আয়োজন করে , তাহলে "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "দলীয় ভোজন (*গণভোজন*), পরপর ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন, অনতিরিক্ত ভোজন" ভগবান কর্তৃক এই ভোজনগুলোর কথা বলা হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "দলীয় ভোজন, পরপর ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন, অনতিরিক্ত ভোজন" ভগবান কর্তৃক এই ভোজনগুলোর কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক "আমের পানীয়, জামের পানীয়, তালের পানীয় (*চোচপান*), কলার পানীয় (*মোচপান*), মধুর পানীয়, আঙুরের পানীয় (*মুদ্দিকপান*), শাপলার পানীয়, *ফারুসক* পানীয়" এই আট রকম পানীয়ের

কথা বলা হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক "আমের পানীয়, জামের পানীয়, তালের পানীয় (*চোচপান*), কলার পানীয় (*মোচপান*), মধুর পানীয়, আঙুরের পানীয় (*মুদ্দিকপান*), শাপলার পানীয়, *ফারুসক* পানীয়" এই আট রকম পানীয়ের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে "সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে" বলাটা উচিত।

৭৯৬. ভিন্নবাদী : সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে মার্গই ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে, ফলই ভোজন করে, পান করে, খায়, আস্বাদন করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯. সংঘকে দিলে মহাফল হয় না

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল মার্গফলই হচ্ছে সংঘ। মার্গফলগুলোকে কিছু দেয়া যায় না। সেগুলো থেকে কোনো কিছু গ্রহণও করা যায় না। সেগুলোকে দান দিলে কোনো উপকার হয় না। তাই "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে উপরোক্ত **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৯৭. থেরবাদী : "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংঘ হচ্ছে উপহার দেয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংঘ উপহার দেয়ার যোগ্য হয়, আপ্যায়নের যোগ্য হয়, দক্ষিণার যোগ্য হয়, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য হয়, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তাহলে "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য, তাহলে "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত।

৭৯৮. থেরবাদী : "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে গৌতমী, সংঘে দাও। সংঘে দিলে আমিও পূজিত হব, সংঘও পূজিত হবে।" (ম.নি. ৩.৩৭৬) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই সংঘকে দিলে মহাফল হয়।

থেরবাদী : "সংঘকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেবতাদের ইন্দ্র সক্ক ভগবানকে এরূপ বলেছিলেন,

"পূজা ও উৎসর্গকারী মানুষজন এবং পুণ্যপ্রত্যাশী প্রাণীগণ
পুণ্য করতে গিয়ে কোথায় দান দিলে তা মহাফলদায়ক হয়?

চারি মার্গ এবং চারি ফলে স্থিত এই সংঘ হচ্ছে ঋজুভূত
এবং প্রজ্ঞা ও শীলে সমাহিত।
পূজা ও উৎসর্গকারী মানুষজন এবং পুণ্যপ্রত্যাশী প্রাণীগণ
পুণ্য করতে গিয়ে সংঘে দান দিলে তা মহাফলদায়ক হয়।
(স.নি. ১.২৬২)

এই সংঘই হচ্ছে বিপুল এবং মহান,
সাগরের জলরাশির মতো যা হচ্ছে অপরিমেয়।
নরবীরের এই সেরা শিষ্যরা
সূর্যের মতো দেদীপ্যমান, তারা ধর্মকে দেশনা করে থাকেন।

যারা সংঘের উদ্দেশ্য দান দেয়
তাদের সেই দান হয় সুদত্ত, সুউৎসর্গীকৃত, সুপ্রদত্ত।
তাদের সেই দক্ষিণা সংঘগত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়,

তাদের সেই দান মহাফলদায়ক হয় বলে লোকবিদ বলে গেছেন।

এমন পূজা ও উৎসর্গকে স্মরণ করে
যারা জগতে বিচরণ করে থাকে
তাদের কৃপণতামল সমূলে ধ্বংস হয়,
অনিন্দিত হয়েই তারা স্বর্গলোকে উপনীত হয়।" (বি.ব. ৬৪৫)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই সংঘে দিলে মহাফল হয়।

১০. বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয় না

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, বুদ্ধ ভগবান কোনো কিছু পরিভোগ করেন না, তবে জগতের স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষার খাতিরে নিজেকে পরিভোগরত অবস্থায় দেখিয়ে থাকেন। যেহেতু এতে কোনো উপকারই হয় না, তাই "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলাটা উচিত নয়। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে উপরোক্ত **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৭৯৯. থেরবাদী : "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলা উচিত নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান হচ্ছেন দ্বিপদীদের মধ্যে অগ্র, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদীদের মধ্যে মুখ্য, দ্বিপদীদের মধ্যে উত্তম, দ্বিপদীদের মধ্যে বিশিষ্ট, অসম, অসমদের সমান, অপ্রতিসম, অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি ভগবান দ্বিপদীদের মধ্যে অগ্র, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদীদের মধ্যে মুখ্য, দ্বিপদীদের মধ্যে উত্তম, দ্বিপদীদের মধ্যে বিশিষ্ট, অসম, অসমদের সমান, অপ্রতিসম, অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলা উচিত নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বুদ্ধের সমান শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় কেউ আছে?
ভিন্নবাদী : নেই।
থেরবাদী : যদি বুদ্ধের সমান শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় কেউ না থাকে,

তাহলে "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলা উচিত।

থেরবাদী : "বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়" বলা উচিত নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"ইহলোকে বা পরলোকে বুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা সমান কেউ নেই।
যিনি পূজা বা উপহার দানের যোগ্যদের মধ্যে অগ্র,
যিনি পুণ্যার্থীগণের বিপুলফল অন্বেষীদের জন্য সর্বোত্তম।"
(বি.ব. ১০৪৭)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়।

১১. দক্ষিণাবিশুদ্ধি কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, দানগ্রহণকারীর ভিত্তিতেই যদি দক্ষিণা বিশুদ্ধ হতো তাহলে তো মহাফল হতো। দায়কের দ্বারা যে দান দেয়া হয় সেই দানের ফল নাকি দানগ্রহণকারীর দ্বারা নির্ধারিত হয়! তাহলে একজন আরেকজনের কাজ করে দেয়, সুখদুঃখ অন্যের কৃত, একজন করে, আরেকজন তার ফল ভোগ করে। [এমনটা হতেই পারে না।] তাই দায়ক থেকেই দান বিশুদ্ধ হয়, দানগ্রহণকারী থেকে নয়। দায়কের চিত্তবিশুদ্ধিই একমাত্র বিপাকদায়ক হয়। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮০০. থেরবাদী : দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা উপহার দেয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা উপহার দেয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিপ্রণাম করার যোগ্য, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র, তাহলে "দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, চার জোড়া হিসেবে আটজন ব্যক্তি হচ্ছে দক্ষিণাযোগ্য, তাহলে "দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা স্রোতাপন্নকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা স্রোতাপন্নকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, তাহলে "দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : এমন কেউ কেউ আছে যারা সকৃদাগামীকে... অনাগামীকে... অর্হৎকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা অর্হৎকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, তাহলে "দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়" বলাটা উচিত নয়।

৮০১. ভিন্নবাদী : গ্রহীতার মাধ্যমে দান বিশুদ্ধ হয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে একজন আরেকজনের কাজ করে দেয়, সুখদুঃখ হচ্ছে অন্যের দ্বারা কৃত, একজন করে আরেকজন তা অনুভব করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে আনন্দ, দক্ষিণা বিশুদ্ধি হচ্ছে এই চার প্রকার। কোন চার প্রকার? হে আনন্দ, এমন দক্ষিণা আছে যা

দায়কের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়। এমন দক্ষিণা আছে যা গ্রহীতার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়, দায়কের মাধ্যমে নয়। এমন দক্ষিণা আছে যা দায়ক এবং গ্রহীতা উভয়ের মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়। এমন দক্ষিণা আছে যা দায়ক ও গ্রহীতা কারোর মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয় না। হে আনন্দ, এই হচ্ছে চার প্রকার দক্ষিণা বিশুদ্ধি।" (ম.নি. ৩.৩৮১) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "দায়কের মাধ্যমেই দান বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়" বলাটা উচিত নয়।

(সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত)

১৮. অষ্টাদশ বর্গ

১. মনুষ্যলোকের কথা

[[[সংযুক্তনিকায়ে আছে, "তথাগত জগতে জন্ম নিয়ে, জগতে বেড়ে ওঠে, সেই জগতের দ্বারা লিপ্ত না হয়ে, বরং জগৎকে অতিক্রম করেই অবস্থান করেন" (স.নি. ৩.৯৭)। এই সূত্রকে অবিজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে কেউ কেউ মনে করে যে, ভগবান তুষিত ভবনে জন্ম নিয়ে সেখানে বসবাস করেন। তিনি মনুষ্য-জগতে আসেন না, কেবল নির্মিত-রূপকেই এখানে দেখান। এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮০২. থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বুদ্ধের বসবাসকৃত সেই চৈত্যগুলো, আরাম, বিহার, গ্রাম, শহর (*নিগম*), নগর রাষ্ট্র ও জনপদগুলো আছে তো, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি বুদ্ধের বসবাসকৃত সেই চৈত্যগুলো, আরাম, বিহার, গ্রাম, শহর (*নিগম*), নগর রাষ্ট্র ও জনপদগুলো থাকে, তাহলে "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান লুম্বিনীতে জন্মেছিলেন, বোধিমূলে বুদ্ধ হয়েছিলেন, বারাণসিতে ধর্মচক্র চালনা করেছিলেন, চাপাল চৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন, কুশীনগরে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান লুম্বিনীতে জন্মে থাকেন, বোধিমূলে বুদ্ধ হয়ে থাকেন, বারাণসিতে ধর্মচক্র চালনা করে থাকেন, চাপাল চৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়ে থাকেন, কুশীনগরে পরিনির্বাপিত হয়ে থাকেন, তাহলে "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত।

থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি একসময় উক্কটেঠর সুভগ নামক বনের শালরাজ নামক বৃক্ষের গোড়ায় অবস্থান করছিলাম (দী.নি. ২.৯১)"; "ভিক্ষুগণ, আমি একসময় সম্বুদ্ধ হয়ে উরুবেলার অজপাল নিগ্রোধ নামক বৃক্ষের গোড়ায় অবস্থান করছিলাম (অ.নি. ৪.২১)"; "ভিক্ষুগণ, আমি একসময় রাজগৃহের বেলুবন নামক বনের কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলাম (দী.নি. ২.১৮০)"; "ভিক্ষুগণ, আমি একসময় শ্রাবস্তীর জেতবন নামক বনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছিলাম"; "ভিক্ষুগণ, আমি একসময় বৈশালীর মহাবনের উঁচু চূড়াযুক্ত বাড়িতে (*কূটাগারসালায*) অবস্থান করছিলাম (দী.নি. ৩.১১)" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন।

৮০৩. ভিন্নবাদী : ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান জগতে জন্ম নিয়ে, জগতে বড় হয়ে, জগৎকে ছাড়িয়ে অবস্থান করেন, জগতের সাথে নির্লিপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান জগতে জন্ম নিয়ে, জগতে বড় হয়ে, জগৎকে ছাড়িয়ে অবস্থান করেন, জগতের সাথে নির্লিপ্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে "ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যলোকে ছিলেন" বলাটা উচিত নয়।

২. ধর্মদেশনার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, ভগবান তুষিতপুরে অবস্থান করে সেখান থেকেই ধর্মদেশনার জন্য নির্মিতরূপ প্রেরণ করেছিলেন। সেই নির্মিতরূপের দেয়া দেশনাকে গ্রহণ করে আনন্দ ভন্তে কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে, সেটা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয় নি! এমন ভিন্নবাদীও হচ্ছে **ৰেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮০৪. থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কার দ্বারা দেশিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : নির্মিত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

থেরবাদী : নির্মিত বুদ্ধ কি জিন, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে কার দ্বারা দেশিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : আনন্দ ভন্তে কর্তৃক দেশিত হয়েছে।

থেরবাদী : আনন্দ ভন্তে কি জিন, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮০৫. থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে সারিপুত্র, আমি সংক্ষিপ্তভাবেও ধর্ম দেশনা করতে পারি, বিস্তারিতভাবেও ধর্মদেশনা করতে পারি, সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিতভাবেও ধর্মদেশনা করতে পারি। কিন্তু তা বুঝার মতো ব্যক্তি দুর্লভ" (অ.নি. ৩.৩৩)। সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে।

৮০৬. থেরবাদী : "ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "'ভিক্ষুগণ, প্রত্যক্ষভাবে জেনেই আমি ধর্মদেশনা করি, প্রত্যক্ষভাবে না জেনে নয়। কারণবশতই আমি ধর্মদেশনা করি, অকারণে নয়। বিস্ময়কর ঘটনা (*পাটিহারিয*) সহকারেই আমি ধর্মদেশনা করি, বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়া নয়। হে ভিক্ষুগণ, আমার সেই অপ্রত্যক্ষভাবে নয় বরং প্রত্যক্ষভাবে জেনে ধর্মদেশনার সময়ে, অকারণে নয় বরং কারণবশত ধর্মদেশনার সময়ে, বিস্ময়কর ঘটনাবিহনী হয়ে নয় বরং বিস্ময়কর ঘটনা সহকারে ধর্মদেশনার সময়ে উপদেশ দেয়া উচিত,

অনুশাসন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য এটাই যথেষ্ট, তোমাদের আনন্দের জন্য এটাই যথেষ্ট, তোমাদের খুশির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ভগবান হচ্ছেন সম্যকসম্বুদ্ধ, ধর্ম হচ্ছে সুব্যাখ্যাত, সংঘ হচ্ছে সুপথে গমনকারী।' এই কথা বলার সময়ে দশ হাজার বিশ্বজগৎ কেঁপে উঠেছিল।" (অ.নি. ৩.২৬) সূত্রে তো এমনই আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে।

৩. করুণার কথা

[[[প্রিয় বস্তুর বিপত্তি দেখে লোভযুক্ত (*সরাগং*) ব্যক্তিদের লোভই করুণা আকারে প্রকাশ পায়। তাই কেউ কেউ মনে করে যে, "রাগ বা লোভই হচ্ছে করুণা। সেটা ভগবানের নেই। তাই বুদ্ধ ভগবানের করুণা নেই।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮০৭. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ছিল না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের মুদিতা... উপেক্ষা ছিল না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ছিল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের মুদিতা... উপেক্ষা ছিল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে ভগবান করুণাকারী নন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান ছিলেন কারুণিক, জগতের হিতকারী, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারী, জগতের মঙ্গলার্থী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কারুণিক, জগতের হিতকারী, জগতের প্রতি অনুকম্পাকারী, জগতের মঙ্গলার্থী হয়ে থাকেন, তাহলে "ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান মহাকরুণাসমাপত্তিতে মগ্ন হতেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান মহাকরুণাসমাপত্তিতে মগ্ন হয়ে থাকেন, তাহলে "ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না" বলাটা উচিত নয়।

৮০৮. ভিন্নবাদী : ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে ভগবান রাগযুক্ত (*সরাগো*)?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ভগবান বুদ্ধের করুণা ছিল না।

৪. সুগন্ধির কথা

[[[ভগবান বুদ্ধের প্রতি অবিজ্ঞতাসুলভ প্রেম বা অনুরাগের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, ভগবানের পায়খানা ও প্রস্রাব অন্যান্য সুগন্ধিকেও হার মানায়। এর চেয়ে সুগন্ধিকর জিনিস দুনিয়ার আর কোনো কিছু নেই! এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **অন্ধক** এবং **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮০৯. থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের পায়খানা এবং প্রস্রাব অন্যান্য সুগন্ধিকেও হার মানায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কি সুগন্ধি ভোজন করতেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান ভাতের মণ্ড (*ওদনকুম্মাস*) ভোজন করতেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান ভাতের মণ্ড ভোজন করে থাকেন তাহলে "ভগবান বুদ্ধের পায়খানা এবং প্রস্রাব অন্যান্য সুগন্ধিকেও হার মানায়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভগবান বুদ্ধের পায়খানা এবং প্রস্রাব অন্যান্য সুগন্ধিকেও হার মানায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এমন কেউ ছিল কি যে ভগবান বুদ্ধের পায়খানা ও প্রস্রাব দিয়ে গোসল করত, লেপন করত, গায়ে মাখত, ঝুড়িতে তুলে রাখত, বাক্সে ভরে রাখত, দোকানে সাজিয়ে রাখত, সেই সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধিদ্রব্য বানাতো?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫. একটাই মার্গ

[[[ভগবান বুদ্ধের প্রতি অবিজ্ঞতাসুলভ প্রেম বা অনুরাগের বশে কেউ কেউ মনে করে যে, ভগবান স্রোতাপন্ন হয়ে সকৃদাগামী হয়েছেন, এরপর অনাগামী হয়েছেন, এরপর অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করেছেন এমন নয়। বরং তিনি একটা আর্যমার্গেই চারটি ফল সাক্ষাৎ করেছেন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **অন্ধক** এবং **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮১০. থেরবাদী : একটা আর্যমার্গের দ্বারাই চারটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চারটি স্পর্শ... চারটি সংজ্ঞা একসাথে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একটা আর্যমার্গের দ্বারাই চারটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি সকৃদাগামী... অনাগামীমার্গের দ্বারা হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কোন মার্গের দ্বারা হয়?

ভিন্নবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা হয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা আত্মবাদী দৃষ্টি, সংশয় এবং শীল ও ব্রতের প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা আত্মবাদী দৃষ্টি, সংশয় এবং শীল ও ব্রতের প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি যে, তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগই হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, তিনটি সংযোজনের পরিত্যাগই হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা আত্মবাদী দৃষ্টি, সংশয় এবং শীল ও ব্রতের প্রতি মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা স্থূল কামরাগ এবং স্থূল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা স্থূল কামরাগ এবং স্থূল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ ও বিদ্বেষের মৃদুভাবকে ভগবান কর্তৃক সকৃদাগামীফল হিসেবে বলা হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কামরাগ ও বিদ্বেষের মৃদুভাবকে ভগবান কর্তৃক সকৃদাগামীফল হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা স্থূল কামরাগ এবং স্থূল বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা অবশিষ্ট কামরাগ এবং অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা অবশিষ্ট কামরাগ এবং অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কামরাগ ও বিদ্বেষের নিঃশেষে পরিত্যাগকে ভগবান কর্তৃক অনাগামীফল হিসেবে বলা হয়েছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি কামরাগ ও বিদ্বেষের নিঃশেষে পরিত্যাগকে ভগবান কর্তৃক অনাগামীফল হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে "অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা অবশিষ্ট কামরাগ এবং অবশিষ্ট বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

৮১১. ভিন্নবাদী : "একটা আর্যমার্গের দ্বারাই চারটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করা যায়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়েছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে ভগবান স্রোতাপন্ন?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক সকৃদাগামীমার্গ... অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়েছে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে ভগবান অনাগামী?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮১২. থেরবাদী : ভগবান একটা আর্যমার্গের দ্বারাই চারটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু তার শিষ্যরা চারটি আর্যমার্গের দ্বারা চারটি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করে থাকেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার শিষ্যরা ভগবান বুদ্ধের অদেখা বিষয় দেখেন, অধিগত হয় নি এমন বিষয় অধিগত করেন, ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয় নি এমন বিষয় সাক্ষাৎ করেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬. এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে যাওয়া

[[[সংযুক্তনিকায়ে আছে, "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু কামগুলো থেকে পৃথক হয়ে প্রথম ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে, বিতর্ক-বিচারের উপশম করে

দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে, চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে" (স.নি. ৫.৯২৩-৯৩৪)। এই পর্যায়ক্রমিক দেশনার ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, সেই সেই ধ্যানের উপচার ধ্যান ছাড়াই এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে যাওয়া যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহিসাসক** এবং কোনো কোনো **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮১৩. থেরবাদী : এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আবট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়, কিন্তু "প্রথম ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আবট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা" বলাটা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মনোনিবেশ না করলেও... আকাঙ্ক্ষা না করলেও দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাহলে "প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া

যায়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কামের অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে প্রথম ধ্যান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : কামের অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান হচ্ছে বিতর্ক ও বিচারযুক্ত?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যানও বিতর্ক এবং বিচারযুক্ত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে সেটাই প্রথম ধ্যান, সেটাই দ্বিতীয় ধ্যান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮১৪. থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আৰট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, তৃতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়, কিন্তু "দ্বিতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আৰট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, তৃতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা" বলাটা উচিত নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে মনোনিবেশ না করলেও... আকাঙ্ক্ষা না করলেও তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাহলে "দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায় " বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্ক ও বিচারের অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্ক ও বিচারের অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান হচ্ছে প্রীতিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যানও প্রীতিযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটাই দ্বিতীয় ধ্যান, সেটাই তৃতীয় ধ্যান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮১৫. থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আৰট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, চতুর্থ ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়, কিন্তু " তৃতীয় ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ (*আৰট্টনা*)... আকাঙ্ক্ষা, চতুর্থ ধ্যান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা" বলাটা

উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে মনোনিবেশ না করলেও... আকাঙ্ক্ষা না করলেও চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি মনোনিবেশ করলে... আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাহলে "তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায় " বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রীতির অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রীতির অসুবিধাগুলোতে মনোযোগ দিলে চতুর্থ ধ্যানও উৎপন্ন হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান হচ্ছে সুখযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চতুর্থ ধ্যানও সুখযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটাই তৃতীয় ধ্যান, সেটাই চতুর্থ ধ্যান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮১৬. ভিন্নবাদী : "এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায় " বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু

কামগুলো থেকে পৃথক হয়ে... চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে" (অ.নি. ২.১৩)। সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে সরাসরি যাওয়া যায়।

৭. অন্তর্বর্তী ধ্যানের কথা

[[[কেউ কেউ এই মতবাদী যে, পাঁচটি হিসেবে বিবেচনায় ধ্যানগুলো পাঁচটি ধ্যানে বিভক্ত হিসেবে দেখানো হলেও সেখানে কেবল তিনটি সমাধিকে (অর্থাৎ বিতর্ক-বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন-বিচারযুক্ত সমাধি এবং বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিকে) উদ্দেশ্য করেই এমনটা বলা হয়েছে। তারা এখানে বিতর্কহীন-বিচারযুক্ত সমাধির কোনো জায়গা না দেখে মনে করে যে, সেটা হচ্ছে মূলত প্রথম এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মাঝের কোনো একটি অন্তর্বর্তী ধ্যান। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **সম্মিতিয়** এবং কোনো কোনো **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮১৭. থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী স্পর্শ আছে... অন্তর্বর্তী সংজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান না থাকে, তাহলে "অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে" বলাটা উচিত নয়।

৮১৮. থেরবাদী : প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মাঝে অন্তর্বর্তী ধ্যান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮১৯. থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিতর্ক-বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিতর্ক-বিচারযুক্ত সমাধি অন্তর্বর্তী ধ্যান নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি অন্তর্বর্তী ধ্যান নয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি অন্তর্বর্তী ধ্যান নয়?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি অন্তর্বর্তী ধ্যান নয়?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮২০. থেরবাদী : দুটো ধ্যানের উৎপত্তির মাঝে বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি থাকে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি বর্তমান অবস্থায় প্রথম ধ্যান নিরুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়েছে, নয় কি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : যদি বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি বর্তমান অবস্থায় প্রথম ধ্যান নিরুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে "দুটো ধ্যানের উৎপত্তির মাঝে বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৮২১. ভিন্নবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি কোনো অন্তর্বর্তী ধ্যান নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : তাহলে সেই বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি কি প্রথম ধ্যান?... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান?
থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে

অন্তর্বর্তী ধ্যান।

৮২২. থেরবাদী : বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি তিনটি সমাধির কথা বলা হয় নি : বিতর্ক-বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন-বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি? (দী.নি. ৩.৩০৫)

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক তিনটি সমাধির কথা বলা হয়ে থাকে - বিতর্ক-বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন-বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্ক-বিচারহীন সমাধি, তাহলে "বিতর্কহীন কেবল বিচারযুক্ত সমাধি হচ্ছে অন্তর্বর্তী ধ্যান" বলাটা উচিত নয়।

৮. শব্দ শোনার কথা

[[[ভগবান কর্তৃক শব্দকে প্রথম ধ্যানের কাঁটা হিসেবে বলা হয়েছে। প্রথম ধ্যানে মগ্ন ব্যক্তি যদি তা না শোনে, তাহলে তা কাঁটা হয় কীভাবে? তাই কেউ কেউ মনে করে যে, ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮২৩. থেরবাদী : ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি চোখ দ্বারা রূপ দেখে... কান দিয়ে... নাক দিয়ে... জিহ্বা দিয়ে... কায় দিয়ে স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কানবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি কি সত্যিই ধ্যানমগ্ন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সমাধি হচ্ছে মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির হয়ে থাকে, তাহলে

"ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সমাধি হয় মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির, কিন্তু কানবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় সে শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি "সমাধি হয় মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির, কিন্তু কানবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় সে শব্দ শোনে" তাহলে "ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সমাধি হয় মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির, কিন্তু কানবিজ্ঞান সমন্বিত অবস্থায় সে শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দুটো স্পর্শ... দুটো চিত্ত একসাথে চলে?

৮২৪. ভিন্নবাদী : "ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক শব্দকে প্রথম ধ্যানের কাঁটা হিসেবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে "ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে" বলাটা উচিত।

৮২৫. থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা, এবং ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় ধ্যানের কাঁটা হচ্ছে বিতর্ক-বিচার। কিন্তু দ্বিতীয় ধ্যানে কি বিতর্ক-বিচার আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, শব্দ হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাঁটা, এবং ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শব্দ শোনে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে যে, তৃতীয় ধ্যানের কাঁটা হচ্ছে প্রীতি... চতুর্থ ধ্যানের কাঁটা হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস... আকাশ-অনন্ত-আয়তনে মগ্ন ব্যক্তির কাঁটা হচ্ছে রূপসংজ্ঞা... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে মগ্ন ব্যক্তির কাঁটা হচ্ছে আকাশ-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা... আকিঞ্চনায়তনে মগ্ন ব্যক্তির কাঁটা

হচ্ছে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন-সংজ্ঞা... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে মগ্ন ব্যক্তির কাঁটা হচ্ছে আকিঞ্চনায়তন-সংজ্ঞা... সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে মগ্ন ব্যক্তির কাঁটা হচ্ছে সংজ্ঞা এবং বেদনা। সেই সংজ্ঞা ও অনুভূতির নিরোধে কি সংজ্ঞা ও অনুভূতি থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯. চোখ দ্বারা রূপ দেখা

[[["চোখ দ্বারা রূপ দেখে" কথাটিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, একমাত্র প্রসাদচোখ বা সংবেদনশীল চোখই রূপ দেখে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে

মহাসাংঘিক দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮২৬. থেরবাদী : চোখ দিয়ে রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ দ্বারা রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ দ্বারাই রূপকে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ দ্বারাই রূপকে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখ দিয়ে রূপ দেখে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : চোখের কি মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চোখের মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা থাকে না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি চোখের মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলে "চোখ দিয়ে রূপ দেখে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : কান দিয়ে শব্দ শোনে... নাক দিয়ে গন্ধ নেয়... জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেয়... দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ দিয়েই রূপের স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ দিয়েই রূপের স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপ দ্বারাই রূপকে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ দ্বারাই রূপকে বিশেষভাবে জানে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে রূপই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : দেহের কি মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : দেহের মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা থাকে না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দেহের মনোনিবেশ... আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলে "দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়" বলাটা উচিত নয়।

৮২৭. ভিন্নবাদী : "চোখ দিয়ে রূপ দেখে"... "দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু চোখ দিয়ে রূপ দেখে... দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়।" (ম.নি. ১.৩৪৯) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "চোখ দিয়ে রূপ দেখে"... "দেহ দিয়ে স্পর্শ পায়" বলাটা উচিত।

(অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত)

১৯. উনবিংশ বর্গ

১. ক্লেশ পরিত্যাগের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু ক্লেশপরিত্যাগ আছে, এবং ক্লেশ পরিত্যক্ত ব্যক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাই অতীত ক্লেশগুলোও পরিত্যক্ত হয়, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলোও পরিত্যক্ত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮২৮. থেরবাদী : অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নিরুদ্ধ ক্লেশগুলোই আবার নিরুদ্ধ হয়, বিগত ক্লেশগুলোই আবার বিগত হয়, ক্ষয় হওয়া ক্লেশগুলোই আবার ক্ষয় হয়, অস্তমিত ক্লেশগুলোই আবার অস্তমিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত ক্লেশগুলো তো নিরুদ্ধ হয়েই গেছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত ক্লেশগুলো নিরুদ্ধ হয়েই থাকে, তাহলে "অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অতীত তো নেই-ই, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অতীত না-ই থাকে, তাহলে "অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

৮২৯. থেরবাদী : ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তো জন্ম না হওয়া ক্লেশগুলোই জন্মায় না, উদ্ভূত না হওয়া ক্লেশগুলোই উদ্ভূত হয় না, উদিত না হওয়া ক্লেশগুলোই উদয় হয় না, আবির্ভূত না হওয়া ক্লেশগুলোই আবির্ভূত হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলোর তো জন্মই হয় নি, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলোর তখনো জন্ম না হয়ে থাকে, তাহলে "ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভবিষ্যৎ তো নেই-ই, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভবিষ্যৎ না-ই থাকে, তাহলে "ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়।

৮৩০. থেরবাদী : বর্তমান ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লালসাপূর্ণ (*রত্ত*) ব্যক্তির লোভ (*রাগ*) পরিত্যক্ত হয়, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তির বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়, মোহিত ব্যক্তির মোহ পরিত্যক্ত হয়, কলুষিত ব্যক্তির ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোভের দ্বারা লোভ পরিত্যক্ত হয়? বিদ্বেষের দ্বারা বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হয়? মোহের দ্বারা মোহ পরিত্যক্ত হয়? ক্লেশের দ্বারা ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রাগ বা লোভ হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত, মার্গও হচ্ছে চিত্তসংযুক্ত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো চিত্ত একসাথে চলে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রাগ বা লোভ হচ্ছে অকুশল, কিন্তু মার্গ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষাবহ-নির্দোষ, হীন-উত্তম, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একইসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কুশল-অকুশল, দোষাবহ-নির্দোষ, হীন-উত্তম, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একইসাথে বর্তমান থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে। কোন চারটি? ভিক্ষুগণ, আকাশ থেকে পৃথিবী হচ্ছে প্রথম সুদূরে অতিদূরে... সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ধর্ম পরস্পর হচ্ছে চতুর্থ সুদূরে অতিদূরে। ভিক্ষুগণ, এই চারটি হচ্ছে সুদূরে অতিদূরে।

আকাশ দূরে, তা থেকে পৃথিবী দূরে,

...

তাই সৎ ব্যক্তির ধর্ম হচ্ছে অসতের ধর্ম থেকে দূরে। (অ.নি. ৪ .৪৭)

সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কুশল-অকুশল, দোষাবহ-নির্দোষ, হীন-উত্তম, কৃষ্ণ-শুক্ল বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো একইসাথে বর্তমান থাকে" বলাটা উচিত নয়।

৮৩১. ভিন্নবাদী : "অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়, ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়, বর্তমান ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তাহলে ক্লেশ পরিত্যক্ত হয় না?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই অতীত ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়, ভবিষ্যৎ ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়, বর্তমান ক্লেশগুলো পরিত্যক্ত হয়।

২. শূন্যতার কথা

[[[এখানে শূন্যতা হচ্ছে দুটো : স্কন্ধের শূন্যতা, এবং অনাত্ম লক্ষণ সমন্বিত নির্বাণের শূন্যতা। এগুলোর মধ্যে অনাত্মলক্ষণের একাংশ হচ্ছে একদিক দিয়ে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত, কিন্তু নির্বাণ হচ্ছে অন্তর্ভূক্তিহীন

(*অপরিয়াপন্ন*)। এমন বিভাজন না করে কেউ কেউ মনে করে যে, শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত বা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৩২. থেরবাদী : শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চিহ্নবিহীনতা (*অনিমিত্ত*) হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অনাকাঙ্ক্ষা (*অপ্পনিহিত*) হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চিহ্নবিহীনতাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শূন্যতাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনাকাঙ্ক্ষাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শূন্যতাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধ অনিত্য নয়, সৃষ্ট নয়, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন নয়, ক্ষয়ধর্মী নয়, ব্যয়ধর্মী নয়, বিরাগধর্মী নয়, নিরোধধর্মী নয়, পরিবর্তনধর্মী নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধ হচ্ছে অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী এবং পরিবর্তনধর্মী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সংস্কারস্কন্ধ অনিত্য, সৃষ্ট... এবং পরিবর্তনধর্মী হয়, তাহলে "শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" বলাটা উচিত নয়।

৮৩৩. থেরবাদী : রূপস্কন্ধের শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতা হচ্ছে রূপস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনাস্কন্ধের... সংজ্ঞাস্কন্ধের... বিজ্ঞানস্কন্ধের শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতা হচ্ছে বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্গত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতাকে "রূপস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপস্কন্ধের শূন্যতাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতাকে "বেদনাস্কন্ধের... সংজ্ঞাস্কন্ধের... বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বিজ্ঞানস্কন্ধের শূন্যতাকে "সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" হিসেবে বলা উচিত নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৩৪. ভিন্নবাদী : "শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এই সংস্কার হচ্ছে শূন্য, সেটা নিজের হোক, অথবা নিজস্ব কোনো বিষয়ের হোক" (ম.নি. ৩.৬৯)। সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই শূন্যতা হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত।

৩. শ্রামণ্যফলের কথা

[[[থেরবাদীমতে, মার্গবীথি এবং ফলসমাপত্তিবীথিতে আর্যমার্গের বিপাকচিত্তই হচ্ছে শ্রামণ্যফল। কিন্তু কেউ কেউ তা গ্রহণ না করে মনে করে যে, ক্লেশপরিত্যাগ এবং ফলের উৎপত্তিই হচ্ছে শ্রামণ্যফল। তাই শ্রামণ্যফল হচ্ছে অসৃষ্ট (*অসঙ্খত*)। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৩৫. থেরবাদী : শ্রামণ্যফল হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে সেটা নির্বাণ... ত্রাণ... নিরাপত্তা... আশ্রয়... অচ্যুত... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রামণ্যফল হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৩৬. থেরবাদী : শ্রামণ্যফল হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রামণ্যও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : শ্রামণ্য হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : শ্রামণ্যফলও হচ্ছে সৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিমার্গ হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : স্রোতাপত্তিমার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গ হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হত্ত্বমার্গ হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : অর্হত্ত্বফল হচ্ছে সৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিফল হচ্ছে অসৃষ্ট, সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে পাঁচ ধরনের ত্রাণ... অথবা পাঁচ ধরনের অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৪. প্রাপ্তির কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, "যা যা লভনীয় বা পাওয়া সম্ভব, তা লাভ বা পাওয়াই হচ্ছে প্রাপ্তি। সেটা হচ্ছে অসৃষ্ট।" এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। কিন্তু থেরবাদীমতে, "প্রাপ্তি" নামক কোনো ধর্ম বা বিষয় নেই। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৩৭. থেরবাদী : প্রাপ্তি (*পত্তি*) হচ্ছে অসৃষ্ট (*অসঙ্খত*)?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ, ত্রাণ, নিরাপত্তা, আশ্রয়, সহায়,

অচ্যুত, অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৩৮. থেরবাদী : চীবর প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চীবর প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পিণ্ডপাত... বাসস্থান... রোগের ওষুধপত্র প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রোগের ওষুধপত্র প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : চীবর প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... পিণ্ডপাত... বাসস্থান... রোগের ওষুধপত্র প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] পাঁচটি অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে পাঁচ ধরনের ত্রাণ... অথবা পাঁচ ধরনের অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৩৯. থেরবাদী : প্রথম ধ্যান প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... আকাশ-অনন্ত-আয়তন... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তন... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীমার্গ... সকৃদাগামীফল... অনাগামীমার্গ... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বমার্গ... অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... অর্হত্ত্বমার্গ প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট... নির্বাণ হচ্ছে অসৃষ্ট?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নয়টি অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] নয়টি অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নয় ধরনের ত্রাণ... অথবা নয় ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪০. ভিন্নবাদী : "প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সেই প্রাপ্তি কি তাহলে রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই প্রাপ্তি হচ্ছে অসৃষ্ট।

৫. সেরূপতার কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, রূপ ইত্যাদি সকল বিষয়ের রূপ ইত্যাদি স্বভাবতা নামক "সেরূপতা (*তথতা*)" আছে, আর তা রূপ ইত্যাদি সৃষ্ট বিষয়গুলোর মাঝে অন্তর্ভূক্ত নয় বলে অসৃষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৪১. থেরবাদী : সকল বিষয়ের সেরূপতা (*তথতা*) হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয়ের সেরূপতা হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪২. থেরবাদী : রূপের রূপত্ব (*রূপতা*) আছে এবং সেই রূপত্ব হচ্ছে অসৃষ্ট, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের রূপত্ব আছে, সেই রূপত্ব হচ্ছে অসৃষ্ট, নির্বাণও অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] দুটো অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে দুটো ত্রাণ আছে... অথবা দু-ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনার বেদনত্ব (*ৰেদনতা*) আছে... সংজ্ঞার সংজ্ঞাত্ব (*সঞ্ঞতা*) আছে... সংস্কারের সংস্কারত্ব (*সঙ্খারতা*) আছে... বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব (*ৰিঞ্ঞাণতা*) আছে, সেই বিজ্ঞানত্ব হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তা হচ্ছে নির্বাণ... অমৃত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপের রূপত্ব আছে এবং সেই রূপত্ব হচ্ছে অসৃষ্ট... বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব আছে, সেই বিজ্ঞানত্ব হচ্ছে অসৃষ্ট, এবং নির্বাণও হচ্ছে অসৃষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে ছয়টি অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] ছয়টি অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে ছয়টি ত্রাণ আছে... অথবা ছয় ধরনের অসৃষ্ট আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪৩. ভিন্নবাদী : "সকল বিষয়ের সেরূপতা হচ্ছে অসৃষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল বিষয়ের সেরূপতা কি রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সকল বিষয়ের সেরূপতা হচ্ছে অসৃষ্ট।

৬. কুশল কথা

[[[কুশল হচ্ছে দোষহীন এবং কাম্য বা পছন্দনীয় ফলদায়ী (*ইট্ঠপাকং*)। এখানে **দোষহীন** মানে হচ্ছে ক্লেশবিযুক্ত। অকুশল ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। **কাম্যফলদায়ী** মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ জন্মগুলোতে জন্মের সময়ে অথবা জীবনের অন্য কোনো সময়ে কাম্য বা পছন্দের ফল সৃষ্টিকারী পুণ্য। তিনটির মধ্যে, অর্থাৎ কুশল, অকুশল ও অনির্দিষ্টের মধ্যে এটি কেবল প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু কেউ কেউ এমন বিভাজনকে গ্রহণ না করে মনে করে যে, একমাত্র দোষহীন ভাবের কারণেই নির্বাণ হচ্ছে কুশল। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৪৪. থেরবাদী : নির্বাণ হচ্ছে কুশল?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নির্বাণের বিষয়বস্তু আছে যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্বাণের কোনো বিষয়বস্তু নেই যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি নির্বাণের কোনো বিষয়বস্তু না থাকে যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে "নির্বাণ হচ্ছে কুশল" বলাটা উচিত নয়।

৮৪৫. থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যার প্রতি অলোভ আবর্তিত হয়... যেটাকে অলোভ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু আছে যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে কুশল... অমোহ হচ্ছে কুশল... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু রয়েছে যার প্রতি প্রজ্ঞা আবর্তিত হয়... যেটাকে প্রজ্ঞা আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং এর বিষয়বস্তু আছে যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল কিন্তু এর বিষয়বস্তু নেই যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অলোভ হচ্ছে কুশল কিন্তু এর বিষয়বস্তু নেই যার প্রতি অলোভ আবর্তিত হয়... যেটাকে অলোভ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল কিন্তু এর বিষয়বস্তু নেই যার প্রতি নির্বাণ আবর্তিত হয়... যেটাকে নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অদ্বেষ হচ্ছে কুশল... অমোহ হচ্ছে কুশল... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল কিন্তু এর বিষয়বস্তু নেই যার প্রতি প্রজ্ঞা আবর্তিত হয়... যেটাকে প্রজ্ঞা আকাঙ্ক্ষা করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪৬. ভিন্নবাদী : "নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : নির্বাণধাতু হচ্ছে নির্দোষ, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি নির্বাণধাতু হচ্ছে নির্দোষ হয়ে থাকে, তাহলে "নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল" বলাটা উচিত।

৭. পরম নিশ্চয়তার কথা

[[["একবার নিমগ্ন হলেও নিমগ্নই হয়" (অ.নি. ৭.১৫) এই সূত্রের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, সাধারণ ব্যক্তির পরম নিশ্চয়তা (*অচ্চন্ত-নিযামতা*) আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক**

দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৪৭. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কি পরম নিশ্চয়তা (*অচ্চন্ত নিযামতা*) আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মাতৃঘাতক হলেও সে পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত... পিতৃঘাতক হলেও... অর্হৎঘাতক হলেও... রক্তপাতকারী হলেও... সংঘভেদকারী হলেও সে পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৪৮. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কি পরম নিশ্চয়তা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশয় উৎপন্ন হতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশয় উৎপন্ন হতে পারে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশয় উৎপন্ন হতে পারে না, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তার সংশয় পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... অনাগামীমার্গের দ্বারা... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কোন মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : অকুশল মার্গের দ্বারা।

থেরবাদী : সেই অকুশল মার্গ কি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী (*নিয্যানিকো*), ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী (*অপচযগামী*), আসবহীন, অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয়, অপ্লাবনীয় (*অনোঘনিযো*), অযোগনীয়,

অনাবরণীয় (*অনীৰরণীযো*), অস্পর্শিত (*অপরামট্ঠো*), অনুপজাত (*অনুপাদানিযো*), অকলুষিত (*অসংকিলেসিযো*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অকুশল মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত, সংযোজনযুক্ত... কলুষিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অকুশল মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী না হয়, ক্ষয়গামী না হয়, বোধিগামী না হয়, অসঞ্চয়গামী না হয়, আসবযুক্ত হয়, সংযোজনযুক্ত হয়... কলুষিত হয়, তাহলে "পরম নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশয় অকুশল মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়।

৮৪৯. থেরবাদী : শাশ্বতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির কি উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি শাশ্বতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝেও উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : শাশ্বতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝে উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার উচ্ছেদদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তার উচ্ছেদদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... অনাগামীমার্গের দ্বারা... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কোন মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : অকুশল মার্গের দ্বারা।

থেরবাদী : সেই অকুশল মার্গ কি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধিগামী, অসঞ্চয়গামী, আসবহীন, অসংযোজনীয়, অবন্ধনীয়, অপ্লাবনীয়, অযোগনীয়, অনাবরণীয়, অস্পর্শিত, অনুপজাত, অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না।

থেরবাদী : অকুশল মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী নয়, ক্ষয়গামী নয়, বোধিগামী নয়, অসঞ্চয়গামী নয়, আসবযুক্ত, সংযোজনযুক্ত... কলুষিত, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অকুশল মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী না হয়, ক্ষয়গামী না হয়, বোধিগামী না হয়, অসঞ্চয়গামী না হয়, আসবযুক্ত হয়, সংযোজনযুক্ত হয়... কলুষিত হয়, তাহলে "শাশ্বতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির উচ্ছেদদৃষ্টি অকুশল মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়।

৮৫০. থেরবাদী : উচ্ছেদবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির কি শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি উচ্ছেদবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝেও শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : উচ্ছেদবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝে শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তার শাশ্বতদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] তার শাশ্বতদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... অনাগামীমার্গের দ্বারা... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কোন মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : অকুশল মার্গের দ্বারা।

থেরবাদী : সেই অকুশল মার্গ কি মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী... অকলুষিত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যদি অকুশল মার্গ মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী না হয়, ক্ষয়গামী না হয়, বোধিগামী না হয়, অসঞ্চয়গামী না হয়, আসবযুক্ত হয়, সংযোজনযুক্ত হয়... কলুষিত হয়, তাহলে "উচ্ছেদবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির শাশ্বতদৃষ্টি অকুশল মার্গের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে" বলাটা উচিত নয়।

৮৫১. ভিন্নবাদী : "সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি একদম কৃষ্ণ অকুশল বিষয় সমন্বিত হয়। সে একবার ডুবলে একদমই ডুবে যায়" (অ.নি. ৭.১৫)। সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই "সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে" বলাটা উচিত।

৮৫২. থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি একদম কৃষ্ণ অকুশল বিষয় সমন্বিত হয়। সে একবার ডুবলে একদমই ডুবে যায়।" আর এ কারণেই সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি ভেসে ওঠে, আবার ডুব দেয়।" (অ.নি. ৭.১৫) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই ব্যক্তি কি সর্বকালেই ভেসে ওঠে আবার ডুব দেয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো

কোনো ব্যক্তি একদম কৃষ্ণ অকুশল বিষয় সমন্বিত হয়। সে একবার ডুবলে একদমই ডুবে যায়।" আর এ কারণেই সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও পরম নিশ্চয়তা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে : "ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি ভেসে ওঠার পরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়... ভেসে ওঠার পরে বিশেষভাবে দেখে এবং এদিক ওদিক তাকায়... ভেসে ওঠার পরে সেই জলরাশি অতিক্রম করে... ভেসে ওঠার পরে তীরে পা রাখে।"(অ.নি. ৭.১৫) সূত্রে তো এমনই আছে, নাকি?

থেরবাদী : সেই ব্যক্তি কি সর্বকালেই ভেসে ওঠার পরে তীরে পা রাখে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮. ইন্দ্রিয়ের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, লৌকিয় শ্রদ্ধা হচ্ছে শ্রদ্ধা মাত্র, তা শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নয়। লৌকিয় উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... লৌকিয় প্রজ্ঞাও হচ্ছে প্রজ্ঞা মাত্র, তা প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী এবং মহিসাসক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৫৩. থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা বলতে কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় উদ্যম-ইন্দ্রিয়... স্মৃতি-ইন্দ্রিয়... সমাধি-ইন্দ্রিয়... প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা বলতে কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় মন আছে, লৌকিয় মন-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : লৌকিয় মন আছে, লৌকিয় মন-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় খুশি (*সোমনস্স*) আছে, লৌকিয় খুশিইন্দ্রিয় (*সোমনস্সিন্দ্রিয*) আছে... লৌকিয় প্রাণ (*জীৰিত*) আছে, লৌকিয় প্রাণইন্দ্রিয় (*জীৰিতিন্দ্রিয*) আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রাণ আছে, লৌকিয় প্রাণইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৫৪. থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় মন আছে, লৌকিয় মন-ইন্দ্রিয় নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
...
থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, কিন্তু লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : লৌকিয় মন আছে, লৌকিয় মন-ইন্দ্রিয় নেই?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় খুশি আছে, লৌকিয় খুশিইন্দ্রিয় নেই... লৌকিয় প্রাণ আছে, লৌকিয় প্রাণইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, কিন্তু লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় মন আছে, লৌকিয় মন-ইন্দ্রিয় নেই... লৌকিয় প্রাণ আছে, লৌকিয় প্রাণইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৫৫. থেরবাদী : লোকোত্তর শ্রদ্ধা আছে, লোকোত্তর শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লোকোত্তর উদ্যম আছে... লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, লোকোত্তর প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় শ্রদ্ধা আছে, লৌকিয় শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর শ্রদ্ধা আছে, লোকোত্তর শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : লৌকিয় উদ্যম আছে... লৌকিয় প্রজ্ঞা আছে, লৌকিয় প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, লোকোত্তর প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৫৬. থেরবাদী : লৌকিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, আমি বুদ্ধচক্ষুতে জগৎকে দেখলাম যেখানে সত্ত্বরা অল্পকলুষযুক্ত-বহুকলুষযুক্ত, তীক্ষ্ণইন্দ্রিয়-

ভোঁতাইন্দ্রিয়, এবং কেউ কেউ সচ্চরিত্র ও সহজেই উপদেশযোগ্য, তারা পরলোকে দোষ ও ভয় দেখে অবস্থান করছে।" (ম.নি. ১.২৮৩) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই লৌকিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে।

(ঊনবিংশ বর্গ সমাপ্ত)

২০. বিংশ বর্গ

১. অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, আনন্তরিক ব্যাপারগুলো হচ্ছে খুব গুরুতর এবং ভারী। তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো করে ফেললেও তার আনন্তরিক অপরাধ হয়ে যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৫৭. থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করলে সেটা প্রাণিহত্যা হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে অদত্তবস্তু গ্রহণ করলে... মিথ্যা বললে সেটা মিথ্যাবলা হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করলে সেটা প্রাণিহত্যা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে অদত্তবস্তু গ্রহণ করলে... মিথ্যা বললে সেটা মিথ্যাবলা হয় না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয় না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৫৮. থেরবাদী : অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : "ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি "ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়" সূত্রে এমনটা থাকে, তাহলে "অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করে মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করতে হয়" বলাটা উচিত নয়।

৮৫৯. ভিন্নবাদী : "মাতৃহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তার মা নিহত হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি তার মা নিহত হয়ে থাকে, তাহলে "মাতৃহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত।

ভিন্নবাদী : "পিতৃহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তার পিতা নিহত হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি তার পিতা নিহত হয়ে থাকে, তাহলে "পিতৃহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত।

ভিন্নবাদী : "অর্হৎহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ নিহত হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ নিহত হয়ে থাকে, তাহলে "অর্হৎহত্যাকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত।

ভিন্নবাদী : "[বুদ্ধের দেহ থেকে] রক্তপাতকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : তথাগতের রক্তপাত হয়েছে, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি তথাগতের রক্তপাত হয়ে থাকে, তাহলে "[বুদ্ধের দেহ থেকে] রক্তপাতকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত।

৮৬০. থেরবাদী : সংঘভেদকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সকল সংঘভেদকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] সকল সংঘভেদকারী মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ধর্ম মনে করে (*ধম্মসঞ্ঞী*) সংঘভেদকারী ব্যক্তি কি মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৬১. থেরবাদী : ধর্ম মনে করে সংঘভেদকারী ব্যক্তি কি মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে উপালি, এমন সংঘভেদকারী আছে যে দুর্গতিগামী, নরকগামী, কল্পকাল যাবত শাস্তিভোগকারী এবং অচিকিৎস্য। এমন সংঘভেদকারী আছে যে দুর্গতিগামী নয়, নরকগামী নয়, কল্পকাল যাবত শাস্তিভোগকারী নয় এবং অচিকিৎস্য

নয়।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "ধর্ম মনে করে সংঘভেদকারী ব্যক্তি মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়।

৮৬২. ভিন্নবাদী : "ধর্ম মনে করে সংঘভেদকারী ব্যক্তি মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"সংঘভেদকারী হচ্ছে দুর্গতিগামী, নিরয়গামী,
কল্পকাল যাবত শাস্তিভোগকারী।
অধর্মের জন্য দল সৃষ্টিকারী সেই ব্যক্তি
তার মুক্তিকেই ধ্বংস করে থাকে।
একতাবদ্ধ সংঘকে বিভক্ত করে সে কল্পকাল ধরে
নরকে সেদ্ধ হতে থাকে।" (চূলৰ.৩৫৪)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সংঘভেদকারী ব্যক্তি মরণের পরপরই নিশ্চিতভাবে শাস্তিভোগ করে।

২. জ্ঞানের কথা

[[[দুই প্রকার জ্ঞান আছে : লৌকিক জ্ঞান এবং লোকোত্তর জ্ঞান। লৌকিক জ্ঞান বলতে সমাপত্তিজ্ঞানও হয়, আবার দান ইত্যাদির ভিত্তিতে চলা কর্মের স্বকীয়তা জ্ঞানও (*কম্মস্সকতঞাণ*) হয়। লোকোত্তর জ্ঞান হচ্ছে সত্যকে উপলব্ধির মার্গজ্ঞান এবং ফলজ্ঞান। এমন বিভাজন না করে কেউ কেউ মনে করে যে, জ্ঞান হচ্ছে একমাত্র সত্যকে উপলব্ধির জ্ঞান (*সচ্চপরিচ্ছেদঞাণ*), অন্যকিছু জ্ঞান নয়। তাই সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৬৩. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির প্রজ্ঞা, প্রকৃতভাবে জানা, বিচার, প্রকৃতভাবে বিচার, ধর্মবিচার, বিবেচনা, যাচাই (*উপলকখণা*), বাছাই (*পচ্চুপলকখণা*)

থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তিরও তো প্রজ্ঞা, প্রকৃতভাবে জানা, বিচার, প্রকৃতভাবে বিচার, ধর্মবিচার, বিবেচনা, যাচাই, বাছাই থাকে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সাধারণ ব্যক্তিরও প্রজ্ঞা, প্রকৃতভাবে জানা, বিচার, প্রকৃতভাবে বিচার, ধর্মবিচার, বিবেচনা, যাচাই, বাছাই থাকে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান থাকে না" বলাটা উচিত নয়।

৮৬৪. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সাধারণ ব্যক্তি প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান থাকে না" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি দ্বিতীয় ধ্যানে... তৃতীয় ধ্যানে... চতুর্থ ধ্যানে... আকাশ-অনন্ত-আয়তনে প্রবেশ করতে পারে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন... আকিঞ্চনায়তন... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে প্রবেশ করতে পারে... সাধারণ ব্যক্তি দান দিতে পারে... চীবর দিতে পারে... পিণ্ডপাত দিতে পারে... বাসস্থান দিতে পারে... রোগের ওষুধপত্র দিতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সাধারণ ব্যক্তি রোগের ওষুধপত্র দিতে পারে, তাহলে "সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান থাকে না" বলাটা উচিত নয়।

৮৬৫. ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তিরও জ্ঞান থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তি সেই জ্ঞানের দ্বারা দুঃখকে পরিপূর্ণভাবে জানে, উৎপত্তিকে পরিত্যাগ করে, নিরোধ সাক্ষাৎ করে, মার্গ ভাবনা করে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩. নিরয়পালের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, নরকে নারকীয় শাস্তিমূলক কর্মগুলোই নিরয়পালের রূপ ধরে সত্ত্বদেরকে হত্যা করে থাকে। এমনিতে সেখানে

নিরয়পাল নামক কোনো সত্ত্ব নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৬৬. থেরবাদী : নরকগুলোতে কর্মচারী (*নিরযপালা*) থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নরকগুলোতে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নরকগুলোতে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : মনুষ্যলোকে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে, এবং এতে সেই শাস্তিদানকারী কর্মচারীও থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : নরকগুলোতে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে এবং এতে সেই শাস্তিদানকারী কর্মচারীও থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : নরকগুলোতে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে কিন্তু এতে সেই শাস্তিদানকারী কর্মচারী থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : মনুষ্যলোকে দৈহিক শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড চলে, কিন্তু এতে সেই শাস্তিদানকারী কর্মচারী থাকে না?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৬৭. ভিন্নবাদী : নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"ৰেস্সভূ নয়, এমনকি প্রেতদের রাজা
সোম, যম, এবং রাজা ৰেস্সৰণও নয়।
এখান থেকে পরলোকে উৎপন্ন হলে সেখানে
নিজ নিজ কর্মগুলোই তাদেরকে দুঃখ দেয়।"

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে না।

৮৬৮. থেরবাদী : নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে পাঁচ প্রকার বন্ধনের মাধ্যমে শাস্তি দেয়। তারা তার এক হাতে তপ্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়, অন্য হাতেও তপ্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়, এক পায়ে তপ্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়, অন্য পায়েও তপ্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়, দেহের মাঝখানে তপ্ত লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়। সে তখন সেখানে তীব্র অসহ্য বেদনা দুঃখবেদনা অনুভব করে। কিন্তু যাবত তার পাপকর্ম ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে মৃত্যুবরণ করে না।" (ম.নি. ৩.২৫০) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে।

থেরবাদী : নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে না?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে কুড়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করে... ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে পায়ে ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে বাইস দিয়ে টুকরো টুকরো করে... ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে রথের সাথে বেঁধে দাউ দাউ করে জ্বলা গনগনে লাল তপ্ত ভূমির উপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাড়িয়ে নিয়ে আসে... ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে দাউ দাউ করে জ্বলা গনগনে লাল তপ্ত বিশাল অঙ্গারপর্বতে উঠতে বাধ্য করে এবং নামতে বাধ্য করে... ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে পায়ে ধরে উল্টো করে দাউ দাউ করে জ্বলা গনগনে লাল তপ্ত লোহার কড়াইয়ে নিক্ষেপ করে। সে তখন সেখানে ফেনার মতো করে সেদ্ধ হতে থাকে। সে সেখানে ফেনার মতো করে সেদ্ধ হতে হতে একবার উপরে যায়, একবার নিচে যায়, একবার আড়াআড়িদিকে যায়। সে সেখানে তীব্র অসহ্য বেদনা দুঃখবেদনা অনুভব করে। কিন্তু যাবত তার পাপকর্ম ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে মৃত্যুবরণ করে না। ভিক্ষুগণ, নরকের কর্মচারীরা তখন তাকে মহানরকে ছুঁড়ে দেয়। ভিক্ষুগণ,

"সেই মহানরক হচ্ছে চারকোণা এবং চারটি দরজাবিশিষ্ট,
বিভিন্ন অংশে সমানভাবে বিভক্ত।

তা হচ্ছে লোহার দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত,
পুরোপুরি লোহার আবরণে ঢাকা।
তাপে গনগনে হয়ে থাকে তার লৌহময় ভূমিতল।
সেই তপ্ত ভূমি চারদিকে সর্বদা
একশ যোজনব্যাপী বিস্তৃত হয়ে জ্বলতে থাকে।" (ম.নি. ৩.২৫০)

সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : এ কারণেই নরকগুলোতে কর্মচারী থাকে।

৪. ইতর প্রাণীর কথা

[[[দেবলোকে এরাৰণ ইত্যাদি দেবপুত্ররা হাতির রূপ ধারণ করেন, ঘোড়ার রূপ ধারণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো ইতর প্রাণী নেই। কিন্তু সেই ইতর প্রাণীর রূপধারী দেবপুত্রদেরকে দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, দেবতাদের মধ্যেও ইতর প্রাণী আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৬৯. থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যেও তির্যক প্রাণী আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তির্যক প্রাণিকুলে কি দেবতা থাকে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যেও তির্যক প্রাণী আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : তাহলে দেবলোক হচ্ছে তির্যকযোনি?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যেও তির্যক প্রাণী আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : সেখানে কীটপতঙ্গ, মশা, মাছি, সাপ, কাঁকড়াবিছা, কেন্নো, কেঁচো আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৭০. ভিন্নবাদী : দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী নেই?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : সেখানে এরাৰণ নামক হাতি আছে, যাকে দিব্য বাহনে এক

হাজারভাবে যুক্ত করা হয়, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি সেখানে এরাৰণ নামক হাতি থাকে, যাকে দিব্য বাহনে একহাজারভাবে যুক্ত করা হয়, তাহলে "দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী আছে" বলাটা উচিত।

৮৭১. থেরবাদী : দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেখানে হাতিশালা, ঘোড়াশালা আছে, তাদেরকে খাদ্য ও পরিচর্যাকারী আছে, তাদের জন্য প্রশিক্ষক আছে, তাদেরকে সাজানোর জন্য কর্মচারী আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : এ কারণেই দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী নেই।

৫. মার্গ-কথা

[[["আগেই তার কায়কর্ম, বাককর্ম এবং জীবিকা সুপরিশুদ্ধ হয়ে থাকে" (অ.নি. ৩.৪৩১) এই সূত্রের ভিত্তিতে "সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম এবং সম্যক জীবিকা হচ্ছে চিত্তবিযুক্ত" এমন ধারণা থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, প্রকৃতপক্ষে [আর্যঅষ্টাঙ্গিক] মার্গ হচ্ছে পঞ্চাঙ্গিক। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **মহিসাসক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৭২. থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, মার্গ হচ্ছে আট অঙ্গবিশিষ্ট, যেমন- সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, মার্গ হচ্ছে আট অঙ্গবিশিষ্ট, যেমন- সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি, তাহলে "মার্গ হচ্ছে পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি :

"মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ, সত্যের মধ্যে চারি আর্যসত্য,

বিষয়গুলোর মধ্যে বিরাগ শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদীদের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ।" (ধ.প. ২৭৩) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই মার্গ হচ্ছে আট অঙ্গবিশিষ্ট।

৮৭৩. থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, কিন্তু তা মার্গ নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক বাক্য হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক কর্ম... সম্যক জীবিকা হচ্ছে মার্গের অঙ্গ, এবং তা মার্গ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৭৪. থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "প্রথমে তার কায়কর্ম, বাককর্ম এবং জীবিক সুপরিশুদ্ধ হয়। তখন তার সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।" (ম.নি. ৩.৪৩১) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই মার্গ হচ্ছে পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট।

৮৭৫. থেরবাদী : মার্গ হচ্ছে পাঁচ অঙ্গবিশিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "হে সুভদ্র, যে ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নেই, সেখানে শ্রমণও নেই, দ্বিতীয় শ্রমণও নেই, তৃতীয় শ্রমণও নেই, চতুর্থ শ্রমণও নেই। হে সুভদ্র, যে ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে, সেখানে শ্রমণও আছে, দ্বিতীয় শ্রমণও আছে, তৃতীয় শ্রমণও আছে, চতুর্থ শ্রমণও আছে। হে সুভদ্র, এই ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে। এখানে শ্রমণও আছে, দ্বিতীয় শ্রমণও আছে, তৃতীয় শ্রমণও আছে, চতুর্থ শ্রমণও আছে। অন্যান্য মতবাদগুলো শাস্তাশূন্য, এবং শ্রমণশূন্য।" (দী.নি. ২.২১৪) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই মার্গ হচ্ছে আট অঙ্গবিশিষ্ট।

৬. জ্ঞানের কথা

[[[ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রের বারোটি আকারে দেখানো জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে কেউ কেউ মনে করে যে, বারোটি বিষয়যুক্ত জ্ঞানই হচ্ছে লোকোত্তর। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **পুব্বসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৭৬. থেরবাদী : বারোটি বিষয়ে জ্ঞান হচ্ছে লোকোত্তর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বারোটি লোকোত্তর জ্ঞান আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বারোটি লোকোত্তর জ্ঞান আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বারোটি স্রোতাপত্তিমার্গ আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বারোটি স্রোতাপত্তিমার্গ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বারোটি স্রোতাপত্তিফল আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : বারোটি সকৃদাগামীমার্গ... অনাগামীমার্গ... অর্হত্ত্বমার্গ আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।
থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বারোটি অর্হত্ত্বমার্গ আছে?
ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।
থেরবাদী : বারোটি অর্হত্ত্বফল আছে?
ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৭৭. ভিন্নবাদী : "বারটি বিষয়ে জ্ঞান হচ্ছে লোকোত্তর" বলাটা উচিত নয়?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, 'এটি হচ্ছে দুঃখ আর্যসত্য' এভাবে অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চোখ উৎপন্ন হলো, জ্ঞান উৎপন্ন হলো, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলো, বিদ্যা উৎপন্ন হলো, আলো উৎপন্ন হলো। 'এই দুঃখ আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হয়'... সেটা আমার জানা হয়েছে। 'এটি হচ্ছে দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্য'... 'এই দুঃখের উৎপত্তি আর্যসত্যকে পরিত্যাগ করতে হয়'... সেটা আমার পরিত্যক্ত হয়েছে। 'এটি দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য'... 'এই দুঃখের নিরোধ আর্যসত্যকে সাক্ষাৎ করতে হয়'... তা আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। 'এটি দুঃখের নিরোধগামী পথের আর্যসত্য'... 'এই দুঃখের নিরোধগামী পথের আর্যসত্যকে ভাবনা করতে হয়'... 'তা আমার ভাবিত হয়েছে' এভাবে অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চোখ উৎপন্ন হলো, জ্ঞান উৎপন্ন হলো, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলো, বিদ্যা উৎপন্ন হলো, আলো উৎপন্ন হলো।" (মহাৰ. ১৫) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?
থেরবাদী : হ্যাঁ।
ভিন্নবাদী : এ কারণেই বারোটি বিষয়ে জ্ঞান হচ্ছে লোকোত্তর।

(বিংশ বর্গ সমাপ্ত)

২১. একবিংশ বর্গ

১. শাসনের কথা

[[[প্রথম তিন সঙ্গীতিকে উদ্দেশ্য করে কেউ কেউ মনে করে যে, "শাসন নতুনভাবে করা হয়েছে", এবং "তথাগতের শাসনকে নতুনভাবে করেছে এমন কেউ আছে" এবং "তথাগতের শাসনকে আবার নতুন করা যায়"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৭৮. থেরবাদী : বুদ্ধের শাসন নতুনভাবে করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) নতুনভাবে করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধের শাসন নতুনভাবে করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা (*সম্মপ্পধান*)... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ইদ্ধিপাদ*)... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ নতুনভাবে করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে অকুশল করে পরে কুশল করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে আসৰযুক্ত... সংযোজনীয়... বন্ধনীয়... প্লাবনীয়... যোগনীয়... আবরণীয়... স্পর্শিত... উপজাত... কলুষিত হয়েও পরে নিষ্কলুষ করা হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতের শাসনকে নতুনভাবে করেছে এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা বা সতিপট্ঠানকে নতুনভাবে করেছে এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গকে নতুনভাবে করেছে এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে অকুশল করে পরে কুশল করেছে এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে আসৰযুক্ত... সংযোজনীয়... বন্ধনীয়... প্লাবনীয়... যোগনীয়... আবরণীয়... স্পর্শিত... উপজাত... কলুষিত করেও পরে নিষ্কলুষ করেছে এমন কেউ আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তথাগতের শাসনকে আবার নতুন করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : স্মৃতির প্রতিষ্ঠা বা সতিপট্ঠানকে আবার নতুনভাবে করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সম্যক প্রচেষ্টা... অলৌকিক শক্তির ভিত্তি... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গকে আবার নতুনভাবে করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে অকুশল করে পরে কুশল করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : আগে আসৰযুক্ত... সংযোজনীয়... বন্ধনীয়... প্লাবনীয়... যোগনীয়... আবরণীয়... স্পর্শিত... উপজাত... কলুষিত করেও পরে নিষ্কলুষ করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. অবিচ্ছিন্ন থাকা

[[[থেরবাদীমতে, যে ব্যক্তির যে বিষয়টা বর্তমান থাকে, তা তার সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু সাধারণ ব্যক্তির কাছে ত্রিধাতুক বিষয়গুলো অজানা, তাই সে একক্ষণেই সবগুলো ত্রিধাতুক বিষয়গুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে উপরোক্ত কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৭৯. থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি ত্রিধাতুক (অর্থাৎ কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতুর সংশ্লিষ্ট) বিষয়গুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি ত্রিধাতুক স্পর্শগুলোর সাথে... ত্রিধাতুক

বেদনাগুলোর সাথে... সংজ্ঞাগুলোর সাথে... চেতনাগুলোর সাথে... চিত্তগুলোর সাথে... শ্রদ্ধাগুলোর সাথে... উদ্যমগুলোর সাথে... স্মৃতিগুলোর সাথে... সমাধিগুলোর সাথে... ত্রিধাতুক প্রজ্ঞাগুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সাধারণ ব্যক্তি ত্রিধাতুক কর্মগুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যেই ক্ষণে সাধারণ ব্যক্তি চীবর দেয়, সেই ক্ষণেই সে প্রথমধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে... আকাশ-অনন্ত-আয়তনে পৌঁছে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : যেই ক্ষণে সাধারণ ব্যক্তি পিণ্ডপাত দেয়... বাসস্থান দেয়... রোগের ওষুধপত্র দেয় সেই ক্ষণেই সে চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছে অবস্থান করে... নাসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে পৌঁছে অবস্থান করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৮০. ভিন্নবাদী : "সাধারণ ব্যক্তি ত্রিধাতুক কর্মগুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সাধারণ ব্যক্তির কি রূপধাতু এবং অরূপধাতুগামী কর্ম পরিপূর্ণভাবে জানা থাকে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সাধারণ ব্যক্তি ত্রিধাতুক কর্মগুলোর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

৩. সংযোজনের কথা

[[[যেহেতু অর্হৎ ব্যক্তি সকল বুদ্ধ-বিষয়কে জানে না, তাই তার সেগুলোর ব্যাপারে অবিদ্যা থাকবে, সংশয় থাকবে, সেগুলো অপরিত্যক্ত হয়ে থাকবে, এমন ধারণা থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, কিছু কিছু সংযোজন অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮১. থেরবাদী : কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কিছু আত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আছে... কিছু সংশয় আছে... কিছু শীল ও ব্রতের মিথ্যা ধারণা আছে... কিছু লোভ আছে... কিছু বিদ্বেষ আছে... কিছু মোহ আছে... কিছু পাপের প্রতি ভয়হীনতা আছে যা অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎ হচ্ছে লোভ বা রাগযুক্ত... দ্বেষযুক্ত... মোহযুক্ত... মানযুক্ত... অন্যকে হেয় করার মানসিকতাযুক্ত (*সমকেখা*)... নিষ্ঠুরতাযুক্ত (*সপলাস*)... মনঃকষ্টযুক্ত... ক্লেশযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে লোভ বা রাগহীন... দ্বেষহীন... মোহহীন... মানহীন... অন্যকে হেয় করার মানসিকতাহীন (*সমকেখা*)... নিষ্ঠুরতাহীন (*সপলাস*)... মনঃকষ্টহীন... ক্লেশহীন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভ বা রাগহীন... ক্লেশহীন হয়, তাহলে "কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে" বলাটা উচিত নয়।

৮৮২. ভিন্নবাদী : "কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ কি সকল বুদ্ধ-বিষয় জানে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

৪. অলৌকিক শক্তির কথা

[[[থেরবাদীমতে, ঋদ্ধি বা অলৌকিক বিষয় কখনো সফল হয়, কখনো সফল হয় না। অনিত্যকে নিত্যে করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঋদ্ধি একদমই সফল হয় না। তবে একই জাতীয় প্রবাহকে (*সভাগসন্ততিং*) পরিবর্তিত করে ভিন্ন জাতীয় প্রবাহে রূপান্তর করা, অথবা একই জাতীয় প্রবাহের সেভাবেই দীর্ঘকাল রাখার ক্ষেত্রে ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি কখনো কখনো সফল হয়। যাদের জন্য সেগুলো করা হয়ে থাকে তাদের পুণ্য ইত্যাদি কারণে ঋদ্ধি কখনো কখনো সফল হয়, যেমন- ভিক্ষুদের জন্য পানিকে ঘি ও দুধ করার মতো, এবং বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে মহাধাতু নিধানের সময়ে প্রদীপ, ফুল ইত্যাদির দীর্ঘকাল ধরে সেভাবেই থাকার মতো। কিন্তু পিলিন্দবচ্ছ ভন্তে রাজার প্রাসাদকে স্বর্ণময় হোক বলে ইচ্ছা করেছিলেন, সেটাকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে যে, ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি (*অধিপ্পায়ইদ্ধি*) আছে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮৩. থেরবাদী : বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের কি ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "গাছগুলো নিত্য পাতায় পরিপূর্ণ থাকুক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "গাছগুলো নিত্য ফুলে ফুলে ভরা থাকুক"... "গাছগুলো নিত্য ফলে ফলে ভরা থাকুক"... "নিত্য চাঁদের আলো থাকুক"... "নিত্য নিরাপত্তা বজায় থাকুক"... "নিত্য ভিক্ষার প্রাচুর্য থাকুক"... "নিত্য শান্তি বজায় থাকুক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের কি ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "উৎপন্ন স্পর্শ নিরুদ্ধ না হোক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : "উৎপন্ন বেদনা... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত... শ্রদ্ধা... উদ্যম... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ না হোক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের কি ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "রূপ নিত্য হোক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে... "বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য হোক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের কি ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "জন্মধর্মী সত্ত্বদের জন্ম না হোক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে... "জরাধর্মী সত্ত্বরা জরায় জীর্ণ না হোক"... "ব্যাধিধর্মী সত্ত্বরা ব্যাধিগ্রস্ত না হোক"... "মরণধর্মী সত্ত্বরা মৃত্যুবরণ না করুক" এমন ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি কি বুদ্ধগণের বা তাদের শিষ্যদের রয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৮৪. ভিন্নবাদী : "বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের কি ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : পিলিন্দবচ্ছ ভন্তে মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারের প্রাসাদ সোনার হোক বলে ইচ্ছা করেছিলেন, তা কিন্তু সোনার প্রাসাদ হয়ে গিয়েছিল, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি পিলিন্দবচ্ছ ভন্তে মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারের প্রাসাদ সোনার হোক বলে ইচ্ছা করাতে তা সোনার প্রাসাদ হয়ে থাকে, তাহলে "বুদ্ধগণের অথবা তাদের শিষ্যদের ইচ্ছাময় অলৌকিক শক্তি রয়েছে" বলাটা

উচিত।

৫. বুদ্ধকথা

[[[বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বুদ্ধের মধ্যে শরীরের আকারের পার্থক্য (*সরীর-ৰেমত্ততা*), আয়ুর পার্থক্য ও দেহপ্রভার বিস্তৃতির পার্থক্য (*পভাৰমত্ততা*) থাকে। কিন্তু সেগুলো বাদে বাদবাকি সকল বুদ্ধ-বিষয়ে তাদের মধ্যে হীনতা-উত্তমতা নেই। তবে কেউ কেউ মনে করে যে, বুদ্ধগণের সবকিছুতেই পার্থক্য থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮৫. থেরবাদী : বুদ্ধগণের মধ্যেও হীন উত্তম রয়েছে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি স্মৃতি প্রতিষ্ঠার (*সতিপট্ঠান*) ভিত্তিতে হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি সম্যক প্রচেষ্টার... অলৌকিক শক্তির... ইন্দ্রিয়ের... বলের... বোধ্যঙ্গের... বশীভাবের... সর্বজ্ঞতাজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তিতে হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৬. সকল দিকের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, চারিদিকে, উপরে, নিচে, সকলদিকে বিশ্বজগৎ (*লোকধাতু*) আছে, এবং সকল লোকধাতুতেই বুদ্ধ আছেন। এমন ধারণা থেকে তারা মনে করে যে, বুদ্ধগণ সকল দিকে থাকেন। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **মহাসাংঘিক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮৬. থেরবাদী : বুদ্ধগণ সকলদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বুদ্ধ কি পূর্বদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বুদ্ধ কি পূর্বদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই পূর্বদিকের ভগবান বুদ্ধের নাম কী? কোন জাতির? কোন গোত্রের? সেই ভগবান বুদ্ধের বাবা-মায়ের নাম কী? সেই ভগবানের শ্রাবকযুগলের নাম কী? সেই ভগবানের সেবকের নাম কী? তিনি কীরকম

চীবর পরেন? কীরকম ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করেন? তিনি কোন গ্রামে, শহরে, নগরে, রাষ্ট্রে, জনপদে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধ কি দক্ষিণদিকে... পশ্চিমদিকে... উত্তরদিকে... নিম্নদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বুদ্ধ কি নিম্নদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেই নিম্নদিকের ভগবান বুদ্ধের নাম কী? কোন জাতির?... তিনি কোন গ্রামে, শহরে, নগরে, রাষ্ট্রে, জনপদে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বুদ্ধ কি উপরদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বুদ্ধ কি উপরদিকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে তিনি কি চতুর্মহারাজিক স্বর্গে থাকেন?... তাবতিংস স্বর্গে থাকেন?... যাম স্বর্গে থাকেন... তুষিত স্বর্গে থাকেন... নির্মাণরতি স্বর্গে থাকেন... পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গে থাকেন... ব্রহ্মলোকে থাকেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৭. বিষয়ের কথা

[[[রূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের রূপ ইত্যাদি স্বভাবের দ্বারা সুনির্দিষ্ট, সেগুলো তাদের নিজ নিজ স্বভাবকে ত্যাগ করে না। এ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, সকল বিষয়ই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮৭. থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট (*নিযতা*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি আনন্তরিক হিসেবে বা মৃত্যুর পরপরই শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি মার্গলাভের মাধ্যমে নিশ্চিত মুক্তির দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে অনির্দিষ্ট রাশি বা পুঞ্জ নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট রাশি বা পুঞ্জ আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনির্দিষ্ট রাশি বা পুঞ্জ থাকে, তাহলে "সকল বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকল বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তিনটি রাশি বা পুঞ্জের কথা কি ভগবান কর্তৃক বলা হয় নি : মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাশি, সত্যতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাশি, এবং অনির্দিষ্ট রাশি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তিনটি রাশির কথা ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, যেমন- মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাশি, সত্যতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাশি, এবং অনির্দিষ্ট রাশি, তাহলে "সকল বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে রূপ অর্থে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি মিথ্যাত্বের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে সেটা কি সত্যতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান অর্থে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি মিথ্যাত্বের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহরে সেটা কি সত্যতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৮৮. ভিন্নবাদী : "রূপ হচ্ছে রূপ অর্থে সুনির্দিষ্ট... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান অর্থে সুনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : রূপ কি বেদনা হয়... সংজ্ঞা হয়... সংস্কার হয়... বিজ্ঞান হয়? বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান কি রূপ হয়... বেদনা হয়... সংজ্ঞা হয়... সংস্কার হয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই রূপ হচ্ছে রূপ অর্থে সুনির্দিষ্ট, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান অর্থে সুনির্দিষ্ট।

৮. কর্মের কথা

[[[যেহেতু ইহকালেই ফলদায়ী ইত্যাদি কর্মগুলো ইহকালেই ফলদানের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, সকল কর্মই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে উপরোক্ত **অন্ধক** এবং **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৮৯. থেরবাদী : সকল কর্মই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন (*নিযত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি আনন্তরিক হিসেবে বা মৃত্যুর পরপরই নরকযন্ত্রণা প্রাপ্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি মার্গপ্রাপ্তি হিসেবে নিশ্চিত মুক্তির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : তাহলে অনির্দিষ্ট রাশি নেই?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অনির্দিষ্ট রাশি আছে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অনির্দিষ্ট রাশি থাকে, তাহলে "সকল কর্ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সকল কর্ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তিনটি রাশির কথা কি ভগবান কর্তৃক বলা হয় নি : আনন্তরিক

হিসেবে সুনির্দিষ্ট রাশি, মার্গপ্রাপ্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট রাশি, এবং অনির্দিষ্ট রাশি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি তিনটি রাশির কথা ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, যেমন- আনন্তরিক হিসেবে সুনির্দিষ্ট রাশি, মার্গপ্রাপ্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট রাশি, এবং অনির্দিষ্ট রাশি, তাহলে "সকল কর্ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন" বলাটা উচিত নয়।

৮৯০. থেরবাদী : ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী কর্ম (*দিট্ঠধম্ম-ৰেদনীয কম্ম*) হচ্ছে ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি আনন্তরিক হিসেবে বা মৃত্যুর পরপরই নরকযন্ত্রণা প্রাপ্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট (*মিচ্ছত্তনিযত*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি মার্গপ্রাপ্তি হিসেবে নিশ্চিত মুক্তির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট (*সম্মত্তনিযত*)?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : পরবর্তী জন্মেই ফলপ্রদানকারী কর্ম (*উপপজ্জ-ৰেদনীয কম্ম*)... পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম (*অপরাপরিয-ৰেদনীয কম্ম*) হচ্ছে পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সেটা কি আনন্তরিক হিসেবে বা মৃত্যুর পরপরই নরকযন্ত্রণা প্রাপ্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সেটা কি মার্গপ্রাপ্তি হিসেবে নিশ্চিত মুক্তির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৯১. ভিন্নবাদী : "ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী কর্ম হচ্ছে ইহজীবনেই ফল লাভ হয় অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, পরবর্তী জন্মেই ফলপ্রদানকারী কর্ম... পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম হচ্ছে পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন" এমনটা বলা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী কর্ম কি পরবর্তী জন্মে ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে যায়, পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে

যায়?... পরবর্তী জন্মেই ফলপ্রদানকারী কর্ম কি ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে যায়, পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে যায়?... পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম কি ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে যায়, পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম হয়ে যায়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই ইহজীবনে ফলপ্রদানকারী কর্ম হচ্ছে ইহজীবনেই ফলপ্রদানকারী অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, পরবর্তী জন্মেই ফলপ্রদানকারী কর্ম... পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী কর্ম হচ্ছে পরবর্তী জন্মের পরে ফলপ্রদানকারী অর্থে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

(একবিংশ বর্গ সমাপ্ত)

২২. দ্বাবিংশ বর্গ

১. পরিনির্বাণের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু অর্হৎ সর্বজ্ঞতার বিষয়ে অপরিত্যক্ত সংযোজন নিয়েই পরিনির্বাপিত হয়, তাই এমন পরিনির্বাণ আছে যেখানে কিছু সংযোজন অপরিত্যক্ত থেকে যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৯২. থেরবাদী : কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : কিছু আত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আছে... কিছু সংশয় আছে... কিছু পাপের প্রতি ভয়হীনতা আছে যা অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎ হচ্ছে লোভ বা রাগযুক্ত... দ্বেষযুক্ত... ক্লেশযুক্ত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ হচ্ছে লোভ বা রাগহীন... দ্বেষহীন...... ক্লেশহীন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ লোভ বা রাগহীন... ক্লেশহীন হয়, তাহলে "কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে" বলাটা উচিত নয়।

৮৯৩. ভিন্নবাদী : "কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ কি সকল বুদ্ধ-বিষয় জানে?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই কিছু সংযোজন আছে যেগুলো অপরিত্যক্ত অবস্থাতেই পরিনির্বাণ ঘটে।

২. কুশল চিত্তের কথা

[[[যেহেতু অর্হৎ স্মৃতির বিপুলতা নিয়ে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে পরিনির্বাপিত হয়, তাই কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাপিত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৯৪. থেরবাদী : অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে অর্হৎ পুণ্যসংস্কার সম্পাদন করতে করতে... অবিচল (*আনেঞ্জ*) সংস্কার সম্পাদন করতে করতে... গতির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... ভবের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... প্রভুত্বের (*ইস্সরিয*) দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... আধিপত্যের দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... মহাভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... মহাজনসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... দিব্য-ভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে... মনুষ্য-ভোগসম্পত্তির দিকে পরিচালনাকারী কর্ম করতে করতে পরিনির্বাপিত হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয় করতে করতে... ক্ষয় করতে করতে... পরিত্যাগ করতে করতে... আঁকড়ে ধরতে ধরতে... ছড়িয়ে ফেলতে ফেলতে... কুড়িয়ে নিতে নিতে... নিভিয়ে দিতে দিতে... জ্বালিয়ে দিতে দিতে পরিনির্বাণ লাভ করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ সঞ্চয় করেন না, ক্ষয়ও করেন না। বরং ক্ষয় করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ সঞ্চয় না করেন, ক্ষয়ও না করেন, বরং ক্ষয় করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ পরিত্যাগ করেন না, আঁকড়েও ধরেন না, পরিত্যাগ করেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?... অর্হৎ ছড়িয়ে ফেলেন না, কুড়িয়ে নেন না, ছড়িয়ে ফেলেই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?... অর্হৎ নিভিয়ে দেন না, জ্বালিয়ে দেন না, নিভিয়ে দিয়েই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ নিভিয়ে না দেন, জ্বালিয়ে না দেন, নিভিয়ে দিয়েই স্থিতিপ্রাপ্ত হন, তাহলে আপনার "অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

৮৯৫. ভিন্নবাদী : "অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : অর্হৎ উপস্থিত স্মৃতিসহকারে সম্প্রজ্ঞানী হয়ে পরিনির্বাপিত হন, নয় কি?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি অর্হৎ উপস্থিত স্মৃতিসহকারে সম্প্রজ্ঞানী হয়ে পরিনির্বাপিত হন, তাহলে "অর্হৎ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত।

৩. অবিচলতার কথা

[[[যেহেতু ভগবান চতুর্থধ্যানে থাকা অবস্থায় পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন, তা বিবেচনা করে কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হৎ অবিচলভাবে (*আনেঞ্জ*) থাকা অবস্থায় পরিনির্বাপিত হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৯৬. থেরবাদী : অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ স্বাভাবিক চিত্ত নিয়েই পরিনির্বাণ লাভ করেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ স্বাভাবিক চিত্ত নিয়েই পরিনির্বাণ লাভ করে

থাকেন, তাহলে "অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ ক্রিয়াচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ বিপাকচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ বিপাকচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করে থাকেন, তাহলে "অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হৎ ক্রিয়া-অনির্দিষ্ট (*কিরিযাব্যাকত*) চিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : অর্হৎ বিপাক-অনির্দিষ্ট (*ৰিপাকাব্যাকত*) চিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি অর্হৎ বিপাক-অনির্দিষ্ট চিত্ত নিয়ে পরিনির্বাণ লাভ করে থাকেন, তাহলে "অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে আসার পরপরই পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান চতুর্থ ধ্যান থেকে উঠে আসার পরপরই পরিনির্বাপিত হয়ে থাকেন, তাহলে "অর্হৎ অবিচল অবস্থায় উপনীত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন" বলাটা উচিত নয়।

৪. ধর্মোপলব্ধির কথা

[[[অতীত জন্মে স্রোতাপন্ন হওয়া ব্যক্তিকে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে সেখান থেকে বের হতে দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, মাতৃগর্ভে থাকা সত্ত্বেরও ধর্মোপলব্ধি (*ধম্মাভিসময়ো*) হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৯৭. থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের কি ধর্মদেশনা আছে? ধর্মশ্রবণ... ধর্মালোচনা... প্রশ্ন জিজ্ঞাসা... শীল গ্রহণ... ইন্দ্রিয় সংবরণ... ভোজনে মাত্রাজ্ঞান... রাতের প্রথম এবং শেষ প্রহরে জেগে থাকা আছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের রাতের প্রথম এবং শেষ প্রহরে জেগে থাকা নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি গর্ভস্থ সত্ত্বের রাতের প্রথম এবং শেষ প্রহরে জেগে থাকা না থাকে, তাহলে "গর্ভস্থ সত্ত্বের ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সম্যক দৃষ্টির উৎপত্তি হয় দুটো কারণে - অপরের কাছ থেকে শুনে, এবং বিজ্ঞতার সাথে মনোযোগ দিয়ে, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি দুটো কারণে সম্যক দৃষ্টির উৎপত্তি হয় - অপরের কাছ থেকে শুনে, এবং বিজ্ঞতার সাথে মনোযোগ দিয়ে, তাহলে "গর্ভস্থ সত্ত্বের ধর্মোপলব্ধি হয়" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুপ্ত ব্যক্তির, প্রমত্ত ব্যক্তির, স্মৃতিবিহ্বল ব্যক্তির অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৫-৭. আরও তিনটি বিষয়ে কথা

[[[জন্মের কিছুকাল পরেই স্রোতাপন্নদের অর্হত্ত্ব লাভ, বিশেষ করে সুপ্রবাসা উপাসিকার সাত বছর ধরে গর্ভস্থ সন্তানের অর্হত্ত্ব লাভ দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, গর্ভস্থ সত্ত্বেরও অর্হত্ত্ব লাভ হয়। এছাড়া স্বপ্নের মধ্যে আকাশে উড়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখেও তারা মনে করে যে, স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির ধর্মোপলব্ধি হয় এবং এমনকি তখন অর্হত্ত্ব লাভও হয়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে উপরোক্ত কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৮৯৮. থেরবাদী : গর্ভস্থ সত্ত্বের অর্হত্ত্বলাভ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুপ্ত ব্যক্তির, প্রমত্ত ব্যক্তির, স্মৃতিবিহ্বল ব্যক্তির অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির অর্হত্ত্বলাভ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮৯৯. থেরবাদী : স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুপ্ত ব্যক্তির, প্রমত্ত ব্যক্তির, স্মৃতিবিহ্বল ব্যক্তির অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির ধর্মোপলব্ধি হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯০০. থেরবাদী : স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির অর্হত্ত্বলাভ হয়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সুপ্ত ব্যক্তির, প্রমত্ত ব্যক্তির, স্মৃতিবিহ্বল ব্যক্তির অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির অর্হত্ত্বলাভ হয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৮. অনির্দিষ্ট কথা

[[["ভিক্ষুগণ, এমন চেতনা আছে যা নগণ্য বা ধর্তব্য নয় (*অব্বোহারিকা*)" (পারা.২৩৫) এমন উদ্ধৃতি থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, স্বপ্ন দেখার সময়কালীন সকল চিত্তই হচ্ছে অনির্দিষ্ট। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯০১. থেরবাদী : স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির সবগুলো চিত্তই অনির্দিষ্ট

(*অব্যাকত*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সে স্বপ্নের মধ্যে প্রাণিহত্যা করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি সে স্বপ্নের মধ্যে প্রাণিহত্যা করতে পারে, তাহলে "স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির সবগুলো চিত্তই অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : সে স্বপ্নের মধ্যে অদত্তবস্তু গ্রহণ করতে পারে... মিথ্যা বলতে পারে... ভেদবাক্য বলতে পারে... কর্কশবাক্য বলতে পারে... বাজে আলাপ করতে পারে... সিঁদ কাটতে পারে... লুট করতে পারে... ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে... পথে ডাকাতি করতে পারে... পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করতে পারে... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে... শহর ধ্বংস করতে পারে... স্বপ্নের মধ্যেই যৌনমিলন করতে পারে... স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির বীর্যপাত হতে পারে... স্বপ্নের মধ্যেই দান দিতে পারে... চীবর দিতে পারে... পিণ্ডদান দিতে পারে... বাসস্থান দিতে পারে... রোগের জন্য ওষুধপত্র দিতে পারে... খাদ্য দিতে পারে... ভোজ্য দিতে পারে... পানীয় দিতে পারে... চৈত্য বন্দনা করতে পারে... চৈত্যে মালা পরাতে পারে... সুগন্ধি দিতে পারে... সুগন্ধিদ্রব্য মাখিয়ে দিতে পারে... চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি স্বপ্নের মধ্যেই প্রাণিহত্যা করতে পারে, তাহলে "স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির সবগুলো চিত্তই অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়।

৯০২. ভিন্নবাদী : "স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির সবগুলো চিত্তই অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি যে, স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির চিত্ত হচ্ছে অব্যবহার্য বা নগণ্য?[৫]

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক কি বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির চিত্ত হচ্ছে অব্যবহার্য বা নগণ্য, তাহলে "স্বপ্ন দেখতে থাকা ব্যক্তির

---

[৫] প্রাণিহত্যা ইত্যাদির স্বপ্ন দেখার সময়ে কিছু অকুশল চিত্ত ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু তখন সত্যিকারের প্রাণীকে হত্যা করা হয় না বলে তাতে আপত্তি আরোপ করা সম্ভব হয় না। এ কারণেই তা অব্যবহার্য বা নগণ্য, কিন্তু তাই বলে তা অনির্দিষ্ট নয়।

সবগুলো চিত্তই অনির্দিষ্ট" বলাটা উচিত।

৯. পুনরাবৃত্তি কারণের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু সকল বিষয়ই হচ্ছে ক্ষণিকের, কোনো কিছুই মুহূর্তমাত্র স্থির থেকে পুনরাবৃত্তি-কারণের (*আসেৰন-পচ্চয*) মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। তাই পুনরাবৃত্তি-কারণ বলতে কিছু নেই। তাই পুনরাবৃত্তি-কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় এমন কোনো কিছু নেই। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯০৩. থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ (*আসেৰনপচ্চয*) বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা বারবার করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা নরকের দিকে নিয়ে যায়, তির্যক প্রাণিকুলের দিকে নিয়ে যায়, প্রেতকুলের দিকে নিয়ে যায়। প্রাণিহত্যার সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও অল্পায়ু হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।" (অ.নি. ৮.৪০) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ (*আসেৰনপচ্চয*) বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, অদত্তবস্তু গ্রহণ বারবার করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা নরকের দিকে নিয়ে যায়, তির্যক প্রাণিকুলের দিকে নিয়ে যায়, প্রেতকুলের দিকে নিয়ে যায়। অদত্তবস্তু গ্রহণের সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও ভোগসম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার দিকে নিয়ে যায়... ব্যভিচারের সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও শত্রুদের বৈরীতার দিকে নিয়ে যায়... মিথ্যা বলার সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও মিথ্যা অভিযোগের সম্মুখীন হওয়ার দিকে নিয়ে যায়... ভেদ বাক্য বলার সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও মিত্রের সাথে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার দিকে নিয়ে যায়... কর্কশ বাক্য বলার সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও অপছন্দের শব্দ শুনতে পাওয়ার দিকে নিয়ে

যায়... বাজে আলাপের সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও অগ্রহণযোগ্য বাক্য বলার দিকে নিয়ে যায়... সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণের সবচেয়ে লঘু যে বিপাক তা মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেও পাগল হওয়ার দিকে নিয়ে যায়... " (অ.নি. ৮.৪০) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

৯০৪. থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি বারবার ধারণ করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা নরকের দিকে নিয়ে যায়, তির্যক প্রাণিকুলের দিকে নিয়ে যায়, প্রেতকুলের দিকে নিয়ে যায়।" (অ.নি. ৮.৪০) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, মিথ্যাসংকল্প... মিথ্যাসমাধি বারবার করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা নরকের দিকে নিয়ে যায়, তির্যক প্রাণিকুলের দিকে নিয়ে যায়, প্রেতকুলের দিকে নিয়ে যায়।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

৯০৫. থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি বারবার ধারণ করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা অমৃতের মধ্যে নিমজ্জিত করায়, অমৃতপরায়ণ করায়, অমৃতে পর্যবসিত করায়।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

থেরবাদী : পুনরাবৃত্তি কারণ বলতে কোনো কিছু নেই?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি : "ভিক্ষুগণ, সম্যক সংকল্প... সম্যক সমাধি বারবার করলে, ভাবিত হলে, বহুলভাবে চর্চা হলে তা অমৃতের মধ্যে নিমজ্জিত করায়, অমৃতপরায়ণ করায়, অমৃতে পর্যবসিত করায়।" সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই পুনরাবৃত্তি কারণ আছে।

১০. ক্ষণিকের কথা

[[[কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু সকল সৃষ্টবিষয়গুলো হচ্ছে অনিত্য, তাই সেগুলো হচ্ছে কেবল একচিত্তক্ষণিক। যেহেতু সবকিছুই সমানভাবে অনিত্য, তাই কিছু কিছু বিষয় তাড়াতাড়ি ভঙ্গ হয়, কিছু কিছু বিষয় দীর্ঘকাল পরে ভঙ্গ হয় এমন নিয়ম কোথায় আছে? এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **পুব্বসেলিয়** ও **অপরসেলিয়** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯০৬. থেরবাদী : সকল বিষয়ই হচ্ছে একচিত্তক্ষণিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চিত্তের মধ্যেই মহাপৃথিবী থাকে, মহাসমুদ্র থাকে, পর্বতরাজ সিনেরু থাকে, আপ থাকে, তেজ থাকে, বায়ু থাকে, ঘাস, কাঠ, গাছ থাকে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : সকল বিষয়ই হচ্ছে একচিত্তক্ষণিক?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে চোখ-আয়তন হচ্ছে চোখবিজ্ঞানের সহজাত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] চোখ-আয়তন হচ্ছে চোখবিজ্ঞানের সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সারিপুত্র ভন্তে কি এরূপ বলেন নি, "আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ চোখ অভগ্ন হয়, কিন্তু বাইরের রূপ দৃষ্টিগোচর নয়, তাতে মনোযোগ ধাবিত হয় না, তা থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ চোখ

অভগ্ন হয়, বাইরের রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাতে মনোযোগ ধাবিত হয় না, তখনো তা থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ চোখ অভগ্ন হয়, বাইরের রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে মনোযোগ ধাবিত হয়, এভাবেই তা থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।" (ম.নি. ১.৩০৬) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "চোখ-আয়তন হচ্ছে চোখবিজ্ঞানের সহজাত" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : কান-আয়তন... নাক-আয়তন... জিহ্বা-আয়তন... কায়-আয়তন হচ্ছে কায়বিজ্ঞানের সহজাত?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] কায়-আয়তন হচ্ছে কায়বিজ্ঞানের সহজাত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : সারিপুত্র ভন্তে কি এরূপ বলেন নি, "আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ কায় অভগ্ন হয়, কিন্তু বাইরের স্পর্শও স্পর্শগোচর না হয়... আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ চোখ অভগ্ন হয়, বাইরের স্পর্শ স্পর্শগোচর হয়, কিন্তু তাতে মনোযোগ ধাবিত হয় না... আবুসো, যদি অভ্যন্তরীণ চোখ অভগ্ন হয়, বাইরের স্পর্শ স্পর্শগোচর হয়, তাতে মনোযোগ ধাবিত হয়, এভাবেই তা থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।" (ম.নি. ১.৩০৬) সূত্রে তো এমনটাই আছে, নাকি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : এ কারণেই "কায়-আয়তন হচ্ছে কায়বিজ্ঞানের সহজাত" বলাটা উচিত নয়।

৯০৭. ভিন্নবাদী : "সকল বিষয়ই হচ্ছে একচিত্তক্ষণিক" বলাটা উচিত নয়?

থেরবাদী : হ্যাঁ।

ভিন্নবাদী : সকল বিষয় নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়?

থেরবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

ভিন্নবাদী : এ কারণেই সকল বিষয়ই হচ্ছে একচিত্তক্ষণিক।

(দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত)

২৩. ত্রয়োবিংশ বর্গ

১. একই ইচ্ছার কথা

[[[করুণাবশত অথবা "সংসারে একা হয়ে যাব" এই আশঙ্কায় কোনো নারীর সাথে বুদ্ধপূজা ইত্যাদি করে একই প্রার্থনা করলে তা হয় একই ইচ্ছা (*একাধিপ্পাযো*)। এভাবে দুজনেরই একই ইচ্ছা থাকলে তখন যৌনমিলন করা যায়। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** এবং **বেতুল্লক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯০৮. থেরবাদী : একই ইচ্ছায় যৌনমিলন করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একই ইচ্ছায় অশ্রমণ হওয়া যায়, অভিক্ষু হওয়া যায়, ছিন্নমূল হওয়া যায়, পারাজিকাগ্রস্ত হওয়া যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : একই ইচ্ছায় যৌনমিলন করা যায়?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : একই ইচ্ছায় প্রাণিহত্যা করা যায়, অদত্তবস্তু গ্রহণ করা যায়, মিথ্যা বলা যায়, ভেদবাক্য বলা যায়, কর্কশবাক্য বলা যায়, বাজেআলাপ করা যায়, সিঁদ কেটে চুরি করা যায়, লুটপাট কা যায়, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায়, পথে ডাকাতি করা যায়, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা যায়, গ্রামধ্বংস করা যায়, শহর ধ্বংস করা যায়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

২. অর্হতের রূপের কথা

[[[দৈহিক চালচলন ও পোশাক-আশাকে পরিপাটি পাপী ভিক্ষুকে দেখে কেউ কেউ মনে করে যে, অর্হতের রূপ ধরে অমনুষ্যরা যৌনমিলন করে থাকে। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯০৯. থেরবাদী : অর্হতের রূপ ধরে অমনুষ্যরা যৌনমিলন করে থাকে?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : অর্হতের রূপ ধরে অমনুষ্যরা প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, মিথ্যা বলে, ভেদবাক্য বলে, কর্কশবাক্য বলে, বাজে আলাপ করে, সিঁদ কেটে চুরি করে, লুটপাট করে, ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, পথে ডাকাতি করে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে, গ্রাম ধ্বংস করে, শহর ধ্বংস করে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৩-৭. প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করা

[[[ছদ্দন্ত-জাতক ইত্যাদিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে, "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুর্গতিতে গমন করেন, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, দুষ্কর কাজ করেছেন, চরম তপস্যা করেছেন, অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করেছেন"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯১০. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই (*ইস্সরিয-কামকারিকা-হেতু*) দুর্গতিতে গমন করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই নরকে গমন করেন, সঞ্জীব নরকে গমন করেন, কালোসুতা নরকে গমন করেন, তাপন নরকে গমন করেন, মহাতাপন নরকে গমন করেন, সঙ্ঘাত নরকে গমন করেন, রোরুব নরকে গমন করেন... অবীচি নরকে গমন করেন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুর্গতিতে গমন করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুর্গতিতে গমন করেন" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : যদি "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুর্গতিতে গমন করেন" সূত্রে এমনটা না থাকে, তাহলে "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুর্গতিতে গমন করেন" বলাটা উচিত নয়।

৯১১. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই নরকে উৎপন্ন হন, ইতর প্রাণিকুলে উৎপন্ন হন?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে বোধিসত্ত্ব অলৌকিক শক্তিধর?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : [আমি আবার বলছি] বোধিসত্ত্ব অলৌকিক শক্তিধর?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্বের ইচ্ছা অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ছন্দিদ্ধিপাদ*) ভাবিত হয়েছে... উদ্যম অলৌকিক শক্তির ভিত্তি (*ৰীরিযিদ্ধিপাদ*) ভাবিত হয়েছে... চিত্ত অলৌকিক শক্তির ভিত্তি ভাবিত হয়েছে... মীমাংসা অলৌকিক শক্তির ভিত্তি ভাবিত হয়েছে?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : যদি "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন" সূত্রে এমনটা না থাকে, তাহলে "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই গর্ভে প্রবেশ করেন" বলাটা উচিত নয়।

৯১২. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুঃসাধ্য কাজ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই "জগৎ হচ্ছে শাশ্বত" এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়ে যান, "জগৎ হচ্ছে অশাশ্বত"... "জগৎ হচ্ছে সসীম"... "জগৎ হচ্ছে অসীম"... "যা জীব সেটাই শরীর"... "জীব আলাদা, শরীর আলাদা"... "তথাগত মরণের পরে থাকেন"... "তথাগত মরণের পরে থাকেন না"... "তথাগত মরণের পরে থাকেনও এবং থাকেনও না"... "তথাগত মরণের পরে থাকেন না এবং নাও থাকেন না" এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে

পড়ে যান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুঃসাধ্য কাজ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুঃসাধ্য কাজ করেন" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : যদি "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুঃসাধ্য কাজ করেন" সূত্রে এমনটা না থাকে, তাহলে "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই দুঃসাধ্য কাজ করেন" বলাটা উচিত নয়।

৯১৩. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই কঠোর তপস্যা করেন, অন্য শাস্তাদেরকে অনুসরণ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই "জগৎ হচ্ছে শাশ্বত" এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়ে যান... "তথাগত মরণের পরে থাকেন না এবং নাও থাকেন না" এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়ে যান?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯১৪. থেরবাদী : বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই অন্য শাস্তাদেরকে অনুসরণ করেন?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই অন্য শাস্তাদেরকে অনুসরণ করেন" সূত্রে এমনটা আছে?

ভিন্নবাদী : নেই।

থেরবাদী : যদি "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই অন্য শাস্তাদেরকে অনুসরণ করেন" সূত্রে এমনটা না থাকে, তাহলে "বোধিসত্ত্ব প্রভুত্বমূলক কাজের জন্যই অন্য শাস্তাদেরকে অনুসরণ করেন" বলাটা উচিত নয়।

৮. অনুরূপতার কথা

[[[কেউ কেউ মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা বা অপরের উন্নতিতে খুশিভাবকে লক্ষ করে মনে করে যে, "*রাগ* বা লোভ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে লোভের মতো"। ঈর্ষা, কৃপণতা ও অনুশোচনাকে লক্ষ করে মনে

করে যে, "বিদ্বেষ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে বিদ্বেষের মতো"। হাসিকে লক্ষ করে মনে করে যে, "মোহ নয় এমন কিছু আছে যা মোহের মতো"। দুর্বিনীত ব্যক্তিদেরকে দমন ও দক্ষ ভিক্ষুদেরকে অনুগ্রহ করা, পাপকে নিন্দা করা, কল্যাণকে প্রশংসা করা, পিলিন্দবচ্ছ ভন্তের অন্যদেরকে "ৰষল" বলা, এবং ভগবানের তুচ্ছ ও ব্যর্থ পুরুষ বলাটাকে লক্ষ করে কেউ কেউ মনে করে যে, "ক্লেশ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে ক্লেশের মতো"। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে **অন্ধক** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯১৫. থেরবাদী : লোভ বা রাগ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে রাগের অনুরূপ (*রাগপতিরূপক*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে স্পর্শ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে স্পর্শের অনুরূপ, বেদনা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে বেদনার অনুরূপ, সংজ্ঞা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে সংজ্ঞার অনুরূপ, চেতনা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে চেতনার অনুরূপ, চিত্ত নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে চিত্তের অনুরূপ, শ্রদ্ধা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে শ্রদ্ধার অনুরূপ, উদ্যম নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে উদ্যমের অনুরূপ, স্মৃতি নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে স্মৃতির অনুরূপ, সমাধি নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে সমাধির অনুরূপ, প্রজ্ঞা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে প্রজ্ঞার অনুরূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯১৬. থেরবাদী : বিদ্বেষ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে বিদ্বেষের অনুরূপ (*দোসপতিরূপক*), মোহ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে মোহের অনুরূপ (*মোহপতিরূপক*), ক্লেশ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে ক্লেশের অনুরূপ?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : তাহলে স্পর্শ নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে স্পর্শের অনুরূপ... প্রজ্ঞা নয় এমন কিছু আছে যা হচ্ছে প্রজ্ঞার অনুরূপ?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

৯. অনির্ধারিত কথা

[[[অঙ্গুত্তরনিকায়ে বলা হয়েছে :

দুঃখেরই উৎপত্তি হয়, দুঃখই টিকে থাকে এবং বিলীন হয়,

দুঃখ বাদে অন্যকিছুর উৎপত্তি হয় না,

দুঃখ বাদে অন্যকিছুও নিরুদ্ধ হয় না। (অ.নি. ১.১৭১)

এমন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল দুঃখই হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত, বাদবাকি যে-সমস্ত স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় রয়েছে সেগুলো সবই হচ্ছে অনির্ধারিত। এমন ভিন্নবাদী হচ্ছে কোনো কোনো **উত্তরাপথক** এবং **হেতুবাদী** দলীয়রা। এই বিষয়টা নিয়েই তাদের সাথে থেরবাদীদের বিতর্ক।]]]

৯১৭. থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অনির্ধারিত (*অপরিনিপ্ফন্ন*)?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : রূপ অনিত্য নয়, সৃষ্ট নয়, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন নয়, ক্ষয়ধর্মী নয়, ব্যয়ধর্মী নয়, বিরাগধর্মী নয়, নিরোধধর্মী নয়, পরিবর্তনধর্মী নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : রূপ হচ্ছে অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি রূপ অনিত্য, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী হয়, তাহলে "রূপ হচ্ছে অনির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : কেবল দুঃখই হচ্ছে নির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, যা অনিত্য তা-ই দুঃখ এবং রূপ হচ্ছে অনিত্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, যা অনিত্য তা-ই দুঃখ এবং রূপ হচ্ছে অনিত্য, তাহলে "কেবল দুঃখই হচ্ছে নির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়।

৯১৮. থেরবাদী : বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... চোখ-আয়তন... ধর্ম-আয়তন... চোখধাতু... ধর্মধাতু... চোখ-ইন্দ্রিয়... জ্ঞানী ইন্দ্রিয় অনির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় অনিত্য নয়... পরিবর্তনীয় নয়?

ভিন্নবাদী : এমনটা বলা যায় না...।

থেরবাদী : জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনিত্য, সৃষ্ট... পরিবর্তনীয়, নয় কি?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় অনিত্য হয়, সৃষ্ট, কারণসাপেক্ষে উৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনধর্মী হয়, তাহলে "জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়।

থেরবাদী : কেবল দুঃখই হচ্ছে নির্ধারিত?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : ভগবান কর্তৃক কি বলা হয় নি, যা অনিত্য তা-ই দুঃখ এবং জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনিত্য?

ভিন্নবাদী : হ্যাঁ।

থেরবাদী : যদি ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাকে যে, যা অনিত্য তা-ই দুঃখ এবং জ্ঞানী-ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনিত্য, তাহলে "কেবল দুঃখই হচ্ছে নির্ধারিত" বলাটা উচিত নয়।

পঁয়ত্রিশ ভাণবার সমাপ্ত।

অভিধর্মপিটকে কথাবত্থু সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (একবিংশ খণ্ড) সমাপ্ত।

* * *